সেক্সপিয়র।

(তৃতীয় ভাগ)

দ্বিতীয় সংস্করণ।

(সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

——Take then these two keys, Immortal boy,
This can unlock the gates of joy,
Of horror that, and thrilling fears
And open the sacred source of sympathetic tears.

—GRAY.

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত অনূদিত।

প্রকাশক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত,

মজিলপুর, ২৪ পরগণা।

শ্রাবণ, ১৩০৯।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

কালিকা ষ্টীম-মেসিন যন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

Willm Shakspere.

উৎসর্গ।

সজ্জন বরেণ্য, জগন্মান্য,

স্বধর্ম্মপরায়ণ, হিন্দু-রাজকুল-ভূষণ,

সজ্জন-প্রতিপালক, সর্ব্বসদ্‌গুণাধার,--

বিদ্যা-জ্ঞান-দয়া ও প্রতিভার পূর্ণ অধিকারী, বাগ্মিমান্

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর

স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কে. সি. এস্. আই.

মহোদয়ের মহামহিমান্বিত নামে,

"সেক্সপিয়র" তৃতীয়ভাগের এই অভিনব সংস্করণ,—

প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে

উৎসর্গ করিলাম।

সূচীপত্র।

কবি-প্রতিভা।

[মহাকবি সেক্সপিয়রের মহানাটক চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।]

মহাকবি সেক্সপিয়রের মহানাটক-চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বা সমালোচনা করিলে,—কবি যে কি অপূর্ব্ব শক্তি ও অমানুষী প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু সেরূপ সুদীর্ঘ সমালোচনা করিবার স্থানও নাই, এবং আমাদের সে অবসর ও শক্তিও নাই। কবির ম্যাক্‌বেথ্‌, হাম্‌লেট্‌, ওথেলো ও লিয়র,—এই চারিখানি মহানাটকে, কবির অসাধারণ—অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার আর সকল গ্রন্থ, অন্যের হিসাবে এক একটি কোহিনূরস্বরূপ বটে; কিন্তু তাঁহার এই মহানাটক-চতুষ্টয়ের তুলনায়, তাঁহার অন্যান্য নাটকগুলি,—চন্দ্র-সূর্য্যের নিকট এক একটি ক্ষুদ্র গ্রহের অনুরূপ।

মনুষ্যহৃদয়ে পুণ্য এবং পাপ, ভাল এবং মন্দ, স্বর্গ এবং নরক,—এইরূপ বিপরীত ভাবের সমন্বয়। কেবল সৌন্দর্য্য ও শোভাই জগতের প্রাণস্বরূপ নহে। সৌন্দর্য্য,—কবির ধ্যান ও আরাধনার সামগ্রী এবং কাব্যের প্রধান অবলম্বন হইলেও, যে মহাকাব্যে মানব-চরিত্র প্রদর্শিত হইবে,—সৃষ্টি-রহস্য প্রকটিত হইবে, তাহা কেবল সৌন্দর্য্যময় হইলেই চলিবে না, পরন্তু তাহাতে কোমলতা ও কঠোরতা দুই-ই থাকা আবশ্যক। সুন্দর ও কুৎসিত,—দুই লইয়াই জগৎ, এবং সুন্দর ও কুৎসিত দুই লইয়াই মহাকাব্য।—মহাকাব্য বিশ্ব-সৃষ্টিরই প্রতিকৃতি।

প্রকৃতির হাসি-মুখ প্রতিনিয়ত কেহ দেখিতে পায় না; এইমাত্র যে অশান্ত রূপসী,—বালিকার ন্যায় স্খলিত-বসনা, উন্মুক্ত-কুন্তলা হইয়া,—অপরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তারণ করিতে করিতে ছুটাছুটি করিতেছিল,—পরক্ষণে দেখ, সে মূর্ত্তি গাম্ভীর্য্যময়ী হইয়া, মহাপ্রলয়ের বিরাট দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। মানবপ্রকৃতিও এইরূপ,—কখন সরলতার মধুর সমাবেশ, কখন নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তিমান্‌ ছবি;—কখন পুণ্যের আধার, কখন পাপের নিদান। মনুষ্য,—দেবতাও বটে, দানবও বটে; দু'য়ের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণ। যেখানে দেবতার পদতলে দানব নির্য্যাতিত, সেইখানেই মনুষ্যের চরম উৎকর্ষ; পরন্তু যেখানে দানবের

পদতলে দেবতা, সেইখানেই মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ নাই। সেক্সপিয়র এই মহান্ মনুষ্য-হৃদয় লইয়া তাঁহার মহা-কাব্য-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এমনভাবে মনুষ্য-চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা,—আর কোনও কবির কাব্যে দৃষ্ট হয় না। এই গুণেই সেক্সপিয়র কাব্য-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন।

:--ম্যাক্‌বেথ্।

কবির ম্যাক্‌বেথ্ অসাধারণ সৃষ্টি! ঘটনা-বৈচিত্র্যে; দৃশ্য-সংযোজনে, বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশে,—নাট্যাংশে, ম্যাক্‌বেথ কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক। মেঘ-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত, জলা-ভূমি, পিশাচীর আবির্ভাব, লোভ ও দুরাকাঙ্ক্ষার উত্তেজনা,—ম্যাকবেথের হৃদয় লইয়া পিশাচীগণের ক্রীড়া-কৌতুক, লেডি-ম্যাক্‌বেথের দানবীবেশ, স্বামী-স্ত্রীর মহাপাপ-বহ্নিতে আত্মদান,—সরল-হৃদয়, স্নেহপ্রবণ, ধর্ম্মাত্মা ডান্‌কানের ভীষণ হত্যা, ম্যাক্‌বেথের সঙ্কল্পে বিঘ্ন, লেডি ম্যাক্‌বেথের উত্তেজনা, পিতার সাদৃশ্য-দর্শনে রাজহত্যায় লেডি ম্যাক্‌বেথের হৃদয়-কম্পন,—প্রভৃতি কত ঘটনাই একেবারে চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত!—পড়িতে পড়িতে শ্বাস-রুদ্ধ হয়,—হৃদয়ে আতঙ্ক, বিস্ময় ও ঘৃণার উদ্রেক হয়,—চক্ষু চাহিতে কষ্ট হয়,—যেন দৃষ্টিমাত্রেই চির-অন্ধ হইবার সম্ভাবনা!—তখন মনে হয়, আমি আর ইহজগতে নাই।—কবি তাঁহার ভীষণ কাব্য-চিত্রপটে মনুষ্যের মন এমনি চির-আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অথচ সে ঘটনা সংক্ষিপ্ত ও মর্ম্মস্পর্শী।

ম্যাক্‌বেথ্ মহা-নাটকের মূলতত্ত্ব,—পাপের প্রলোভনে মানবাত্মার অধোগতি। যেন ছিন্নমস্তা, আপন হস্তে আপন শিরশ্ছেদ করিয়া, হৃদয়-উদ্গত শোণিত-ধারা পান করিতেছে! ম্যাক্‌বেথ্, নিষ্পাপ হৃদয়টাকে দুরাকাঙ্ক্ষা-দানবের পদতলে দিয়া, নরকের অনলে দগ্ধ হইতেছে,—কিন্তু ভস্মীভূত হইতেছে না! মহাকবি বিশাল চিত্রপটে অঙ্কিত করিতেছেন,—ম্যাক্‌বেথ-ধর্ম্মী মানবাত্মা সয়তানের আকর্ষণে আত্মহারা।

ম্যাক্‌বেথ্ শারীর-বলে অসুর-তুল্য, কিন্তু হৃদয়ে বড় দুর্ব্বল। পরন্তু হৃদয়-বলেই মানবের জগতে একাধিপত্য,—শারীর-বল নগণ্য মাত্র। ম্যাক্‌বেথের শারীর-বলের তুল্য হৃদয় বল থাকিলে, এই মহানাটকের রূপান্তর হইত। হৃদয়ে দুর্ব্বল দেখিয়াই, সয়তান ম্যাক্‌বেথের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, সেই জন্যই —

ম্যাক্‌বেথ্‌ মহাপাপী,—ম্যাক্‌বেথ্‌ মহাপাপীর জীবনী,—ম্যাক্‌বেথ্‌ লোক-শিক্ষার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত-স্থল।

ম্যাক্‌বেথ-পত্নী, স্বামীকে স্নেহ করে, ভালবাসে, এবং স্বামীর বীরোচিত সাহস দেখিয়া পুলকিত হয়। স্বামীর হৃদয়, জগৎ-সংসারের অজ্ঞেয় হউক,—তথাপি সে হৃদয় স্ত্রীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না। ম্যাক্‌বেথ্‌ হৃদয়ে বড় দুর্ব্বল, তাহা লেডি ম্যাক্‌বেথের বুঝিতে বাকি ছিল না। ম্যাক্‌বেথ্‌, শুভ জানিয়া কখন শুভ-অনুষ্ঠানে রত হয় নাই,—পুণ্য বুঝিয়া কখন পুণ্যে মন দেয় নাই;—কেবল জন-সাধারণ্যে খ্যাতি-প্রতিপত্তির প্রত্যাশায় তাহার মাঙ্গল্যে অনুরাগ;—লেডি ম্যাক্‌বেথ্‌ ইহা পরিষ্কার বুঝিত। নিরাপদে যদি পাপের অনুষ্ঠান হইতে পারে, তবে ম্যাক্‌বেথ্‌ তাহাতে অসম্মত নহে; কিন্তু যেখানে গোলযোগের সম্ভাবনা, ম্যাক্‌বেথ্‌ সেখানে নাই;—ইহাই ম্যাক্‌বেথের হৃদয়। এই হৃদয়ের সহিত অশান্ত-প্রকৃতি, অসীম দুরাকাঙ্ক্ষা-পরায়ণা, দুঃসাহসিনী,—লেডি ম্যাক্‌বেথের হৃদয় সম্মিলন। ম্যাক্‌বেথ্‌ যুদ্ধে বিজয়ী; রণক্ষেত্রে স্বীয় বিজয়-নিশান উড্ডীন করিতে পারদর্শী;—কিন্তু লেডি ম্যাক্‌বেথের অন্তরের পাপযুদ্ধে, ম্যাক্‌বেথকে হারি মানিতে হয়,—তাহার সে বিজয়-নিশান অবনত হইয়া পড়ে।—তাই ম্যাক্‌বেথ্‌ পত্নীর ইঙ্গিতে, নরককুণ্ডে ঝাঁপ দিল।

পত্নী পতির সহায়। যখন চিত্ত-দৌর্ব্বল্যে প্রাণটা কোথায় ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হয়, পুণ্য-প্রতিমা পত্নী,—অমনি পুণ্য-আকর্ষণে তাহা যথাস্থানে সংরক্ষিত করেন। কিন্তু পুণ্যে ও পাপে যে স্বামীর তুল্য-আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, এবং যে নিজের উচ্চ মর্য্যাদা স্বামীর পাপানুষ্ঠানে বিসর্জ্জন দিতে পারে,—তাহার অসাধ্য কর্ম্মই নাই। এমন সময় আসে, যখন নরকের অধঃসোপানে দাঁড়াইয়া নিদারুণ আর্ত্তনাদে স্বামীর প্রাণ যায়-যায় হয়, তখন পত্নী ইচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীকে রক্ষা করিতে পারে না। লেডি ম্যাক্‌বেথ্‌ এই শ্রেণীর মহাপাপিনী পত্নী;—স্বামীর উপর তাহার অসীম প্রভুত্ব। স্বামী দুরাকাঙ্ক্ষায় জর্জ্জরিত; দুরাকাঙ্ক্ষপরায়ণা পত্নী সেই অগ্নিতে ফুৎকার দিল। তখন আগুন হু হু জ্বলিয়া উঠিল। সে আগুনে ম্যাক্‌বেথ্‌-পতঙ্গ পুড়িল,—কিন্তু মরিল না। পত্নী, পতির সহায় হইল,—কিন্তু পুণ্যে নহে,—পাপে। এইজন্যই ম্যাক্‌বেথের এতই ভীষণ পরিণাম।

সত্য বটে, ম্যাক্‌বেথের অন্তরে দুরাকাঙ্ক্ষা জ্বলিতেছিল। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি কোথায়? পথে পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্নসমূহ; দুর্ব্বল-হৃদয় ম্যাক্‌বেথ অগ্রসর হইতে না পারিয়া ভাবিতেছিল। এমন সময় লেডি ম্যাক্‌বেথের আবির্ভাব হইল; তাহার তিরস্কারে ভীরুতা পলায়ন করিল,—সাহস আসিল। ইহা যে ম্যাক্‌বেথের উপর উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তির অধিকার, তাহা নহে;—ইহা দুর্ব্বল হৃদয়ের উপর প্রবল হৃদয়াবেগের সম্মিলন।—পাপিষ্ঠা পত্নীর উত্তেজনার ফলে, তরঙ্গ-তুফানে ম্যাক্‌বেথের ক্ষুদ্র হৃদয়-তরী নিমজ্জিত হইল।——রমণী ধার্ম্মিকা হইলে, কোন্ সিদ্ধ-যোগী তাহার সমতুল্য হইতে পারেন? রমণী পাপিষ্ঠা হইলে, কোন্ মহাপাপ তাহার উচ্চে আসন লইতে সমর্থ হয়?

কিন্তু পাপিষ্ঠা হইলেও, লেডি ম্যাক্‌বেথ্ রমণী। রমণীর বুকে রমণীর হৃদয়ই নিহিত ছিল; এই জন্য, পাপ-সঙ্কল্পে সুদৃঢ়া হইলেও,—হৃদয়ে উত্তেজনা আনিতে, হতভাগিনীকে মদিরার সাহায্য লইতে হইয়াছিল। এই জন্যই পাপিষ্ঠা,—নিদ্রিত রাজার মুখে, তাহার মৃত-পিতার সাদৃশ্য দেখিয়া, সঙ্কল্প-সাধনে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য হত্যার পর হত্যা সাধন করিয়া, দারুণ মনস্তাপে তাহাকে একদিন বলিতে হইয়াছিল,—"যাহার জন্য এত পাপানুষ্ঠান, কে বলিতে পারে, তাহাই নিরবচ্ছিন্ন সুখ! কিন্তু যাহা হারাইলাম,—তাহা কি মধুর ছিল!"

ক্রমে লেডি-ম্যাক্‌বেথ্ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িল। ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ও ভারাক্রান্ত, শান্তিসুখহীন, দারুণ অবসাদময়। পত্নীর মুখে সে হাসি নাই, কণ্ঠস্বরে সে উৎসাহও নাই। ম্যাক্‌বেথের হৃদয় নরকময় হইয়া উঠিল,—লেডি ম্যাক্‌বেথের হৃদয় অস্বাভাবিক ক্রিয়ায় বিকৃত হইল।

তখন লেডি-ম্যাক্‌বেথ্ আপনার কার্য্য আপনি দেখিল। যে মগ্নপ্রায় তরী,—মনে করিলে, গর্জ্জিত মহাসিন্ধুর বক্ষ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারিত, এখন সেই তরী,—উদ্বেল তরঙ্গমালায় প্রতিহত হইতে-হইতে, জলমধ্যে-নিমজ্জিত পাহাড়শ্রেণীর শিখরদেশে আহত হইতে লাগিল। ম্যাক্‌বেথ্ নিদ্রা-শূন্য,—বহিশ্চক্ষুতেও যেন আত্মকৃত হত্যাকাণ্ড দেখিতে পাইতেছে;—আসনে উপবেশন করিতে গিয়াও ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা,—হতভাগ্য এখন দেখিতে পায়।—লেডি ম্যাক্‌বেথ্ বুঝিল, এ সকলি তাহারই পাপ-বুদ্ধির পরিণাম। যে অন্তরাত্মার আশ্রয়ে মনুষ্যহৃদয় সুন্দর, হতভাগিনী দেখিল, তাহার সে হৃদয়

তিরোহিত হইয়াছে,—কেবল নরকের জ্বলন্ত অঙ্গাররাশি বুকের মধ্যে দিবানিশি জ্বলিতেছে! রমণীর হৃদয় আর এ মহাপাপের বোঝা বহিতে পারিল না,—সত্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল।——যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন; যে পাপকে আলিঙ্গন দেয়, পাপ তাহার সর্ব্বনাশসাধন করে। পাপকে আলিঙ্গন দিয়াছিল বলিয়াই,—ম্যাক্‌বেথ, হৃদয়ে বৃশ্চিক-দংশন যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল; লেডি-ম্যাক্‌বেথ্‌ উন্মাদিনী হইল।

লেডী-ম্যাক্‌বেথের চক্ষে নিদ্রা নাই, অথচ তাহা জাগরণেরও অবস্থা নহে। হতভাগিনী দিবানিশি হস্তপ্রক্ষালন করিতেছে, রুমালে হাত ঘষিতেছে, তবুও যেন রক্তের দাগ মুছিতেছে না! চারিদিকে বিভীষিকা। দারুণ মনস্তাপে লেডি-ম্যাক্‌বেথ্‌ বলিতেছে,—"এ হাতের মলা কি কিছুতেই মুছিবে না? আরব্য দেশের সমগ্র গন্ধ-দ্রব্যেও কি এ দুর্গন্ধ দূর হইবে না?" হস্তেই যদি শোণিত-চিহ্ন থাকিত, এবং দুর্গন্ধ যদি হস্তের মধ্যেই আবদ্ধ রহিত, তবে তাহা লোপ পাইত বটে! কিন্তু হায়, মনের উপর যে মল পড়ে,—হৃদয়ের মধ্যে যে দুর্গন্ধ হয়,—তাহা দূর করিতে, কি ঔষধ পৃথিবীতে আছে? এই জন্য ম্যাক্‌বেথ্‌, বৈদ্যকে পরামর্শ দিয়াছিল,—"তুমি কি মনের ব্যাধি দূর করিবার কোন ঔষধ জান না? স্মৃতি হইতে বদ্ধমূল দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দাও,—মস্তিষ্ক শীতলপ্রলেপে স্নিগ্ধ করিয়া দাও,—বুকের গুরুভার নামাইতে বিস্মৃতি আনিয়া দাও।" —"বিস্মৃতি!" ম্যাক্‌বেথ্‌ ঠিকই বুঝিয়াছিল, বিস্মৃতি ভিন্ন এ ব্যাধির অন্য ঔষধ নাই! মহাপাপীর,—মহাপাপের-স্মৃতির-তুল্য কঠিন শাস্তি আর নাই; সেই স্মৃতির বিলোপই,—শান্তি। কিন্তু বিস্মৃতি মানবের আয়ত্তাধীন নহে।—লেডি ম্যাক্‌বেথ্‌ দারুণ মনোবিকারে ইহলোক ত্যাগ করিল, সকল জ্বালা জুড়াইল।

পত্নীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া ম্যাক্‌বেথ্‌ বলিয়া উঠিল,—

> "——To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
> Creeps in this petty pace from day to day,
> To the last syllable of recorded time;
> And all our yesterdays have lighted fools
> The way to dusty death. Out, out, brief candle!
> Life's but a walking shadow; a poor player,
> That struts and frets his hour upon the stage

> And then is heard no more: it is a tale
> Told by an idiot, full of sound and fury,
> Signifying nothing."

ইহা শুনিলে, পাপীর উক্তি বলিয়া মনে হয় না;—পরন্তু যে আত্মকৃত অপরাধে আত্মবিনাশ করিয়াছে, এবং উপস্থিত মুহূর্ত্তে জীবন-সঙ্গিনী পত্নীর চির-বিয়োগ-শোকে আঘাত পাইয়াছে, তাহারই নিরাশা-দগ্ধ হৃদয়ের উক্তি বলিয়া মনে হয়।

ম্যাক্‌বেথ্, পত্নীর মৃত্যুতে নূতন উত্তেজনা পাইল; কিন্তু সে উত্তেজনার ফল যুদ্ধক্ষেত্রেই শেষ হইল। ম্যাক্‌বেথ্ মরিয়া জুড়াইল। তখন ডাকিনীগণের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল;—

> "—— Fair is foul, and foul is fair:
> Hover through the fog and filthy air."

সেই গীত গায়িতে গায়িতে,—ডাকিনীগণ চিরদিনই পৃথিবী-বক্ষে বিচরণ করিতেছে। যে তাহাদের আপাত-মনোরম আশ্বাস-বাক্যে মুগ্ধ হয়, তাহারা তাহারই সর্ব্বনাশ সাধন করে। 'পাপের জন্য পাপানুষ্ঠান কর',—এই মন্ত্র ব্যতীত, অন্য মন্ত্র তাহাদের নাই।

এই পিশাচীগণ,—কেবল সেক্সপিয়রের সময়েই বর্ত্তমান ছিল না, কিংবা ইহা কেবলমাত্র কবি-কল্পনাও নয়;—পরন্তু যেদিন পৃথিবীতে পাপের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহাদেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

মহাকবি দেখাইলেন,—কেবল দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিরই এইরূপ দুর্দ্দশা হয় না;—পরন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তিও যদি হৃদয়কে তেমন দৃঢ় করিতে না পারেন, তবে অবস্থাবিশেষে, তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রও এই পিশাচীগণের ক্রীড়া-নিকেতন হয়।

ম্যাক্‌বেথের এইরূপ ভীষণ ভয়াবহ পরিণাম দেখাইতে, মহাকবি 'ম্যাক্‌বেথ' মহানাটকের প্রথম দৃশ্য কি ভীষণ করিয়াই দেখাইয়াছেন!

২—হাম্‌লেট।

কবিত্বে ও দর্শনতত্ত্বে,—হাম্‌লেট,—মহাকবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য।

হাম্‌লেটের পিতৃব্য,—জ্যেষ্ঠ সহোদরকে গোপনে হত্যা করিয়া, তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার রাণী লাভ করেন। রাণীর এই পুনর্ব্বিবাহ-ব্যাপার,—রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমাধা হয়। রাজ্য পরহস্তগত হইল, তাহাতে

পুত্র হাম্‌লেটের ক্ষোভ নাই; কিন্তু তেমন সদাশয় পিতার তাদৃশ হত্যা, এবং মাতার এই পৈশাচিক আচরণ,—হামলেটের হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিল।

হাম্‌লেট রূপবান্, সকলেরই প্রিয়দর্শন। তিনি বিদ্বান্, উন্নতচরিত্র, কবি ও দার্শনিক। তাঁহার প্রকৃতিতে সরল হাস্য-কৌতুক ও গাম্ভীর্য্য,—উভয়ই বিরাজ করিত। কবি-হৃদয়ের উদ্দাম কল্পনা ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর গম্ভীর চিন্তা,—যেন রাসায়নিক-ক্রিয়ার সংযোগে তাঁহাতে নিহিত ছিল। তবুও তাঁহার সেই মুখমণ্ডলে বিষাদের একটা ঘন ছায়া আচ্ছন্ন থাকিত। পিতার বিয়োগ-দুঃখ, পিতৃব্যের নৃশংসতা, মাতার অবৈধ ব্যবহার,—হাম্‌লেটকে বড়ই ব্যথিত করিল। জগৎ যেন দানবের রচনা, ইহসংসার যেন পাপের লীলা-ভূমি, পৃথিবী যেন আজীবন কারাবাস,—এইরূপ চিন্তাই হাম্‌লেটের মনে দিবানিশি জাগিত। প্রেতাত্মার উপদেশে, প্রতিহিংসাও তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। তখন সকল ভাব একত্র হইয়া, হাম্‌লেটকে বড়ই যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহাতেই গভীর দুঃখের উৎপত্তি হইল; তদবধি হাম্‌লেট মহাদুঃখী।

দেহ হইতে শোকের মলিন বেশ তিনি উন্মুক্ত করিলেন না; হাস্য-কৌতুক, গীতবাদ্য সকলি তিনি বিদায় দিলেন; অন্তরে যে প্রেম-শিখা জ্বলিতেছিল, তাহাও নিবাইয়া ফেলিলেন;—আপনাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন। কেবল অন্তরে জাগিয়া রহিল,—অন্তরের দারুণ দুঃখ। মানব, দুঃখকে ভুলিতে ও দুঃখের নিবৃত্তি করিতে, সুখ আহরণ করে; কিন্তু হাম্‌লেট দুঃখভোগের জন্য দুঃখের সেবা গ্রহণ করিলেন,—সুখের চিন্তা মন হইতে এককালে বিদায় দিলেন। ইহা বুঝিতে হইলে, হাম্‌লেটের দুঃখ কি, তাহা বুঝিতে হয়, এবং সে দুঃখের পরিমাণ কত, তাহাও অনুভব করিতে হয়। কেন না, হাম্‌লেটের সুখদুঃখ,—সাধারণ লোকের সুখদুঃখের ন্যায় হইলে, কথা ছিল না; পরন্তু সে হৃদয়ের সুখ-দুঃখের পরিমাণ বড় গভীর। সমুদ্রবক্ষ আলোড়িত করিতে যেমন ভীষণ ঝটিকার আবির্ভাব হয়;—মহাপ্রলয়ের দিনে যেমন উনপঞ্চাশ বায়ুর প্রয়োজন হয়,—হাম্‌লেটের হৃদয়স্থ সুখদুঃখের মাত্রা ঠিক করিতে, তেমনি গভীর—গভীরতম সুখদুঃখের কল্পনা করিতে হয়। এবং হাম্‌লেটের তুলাদণ্ডে সে সুখদুঃখের পরিমাণ না বুঝিলে, হাম্‌লেটকে বুঝা যায় না। সুখদুঃখের যে মূর্ত্তি সাধারণ লোকের

নিত্য কল্পনার বিষয়, হাম্‌লেটের সুখদুঃখের কল্পনা তাহা হইতে ভিন্ন;—এই জন্যই হাম্‌লেটের দুঃখ বড় গভীর, এই জন্যই হাম্‌লেট মহা-দুঃখী।

পক্ষান্তরে হাম্‌লেট দার্শনিক, সংযতচিত্ত, বুদ্ধিমান্;—প্রতিহিংসার অনল ধক্‌ধক্ জ্বলিতেছে, তথাপি হাম্‌লেট অপরিণামদর্শী বা উদ্ধত নহেন। তিনি ধীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, এবং অল্পে অল্পে সকল লোকের সংস্রব ত্যাগ করিয়া মনোরাজ্যে একক হইতেছেন। তাঁহার উন্মত্ততা,—ছলনা বটে,—কিন্তু সে ছলনায় নীচতা নাই।

পরন্তু এই ছলনা অভ্যাসের সঙ্গে মিশিয়া, ক্রমে বাস্তব উন্মত্ততায় পরিণত হইয়াছিল। অথবা, হাম্‌লেট অন্য সব সময়ে বেশ সহজ স্বাভাবিক লোক; কেবল গভীর দুঃখ-চিন্তায়,—মাতা ও পিতৃব্যের ব্যবহারের কথা যখন মনে উদয় হয়, সেই সময়েই তিনি উন্মত্ত। কথাটা খোলসা করিয়া বলিলে এইরূপ দাঁড়ায়,—হাম্‌লেট যখন মাতার ব্যবহারে, পিতৃব্যের নিষ্ঠুরতা-স্মরণে উন্মত্ততা প্রকাশ করেন,—তখন তিনি সত্য সত্যই উন্মত্ত। পরন্তু তৎসঙ্গে অবান্তর ঘটনায়, যে উন্মত্ততা দেখান, তাহা ভাণ মাত্র।—তবে সে ভাণও,—সত্যতা-নির্ণয়ের একটা কৌশল। আবার, কখন কখন তিনি বেশ সহজ স্বাভাবিক লোক,—তখন সে ভাণও থাকে না।

এই কথাটা বুঝিতে হইলে, মনুষ্য-প্রকৃতির একটু অধিক অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে হয়।

এই নিখিল সংসারই তো, এক হিসাবে, হাম্‌লেটের ন্যায় উন্মত্ত, অথবা প্রকৃতিস্থ!——কে না মনের আগুনে পুড়িয়া,—বাসনার তীব্র উত্তাপে, নিরাশার অরুন্তুদ যন্ত্রণায়, স্নেহ বন্ধনের বিচ্ছিন্নতায়,—অন্তরের অন্তরে পাগল হইয়াছে? পরন্তু কপটতাময় লোক-সমাজে মিশিয়া, দেঁতোর হাসি হাসিয়া, কে না বিজ্ঞতার ভাণ করে? তখন হন তিনি,—সহজ স্বাভাবিক লোক; আর যে তাহার বিপরীত ব্যবহার করে,—সত্য ও সরলতাই জীবনের সম্বল করে,—আত্মবঞ্চক নিষ্ঠুর সংসার তাহাকেই পাগল বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে!—হাম্‌লেট মনে খাঁটী, বাহ্য-ব্যবহারে পাগল; কিন্তু তোমায় আমায় ভিতরে পাগল,—বাহিরে স্বাভাবিক অবস্থার ভাণ করি মাত্র।—এ হিসাবে, এই ভাণ,—হাম্‌লেটের?—না ভাণ,—তোমার আমার?

তার পর, হাম্‌লেট ইচ্ছা করিয়া যে ভাণ করিতেন,—তাহার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। প্রেতমূর্ত্তির কথিত ঘটনাবলী সত্য কিনা, তাহা জানিবার জন্যই তাঁহার ছলনা।—এ ছলনা মনকে চোক-ঠারিয়া নহে। অতএব, হাম্‌লেট যে নিরবচ্ছিন্ন ভাণের অভিনয় করেন,—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া,—ঠিক নয়।—তাহাতে হাম্‌লেটের প্রতি অবিচার করা হয়।

তারপর যে উন্মত্ততায় দর্শনের কথা, গৃহীর জ্ঞান, কবির আত্মবিস্মৃতি, প্রণয়ের সরসতা নিহিত,—তাহা কি সাধারণ উন্মত্তা? অথচ কেহ হাম্‌লেটকে ধরিতে পারিল না। মন বুঝিবার জন্য যে বয়স্য নিকটে গেল, হাম্‌লেট তাহাকে বাঁশী বাজাইতে বলিলেন। সে পারিল না। হাসিতে হাসিতে রাজপুত্র হাম্‌লেট তখন বলিলেন;——

"——Why, look you now, how unworthy a thing you make of me! You would play upon me; you would seems to know my stops; you would pluck out the heart of my mystery; you would sound from my lowest note to the top of my compass: and there is much music, excellent voice, in this little organ; yet can not you make it speak. 'Sblood, do you think I am easier to be played on than a pipe? Call me what instrument you will, though you can fret me, you can not play upon me."

ইহা কি উন্মত্ততা? এ ক্ষেত্রে ভাণ করিল কে?—হাম্‌লেট, না তাঁহার বয়স্য? সামাজিক বিজ্ঞ,—না নগ্নপ্রাণ প্রকৃতির শিশু?

হাম্‌লেট,—পিতৃব্যের উপর যেরূপ বীতশ্রদ্ধ, তাঁহার মাতার উপরও ততোধিক। এজন্য মাতাকে নিকটে পাইয়া, পিতার প্রতিকৃতি দেখাইয়া, মাতাকে ভর্ৎসনা করিলেন। সে এক একটি কথা,—যেন ক্ষতমুখে জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শের ন্যায় অনুভূত হইল। পিতার কথা বলিতে বলিতে, হাম্‌লেট পুনর্ব্বার পিতার প্রেতাত্মা দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহা জননীকে দেখাইয়া বলিলেন,—"ঐ দেখ, মা, তিনি দাঁড়াইয়া আছেন!—ঐ শুন, তিনি কি বলিতেছেন!" রাণী তাহা দেখিতে পাইলেন না।——এই প্রেতাত্মা হাম্‌লেটের মানস-সৃষ্টি, এই জন্য অন্যের দৃষ্টির অগোচর। এখানে হাম্‌লেট বাস্তব পাগল।

পাপ পিতৃব্য ও মাতা, হাম্‌লেটের উন্মত্ততার কারণ নির্দ্দেশ করিতে ব্যস্ত হইলেন। সুন্দরী ওফিলিয়া, হাম্‌লেটের প্রণয়িনী—সেই প্রণয়-চিন্তা হইতে এই উন্মত্ততা আসিয়াছে কি না, তাহা জানা আবশ্যক। পিতৃব্য যে আসল কারণ

না বুঝিতেন, এমন নহে; পরন্তু শেষে রাণীও বুঝিলেন, প্রণয়ে এ ব্যাধির উৎপত্তি নহে।——এই বালিকা ওফিলিয়া,—নির্ব্বাত সরোবর-বক্ষে অস্ফুট কোমল-কোরক। এত সুন্দর, এত মনোজ্ঞ, এত কোমল, এত পবিত্র যে,—এ মাটীর পৃথিবীতে তাহার স্থান হইল না। হৃদয়হীন নির্ব্বোধ বৃদ্ধ পিতা,—বিদ্যাভিমানী, বিবেচনাশূন্য, দাম্ভিক ভ্রাতা,—ইহাদেরই অভিভাবকতায়,—মাতৃহীনা ওফিলিয়া পরিবর্দ্ধিতা। অথচ বালিকার ক্ষুদ্র বুকে এত প্রেম,—নির্ম্মল মুখমণ্ডলে এমন স্বর্গীয় শোভা যে, বালিকার মুখপানে চাহিয়া, হাম্‌লেট উন্মত্ততার অভিনয় ভুলিয়া যাইতেন, মনের দুঃখে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ ব্যক্ত করিতেন। তাহা শুনিয়া একদিন পলোনিয়াসকে পর্য্যন্তও বলিতে হইয়াছিল,—"এমন সংযত উন্মত্ততা আমি দেখি নাই!"

গভীর দুঃখে উন্মত্ত হওয়া সত্ত্বেও,হাম্‌লেটের সত্যনিষ্ঠা প্রবলা ছিল। প্রেতাত্মার মুখে সকল কাহিনী শুনিয়াও, হামলেট সত্যতার প্রমাণ লইতে সদাই সচেষ্ট।—এমন কি, তজ্জন্য তিনি একদল অভিনেতা আনাইয়া, পিতার মৃত্যুর ঘটনার তুল্য একটি বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া, অভিনয়ও করাইলেন;—এবং সেই অভিনয় মাতাকে ও পিতৃব্যকে দেখাইলেন।

তখন আর তাঁহার প্রেতবাক্যে এতটুকু অবিশ্বাস রহিল না,—পিতৃব্য ও জননী-কৃত পাপ,—অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলেন।—এইবার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

প্রতিশোধ গ্রহণে এত বিলম্ব ও ইতস্ততের কারণ এই যে, হাম্‌লেট সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মভীরু। এ শ্রেণীর লোককে অনেক দেখিয়া, অনেক ভাবিয়া, ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে হয়। 'কাজটা না করিলে নয়' বলিয়াই যেন করিতে হয়। বিশেষ নরহত্যার ন্যায় ভীষণ কাজ, যদি কোন একটা কারণে বন্ধ থাকে, তাহার ত কথাই নাই। এই জন্য হাম্‌লেটের শতরূপ প্রমাণ গ্রহণ, সহস্ররূপ চিন্তা। 'প্রেতমূর্ত্তির কথা যেন মিথ্যাই হয়,'—তাঁহাকে যেন পিতৃব্য-হত্যার মহাপাপে লিপ্ত হইতে না হয়,—ইহাই যেন তাঁহার অন্তরের অন্তরে ফুটিয়া উঠিতেছে। কাহারও কাহারও মতে এ শ্রেণীর লোক বড় দুর্ব্বল চিত্ত,—কার্য্যকরী শক্তিবিহীন।—তা বটে! মনুষ্যত্বের আধিক্য হইলে এ শ্রেণীর লোকের এইরূপই হইয়া থাকে বটে। পরন্তু হাম্‌লেট ম্যাক্‌বেথ হইলে এমন

অবস্থায়, একটা ছাড়িয়া, দশ বিশটা পিতব্য-হত্যা করিয়া বসিত!—সেজন্য আর এতটুকু বিলম্বও হইত না, কিংবা শতরূপ চিন্তা ও "সলিলকিরও" (Soliloquy) প্রয়োজন হইত না। পরন্তু হাম্‌লেটের এই বিশ্বপ্রসারিণী চিন্তা,—হাম্‌লেটেরই মত। সে চিন্তা,—

"To be, or not to be, that is the question".—ইত্যাদি।

এমন চিন্তা যে করিতে পারে, তার কি সহজে ও শীঘ্র পিতৃব্য-হত্যা করা সঙ্গত হয়?—তাই মহাকবি অতি সূক্ষ্মভাবে, ধীরে ধীরে হাম্‌লেটের ধীর কার্য্যকলাপ দেখাইয়াছেন। এখানে ম্যাক্‌বেথ মহানাটকের, ঝড়ের ন্যায় সে দ্রুতগতি নাই।

হাম্‌লেটের জীবন যে, অতি বড় দুঃখময়, তাহা সকলেই বুঝেন। সেই দুঃখ হইতেই উন্মত্ততা আইসে। পরন্তু তাঁহার হৃদয় যেমন অসাধারণ, তাঁহার সেই উন্মত্ততাও তেমনি অসাধারণ। সে উন্মত্ততায় অসার প্রলাপ ছিল না।—কবি ও দার্শনিকের গম্ভীর চিন্তায় যাহা পরিব্যক্ত হয়, উন্মত্ত হাম্‌লেটের প্রতি-কথাতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্য, বিজ্ঞান ও দর্শন,—এই তিনের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে "হাম্‌লেট"—দার্শনিক নাটক। ম্যাক্‌বেথের ন্যায় ঘটনার চমৎকারিত্ব ইহাতে নাই, তেমন ভয়াবহ ভীষণ দৃশ্যেরও অবতারণা নাই,—কিন্তু হাম্‌লেটের সৌন্দর্য্য,—হামলেটের চিন্তাশীলতায়, দার্শনিকতায়, কবিত্বে ও মনোবিজ্ঞানে। অপিচ, ইহাতে যে অদ্ভুত ও বিস্ময়-রস আছে, তাহা কেবল অনুভবনীয়, বুঝাইবার নহে। প্রেতমূর্ত্তি-দর্শনে বিস্ময়-বিহ্বল হাম্‌লেটের ভাষাতেই বলি,—

—"There are more things in heaven and earth Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy."

কথাটা গুছাইয়া বলিতে পারিলে, এক হিসাবে, "হাম্‌লেট" নাটক সম্বন্ধেও ইহা খাটে।—ইহাতে কতই না অদ্ভুত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে!

দুঃখ, ধীরে ধীরে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, তেমন সুদৃঢ় চিত্তকে কিরূপে আচ্ছন্ন করিল,—পরে নানারূপে বিধ্বস্ত করিয়া, সে হৃদয়-দুর্গ কিরূপে ধূলিসাৎ করিল,—"হামলেট্" তাহার নিদর্শন। মহাকবির মহতী প্রতিভার এমন সর্ব্বোচ্চ সৃষ্টি,—আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। এমন গভীর চিন্তা, এমন অদ্ভুত উদ্দাম কল্পনা,—সর্ব্বসময়ে সর্ব্বত্র দেখিবার আশা করাও বিড়ম্বনা। "হামলেট্"

সংসারীর যেমন আদরের সামগ্রী, দার্শনিকেরও সেইরূপ প্রিয়বস্তু। সরল হৃদয় কৃষক ও সৌন্দর্য্যবিভোর আত্মহারা কবি,—উভয়েই হাম্‌লেটকে প্রিয়চক্ষে দেখিতে পারেন।

৮—ওথেলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ওথেলোকে পাঠক যে, কি ভাবে দেখিবেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। যে কেবল হৃদয়ের গুণে, তেমন সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের সারভূতা রমণীরত্ন বক্ষে পাইয়াছিল, এবং তেমন রত্ন পাইয়াও, নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ হারাইয়াছিল,—তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কে? যে রমণী,—বহু রূপবান্, গুণবান্ এবং বিদ্বান্ রাজাদিগকেও প্রত্যাখ্যান করিয়া, কৃষ্ণকায় কদাকার কাফ্রিকে হৃদয়-দান করিয়াছিলেন, এবং পবিত্র প্রেমে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"I saw Othello's visage in his mind!"—

যাহার প্রণয়ের ইতিহাস এক কথায় এই ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে,—

She loved me for the dangers I had passed,
And I loved her that she did pity them"—

প্রেমের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয়া। বস্তুতঃ ডেস্‌ডিমোনার ক্ষুদ্র বুকে অসীম প্রেম, অসীম ভালবাসা। এমন সসীমে-অসীমে অপূর্ব্ব-মিলন, বড়ই সুন্দর! সতী-প্রতিমা দেস্‌দিমোনার প্রেম,—আকাশের ন্যায় অনন্ত, সমুদ্রের ন্যায় গভীর, স্বর্গের ন্যায় পবিত্র। ওথেলোর ভাগ্য প্রতিকূল, তাই এই অনন্ত সুখ,—পতিব্রতা প্রেম-রাণীর গভীর ভালবাসা, তাহার সহিল না। পাপ ঈর্ষা,—হতভাগ্যের সকল সুখ হরণ করিল।

কাফ্রি ওথেলো, সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী দেস্‌দিমোনাকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিত। সে ভালবাসা এত যে, তাহার পরিমাণ ছিল না। ওথেলোর নিজের কথাতেই বলি,—"আমার এ ভালবাসা বুদ্ধিমানের ভালবাসা নহে,—হৃদয়বানের ভালবাসা!"—এমনি যে ভালবাসা,—সেই ভালবাসাতেই প্রণয়িনীকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিয়া, বুঝি তাহার আশা মিটিত না,—এজন্য হৃদয়টিকে সে ভালবাসায় ডুবাইয়া রাখিয়াছিল।—কিন্তু হায়! এত সুখ, হতভাগ্যের অদৃষ্টে সহিল না! তাই, সামান্য কথায়, বুঝিবার দোষে, তাহার বুক-ভরা প্রেম বিচলিত হইল;—ক্ষুদ্র নিশ্বাস স্পর্শে মহামহীরূহ ভূমিসাৎ হইল।

পাপ ইয়াগো ইহার মূল। ইয়াগোর তুলনা,—ইয়াগো ভিন্ন এ সংসারে আর কাহারও সহিত হইতে পারে না। স্বয়ং পাপ ইহার কাছে হারি মানিয়া যায়,—তৃতীয় রিচার্ডও এক অংশে ইহার কনিষ্ঠ সহোদর হইতে পারে। কাসিওর পদোন্নতি হইতেই, তাহার মনে হিংসার আগুন জ্বলিতে আমরা দেখিতে পাই; কিন্তু আগুন পূর্ব্ব হইতেই ভিতর-ভিতর ছিল; ইন্ধন পাইয়া তাহা জ্বলিয়া উঠিল মাত্র। যাই হোক্, পাপিষ্ঠের এই হিংসার আগুনে পুড়িল,—নিষ্পাপ-হৃদয়া, সরলা, সৌন্দর্য্য-প্রতিমা দেস্‌দিমোনা!—ইহাই বিধাতার বিধান!

দুর্ভাগ্য ওথেলো কিছুই বুঝিল না। যেন কি যাদুমন্ত্র তাহাকে মুগ্ধ করিল। সে ধ্রুব-বিশ্বাস করিল,—তাহার জীবনসর্ব্বস্ব দেস্‌দিমোনা অসতী!—দেস্‌দিমোনা অসতী? তবে এখনও স্বর্গ কেন? পৃথিবী কেন?—ধর্ম্ম কেন?—পুণ্য কেন?——পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল—চরণ অবশ, দেহ অবশ, মন অবশ হইল।—ওথেলো তবুও সয়তানকে প্রকৃত ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিল, সয়তান হাসিয়া বলিল,—"যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রমাণ আছে।" সমুদ্রে বাড়বানল জ্বলিল!—ওথেলো ঈর্ষায় জর্জ্জরিত হইয়া, নিদারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় বেড়াইতে লাগিল। দেস্‌দিমোনা কিছুই জানেন না,—নিষ্ঠুর অদৃষ্ট যে অলক্ষে থাকিয়া, তাঁহার মহা সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে, তাহা তিনি কিছুই অবগত নন। স্বামীর আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিস্মিতা হইয়া, স্বামীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ক্ষিপ্তপ্রায় স্বামী সকল কথা বলিল না।—এইখানেই ওথেলোর মহাভ্রম! এইখানেই হিংসার জীবন্ত অভিনয়!

দারুণ হিংসার বশে ওথেলো দেস্‌দিমোনাকে হত্যা করিল। অদৃষ্টের জয় হইল!—"ওথেলো" একখানি ঘোর অদৃষ্টমূলক নাটক।

মহাকবি, এই বিষাদময় নাটকে একটি সরল প্রেমময় হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহাকেই আবার ঈর্ষার অনলে দগ্ধ করিলেন। কবি দেখাইলেন, ঈর্ষার ন্যায় প্রেমের প্রবল শত্রু,—পৃথিবীতে আর নাই। ঈর্ষা একবার অন্তরে প্রবেশলাভ করিলে, সেই অন্তর খাক্ না করিয়া, ক্ষান্ত হয় না।

৪—লিয়র।

লিয়রের ইতিহাসও দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। বৃদ্ধ লিয়র জরাজীর্ণ, রাজ্যভারে প্রপীড়িত,—কন্যাগণকে বিশাল রাজ্য ভাগ করিয়া দিতেছেন। রাজা

হইয়াও লিয়র বয়োবার্দ্ধক্যে বুদ্ধিহীন। কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের স্বরূপ-নির্ণয়ে অক্ষম। তাহার উপর অতিমাত্র যশোলিপ্সু। নহিলে রিগান্ ও গনারিলের আপাত-মধুর স্তোকবাক্যে প্রতারিত হইয়া,—সেই সরলে সৌন্দর্য্যময়ী কুমারী কর্ডিলিয়াকে পরিত্যাগ করিবেন কেন?

এই নিখিল বিশ্বচরাচরের একমাত্র লক্ষ্য,—আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই জন্যই মানুষ সহস্র উপায়ে সুখের অনুষ্ঠান করিয়াও সুখ পায় না,—অন্তরে অন্তরে সারাটী জীবন দুঃখ অনুভব করে। সুখ আত্মবিসর্জ্জনে,—আত্মপ্রতিষ্ঠায় নহে;—ইহা কাব্যে ও জীবনে, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে লোকে বুঝিয়া আসিতেছে, অথচ মোহান্ধ মানুষ তাহা আত্মজীবনে দেখাইতে পারে না। লিয়র সর্ব্বস্ব বিতরণ করিতে বসিয়াও, জীবনের বৈতরণী-তীরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"তুমি কি আমার?" —'তুমি আমার হইলে, এ সর্ব্বস্ব তোমার! হায়! আমি এত করিলাম, তাহার কি কোন পুরস্কার নাই?—এতটুকু কৃতজ্ঞতা-প্রকাশও নাই? তুমি যদি আমার না হও, তবে আমার নিকটে আসিও না,—আমি তোমার কেহ নহি!'—এইরূপ চিন্তার মূলে আত্মপ্রতিষ্ঠা বৈ আর কি আছে?

দানবী রিগান্ বৃদ্ধ পিতাকে ভুলাইল, গনারিলও পাপিষ্ঠার অনুসরণ করিল। কিন্তু সত্য সত্য এ সংসার দানবের রচনা নহে,—তাহা হইলে এ কণ্টক-উদ্যানে কর্ডিলিয়া-কুসুম ফুটিতে পাইত না। কর্ডিলিয়া কুমারী, ভগিনীগণের মত মুখস্থ বিদ্যা দেখাইতে, মৌখিক ভালবাসা জানাইতে,—সে ঘৃণাবোধ করিল; তাহার সরল স্বাভাবিক অন্তরের সরল কথাই সে প্রকাশ করিল।—আত্মপ্রশংসা-লোলুপ দৃষ্টিহীন দুর্ভাগ্য লিয়রের তাহা ভাল লাগিল না। লিয়র কর্ডিলিয়াকে অভিশাপ দিলেন,—তাহার প্রাপ্য অংশ অন্য দুই কন্যাকে অর্পণ করিলেন। কেণ্ট বিস্তর বুঝাইলেন, কিন্তু লিয়র কোন কথাই শুনিলেন না;—উপরন্তু কেণ্টকে জীবন-ভয় দেখাইলেন,—শেষ সেই হিতৈষী মন্ত্রীকে দূরীভূত করিয়া দিলেন।—এখানেও লিয়রের আত্মতুষ্টি ও যশোলিপ্সার অভিমান পূর্ণরূপে বিরাজিত।—কেণ্ট তাঁহার মনের মত কথা বলে নাই কেন,—ইহাই কেণ্টের অপরাধ!

লিয়র না বুঝিলেও,—ফ্রান্সরাজ, কর্ডিলিয়াকে বুঝিলেন। বুঝিয়া তাঁহাকে

বিবাহ করিয়া লইয়া গেলেন। কর্ডিলিয়া হৃদয়গুণে সকলকে মুগ্ধ করিলেন। দুর্ভাগ্য লিয়র বুঝিলেন না যে, তিনি যাহা ঘৃণায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা অমূল্য কোহিনুর, এবং যাহা সাদরে বক্ষে ধারণ করিলেন, তাহা প্রাণঘাতিনী সর্পিণী।

কিন্তু অল্পদিনেই লিয়রের এই মহা ভ্রম ভাঙ্গিল। একদিন দারুণ বর্ষা,গভীর অন্ধকার, পথের কুক্কুরটি পর্য্যন্ত গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় লইয়াছে,--সেইদিন সেই গভীর দুর্য্যোগময়ী রজনীতে লিয়র কন্যাদ্বয়ের বাটী হইতে বহিস্কৃত হইয়া, প্রান্তরে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধের অনাবৃত মস্তকের উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। কন্যাগণের অকৃতজ্ঞতায় তিনি মর্ম্মাহত। সন্তানের নিষ্ঠুর ব্যবহার, নির্ম্মম অকৃতজ্ঞতা,—ভুজঙ্গদংশন হইতেও জ্বালাময়। লিয়র অন্তরের অন্তরে আজ সে জ্বালা উপলব্ধি করিলেন। আজ তিনি উন্মত্ত। -কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধি না থাকিলে,—ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদাবোধ উপলব্ধি করিতে না পারিলে,—সদাই আত্ম-প্রতিষ্ঠায়-তৎপর, যশোলোলুপ, কর্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তির —পরিণামে এইরূপ উন্মত্ততাই আসিয়া থাকে। বিশেষ লিয়র আবার প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু, -জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। সেই বৃদ্ধ তখন আত্মগ্লানি ও অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া, দারুণ মনোবিকারে, গাত্রবসন পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, চীৎকার করিতেছেন,--

"Blow, wind, and crack your cheeks !
rage ! blow
You cataracts and hurricanoes, spout
• Till you have drenched our steeples, drowned the cocks !—
You sulphurous thought-executing fires,
Vaunt couriers to oak-cleaving thounderbolts,
Singe my white head !—And thou, all-shaking thunder,
Strike flat the thick rotundity of the world !
Crack nature's moulds, all germens spill at once,
That make ingrateful man !"

ক্রমে লিয়র ঘোর উন্মত্ত হইলেন। মনুষ্যের অকৃতজ্ঞতা,—মানুষকে এমনি চরম দুর্দ্দশায় আনিয়া থাকে। বিশেষ, যাহার আদৌ ধর্ম্মবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই,—কেবলমাত্র প্রশংসালোভে ও কর্তৃত্বাভিমানে, যে,—অন্যের উপকার করিয়া থাকে, তাহার পরিণাম এইরূপই হয়।

সংবাদ পাইয়া কর্ডিলিয়া পিতার শুশ্রূষার জন্য আসিলেন। 'আর্ত্তের চক্ষু মুছাইতে যেন স্বর্গের দেবী ভূতলে অবতীর্ণা হইলেন। পিতার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া, নানাপ্রকার সান্ত্বনায়, নানা ঔষধে পিতাকে আরোগ্য করিয়া, তদীয় রাজ্য উদ্ধারের জন্য ভগিনীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন,—সেই কর্ডিলিয়া!—বিবাহের যৌতুকস্বরূপ, যে পিতার অভিশাপমাত্র পাইয়াছিল,—এই সেই কর্ডিলিয়া! যাহার সত্য ও সরলতাপূর্ণ অল্প কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া, লিয়র যাহাকে দূরীভূত করিয়াছিলেন,—এই সেই কর্ডিলিয়া!—এতদিনে দুর্ভাগ্য লিয়রের চক্ষু ফুটিল।

কিন্তু বিধাতার বিচার বড় রহস্যময়। যুদ্ধে হারিয়া কর্ডিলিয়া বন্দিনী হইলেন, লিয়রও সেই সঙ্গে কারাগারে আবদ্ধ হইলেন।—পরে সব ফুরাইল।

ওথেলোর দুঃখে কাঁদিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু লিয়রের দুঃখে কান্না আসে নাই,—ইহা ক্রন্দনেরও অতীত। ওথেলো দারুণ দুঃখে আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইয়াছিল, কিন্তু দারুণ দুঃখে লিয়রের হৃদয় আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। "লিয়র"ও অতি-বড় বিষাদ-কাহিনী। সেই দুর্য্যোগময়ী ভয়ঙ্করী নিশীথে লিয়রের আর্ত্তনাদ,—পথে পথে ভিখারীবেশে ভ্রমণ, তাহা স্মরণমাত্রেই হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়, মনুষ্যের অকৃতজ্ঞতা মনে আসে;—মনে হয়, মহাসমুদ্র উথলিয়া উঠিয়া এ পাপের সংসার গ্রাস করিয়া ফেলুক!—কিন্তু তখনি আবার ধীরে ধীরে 'কর্ডিলিয়া'-ছবি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে!—আবার বাঁচিতে সাধ যায়, জন্ম জন্ম মনুষ্য-জন্ম পাইতে বাসনা হয়।——ভাবের গভীরতা ও জগতের সার্ব্বজনীন দুর্ব্বলতার সহিত ঠিক খাপ্ খায় দেখিয়া,—কেহ কেহ লিয়রকেই সেক্সপিয়রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া থাকেন।—আমাদের বিবেচনায় কিন্তু এ চারিখানিই এক এক অংশে শ্রেষ্ঠ। তবে একথা ঠিক যে, সবটা এক সঙ্গে জড়াইয়া বিচার করিলে, কবির "হাম্‌লেট,"—পাশ্চাত্য সাহিত্যে অতুলনীয়।

দেখিলাম,—ম্যাক্‌বেথ্ মহাপাপী; হাম্‌লেট্ মহাদুঃখী; ওথেলো বড় দুর্ভাগ্য, লিয়রও বড় দুর্ভাগ্য। মহাকবি এই চারিখানি মহানাটকে মানব-চরিত্রের মহান্ রহস্য প্রকটিত করিয়াছেন। আনুপূর্ব্বিক ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়,—বিস্ময়ে সেই মহাকবির মহতী প্রতিভা ধ্যান করিতে হয়।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সেক্সপিয়র।

হ্যাম্লেট।

(HAMLET, PRINCE OF DENMARK.)

(১)

ডেন্মার্কের রাজা হাম্লেটের,—কোন অজ্ঞাত কারণে সহসা মৃত্যু হয়। তাঁহা মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী গারট্রুড,—আপন দেবরকে,—হাম্লেটের কনিষ্ঠ হোদর ক্লডিয়স্‌কে,—বিবাহ করেন। স্বামীর মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যেই এই িবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। চক্ষের জল শুকাইতে-না-শুকাইতে এবং ই সার্ব্বজনীন শোকের বিন্দুমাত্রও উপশম হইতে-না-হইতে, এরূ স্বাভ িক ব্যাপার,—লোক-সাধারণের চক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ বোধ হইয়া ানীর ন্তঃকরণ যে স্নেহ-মমতা-শূন্য এবং তাঁহার প্রকৃতি যে নিতান্ত তে পাপ্নি- ার্থময় —সকলে তাহা বুঝিল। তাঁহার স্বামী,—রূপে ও গুণে অতুল্য কিরিয়াই ।থচ স্বামীর সহোদর ক্লডিয়স্‌,—আকৃতিতে যেরূপ কদর্য্য, দিতেন না। তোধি কুৎসিত এবং অধম। তাহারই উপর রাণীর এইরূপ অ ভাবে তাঁহার ারণ, োকে সহসা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তবে স এইরূপ রটনা ইরূপ এ টা বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই হতভাগ্য দুর্ব্বৃত্ত ক্লডিয়স্‌,—হা কি ঠিক?

রাজা·কে হত্যা করিয়া, তাঁহার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়াছে,—এবং যুবরাজ হাম্‌লেটকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া, নিজে তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

লোকের বিশ্বাস যেরূপ হউক,—রাজার মৃত্যু ও তদীয় বিধবা পত্নীর অস্বাভাবিক ব্যবহার,—লোকের মনে যেরূপ ভাবান্তর ঘটাইয়া দিক,—যুবরাজ হাম্‌লেটের হৃদয়ে কিন্তু বড়ই একটা গভীর বিষাদ-রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল। হাম্‌লেট একান্ত পিতৃ-ভক্ত ছিলেন। মৃত পিতার স্মৃতি,—অন্তরের অন্তরে, ভক্তিভরে, তিনি জাগরূক রাখিয়াছিলেন। সুতরাং মাতার এই অস্বাভাবিক বিবাহ-ব্যাপার,—তাঁহার হৃদয় বড়ই যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিয়াছিল। একদিকে পিতার মৃত্যুজনিত শোক, অন্যদিকে মাতার নব-পরিণয়,—এই দুই বিরোধী ব্যাপার,—লজ্জায় ও ঘৃণায়, তিনি মরমে মরিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই নির্ম্মল ও প্রশান্ত হৃদয়,—গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। তাঁহার নয়নের প্রীতি-প্রফুল্লতা এবং জীবনের যাবতীয় সাধ-আহ্লাদ,—সকলই তিরোহিত হইল। পুস্তকপাঠে বা ক্রীড়া-কৌতুকে তাঁহার আর প্রবৃত্তি রহিল না। সমগ্র সংসার তাঁহার বিষময় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন এ সংসারোদ্যান কেহ যত্নের চক্ষে দেখে না,—তাই ইহা কণ্টকাবৃত ও আবর্জ্জনাময় হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। তিনি যে, সিংহাসনে বঞ্চিত হইয়াছেন,—তাহাতে তাঁহার এতটুকুও দুঃখ নাই; কিন্তু তাঁহার মাতা যে, তাঁহার তেমন পিতার স্মৃতি এমনি করিয়া অনাদর করিবে,—এবং তিনি যে, হৃদয় হইতে দেবতাকে নামাইয়া দিয়া এক পিশাচকে আহ্বান করিবেন,—অধিকন্তু সকল শোক দুঃখ এককালে জলাঞ্জলি দিয়া এইরূপ পরিণয়োৎসবে মত্ত হইবেন,—এই চিন্তাই হাম্‌লেটকে দুঃখ-দগ্ধিত করিয়া ফেলিল। নহিলে তিনি উন্নতমনা, বিদ্বান্, সচ্চরিত্র;—
...নে বঞ্চিত হইবার ক্ষোভ তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না।

...ন রাজা ক্লডিয়স্ এবং রাণী গারট্রুড,—হাম্‌লেটের মনের এই ভাব ...য় বুঝিতে লাগিলেন। তাঁহারা হাম্‌লেটকে নিকটে ডাকিয়া, যখন-তখন, ...র নানাকথা বুঝাইতেন; কিন্তু তাঁহাকে বুঝানো ভার। কেননা, ...রের অন্তরে গভীর দুঃখ বিরাজ করিতেছিল।

...নে হাম্‌লেটের সহিত রাজা ও রাণীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল:—

রাজাকে হত্যা করিয়া, তাঁহার বিধবা পত্নীকে, আমি দেখাইতে জানি না। মা
হাম্‌লেটকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিগভীর দুঃখের এই কপট দীর্ঘশ্বাস,
বসিয়াছে। -এই গুলি শোকে দেখাইবার বটে;—

লোকের বিশ্বাস যেরূপ হউক,—খেলা বেশ খেলিতে পারে। আমার
অস্বাভাবিক ব্যবহার,—লোকের মনেস্তরে যাহা জাগিতেছে, বাহিরের কোন
হাম্‌লেটের হৃদয়ে কিন্তু বড়ই একট না।

হাম্‌লেট একান্ত পিতৃ-ভক্ত ছিলেনতার জন্য তোমার এইরূপ শোক প্রকাশ,—
ভক্তিভরে, তিনি জাগরূক রাখিয়স্ত তুমি জানো, তোমার পিতাও তাঁহার
বিবাহ-ব্যাপার,—তাঁহার হৃদয় বাও তাঁহার পিতাকে হারাইয়াছেন। পুত্র বা
পিতার মৃত্যুজনিত শোক, অবধি, নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য শোকচিহ্ন
করিবার,—লজ্জায় ও ঘৃণায়, তিনি প একাগ্রচিত্তে চিরদিন শোকবহন বিধাতার
ও প্রশান্ত ভাব,—গভীর বিষাদে ণ তিনি যে মঙ্গলময়, এবং তাঁহারই ইচ্ছায়
এবং জীবনের যাবতীয় সাধ-আহ্ল—এরূপ করায়, তাহা যেন উপেক্ষিত হইয়া
বা ক্রীড়া-কৌতুকে তাঁহার আর -কতকটা দুর্ব্বলতাও বলিতে হইবে। ইহাতে
বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার অসহিষ্ণুতাও প্রকাশ পায়। বুদ্ধিশক্তিও যে
যমের চক্ষে দেখে না,—তাই দেওয়া হয়। কারণ, যাহা আমরা জানি যে,
রাছে। তিনি যে, সিংহাসযাহা আমরা বুঝিতে পারি, তাহাতে এরূপ মুহ্যমান্‌
দুঃখ নাই; কিন্তু তাঁহার মাঈশ্বরের নিকট যেমন অপরাধ, মৃতের নিকটও
অযাত্ত করিবে,—এবং তিনি নিকটও তদনুরূপ। অতএব, আমরা অনুরোধ
পিশাচকে আহ্বান করিবেন,—আএবং আমাকেই তোমার পিতৃস্থানীয় মনে
দিয়া এইরূপ পরিণয়োৎসবে মত্ত হইয়োখুক যে, আমার পর এই সিংহাসন,
টি বঞ্চিত করিয়া ফেলিল। নহিলে তিনি আর অন্যত্র গিয়া কাজ নাই,—
ংশে রনে বঞ্চিত হইবার ক্ষোভ তাঁহার বিন্দুমাত্র অবস্থিতি কর।
বির "হ ন রাজা ক্লডিয়স্‌ এবং রাণী গারট্রুড,—ক এইরূপ অনুরোধ করি-
দেখিল বুঝিতে লাগিলেন। তাঁহারা হাম্‌লেটকে
ভাগ্য, শিয় য নানাকথা বুঝাইতেন; কিন্তু তাঁহাধ্যমত রক্ষা করিব।
রিত্রের মহান রের অন্তরে গভীর দুঃখ বিরাজ করিহো অতি উত্তম কথা। এক্ষণে
য়,—বিস্ময়ে নে হাম্‌লেটের সহিত রাজা ও রাণীর এাছে, তাহার জন্য প্রস্তুত হই।

রাজা ও রাণী চলিয়া গেলেন। হাম্‌লেট একাকী মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ওঃ! এই কঠিন দেহ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভস্মসাৎ হোক্! আত্মহত্যা যদি বিধাতার কঠিন নিষেধ না থাকিত,——হায় ঈশ্বর! এই জগৎ কি ভীষণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে! সকলি আস্বাদহীন, সৌন্দর্য্যহীন ও চির-পুরাতন। হায়, এই পরিণাম? দুই মাস তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে,—না, তাহারও কম!—আর তেমন রাজা,—তাঁহার সঙ্গে ইহার তুলনা দেবতা ও দানব! আমার মাতার প্রতি কি প্রগাঢ় স্নেহই তাঁহার ছিল!—জোরে বাতাস বহিলে তাঁহার সহ্য হইত না,—পাছে তাহাতে মাতা যন্ত্রণা হয়। স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে কি প্রভেদ! থাক্, সে কথা মনে করিলে কি হইবে? ভুলিতে কি পারিব না? আমার মাতা এখনও এই পাপিষ্ঠের উপর নির্ভর করিতেছেন। যেন তাঁহার পরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আবার সজীব হইয়া উঠিতেছে। তাই এক মাসের মধ্যে,—অহো! ভুলিতে কি পারিব না?—থাক্, সে কথা আর তুলিব না। হায়, কি দুর্ব্বলতা! এই কিছুদিন পূর্বে আমার পিতার শোকে বিহ্বল হইয়া তিনি দিবারাত্রি চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন।—সেই তিনি—— হায় ঈশ্বর! বনের পশুও এত শীঘ্র ভুলিতে পারে না!—সেই তিনি সকল ভুলিয়া আমার পিতৃব্যকে বিবাহ করিলেন ওঃ! কি লোমহর্ষণ ভীষণ ব্যাপার! এত শীঘ্র এমন কৌশলে এই বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইল! কিন্তু যাক্,—আমার হৃদয় ফাটিয়া যাক্,—আমায় এখন নিস্তব্ধ থাকিতে হইবে।"

---

(২)

রাজা ও রাণী বিস্তর চেষ্টা করিয়াও হাম্‌লেটকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলেন না। হাম্‌লেট শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকিতেন, এবং রাজ্যের আনন্দ-উৎসবের কোন-কিছুতেই যোগ দিতেন না।

হাম্‌লেটের বিষাদের আর একটা প্রধান কারণ এই, কি ভাবে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল,—তাহা জানিতে না পারা। তাঁহার পিতৃব্য এইরূপ রটনা করিয়া দিয়াছিলেন যে, সর্পাঘাতে রাজার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তাহা কি ঠিক

হাম্‌লেট মনে মনে সন্দেহ করিতেন,—তাঁহার পিতৃব্যই সেই সর্প! আর সেই সর্পই তাঁহার পিতার রাজমুকুট আপন মাথায় পরিয়া, তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়াছে!

এই অনুমান কতদূর সত্য,—এবং তাহার মাতা এই হত্যা-ব্যাপারে কতটা সংশ্লিষ্ট, অধিকন্তু তাঁহার সম্মতিক্রমে বা তাঁহার জ্ঞাতসারে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না,—দিবানিশি এই চিন্তাও হাম্‌লেটের অন্তর শান্তিশূন্য ও সুখহীন করিয়া তুলিয়াছিল।

এই সময়ে দুই চারি জন বিশ্বস্ত লোকের মধ্যে একটা জনরব উঠিল যে, গভীর নিশীথে, রাজপ্রাসাদের নিকটে, মৃতরাজার প্রেতমূর্ত্তি দুই তিন দিন আবির্ভূত হইয়াছিল। রাজা মৃত্যু-সময় যে পরিচ্ছদে আবৃত ছিলেন, প্রেতমূর্ত্তিও ঠিক সেই পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া আসিয়াছিল।

হাম্‌লেটের প্রিয়তম সুহৃদ হোরেসিও,—নিজে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ না করিয়া, বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। একদিন রাত্রিকালে যখন দুই জন সৈনিক পাহারায় নিযুক্ত ছিল, হোরেসিও সেই সময় তাহাদের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায়,—এবারও রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, সেই প্রেতমূর্ত্তি সহসা তথায় আবির্ভূত হইল। সেই মূর্ত্তি কি মলিন!—মুখে ক্রোধ নাই, কিন্তু দুঃখের ভার বড়ই অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। মুখে একটিও কথা নাই, কিন্তু সেই মূর্ত্তি দুই একবার মাথা নাড়িতে লাগিল। বোধ হইল, যেন কথা কহিতে ইচ্ছা আছে। হোরেসিও কথা কহিলেন, কিন্তু কোন উত্তর মিলিল না। সহসা উষাকালীন কুক্কুটধ্বনি শ্রুত হইল, আর সেই প্রেতমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

হোরেসিও অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি নিজে একজন সুশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি। এইরূপ ঘটনায় কখনই তাঁহার আস্থা ছিল না। কিন্তু উপস্থিত, তাহা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই ঘটনা যাহাতে প্রকাশ না পায়, এজন্য তিনি সঙ্গীদিগকে অনুরোধ করিলেন। শেষে সকলের পরামর্শক্রমে, যুবরাজ হাম্‌লেটকে তিনি এ কথা জানাইলেন।

হাম্‌লেট ও হোরেসিও,—দুইজনের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। একত্রে

অধ্যয়ন করিয়া, উভয়েই শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই অধ্যয়নস্থান হইতে, অল্পদিন হইল, হোরেসিও ডেন্‌মার্কে আসিয়াছেন।

এক্ষণে হাম্‌লেটের মৃত পিতার এই অদ্ভুত ঘটনার কথা লইয়া, তিনি হাম্‌লেটের সহিত দেখা করিতে গেলেন।

যখন হাম্‌লেট পিতার শোকে ও মাতার পৈশাচিক ব্যবহারে একান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, সেই সময় হোরেসিও সেখানে উপস্থিত হইলেন।

দুই বন্ধুতে দেখা-সাক্ষাতের পর এবং পরস্পরের সাদর সম্ভাষণাদির পর, হাম্‌লেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হোরেসিও, তুমি সহসা উইটেন্‌বার্গ (তাঁহাদের অধ্যয়নস্থান) হইতে চলিয়া আসিলে কেন?"

হোরেসিও। স্কুল-পলাইয়া আসিয়াছি।

হাম্‌লেট। তোমার শত্রুতেও একথা বলিতে পারে না, এবং তুমি নিজে বলিলেও, একথা আমি বিশ্বাস করি না। সত্য বলো,—কি জন্য আসিয়াছ?

হোরেসিও। আমি তোমার পিতার সমাধি উপলক্ষেই আসিয়াছি।

হাম্‌লেট। আমি তোমায় মিনতি করি, আমায় উপহাস করিও না। আমি জানি, তোমরা আমার মাতার বিবাহ-উৎসব দেখিতে আসিয়াছ!

হোরেসিও। বস্তুতঃ, কথা তাই দাঁড়াইয়াছে বটে। এই দুই কাজই,—বড় শীঘ্র-শীঘ্র সম্পন্ন হইল।

হাম্‌লেট। হোরেসিও, ইহা আর কিছু নয়, ব্যয়-সংক্ষেপ। পিতার কবর উপলক্ষে যে খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহা মাতার বিবাহ-উৎসবে নিয়োজিত হইয়াছে।—হায় হোরেসিও! ইহাও আমায় দেখিতে হইল! ইহাপেক্ষা যদি আমার শত্রুকেও স্বর্গে থাকিতে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলেও আমি সুখী হইতাম। আমার মনে হয়, আমার পিতাকে নিয়তই দেখিতে পাইতেছি!

হোরেসিও। কোথায়?

হাম্‌লেট। আমার মানস-চক্ষে।

হোরেসিও। গত নিশীথে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি।

হাম্‌লেট। কাহাকে দেখিয়াছ?

হোরেসিও। তোমার পিতা—সেই সদাশয় ডেন্‌মার্ক-রাজকে দেখিয়াছি।

তখন একে একে সকল কথাই হোরেসিও ব্যক্ত করিলেন। প্রথমতঃ

পাহারায় থাকিয়া, সৈনিকেরা কিরূপ দেখিয়াছে, এবং তারপর তাহাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া হোরেসিও নিজে কিরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,—সেই প্রেতমূর্ত্তির অবয়ব কেমন,—পরিচ্ছদ কেমন,—এবং মুখের ভাবই বা কেমন,—একে একে সকল কথাই বলিলেন।

শুনিয়া হাম্‌লেটের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তারপর নিজে প্রহরিগণের সহিত থাকিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবেন,—তাহার জন্য প্রস্তুতও হইলেন। কেহই যেন কোন কথা প্রকাশ না করে,—সকলকে সে অনুরোধও করিলেন।

(৩)

রাত্রিকালে যখন শীতল বাতাস বহিয়া সর্ব্বশরীর কাঁপাইতেছিল, সেই সময় হাম্‌লেট,—প্রিয়বন্ধু হোরেসিও এবং মার্সেলাস্ নামে একজন অনুচরের সহিত প্রাসাদের নিকট দণ্ডায়মান থাকিয়া, সেই প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সেই প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। হোরেসিও তাহা হাম্‌লেটকে দেখাইয়া দিলেন।

সহসা সেই মূর্ত্তি দেখিয়া, হাম্‌লেট ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তারপর বলিলেন,—"হে স্বর্গস্থ দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে রক্ষা করো।"

তারপর কিছু সাহসভরে সেই প্রেতমূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"তুমি সৎ বা অসৎ হও,—স্বর্গের বাতাস বা নরকের ঝড়—যাহা লইয়াই আসিয়া থাকো,—যে মূর্ত্তি ধরিয়া তুমি আসিয়াছ, সে সম্বন্ধে আমি কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না! তুমি মহাত্মা হাম্‌লেট—ডেন্‌মার্কের অধীশ্বর,—আমার পিতা!——আমি মিনতি করিতেছি, আমার কথার উত্তর দাও।—আমি যাহা জানিতে চাহি, তাহা বলিয়া দাও। অজ্ঞানতার মধ্যে রাখিয়া আমাকে আর দগ্ধিয়া মারিও না। তোমার কবর হইতে কেন তুমি উঠিয়াছ? আমরা ত দেখিয়াছি, কবর মধ্যে তুমি সুখে শায়িত ছিলে!—কেনই বা কবর তাহার ভীষণ মুখ বিদীর্ণ করিয়া তোমায় বাহির করিয়াছে? যখন অতি কষ্টে মেঘের অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে চন্দ্র উঠিতেছে, সে সময়,

রাত্রিকে এত ভয়ঙ্করী করিয়া, তোমার আগমনের প্রয়োজন কি? আর আমাদের অন্তঃকরণে নানারূপ চিন্তা তুলিয়াই বা তোমার লাভ কি?"

সেই প্রেতমূর্ত্তি ধীরে ধীরে সঙ্কেতে হাম্‌লেটকে আহ্বান করিল।

হোরেসিও। ঐ মূর্ত্তি তোমাকে সঙ্কেতে ডাকিতেছে। বোধ হয়, তোমায় একাকী পাইলে কিছু বলিবে।

মার্সেলাস্। দেখুন, বেশ ভদ্রভাবেই ডাকিতেছে। যেন কিছু দূরে গিয়া কিছু বলিবে। কিন্তু আপনি যাইবেন না।

হোরেসিও। না, নিশ্চয়ই না।

হাম্‌লেট। ইহা ত কথা কহিবে না;—তথাপি আমায় যাইতে হইবে।

হোরেসিও। না, যুবরাজ, না।

হাম্‌লেট। কেন, ভয় কি? আমার জীবনের মূল্য কি? আর আমার আত্মা,—সেত ইহারই ন্যায় অমর;—ঐ মূর্ত্তি আমার সেই আত্মাকেই বা কি করিতে পারে? ঐ দেখ, আবার ডাকিতেছে।—আমি চলিলাম।

মার্সেলাস্। আপনাকে আমরা যাইতে দিব না।

হাম্‌লেট। হাত ছাড়ো,—আমায় যাইতেই হইবে।

হোরেসিও। শান্ত হও,—তুমি যাইতে পারিবে না।

হাম্‌লেট। দেখ, আমার অদৃষ্ট আমায় আহ্বান করিতেছে। তুমি বুঝিতেছ না,—আমার প্রত্যেক শিরায় শিরায় আমি কত দৃঢ় হইয়াছি! ঐ দেখ, আবার ডাকিতেছে।—না, আমায় ছাড়িয়া দাও।

হাম্‌লেট চলিয়া গেলেন, কেহই ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হোরেসিও ও মার্সেলাস তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

---

(৪)

যখন হাম্‌লেট একক হইলেন, তিনি সেই প্রেতমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইতে চাও? কথা কও। আমি আর অধিকদূর যাইব না।"

প্রেতমূর্ত্তি। তবে শুন।

হাম্‌লেট। বলো।

প্রেতমূর্ত্তি। আমার সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে। এখনি আবার আমাকে নরকের সেই অসীম যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইবে।

হাম্‌লেট। হায় কি কষ্ট!

প্রেতমূর্ত্তি। আমার জন্য দুঃখ করিও না। কিন্তু আমি যাহা বলি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন। শুনিলে, তুমি তাহার প্রতিশোধ লইবে,—ইহা আমার বিশ্বাস। আমি তোমার পিতার প্রেত-আত্মা,—কিছুক্ষণের জন্য রাত্রিকালে বেড়াইবার অধিকার আমার আছে। কিন্তু দিবাভাগে অগ্নির মধ্যে থাকিয়া, আমায় উপবাসী রহিতে হয়। যে পর্য্যন্ত না অতীত জীবনের পাপরাশি ভস্মীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত আমাকে এইরূপ অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। কি যন্ত্রণার মধ্যে যে আমি আছি, তাহার একটি কথাও যদি তোমায় বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে, তোমার অন্তর চির অবস হইয়া যাইত।—তোমার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে শোণিতস্রোত রুদ্ধ হইত।—তোমার চক্ষু নক্ষত্রের ন্যায় কেন্দ্রচ্যুত হইয়া জলিতে থাকিত।—প্রতি লোমকূপ কণ্টকিত হইয়া উঠিত। কিন্তু সে স্থানের কোন কথাই বলিবার অধিকার কাহারও নাই। রক্তমাংসের শরীর লইয়া, যাহারা পৃথিবীতে আছে, তাহাদের কাছে সে কথা বলিবার নয়। কিন্তু যদি তুমি তোমার পিতাকে প্রকৃত ভালবাসিয়া থাকো,———

হাম্‌লেট। হায় ঈশ্বর!

প্রেতমূর্ত্তি। তবে তুমি তাঁহার ভীষণ হত্যার প্রতিশোধ লইও!

হাম্‌লেট। হত্যা?

প্রেতমূর্ত্তি। অতি ভীষণ হত্যা! যেখানে হত্যার প্রয়োজন থাকে, হত্যা সেখানেও ভীষণ। কিন্তু এই হত্যা অপ্রয়োজনীয়, অতি অস্বাভাবিক;—সুতরাং ইহা ভীষণ হইতেও ভীষণ!

হাম্‌লেট। শীঘ্রই ইহার সবিশেষ বিবরণ আমাকে বলো। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। কল্পনা যেমন দ্রুতগামিনী, কিংবা প্রণয়-চিন্তা যেরূপ ক্ষিপ্রগতিশালিনী,—আমি যেন সেইরূপ ক্ষিপ্রভাবে ইহার প্রতিশোধ লইতে পারি।

প্রেতমূর্ত্তি। তাহা তুমি পারিবে। এই কথায়ও যদি তোমার প্রতিহিংসা-

বহ্নি জলিয়া না উঠে, তবে তোমার অন্তর নিতান্তই নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য বলিতে হইবে। তুমি শুনিয়া থাকিবে, আমার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে,—এইরূপ একটা জনরব উঠিয়াছে। এবং রাজ্যসুদ্ধ লোক তাহাই আমার মৃত্যুর কারণ জানিয়া আছে। কিন্তু যে সর্প তোমার পিতাকে দংশন করিয়াছে, সেই-ই এখন তোমার পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ়!

হাম্‌লেট। ওঃ! আমার অন্তর ঠিক এই কথাই বলিয়াছে! আমারই পিতৃব্য?——

প্রেতমূর্ত্তি। হাঁ, সেই নর-পিশাচ—পশুপ্রকৃতি—তোমার পিতৃব্য,—নানা প্রলোভনে আমার পত্নীকে—তোমার মাতাকে ভুলাইয়া, আপনার অঙ্কশায়িনী করিয়াছে, এবং সেই পাপিষ্ঠের কুমন্ত্রণা ও উত্তেজনার ফলে আমার পত্নীও এই হত্যাব্যাপারে লিপ্ত ছিল।——হায়, হাম্‌লেট! তোমার মাতার কি অধঃপতন! আমাদের সেই পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের কি শোচনীয় পরিণাম! সেই প্রেম—সেই ভালবাসা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, এই হতভাগ্যের প্রতি ন্যস্ত হইল! কিন্তু জানিও, পাপ, দেবতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলোভন দেখাইলেও, যেমন ধর্ম্মাত্মাকে বিচলিত করিতে পারে না,—পাপ তেমনি স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া পবিত্রতার সহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করিলে আপনার হীনস্বভাব ভুলিতে পারে না। কিন্তু থাক্‌,—প্রভাতের বাতাস অনুভব করিতেছি,—এখনি আমাকে যাইতে হইবে,—আমার কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। এখন শুন,—প্রকৃত ব্যাপার মন দিয়া শুন।——মধ্যাহ্নকালে যখন আমি আমার উদ্যানে নিদ্রা যাইতেছিলাম, তখন তোমার পিতৃব্য চুপি চুপি সেখানে গিয়া, আমার কর্ণকুহরে কোন বিষাক্ত দ্রব্য ঢালিয়া দিল। মনুষ্য-শোণিতের সহিত সেই বিষের সংমিশ্রণ অতি ভয়ঙ্কর।—অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমার সমস্ত শরীরে ঐ বিষ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং তাহাতে দেহের সর্ব্বস্থান স্ফোটকময় হইয়া উঠিল।—অরুন্তুদ যন্ত্রণায়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমার মৃত্যু হইল। এইরূপে, ভ্রাতার হস্তে রাজ্য, রাণী এবং জীবন পর্য্যন্ত হারাইলাম।—হায়! আমার আত্মকৃত পাপ তখনও প্রবল। তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট একটি প্রার্থনা করিবারও অবসর পাই নাই। ওঃ, কি ভীষণ!—কি ভীষণ! যদি তোমার অন্তরে প্রকৃত পিতৃভক্তি থাকে, এবং মাতৃসম্মান

বোধ থাকে, তবেই তুমি ইহা সহ্য করিবে না। ডেনমার্কের সিংহাসন,—কামাসক্ত মহাপাপীর আরামস্থল হইতে দিও না। কিন্তু প্রতিহিংসার জন্য যাহা কিছু করিবে, তোমার মাতা যেন তাহার লক্ষ্যস্থল না হন। তাঁহাকে ঈশ্বরের বিচারের জন্য রাখিয়া দিও। এবং তাঁহার অন্তরের অন্তরে যে কণ্টক ফুটিতেছে, তাহাতেই তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত হইতে দিও। আমায় বিদায় দাও। প্রভাতকাল সমাগত প্রায়। বিদায়!——হাম্‌লেট! আমায় মনে রাখিও।

সহসা প্রেতমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

হাম্‌লেট। হে স্বর্গস্থ দেবগণ! হে মর্ত্ত্যবাসী লোকবৃন্দ!—আর কাহাকে ডাকিব?—নরকেরও নাম লইব কি? হা ধিক্! হৃদয়, শান্ত হও। আমার অস্থি-পঞ্জর, তোমরাও সহসা প্রাচীনের ন্যায় নিস্তেজ হইও না। আমাকে সবল ও দৃঢ় রাখো।——তোমায় মনে রাখিব! হায় দুর্ভাগ্য পিতা! যে পর্য্যন্ত স্মৃতি থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তোমাকে ভুলিতে পারিব না:—তোমায় মনে রাখিব? তোমায় মনে রাখিতে, অন্তর হইতে আর সকল চিন্তা দূরীভূত করিব। যৌবনে যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছি,—যে আনন্দ, যে শিক্ষা,—যাহা কিছু পাইয়াছি, সকলই বিসর্জ্জন করিব। তোমারই আদেশ,—এই সকলের স্থান অধিকার করিয়া রাখিবে। ওঃ! কি ভীষণ রমণী!—কি রাক্ষসী জননী! "বিদায়—বিদায়—আমায় মনে রাখিও"—ইহাই তাঁহার শেষ কথা। আমিও শপথপূর্ব্বক সে কথা গ্রহণ করিয়াছি।

এই সময়ে হোরেসিও ও মার্সেলাস্,—হাম্‌লেটের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া, উৎকণ্ঠিত হইয়া, সেইখানে উপস্থিত হইল। তারপর সেই প্রেতমূর্ত্তিসম্বন্ধে হাম্‌লেটকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল।

হাম্‌লেট গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"ওহো! পাপ পিতৃব্য! ডেনমার্কে এমন নর-পিশাচ আর নাই!"

হোরেসিও। তাহা আমরা জানি। সে কথা বলিবার জন্য,—কবর হইতে প্রেত-যোনীর আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল না।

হাম্‌লেট প্রথমতঃ কিছুই বলিতে চাহিলেন না, কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তারপর হোরেসিও ও মার্সেলাস্‌কে শপথ করাইয়া,—তাহাদিগকে কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া, একে একে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন।

হাম্‌লেট যখন শপথের জন্য বন্ধু ও অনুচরকে অনুমার ভগিনীকে সময়ে সময়
সময় সেই প্রেতমূর্ত্তিও সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া বলিতে।—

হোরেসিও। কি অদ্ভুত ব্যাপার! বিতেন। কিছুদিন

হাম্‌লেট। সেই জন্যই ইহার প্রতি আরও অধিক মনোযোকে ডাকিয়া
হোরেসিও! স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে কত শত অসংখ্য অদ্ভুত জিনিসই আছে; রিও না।
তোমার দর্শন-বিজ্ঞান কল্পনা করিতেও পারে না! কিন্তু শুন এখন হই বটে,
তুমি আমার কিছু ভাবান্তর দেখিবে। আমার স্বাভাবিক অবস্থার কোন
পরিবর্ত্তন দেখিলে, তুমি বিস্মিত হইও না; কিংবা কিছু বুঝিতে পারিলেও
মাথা নাড়িয়া আকার-ইঙ্গিতে এমন বুঝাইও না যে, তুমি আমার বিষয় সমস্তই
জানো। ইহা অতি গূঢ় গোপনীয় কথা। কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিও।
হায়! সহসা যেন আমার সব কেমন গোলমাল হইয়া গেল! কি দুর্ভাগ্য
আমার!—এই গোলমাল মিটাইতেই আমি পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম! তাহাই
হউক;—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই গোলমাল মিটাইয়াই যাইব।

---

(৫)

এই ঘটনা হইতে হাম্‌লেট আত্মভাব গোপন জন্য, সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত
হইলেন। কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, আচার ব্যবহার, চালচলনে তিনি এমন
পরিবর্ত্তন করিলেন, যে, সত্য সত্যই তিনি যেন উন্মাদ-রোগগ্রস্ত। বর্ত্তমান রাজা
বা রাণী,—তাঁহার পিতৃব্য ও মাতা,—কিছুতেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেন
না। তাঁহারা স্থির করিলেন,—সত্য সত্যই হাম্‌লেটের মাথা খারাপ হইয়াছে,
—তিনি ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষিপ্ততা কি পিতৃশোকজনিত? এমন ত
মনে হয় না। তাঁহারা ভাবিয়া ঠিক করিলেন,—"পিতৃশোকে তরুণবয়স্ক
যুবক এমন উন্মনা হয় না,—ইহার মূলে অন্য কারণ আছে,—যুবজনোচিত
প্রণয় চিন্তাই হাম্‌লেটের এই ভাবান্তর ঘটাইয়াছে।"

কিন্তু পাঠক বুঝিতেছেন, হাম্‌লেটের চিত্তবিকৃতির কারণ,—প্রণয়চিন্তা
বা রমণীর রূপ ধ্যান নহে,—তাঁহার পিতৃব্য ও মাতার পৈশাচিক ব্যবহার
স্মরণেই তিনি ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি যে কথা
ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাই তাঁহার অন্তরের অন্তরে অহর্নিশ জাগিতেছে। কিন্তু

বুঝিতে পারে,—পাছে তাঁহার পিতৃব্য মনে মনে হ্যাম্‌লেট তাঁহার পিতার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া ফিরিতেছে,—এই আশঙ্কায় হ্যাম্‌লেট উন্মত্ততার ভাণ কিন্তু এই ভাণ পরিণামে কিরূপ দাঁড়াইল, পাঠক ক্রমেই তাহা পারিবেন।

পক্ষান্তরে রাজা ও রাণী যে, ‘প্রণয়-চিন্তাই হাম্‌লেটের উন্মত্ততার কারণ’ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও একেবারে অমূলক নহে।

রাজার প্রধান সচিব পলোনিয়াসের এক কন্যা ছিল। হাম্‌লেটের এইরূপ অবস্থার পূর্ব্বে, যখন হৃদয় ও মন বেশ প্রফুল্ল ছিল,—কোন চিন্তাতেই জীবন যখন এতটুকুও ভারাক্রান্ত ছিল না,—সেই সময় পলোনিয়াসের কুমারী কন্যাকে হাম্‌লেট অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সেই ভালবাসা ক্রমে পবিত্র প্রণয়ে পরিণত হয়। পলোনিয়াসের এই কন্যার নাম,—ওফিলিয়া।

সুন্দরী ওফিলিয়া সকল প্রকারে হাম্‌লেটের মনের মত হইয়াছিলেন। হাম্‌লেট প্রণয়ের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ, প্রেম-উপহারে তাঁহাকে ভূষিত করিতেন। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের মধুর উচ্ছ্বাসময় শত শত পত্রে তাঁহাকে মুগ্ধ করিতেন। এবং বহু সম্মানের সহিত তাঁহার প্রণয় ভিক্ষা করিতেন। সুন্দরী ওফিলিয়াও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইতেন। সেই অবধি উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের গাঢ়তা হয়।

এদিকে, পলোনিয়াসের প্রকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি একজন ঘোর বিষয়ী লোক, রাজকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী, সদাই অতি-সতর্ক ও সন্দিগ্ধ-চিত্ত,—ভাব-ভালবাসার কোন ধারই ধারেন না। সুতরাং প্রণয়ের গভীরতা ও আন্তরিকতা,—তিনি আদৌ বুঝিতে চাহিতেন না। কতকগুলা অসার চির-পুরাতন যুক্তি ও কথাবার্ত্তা লইয়াই তিনি থাকিতেন, আর তাহাই তাঁহার প্রকৃতি। সময়ে অসময়ে সকল স্থলেই তিনি তাঁহার সেই প্রকৃতির সহিত অন্যের প্রকৃতি নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে চাহিতেন। কোথাও একচুল কম-বেশী দেখিলে, তাঁহার মনে হইত,—বুঝি সব গোলমাল হইয়া গেল। এই জন্য হাম্‌লেট-ওফিলিয়ার প্রণয়ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া, তিনি ওফিলিয়াকে, প্রণয়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র লেয়ার্টিস্‌ও

কিয়দংশে পিতৃস্বভাব পাইয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার ভগিনীকে সময়ে সময়ে তাঁহার পিতার ন্যায় উপদেশ দিতেন।

লেয়ার্টিস্ ফ্রান্সে থাকিতেন। সেখানে লেখাপড়া করিতেন। কিছুদিন হইল গৃহে আসিয়াছেন। ফ্রান্সে পুনর্যাত্রাকালে, তিনি ওফিলিয়াকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন,—"ভগিনি, হাম্‌লেটের প্রণয়ে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিও না। মনে রাখিও, ইহা একটা সাময়িক নেশা,—মুহূর্ত্তের ক্রীড়া মাত্র। মধুর বটে, কিন্তু স্থায়ী নহে।

ওফিলিয়া। ইহার বেশী আর কিছুই নয়?

লেয়ার্টিস্। না আর কিছু নয়। ও বিষয় আর ভাবিও না। হাম্‌লেট এখনও যৌবনসীমা অতিক্রম করেন নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সকল অঙ্গের পুষ্টি হয়,—মন এবং চিত্ত-বৃত্তিরও সেইরূপ পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে। আজ যে চিন্তা এত মনোমুগ্ধকরী, কাল তাহা অন্য আকার ধারণ করিতে পারে। ইহা অবশ্য বিচিত্র নয় যে, হয়ত হাম্‌লেট প্রকৃতই তোমায় ভালবাসেন এবং আজ পর্য্যন্ত অন্য কাহারো চিন্তায়ও তাঁহার প্রণয় কলঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু স্নেহময়ী ভগিনী আমার! তুমি সর্ব্বদাই এ কথাটি স্মরণ রাখিও যে,—এ সম্বন্ধে হাম্‌লেট স্বাধীন নহেন। তিনি রাজপুত্র;—তাঁহার বিবাহ সকলের শুভ ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। যাহাতে সকলের ভাল হইবে, তাঁহাকে সেই পথে চলিতে হইবে।—তিনি তোমায় ভালবাসিতে পারেন। কিন্তু এই ভাব যদি শেষ অবধি না থাকে? আর যদি সকলের ইহাতে সম্মতিও না থাকে? তবে ভাবিয়া দেখ, তোমার কি বিপদ! তুমি হয়ত, হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া আপন অসীম প্রেম তাঁহাকে উপহার দিলে, কিন্তু তাহার প্রতিদানে কিছুই পাইলে না।—তখন? ভগিনি, ওফিলিয়া! এই কথাটি বিশেষ স্মরণ রাখিও,—সমানে-সমানেই প্রণয় হয়,—অসমানে তাহার অস্তিত্ব অতি অল্প। এই কথা স্মরণ রাখিয়া,—আকাঙ্ক্ষা ও আশার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবে। যে সুন্দরী চন্দ্রালোকে আপনার সৌন্দর্য্য উন্মুক্ত করে, অথচ নরচক্ষের অন্তরালে তাহা লুকাইয়া রাখে, সেই-ই বুদ্ধিমতী। দেখ, ধর্ম্ম নিজেও নিন্দার হাত এড়াইতে পারেন না। বসন্তের কোমল কোরক,—ফুটিতে-না-ফুটিতে, কীটের দংশনে শুকাইয়া যায়। তুমি নির্দ্দোষ কুসুম-কোরকের ন্যায় শান্ত ও মধুর;

সেই জন্যই বিপদের অধিক আশঙ্কা করি। সাবধান হও। আশঙ্কাই যথেষ্ট নিরাপদ। আর কিছু প্রলোভন না থাক্, যৌবন নিজেই নিজের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

ওফিলিয়া। এই উপদেশ আমার অন্তরের অন্তরে গাঁথিয়া রাখিলাম। কিন্তু ভ্রাতঃ! 'স্বর্গের পথ কণ্টকাকীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল,'—আমায় এই শিক্ষা দিয়া, নিজে যেন আপাতমনোরম পাপের পথে পদক্ষেপ করিও না।

এই সময় পলোনিয়াস্ সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে পলোনিয়াস্ তাঁহার পুত্র লেয়ার্টিস্‌কে ফ্রান্সযাত্রার জন্য বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু লেয়া-র্টিসের গমনের বিলম্ব দেখিয়া বলিলেন,—

"তুমি এখনও এখানে আছ? তোমার সঙ্গিগণ যে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তুমি এখনই যাত্রা কর। আর দেখ, এই কথা ক'টি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও।—মনে যাহা ভাবিবে, তাহা প্রকাশ করিবে না। অন্যায়চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিবে না। সকলের সহিত প্রীতি-ভাবে মিশিবে,—কিন্তু নীচ বা লঘু হইবে না। যাহাদের গুণ বিশেষরূপে পরী-ক্ষিত, সেইরূপ বন্ধুদিগকেই অন্তরে স্থান দিবে। যে-কাহারও সঙ্গ লইও না। কোন বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না, কিন্তু প্রবৃত্ত হইলে এমন ভাব দেখাইবে, যাহাতে তোমার শত্রুগণ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কিছুতেই সাহসী না হয়। যে যাহা বলে, তাহা শুনিবে; কিন্তু তোমার মতামত সহসা ব্যক্ত করিবে না। প্রত্যেক লোকের মতামত গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাহার ভালমন্দ সম্বন্ধে নিজে কিছু বলিবে না। অবস্থামত তোমার বেশভূষা কিছু উত্তম করিবে, অথচ তাহা যেন খুব বিলাসপূর্ণ না হয়। কারণ বেশভূষাতেই অনেক সময় মানুষকে বুঝিতে পারা যায়। কাহাকে ঋণ দিবে না, বা কাহারও ঋণ গ্রহণ করিবে না। কারণ ঋণ নিজেরও যেমন ক্ষতি করে, বন্ধু-বান্ধবের সহিতও সেইরূপ বিচ্ছেদ ঘটায়। আর ঋণগ্রহণ মিতব্যয়ীর পক্ষে ক্ষতিজনক। সর্ব্বপ্রধান কথা এই,—নিজের প্রতি নিজে খুব খাঁটী থাকিও। তাহা হইলে দেখিবে, রাত্রি যেমন দিবসের সুনিশ্চিত অনুগামী, তুমিও সেইরূপ নিশ্চয়ই কাহারও প্রতি অন্যায়াচরণ করিবে না,—এবং তোমারও কাহারও সহিত কোনরূপ বিরোধ ঘটিবে না।

লেয়ার্টিস্ পিতৃ-আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক ওফিলিয়াকে বলিয়া গেলেন,—"ভগিনি! গেলাম, তাহা মনে রাখিও।"

ওফিলিয়া। তাহা আমি মনের মধ্যে গাঁথিয়া রা

পলোনিয়াস্। কি কথা, ওফিলিয়া?

ওফিলিয়া। (নতমুখে) যুবরাজ হাম্‌লেট-সম্বন্ধীয় কথা।

পলোনিয়াস্। ঠিক,—আমারও মনে পড়িয়াছে। হাম্‌লেট অনেক সময় তোমার কাছে আসিয়াছেন, এবং তুমিও তাঁহাকে প্রীতিভরে মিশিয়াছ। তোমায় সতর্ক করিবার জন্য বলিতেছি,—তোমার কি করা উচিত বা অনুচিত, তাহা তুমি তত পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারে না;—অতএব তোমাদের মধ্যে কিরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহা আমাকে সব খুলিয়া বলো।

ওফিলিয়া। পিতঃ! তিনি অনেক সময়, অনেক কার্য্যে, অনেক ব্যবহারে, আমার প্রতি তাঁহার পবিত্র প্রণয় প্রকাশ করিয়াছেন।

পলোনিয়াস্। প্রণয়?—কি অবোধ বালিকার মতই কথা বলিলে!—প্রণয়? এ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা না বুঝিয়াই তুমি এইরূপ বলিতেছ!—তুমি কি তাঁহার প্রণয় বিশ্বাস কর?

ওফিলিয়া। কিরূপ বিশ্বাস করা উচিত, তাহা আমি জানি না।

পলোনিয়াস্। আমি তোমাকে তাহা বুঝাইয়া দিব। তুমি যাহা অমূল্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তাহার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই। তদপেক্ষা বরং নিজের দর বাড়াও।—আর না হয় আমাকে জগতের সমক্ষে নির্ব্বোধ, অর্ব্বাচীন প্রতিপন্ন কর।

ওফিলিয়া। তিনি বহু সম্মানের সহিত,—আমাকে অতি পবিত্র প্রণয়েরই প্রস্তাব করিয়াছেন——

পলোনিয়াস্। যাও, যাও!—ও কথা আমি শুনিতে চাহি না।

ওফিলিয়া। এবং বিস্তর শপথ করিয়াই সেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন।

পলোনিয়াস্। তা ঠিক। এইরূপ কৌশলেই, বন্য-কপোত জালবদ্ধ হয়। আমি জানি, যখন শিরায় শিরায় শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, হৃদয় তখন

সেই জন্যই বিপদের অধিক আশঙ্কা করি করে। প্রথমতঃ এই শিখা অধিক নিরাপদ। আর কিছু প্রলোভন দ্বা শক্তি অতি কম। অঙ্গীকারের সঙ্গে দাঁড়ায়। ই-ই নিবিয়া যায়।—অগ্নিভ্রমে এই শিখায় বিশ্বাস

ওফিলিয়া। এই উপদেমলেটের সহিত বড় বেশী দেখা সাক্ষাৎ করিও না। কিন্তু ভ্রাতঃ! 'স্বর্গের প,—ইহা ভাবিয়া সব সময় তাঁহার কথামত কাজও করিও দিয়া, নিজে যেন অ হাম্‌লেট এখনও তরুণবয়স্ক; এখনও তাঁহার মনের ভাব

এই সময় প ত পারে। আজিও তাঁহার চরিত্র গঠন হয় নাই। প্রণয়ের প্রস্তাব তাঁহার পুত্র ক্ষে অসঙ্গত নহে; কিন্তু তোমার পক্ষে, তাহা গ্রহণে, বিশেষ সতর্ক-টিসের প্রয়োজন। শেষ কথা এবং আমার এই এক কথা,—ওফিলিয়া! যুবরাজ হাম্‌লেটের প্রতি আস্থাস্থাপন করিও না। ইহার ফল শুভজনক নয় বলিয়াই আমি তোমাকে সতর্ক করিতেছি। এখন হইতে আমি হাম্‌লেটের সহিত তোমায় কথা কহিতে দিব না।— দেখো মা, বৃদ্ধ পিতার অবাধ্য হইও না।

ওফিলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আমি আপনার অবাধ্য হইব না।"

---

(৬)

হাম্‌লেটের অন্তরে পিতৃহত্যার গভীর দুঃখভার পতিত হইবার অগ্রে, ওফিলিয়ার প্রতি হাম্‌লেটের যে একটা প্রণয়ের টান ও হৃদয়ের পিপাসা উদ্রিক্ত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সময়ে সময়ে হাম্‌লেট ওফিলিয়াকে প্রণয় পত্র দিতেন, এবং প্রণয়-উপহার-স্বরূপ অঙ্গুরীয় ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীও পাঠাইতেন। সরলা ওফিলিয়াও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ভালবাসিয়া, সুখী হইতেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরে সে ভাব থাকিলেও, পলোনিয়াস্ ও লেয়ার্টিসের উপদেশমত, বাহ্যব্যবহারে, এক্ষণে তিনি কিছুই দেখাইতে পারিতেন না।

আবার এদিকে হাম্‌লেটেরও হৃদয়-আকাশ ঘন দুঃখ-মেঘে আচ্ছন্ন হইল। তিনি যত্ন করিয়াই অতি কষ্টে প্রেম-চিন্তায় জলাঞ্জলি দিলেন। বিষাদভারে হৃদয় যখন একান্তই অবনত হইয়া পড়িল, তখন হইতে হাম্‌লেট ওফিলিয়ার কথা বড় বেশী ভাবিতে পারিলেন না। তারপর যখন তিনি পিতৃ-আদেশে প্রতিহিংসা সাধনের জন্য উন্মত্ততার ভাণ করিয়া চলিতে লাগিলেন, তখন হইতে সেই ভাব

সম্যক্‌রূপে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, ইচ্ছা করিয়াই, তিনি ওফিলিয়ার প্রতি কিছু কর্কশ ও নির্দ্দয় হইলেন। সরলা ওফিলিয়া কিন্তু ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, যুবরাজ হাম্‌লেটের চিত্তবিকৃতিই এই পরিবর্ত্তনের কারণ।

পরন্তু, যদিও হাম্‌লেটের অন্তরে প্রতিহিংসার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, এবং দারুণ দুঃখের ছায়া সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহার ফলে প্রণয়-চিন্তা সেই হৃদয়ে স্থান পাইতেছিল না,—তথাপি ওফিলিয়ার পবিত্র মূর্ত্তি হাম্‌লেটের অন্তরের অন্তরে চির-জাগরূক ছিল। তাই তিনি যখন বুঝিতেন,—ইচ্ছা করিয়াই অনেক সময় নির্দ্দয় ব্যবহারে সেই বালিকাকে মর্ম্ম-পীড়িত করিতেছেন,—তখন অমনি মনের আবেগে অসংযতভাবে কত কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি ওফিলিয়াকে পাঠাইয়া দিতেন কখন বা ছুটিয়া গিয়া সকলের অজ্ঞাতে, চমকিতভাবে এক একবার দেখা করিয়া আসিতেন।—সেই পত্রের ছত্রে ছত্রে কি প্রগাঢ় প্রেম-কাহিনী পরিব্যক্ত হইত! সেই চকিতদর্শনে কি গভীর প্রণয়োন্মত্ততা প্রকাশ পাইত!—ওফিলিয়া তাহা বুঝিতেন।

হাম্‌লেট একদিন এমনি উন্মত্তভাবে—ওফিলিয়ার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সেই অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখিয়া, ওফিলিয়া ভয়ে ও দুঃখে পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন,—

"পিতঃ! আমি বড় ভয় পাইয়াছি।

পলোনিয়াস্। কেন, কেন?—কি হইয়াছে?

ওফিলিয়া। আমি গৃহে বসিয়া সূচি-কর্ম্ম করিতেছিলাম, সহসা হাম্‌লেট সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।—তাঁহার জামায় বোতাম নাই, মাথায় টুপি নাই, মোজা ধূলিমিশ্রিত ও বন্ধনহীন,—পা হইতে তাহা খসিয়া পড়িতেছে।—শুষ্ক মলিন ও বিষণ্ণ ভাবে আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। যেন হাঁটুতে হাঁটুতে মিশিয়া যাইতেছেন। চক্ষু এমন করুণাব্যঞ্জক যে, সে মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল, যেন নরক হইতে কেহ কোন ভীষণ বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছে!

পলোনিয়াস্। তবে তোমার প্রণয়ে পাগল হইল নাকি?

ওফিলিয়া। তাহা আমি জানি না। কিন্তু সত্য সত্যই আমি বড় ভয় পাইয়াছি।

পলোনিয়াস। আচ্ছা, কি বলিল?

ওফিলিয়া। তিনি আসিয়াই আমার হাত ধরিলেন, এবং হাত ধরিয়াই তাহা ছাড়িয়া দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর অন্য হাত নিজের কপালে রাখিয়া, এমনি করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, যেন বোধ হইল, তিনি আমার প্রতিকৃতি তুলিয়া লইবেন। এই ভাবে অনেকক্ষণ রহিলেন। অবশেষে আমার হাত একটু কাঁপাইয়া এবং তাঁহার মাথা দুই চারিবার নাড়িয়া,—এমন গভীর দুঃখপূর্ণ এক নিশ্বাস তিনি ফেলিলেন যে, আমার মনে হইল, তাঁহার সমস্ত দেহটা বুঝি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল এবং প্রাণ-বায়ুও বহির্গত হইল। তারপর তিনি আমায় ছাড়িয়া দিলেন, এবং ঘাড় ফিরাইয়া আমার পানে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন। পথপানে না চাহিয়াই চলিয়া গেলেন। এবং যতক্ষণ দেখা গেল, আমার পানে ঐ ভাবে চাহিতে চাহিতেই চলিয়া গেলেন।

পলোনিয়াস্। তুমি আমার সঙ্গে এস; আমি এখনি রাজার নিকট যাইব। ইহা প্রণয়েরই উন্মত্ততা। ইহার প্রবল বেগে নিজেই নিজের বিনাশ সাধন করিবে। যাহাহোক, আমি বড় দুঃখিত হইতেছি।—তুমি কি যুবরাজকে কিছু কঠিন কথা বলিয়াছিলে?

ওফিলিয়া। না। কিন্তু আপনার আদেশমত, ইতিপূর্ব্বে আমি তাঁহার চিঠিপত্র সব ফিরাইয়া দিয়াছি,—অধিকন্তু দেখা-সাক্ষাৎও বন্ধ করিয়াছি।

পলোনিয়াস্। তাহাতেই তিনি এইরূপ হইয়াছেন। আমি দুঃখিত হইতেছি যে, আমি ভাল করিয়া হাম্‌লেটকে বুঝি নাই। আমার আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তাঁহার প্রণয় একটা কৌতুকাবহ খেলা মাত্র; সুতরাং তাহাতে তোমার ইহজীবনের সাধ-আশা,—সকলই বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু হায়, আমার সে আশঙ্কায় ধিক্!—বৃদ্ধ বয়সের এই অমূলক অতি-সতর্কতায়ও ধিক্! যুবক যেমন ভবিষ্যতের দিকে এককালে দৃষ্টিশূন্য, আমরাও তেমনি সেই দিকে বড় বেশী রকম দৃষ্টিশালী। এখন রাজাকে একথা জানাইতে হইবে। আর লুকাইয়া রাখা উচিত নহে। কে জানে, হয়ত তাহাতে আমাকে যথেষ্ট লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতেও হইবে।

(৭)

হাম্‌লেটের উন্মত্ততা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিল। রাজা ও রাণী,—উভয়েই উন্মত্ততার কারণ নির্দ্ধারণ জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহারা হাম্‌লেটের দুইজন বয়স্যকে, হাম্‌লেটের মনোভাব জানিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে পলোনিয়াস্‌, রাজা ও রাণীকে সকল কথা জানাইলেন। বলিলেন, "আমার কন্যার প্রতি প্রণয়ই,- যুবরাজের উন্মত্ততার কারণ। আমার কন্যা ওফিলিয়া, আমারই আদেশমত, যুবরাজের চিঠীপত্র সমস্ত আমাকে দেখাইয়া থাকে। এই শুনুন, একখানা পত্রে কি লেখা আছে;—"আমার অপার্থিব রত্ন, প্রাণের পুত্তলি, অপূর্ব্ব সুন্দরী ওফিলিয়া"! "অপূর্ব্ব সুন্দরী" —এ কথাটা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু তারপর শুনুন,—"ওফিলিয়া, তোমার তুষারনিন্দিত শুভ্র বুকে——"

রাণী। এই পত্র হাম্‌লেট লিখিয়াছে?

পলোনিয়াস্‌। হাঁ—আরও শুনুন;—"বরং নক্ষত্রকে অগ্নি বলিয়া ভ্রম করিও; সূর্য্য গতিশীল, তাহাও বিশ্বাস করিও; সত্যকে মিথ্যা মনে করিও; —তথাপি তোমায় আমি ভালবাসি, তাহাতে সন্দেহ করিও না—প্রাণাধিকা ওফিলিয়া! আমি কবিতা লিখিতে জানি না,—তাই আমার সকল দুঃখ-কাহিনী গুছাইয়া বলিতেও পারি না;—কিন্তু বর্ণনা ও কল্পনার অতীত সুন্দরী তুমি;—তুমি বিশ্বাস করিও যে, আমি তোমায় বড়—বড় ভালবাসি।

"চিরদিন তোমার,
যে পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ থাকিবে,
সে পর্য্যন্ত তোমার,-
আমি তোমারই হাম্‌লেট।"

আমার কন্যা এই পত্র আমাকে দেখিতে দিয়াছে; এবং হাম্‌লেট তাহাকে কখন কি বলিয়াছেন, তাহাও আমাকে বলিয়াছে।

রাজা। তোমার কন্যা কি ভাবে হাম্‌লেটের এই প্রণয় গ্রহণ করিয়াছেন?

পলোনিয়াস্‌। আপনি আমাকে কিরূপ ভাবেন?

রাজা। বিশ্বাসী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তি বলিয়াই ভাবি।

পলোনিয়াস্। আমিও তাহারই প্রমাণ দিব। আমি যখন, হাম্‌লেট ও আমার কন্যার পরস্পরের এই প্রণয়-ব্যাপার বুঝিলাম, তখন আমার কন্যাকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিলাম যে, হাম্‌লেট রাজপুত্র,—তোমার সৌভাগ্যসীমার অতীত!—তুমি তাঁহাকে পাইতে পারো না। তারপর নানা উপদেশে তাহাকে নিষেধ করিয়াছি, সে যেন হাম্‌লেটের কোন উপহার গ্রহণ না করে; কিংবা তাঁহার প্রেরিত কোন লোককে কাছে আসিতেও না দেয়। ওফিলিয়াও সেই-মত কাজ করিয়াছে। তাহাতেই হাম্‌লেটের চিত্তবিকৃতি ঘটিয়াছে; এবং সেজন্য আমি যার-পর-নাই দুঃখিত হইয়াছি।

রাজা। (রাণীর প্রতি) তুমি কি মনে কর,—ইহাই কারণ?

রাণী। হইতে পারে,—খুবই সম্ভব।

পলোনিয়াস্। আমার এই দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া লউন,—যদি ইহাই কারণ না হয়।

রাজা। আচ্ছা, আর কি উপায়ে আমরা ইহার পরীক্ষা করিতে পারি?

পলোনিয়াস্। আপনারা জানেন, হাম্‌লেট এই কক্ষমধ্যে অনেকক্ষণ অবস্থিতি করেন। যখন তিনি এই কক্ষে আসিবেন, তখন আমি ওফিলিয়াকে এখানে পাঠাইয়া দিব। এবং নিভৃতে থাকিয়া আমরা তাহা লক্ষ্য করিব। যদি আমার কথা মিথ্যা হয়, তবে আমাকে আর রাজকার্য্যে না রাখিয়া বিদায় দিবেন,—আমি কোনরূপ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইব।

সেই সময় হাম্‌লেট উদ্ভ্রান্তবেশে, কি একটা পড়িতে পড়িতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। পলোনিয়াসের ইঙ্গিতমত রাজা ও রাণী অন্যত্র চলিয়া গেলেন। পলোনিয়াস্ হাম্‌লেটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার প্রভু,—যুবরাজ হাম্‌লেট! আপনি কেমন আছেন?"

হাম্‌লেট। বেশ আছি।

পলোনিয়াস্। আমি কে,—আপনি জানেন?

হাম্‌লেট। খুবই জানি।—তুমি একজন মৎস্য-ব্যবসায়ী।

পলোনিয়াস্। না প্রভু!

হাম্‌লেট। আমি ইচ্ছা করি, তুমি একজন সৎলোক হও।

পলোনিয়াস্। সৎলোক!

হাম্‌লেট। হাঁ, তাই। এখনকার দিনে সৎলোক হওয়া, আর দশ হাজার লোকের মধ্যে একজনকে খুঁজিয়া বাহির করা,—সমান কথা!

পলোনিয়াস্। সে কথা ঠিক।

হাম্‌লেট। সূর্য্য যদি মৃত কুক্কুর-দেহে কীটপতঙ্গের সৃষ্টি করে——হাঁ, তোমার না একটি কন্যা আছে?

পলোনিয়াস্। আছে।

হাম্‌লেট। দেখ, তাহাকে বাহির হইতে দিও না। গর্ভধারণ বিধাতার কৃপা বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তোমার কন্যা যেন গর্ভধারণ না করে।—বন্ধু! সতর্ক থাকিও।

পলোনিয়াস্ আপনা-আপনি ভাবিতে লাগিলেন,—"এ কথার অর্থ কি? ইহাতে বুঝিলাম কি? এখনও আমারই কন্যার চিন্তা! প্রথমে আমায় চিনিতে পারেন নাই; বলিলেন, 'আমি মৎস্য ব্যবসায়ী!'—বুঝিলাম অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। প্রণয়ের উন্মত্ততাই আসিয়াছে। বস্তুতঃ আমিও আমার যৌবনকালে একবার এমনি রোগের হাতে পড়িয়াছিলাম। আচ্ছা, পুনরায় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। (প্রকাশ্যে) আপনি, ও কি পড়িতেছেন?

হাম্‌লেট। কেবল কথা,—কথা,—কথা!

হাম্‌লেট উন্মত্ততার ভাণ করিয়া সব সময় সকল কথা না বলিলেও, সময়ে সময়ে এমন উত্তর করিতেছেন যে, তাহাতে পলোনিয়াস্ মনে করিলেন,—যদি ইহা উন্মত্ততা হয়, তবে ইহাতেও বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। এমন সংযত উন্মত্ততা আমি দেখি নাই। সময় সময় হাম্‌লেটের কথাবার্ত্তা এত গভীর ও উচ্চভাবপূর্ণ যে, মনে হয়, মানুষ প্রকৃতিস্থ অবস্থায়ও বুঝি এমন চিন্তাপূর্ণ কথা বলিতে পারে না। যাহা হউক, আমার কন্যার সহিত একবার দেখা করাইয়া আমায় বুঝিতে হইবে,—এই উন্মত্ততার গতি কোন্ দিকে?"

পলোনিয়াস্ প্রস্থান করিলে, হাম্‌লেট যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার তাঁহাকে উন্মত্ততার ভাণ করিতে হইল।—যেহেতু রাজা ও রাণীর প্রেরিত,—হাম্‌লেটের দুই জন বয়স্য, হাম্‌লেটকে পরীক্ষার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা নানা প্রকারের

কথাবার্ত্তা পাড়িয়াও কিছুই বাহির করিতে পারিল না। তখন হাম্‌লেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমরা এমন কি পাপ করিয়াছ যে, এই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ?"

প্রথম বয়স্য। কারাগার?

হাম্‌লেট। হাঁ, সমগ্র ডেনমার্ক,—একটা কারাগার।

দ্বিতীয় বয়স্য। তবে এই পৃথিবীও একটা কারাগার?

হাম্‌লেট। নিশ্চয়ই। ইহার মধ্যে অনেক কারাগার, অনেক বন্দিগৃহ আছে——তন্মধ্যে ডেনমার্ক সকলের অপেক্ষা অধম।

প্রথম বয়স্য। আমরা ত এরূপ মনে করি না।

হাম্‌লেট। হয়ত তোমাদের কাছে ইহা কিছুই নয়। দেখ, ভাল বা মন্দ,—পৃথিবীতে কিছুই নাই। কেবল আমরা নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনায় ভাল ও মন্দ সৃষ্টি করিয়া লই—আমার কাছে ডেনমার্ক কারাগার ভিন্ন আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয় বয়স্য। বোধ হয়, আপনার উচ্চ আশা,—আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে বলিয়াই, এইরূপ মনে হইতেছে। সেই জন্যই আপনার কাছে ডেনমার্ক অতি সামান্যই বিবেচিত হইতেছে।

হাম্‌লেট। না, তাহা নহে। আমি অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারিতাম;—কিন্তু কতকগুলা দুঃস্বপ্ন তাহার প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়াছে।

প্রথম বয়স্য। সেই দুঃস্বপ্ন গুলি,—দুরাকাঙ্ক্ষা। কেন না, দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির,—স্বপ্নের ছায়া মাত্রই অবলম্বন।

হাম্‌লেট। স্বপ্ন নিজেই ছায়া!

দ্বিতীয় বয়স্য। তা ঠিক। কিন্তু আমি দুরাকাঙ্ক্ষাকে ছায়ার ছায়া বলিয়া মনে করি।

হাম্‌লেট। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে,ভিক্ষুক ও সাধারণ লোক-রাত্রেই কায়া; আর রাজা, যোদ্ধা বা বীর,—সকলেই ছায়া মাত্র। কিন্তু সে সকল কথা থাক্। তোমরা কি জন্য এখানে আসিয়াছ,—তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আমি জানি, রাজা ও রাণী তোমাদিগকে এখানে আসিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন।

তাঁহার পিতার হত্যার
রাণীকে পরীক্ষা
কথা

প্রথম বয়স্য। কি জন্য ?

হাম্‌লেট। তাহা তোমরাই আমাকে বলিবে। যদি প্রতি তোমাদের স্নেহ থাকে, তবে সত্য করিয়া বল,—আমা ঠিক কিনা ?

বয়স্যদ্বয় তাহা স্বীকার করিল।

হাম্‌লেট। আমিই বলিতেছি,—কিছু দিন হইল, কেন জানি না, আমার হৃদয়ের আনন্দ যেন চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে। ক্রীড়া-কৌতুকে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। এই শোভাময়ী পৃথিবী আমার চক্ষে শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে! এই অনন্ত নক্ষত্রপূর্ণ সুনীল আকাশ,—আমার মনে হয়, কেবল রাশিকৃত বাষ্পের সমষ্টি মাত্র। বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—মানব!—— চিন্তায় কি স্থির!—মানসিক শক্তিতে কি অপ্রতিহত গতি!—আকৃতি ও গঠনে কেমন সুন্দর কার্য্যোপযোগী!—কর্ম্মে কি দেবভাব!—বুদ্ধিতে দ্বিতীয় ঈশ্বরতুল্য!—সমগ্র জগতের সৌন্দর্য্য,—সমগ্র প্রাণিমণ্ডলের আদর্শ!—তথাপি আমার মনে হয়, এই ধূলির সমষ্টি মানব,—আমার কি করিবে ?—নর বা নারী কেহই আমাকে সুখী করিতে পারিবে না।

লেটের
রাণীও

সেই বয়স্যদ্বয় হাম্‌লেটের চিত্ত বিনোদনের জন্য একদল [illegible] নয়াছিল। হাম্‌লেট এই নাট্য-সম্প্রদায়ের বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। ব[illegible] তাহাদের কথা উল্লেখ করিলে, হাম্‌লেট অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এ[illegible] তাহাদিগকে সেখানে আনাইয়া, অভ্যর্থনাদির পর, দুই একটি অভিনয়ের অ[illegible] তাহাদিগকে আবৃত্তি করিতে বলিলেন। তাহারা ট্রয়নগরের রাজা প্রায়ামে[illegible] ও তদুপলক্ষে রাণী হেকুবার বিলাপ অবলম্বন করিয়া, সেই স্থান আবৃত্তি কেমন করিয়া সেই দুর্ব্বল রাজাকে, শত্রুগণ, নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিল, [illegible]মন করিয়া তাঁহার নগরীতে শত্রুগণ আগুন ধরাইয়া দিল,—বৃদ্ধা রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রজ্বলিত রাজ-প্রাসাদের চারিদিকে কিরূপে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ;—যে মাথায় চিরদিন সোনার মুকুট পরিয়া আসিয়াছেন,—সেই মাথায় একটা চামড়ার কেটী বাঁধিয়া এবং তাড়াতাড়ি একখানি অতি সামান্য বস্ত্রে [illegible] ঢাকিয়া, কিরূপে তিনি শূন্য-পায়ে সেই আগুনের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন,—অভিনেতৃগণ সেই সকল বিষয় আবৃত্তি করিতে লাগিল! যাহারা

কথাবার্ত্তা পাড়িয়া৹ চক্ষের জলে তাহাদের বুক ভাসিয়া গেল।—অভিনয়
জিজ্ঞাসা করি...ন হইল না;—সকলে যেন চক্ষের সমক্ষে সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ
কে...ন। আর অভিনেতৃগণও অন্তরের অন্তরে সে ভাব এমনি উপলব্ধি
, লাগিল যে, অভিনয়কালে, তাহাদের চক্ষেও অশ্রু ঝরিল,—কণ্ঠ বাষ্প-
রুদ্ধ হইল।

হাম্‌লেট অভিনেতৃগণের প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলেন,—আর একদিন তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে অভিনয় করিতে আদেশ দিলেন।

অভিনেতৃগণ বিদায় গ্রহণ করিলে হাম্‌লেট ভাবিতে লাগিলেন,—

"এই প্রায়াম ও হেকুবার ঘটনা কত শত বৎসর অতীত হইল সম্পন্ন হইয়াছে;—এই অভিনেতৃদল তাঁহাদিগকে চক্ষে দেখে নাই,—অথচ তাহারা তাঁহাদের জীবন-সমস্যা অভিনয় করিতে করিতে চোখের জল ফেলিল! আর আমি?—আমি কি?—তেমন যে পিতা, তাঁহার সেই ভীষণ হত্যা,—সে সকল জানিয়াও আমি নিশ্চিন্ত আছি। যতই বিলম্ব করিতেছি, ততই আমার মনে হইতেছে, বুঝি আমার পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছি।—হায়, মহাপাপ! কেমন করিয়াই বা প্রতিশোধ লই! রাণী সর্ব্বদাই আমার পাছে পাছে ফিরিতেছেন; যখন রাণী না থাকেন, তখন তাঁহার কোন অনুচরও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

হাম্‌লেটের মানসিক যন্ত্রণা ও কাতরতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইল। তিনি যেন চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এবং ভাবিতে ভাবিতে কেবল সেই প্রেতমূর্ত্তির আদেশ-বাণীই তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক হইতে লাগিল। পরন্তু একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর জীবন লইতেও হাম্‌লেট একান্ত ব্যথিত,—এমনই তাঁহার স্বভাব, অথচ এখন তাঁহাকে কর্ত্তব্য-দায়ে পিতৃব্য-হত্যা পাপেও লিপ্ত হইতে হইবে।—তাই সেই ভীষণ প্রতিহিংসার সঙ্কল্পে, তাঁহাকে অল্পে অল্পে অন্তরে দৃঢ় হইতে হইতেছে।

হাম্‌লেট ভাবিতে লাগিলেন,—"সেই প্রেতমূর্ত্তি যাহা বলিয়া গিয়াছে, তাহা কতদূর সত্য! যদি সেই মূর্ত্তি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসিয়া আমারই সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকে? প্রেতযোনী সকল-মূর্ত্তিই ধারণ করিতে পারে;—কে জানে তাহার মনে কি আছে!"

হাম্‌লেট স্থির করিলেন, অগ্রে এই নটদিগের দ্বারা, তাঁহার পিতার হত্যার ন্যায় কোন এক ঘটনা অভিনয় করাইয়া, রাজা ও রাণীকে পরীক্ষা করিতে হইবে।

তাহাই হইল। তিনি নিজেই সেই অভিনেয় অংশে দুই চারি কথা সংযুক্ত করিয়া দিয়া নটদিগকে শিক্ষা দিলেন। এবং সেই অভিনয় দেখিবার জন্য রাজা ও রাণীকে অনুরোধ করিলেন।

অনেক ভাবিয়া হাম্‌লেট স্থির করিলেন,—"আরও একটু দেখিয়া সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিব। কি জানি, আমার এই উত্তেজিত অবস্থায়, এই অশুভ মুহূর্ত্তে, সুযোগ বুঝিয়াই বা সেই প্রেতমূর্ত্তি আমাকে ছলনা করিতেছে।"

(৮)

এদিকে পলোনিয়াসের কথামত, ওফিলিয়াকে রাজপ্রাসাদের এক কক্ষমধ্যে রাখা হইল। যুবরাজ হাম্‌লেট সেই কক্ষে অনেকবার আসিয়া থাকেন। পলোনিয়াসের উদ্দেশ্য,—এই অবস্থায় হাম্‌লেট ও ওফিলিয়ার কিরূপ কথাবার্ত্তা হয়, তাহা রাজা ও পলোনিয়াস্ অন্তরালে থাকিয়া শুনিয়া লইবেন। হাম্‌লেটের দুঃখের উৎপত্তি প্রেমে কিংবা অন্য কিছুতে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। রাণীও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি ওফিলিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"বৎসে, ওফিলিয়া! তোমার সৌন্দর্য্যই যেন হাম্‌লেটের উন্মত্ততার কারণ হয়। এবং আশা করি, তোমারই গুণে যেন আমার পুত্র আবার প্রকৃতিস্থ হয়।"

ওফিলিয়া। রাজ্ঞি! আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, আপনার আশা পূর্ণ হোক্।

রাণী প্রস্থান করিলেন। পলোনিয়াস্ তাঁহার কন্যাকে বলিলেন,—

"ওফিলিয়া, তুমি এখানে বসিয়া এই পুস্তকখানি পড়িতে থাকো। এইরূপ অবস্থায় তোমাকে দেখিলে, হাম্‌লেট বুঝিতে পারিবেন যে, তুমি যেন এখানে একাকী তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছ। হায়, আমরা ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া অনেক সময় আমাদের অন্তরের পৈশাচিক ভাবও ঢাকিয়া রাখিতে পারি।—তবে তুমি এইখানেই থাক, আমরা কক্ষান্তরে থাকিয়া যুবরাজের মনোভাব অবগত হইব।"

কথাটা হতভাগ্য ক্লডিয়াসের অন্তরে বিদ্ধ হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,--

"হায়! মন্ত্রীর এই কথা বড়ই সত্য।—আমার সেই কার্য্য কি ভীষণ!"

সেই সময় যুবরাজ হাম্‌লেট সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই, রাজা ও পলোনিয়াস্, তাঁহার অলক্ষ্যে অন্তরালে সরিয়া পড়িলেন। হাম্‌লেট মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া বিলাপ করিতে করিতে আসিতেছিলেন। সে বিলাপ এইরূপ:—

"জীবন ও মরণ এই দু'য়ের কোনটা এখন অবলম্বন করিব?—বাঁচিব না মরিব? নিষ্ঠুর অদৃষ্টের এই দারুণ অত্যাচার নীরবে সহ্য করাই কি মনুষ্যত্ব? কিংবা এই সমুদ্রপ্রমাণ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া শত ধারায় তাহাকে অধিক বেগবতী করা প্রয়োজন? মৃত্যু—নিদ্রা; তাহার কিছু নয়। নিদ্রায় আধি-ব্যাধি-গ্রস্ত, যন্ত্রণাপূর্ণ জীবনের সহস্র দুঃখ ভুলিয়া থাকি। মৃত্যু নিদ্রা; নিদ্রা কিন্তু স্বপ্নপূর্ণ। তাহাতেই অনেক গোলযোগ। মৃত্যু যদি স্বপ্নহীন নিদ্রা হইত, তাহা হইলে কোন বালাই থাকিত না। কেন না, মৃত্যু-নিদ্রায় কি স্বপ্ন আসিবে, কে বলিতে পারে? এই চিন্তা যদি না থাকিত,—আত্মহত্যা করিয়া সকল দুঃখের অবসান করিতাম! হায়, সাধ করিয়া কে বল, জীবনের এই ঘাত-প্রতিঘাত, এই আলোক-আঁধার, এই বিঘ্ন-বিপদ সহিতে চায়? প্রবলের অত্যাচার,—গর্ব্বিতের অহঙ্কার,--প্রত্যাখাত প্রণয়ের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা,--নির্গুণ অধমের হস্তে গুণবান্ ধার্ম্মিকের অবমাননা,—হায়! কে এ সকল সহিতে চায়? —এখন কেবলমাত্র একখানা ছুরিকাঘাতেই সকল দুঃখের অবসান হইতে পারে!——ওহো, আমার মত এমন দুঃখক্লিষ্ট জীবনে, এত যন্ত্রণার ভার বহন করিয়া, কে বাঁচিয়া থাকিতে চায়? কিন্তু একটা কথা আছে। মৃত্যুর পর সেই দেশ——যেখান হইতে কেহ কখন ফিরে নাই,— সেই দেশ,—কি জানি কেমন সেই দেশ!—তাহার চিন্তা নিশ্চয়ই ভয়শূন্য নহে; —সেই চিন্তাই সকল সঙ্কল্প নষ্ট করিয়া দেয়, এবং জীবনের সমস্ত পাপ কার্য্যগুলিকে জাগাইয়া তুলে—হায়, সেই দেশ!——এইরূপে দেখি, আমাদের বিবেকই আমাদিগকে মূর্খ বানাইয়াছে।——হায়! এই মৃত্যু-ভয়ই আমাদের

মনের সকল সঙ্কল্প মলিন ও বিনষ্ট করিয়া দেয়।—কিন্তু থাক্, হৃদয় শান্ত হও। (প্রকাশ্যে) এই না সুন্দরী ওফিলিয়া?——দেবি! তোমার প্রার্থনার সময় আমার পাপরাশি স্মরণ করিও। আমি বড় পাপী।”

ওফিলিয়া। (স্বগত) হায়, কি বিষাদ-মলিনমূর্ত্তি! (প্রকাশ্যে) আপনি এতদিন কেমন ছিলেন?

হাম্‌লেট। এই প্রশ্নে আমি তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি;—আমি বেশ ছিলাম।

ওফিলিয়া। আপনি আমাকে অনেক প্রণয়োপহার দিয়াছেন। সেগুলি অনেক দিন হইতে ফিরাইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছি;—এক্ষণে তাহা গ্রহণ করুন।

হাম্‌লেট। কৈ, না—আমি ত তোমায় কিছুই দিই নাই!

ওফিলিয়া। আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন, আপনি দিয়াছিলেন। সেই উপহারের সঙ্গে সঙ্গে এমন মধুর প্রণয়-কাহিনী ছিল যে, তাহাতে সেই দ্রব্যগুলির মূল্য আরও বাড়িয়াছিল। কিন্তু হায়, এখন আর সেদিন নাই,—সেদিন গিয়াছে!—কাজেই তাহা ফিরিয়া লউন। দান করিবার সময় যে হৃদয় ও মন থাকে, দুই দিন পরে যদি সেই হৃদয় ও মন অন্যরূপ হয়, তবে সে দ্রব্যের আর গৌরব কি?—এই গ্রহণ করুন।

হাম্‌লেট। হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি কি ধার্ম্মিকা!

ওফিলিয়া। কি বলিলেন?

হাম্‌লেট। তুমি কি সুন্দরী?

ওফিলিয়া। আপনি কি বলিতেছেন?

হাম্‌লেট। যদি তুমি ধার্ম্মিকা ও সুন্দরী—দুই-ই হও, তবে ধর্ম্ম ও সৌন্দর্য্য একত্রে মিশিতে দিও না।

ওফিলিয়া। ধর্ম্ম ছাড়া সৌন্দর্য্য কি, আর-কিছুর সহিত মিশিতে পারে?

হাম্‌লেট। হাঁ, পারে,—নিশ্চয়ই পারে। অন্ততঃ এখন আমার ইহা বিশ্বাস। হাঁ, সৌন্দর্য্যের ক্ষমতাই বেশী। ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্যকে আপনার মত করিবার আগেই, সৌন্দর্য্য ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ফেলে। একসময় এ

কথাটা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এখন ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।—ওফিলিয়া, আমি তোমায় ভালবাসিতাম।

ওফিলিয়া। বস্তুতঃ, একদিন আপনি আমায় সে কথা বিশ্বাস করিতে দিয়াছিলেন বটে।

হাম্‌লেট। কিন্তু আমায় বিশ্বাস করা তোমার উচিত ছিল না।—কৈ, আমি তো তোমায় ভালবাসিতাম না।

ওফিলিয়া। তবে আত্মভ্রমে আমি আরও অধিক প্রতারিত হইলাম।

হাম্‌লেট। তাই বলি,—তুমি চির-কুমারী হইয়া থাকো। কতকগুলা পাপীর প্রসূতি কেন হইবে? দেখ, আমি সাধারণ লোকের ন্যায়ই সৎ; তবুও আমি এত অপরাধে অপরাধী যে, মনে হয়, হায়! আমি যদি জন্মগ্রহণ না করিতাম!——দেখ, আমি অত্যন্ত গর্ব্বিত, দুরাকাঙ্ক্ষ, প্রতিহিংসাপরায়ণ!—আরও বিস্তর পাপে পাপী। সে পাপ,—চিন্তায় আনিতে পারি না,—তাহা কল্পনারও অতীত। আমার মত জীব পৃথিবীতে থাকিয়া কি করিবে? আমরা সকলেই দারুণ পাপী।—কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। তাই বলিতেছি, তুমি চির-কুমারী হইয়া থাকো এবং চির-কুমারীর আশ্রমে যাও।—তোমার পিতা কোথায়?

ওফিলিয়া। বাটীতে আছেন।

হাম্‌লেট। তিনি যেন আর বাটীর বাহির হইতে না পারেন। তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা নিজের বাটীতে বসিয়াই দেখাইতে থাকুন——বিদায়।

ওফিলিয়া হামলেটের জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন। করযোড়ে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে দেবতা! ইঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দাও।

হাম্‌লেট। দেখ, যদি তুমি বিবাহ কর, আমি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ তোমায় এই অভিশাপ দিতেছি,—তুমি তুষারনিন্দিত শুভ্র ও পবিত্র হইলেও কলঙ্কের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে না। তাই আবার বলি,—সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি, তুমি কুমারী-আশ্রমে প্রস্থান কর। এক্ষণে আমি বিদায় হই। আর যদি একান্তই বিবাহ কর, তবে একটা নির্ব্বোধকে বিবাহ করিও। কেন না, বুদ্ধিমানে জানে, তোমরা তাহাদিগকে কি দানবই বানাইতে চাও! তবে শীঘ্র—শীঘ্র—শীঘ্র কুমারী-আশ্রমে যাও;—আমি বিদায় হই।

ওফিলিয়া। হে দেবতা! ইহার উন্মত্ততা দূর করিয়া দাও।

উদ্‌ভ্রান্ত হাম্‌লেট উদ্‌ভ্রান্তভাবেই বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা অঙ্গ চিত্র-বিচিত্র করো, তাহা আমি জানি। ঈশ্বর তোমাদিগকে একটি মুখ দিয়াছেন; কিন্তু তোমরা আর একটি মুখও তৈয়ার করিয়া লও। তোমরা নাচিতে থাকো,—অতি ভীষণ ভাবে চলিতে থাকো,—নানাপ্রকার শব্দ করো,—কদর্য্য ভাষায় ঈশ্বরের সৃষ্ট-পদার্থ আহ্বান করো,—আর বলিতে গেলে, সকল বিষয়েই আপনাদের অতিরিক্ত সরলতা ও অজ্ঞতার ভাণ দেখাও। থাক্,—সে কথায় আর কাজ নাই। আমি আর কিছু বলিতে চাই না। তবে, আমাদের আর বিবাহে কাজ নাই। যাহারা ইতিপূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছে,—একজন ব্যতীত সকলে বাঁচিয়া থাকুক। অবশিষ্ট সকলে অবিবাহিত থাকুক।—তবে তুমি কুমারী-আশ্রমে যাও?

হামলেট প্রস্থান করিলেন।

"একজন ব্যতীত"—এ কথা কাহাকে উল্লেখ করিয়া বলা হইল,—সরলা ওফিলিয়া তাহা বুঝিল না। রাজা ও পলোনিয়াস্ অন্তরালে থাকিয়া এই সব কথা শুনিতেছিলেন।—পলোনিয়াস্ কিছু বুঝিলেন না; কিন্তু রাজার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই একজন কে?

হাম্‌লেটের এইরূপ চিত্ত-বিকৃতি দেখিয়া, ওফিলিয়ার কোমল হৃদয় একান্ত ব্যথিত হইল। তিনি গভীর দুঃখে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—

"হায় হায়! এ কি হইল? তেমন সর্ব্বজনপ্রিয়, উন্নত-হৃদয়, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির এ কি দারুণ অধঃপতন! সকল রাজকীয় গুণের পরিচয়স্থল, —রাজ্যের আশা ও ভরসা,—সকল উৎকৃষ্ট গুণের আধার,—পণ্ডিত ও যোদ্ধা —সকলের নয়নানন্দস্বরূপ,—হা বিধাতঃ! তেমন উচ্চাশয় ব্যক্তির এই পরিণাম! আমার মত মন্দভাগিনী আর কে আছে? যাঁহার সুমধুর বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর আমার হৃদয় মুগ্ধ করিত,—যাহা শ্রবণে আমি আত্মহারা হইতাম, আজ তিনি ছিন্নতন্ত্রী ভগ্ন বীণার ন্যায় অবস্থিত!—সেই মধুর মোহন-মূর্ত্তি উন্মত্ততায় পরিম্লান! হায়, কি দুঃখ!—বিধাতঃ! কি দেখিয়াছি, আর কি দেখিতে হইল!"

তখন রাজা ও পলোনিয়াস্ অন্তরাল হইতে বহির্গত হইলেন। রাজার

বুঝিতে বাকী রহিল না যে, প্রণয়ই হাম্‌লেটের উন্মত্ততার কারণ নহে,—তাঁহার অন্তরের অন্তরে অন্য চিন্তা জাগিতেছে। রাজা তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। পলোনিয়াস্‌ও এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। কিন্তু বলিলেন,—"রাণীকে দিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। তিনি চেষ্টা করিলে বোধ হয়, হাম্‌লেটের উন্মত্ততার মূল কারণ বুঝিতে পারিবেন। তার পর আপনি যাহা ভাবিয়াছেন, তাহাই করিবেন।"

পলোনিয়াসের প্রস্তাবে রাজা সম্মত হইলেন।

---

(৯)

এইবার হাম্‌লেট সেই নটদিগের দ্বারা নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করিলেন। অভিনেয় অংশে, তিনি নিজে দুই চারি কথা সংযুক্ত করিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য,—রাজা ও রাণীকে পরীক্ষা করা।

"ভিয়েনা নগরে গঞ্জাগো নামে এক ডিউক ছিলেন। তাঁহার কোন আত্মীয়, উদ্যান মধ্যে সেই ডিউককে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করে, এবং তৎসঙ্গে তাঁহার বিধবা পত্নীর অবৈধ প্রণয়েরও অধিকারী হয়।"—অভিনয়ের অংশ এই। যুবরাজ হাম্‌লেটের পিতার মৃত্যু ও বিধবা মাতার বিবাহের সঙ্গে এই ঘটনার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য থাকাতে,—হাম্‌লেট নটদিগকে এই ঘটনাই অভিনয় করিতে বলেন।

তারপর তিনি তাঁহার প্রিয়বন্ধু হোরেসিওকে বলিলেন,—

"দুর্ভাগ্য হাম্‌লেটের একমাত্র প্রিয়সুহৃদ্‌ তুমি!—তোমারই কাছে অন্তরের সকল কথা প্রকাশ করিতে পারি।—সুখে দুঃখে অবিচলিত যদি কেহ থাকে,—তবে সে তুমি। বিধাতার ক্রোধ ও আশীর্ব্বাদ,—তুল্যরূপে তুমিই গ্রহণ করিতে পার। তোমায় বলিতে কি, তুমি জানো, আজ রাত্রে সেই বিষম অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছি। রাজা ও রাণী উভয়েই তাহা দেখিতে আসিবেন। তখন খুব সাবধানে তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিতে হইবে—ইহা যেন বিশেষরূপে স্মরণ থাকে। আমি সর্ব্বক্ষণ নির্লিপ্তভাবে থাকিব।"

হোরেসিও হাম্‌লেটের প্রস্তাব অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

রাত্রিকাল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে অভিনয় আরম্ভ হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজা

রাণী, পলোনিয়াস্ ও ওফিলিয়া প্রভৃতি অভিনয় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে অন্যান্য লোকও আসিল। রাণী হাম্‌লেটকে নিজের কাছে বসিতে বলিলেন; কিন্তু হাম্‌লেট ওফিলিয়ার পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন,—"না মা, আমি এইখানেই বসি।"

অভিনয়ের প্রথম অংশে,—রাজা ও রাণীর প্রবেশ। রাণী নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় আপন ভালবাসা জানাইতেছেন এবং নানাপ্রকার শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক বলিতেছেন,—যদি এমনই হয় যে, অগ্রে রাজার মৃত্যু ঘটে, তবে তিনি কখনই দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবেন না!—যাহারা হৃদয়হীনা ও নিষ্ঠুরা,—প্রথম স্বামীকে যাহারা হত্যা করে, কেবল তাহাদেরই দ্বিতীয়বার বিবাহ করা শোভা পায়।—রাণীর মুখে এই ভাবের কথা ব্যক্ত হইল।

অভিনয়ের এই অংশ দেখিয়াই হাম্‌লেট লক্ষ্য করিলেন,—তাঁহার পিতৃব্যের মুখে কিছু ভাবান্তরের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে।

তারপর যখন অভিনয়ের সেই রাজা উদ্যানে নিদ্রিত হইলেন, তখন তাঁহার সেই আত্মীয়, চুপি-চুপি সেখানে আসিয়া, সেই নিদ্রিত রাজার কর্ণে বিষ প্রয়োগ করিল।—এই দৃশ্য দেখিবামাত্র হাম্‌লেটের পিতৃব্য,—যেন কিছু চমকিত হইলেন;—যে ভাবে তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যন্ত তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। হঠাৎ তিনি এমনই অধৈর্য্য ও চঞ্চল হইলেন যে, বেশীক্ষণ তথায় তিষ্ঠিতে পারিলেন না,—অসুস্থতার ভাণ করিয়া সহসা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।—রাজা চলিয়া গেলেন, সুতরাং অভিনয়ও সেইখানে বন্ধ হইল।

তখন হাম্‌লেটের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, পাপ পিতৃব্যই তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে।—এবিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। তখন তাঁহার মনে এই বিশ্বাস জন্মিল,—তাঁহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছে, তাহা ভৌতিক-ক্রিয়া বা গল্প নহে,—পরন্তু তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। হোরেসিও-ও ইহা অনুমোদন করিলেন।

এদিকে, রাজাও নিশ্চেষ্ট নন,—তিনিও বিধিমতে হাম্‌লেটের মনোভাব পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার নিযুক্ত হাম্‌লেটের সেই দুইজন বয়স্য হাম্‌লেটের নিকট উপস্থিত হইল।

একজন বয়স্য বলিল, "রাজা এখান হইতে গিয়াই এমন অস্থির ও অধৈর্য্য হইয়াছেন,——"

হাম্‌লেট। মদ্যপানে নাকি ?

বয়স্য। না,—ক্রোধে।

হাম্‌লেট। তোমার উচিত, চিকিৎসকের নিকট গিয়া ইহা ব্যক্ত করা।

বয়স্য। আপনার জননী অতি দুঃখিত হইয়া আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।—এখন আপনি আমাদের কথার যথার্থ উত্তর দিন।

হাম্‌লেট। তাহা তো পারি না।

বয়স্য। কি পারেন না ?

হাম্‌লেট। যথার্থ উত্তর দিতে। কেননা, আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি এখন ঠিক নাই। কিন্তু যাক্‌,— যে কথা হইতেছিল ;—তোমরা বলিতেছিলে কি, আমার জননী——কি হইয়াছেন ?

বয়স্য। আপনার জননী আপনার ব্যবহারে একান্ত বিস্মিত হইয়াছেন।

হাম্‌লেট। ধন্য পুত্র, যে তাহার মাতাকে এতদূর বিস্মিত করিতে পারে! —আর কিছু বলিবার আছে ?

বয়স্য। তিনি আপনাকে ঘুমাইবার আগে একবার দেখা করিতে বলিয়াছেন।

হাম্‌লেট। তাহা করিব।—আর কিছু বলিবার আছে ?

বয়স্য। আপনি একসময়ে আমাকে ভালবাসিতেন——

হাম্‌লেট। এখনও তাই।

বয়স্য। আপনার মনের এইরূপ ভাবান্তরের কারণ কি ?

হাম্‌লেট। তোমরা এরূপে আমার অন্তর অন্বেষণ কর কেন ?

বয়স্য। আমাদের যেটুকু কর্ত্তব্য, যদি তাহার বেশী যাই,—জানিবেন, আপনার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভালবাসাই তাহার কারণ।

হাম্‌লেট। এ কথা কিন্তু আমি ভাল বুঝিতে পারি না।—তুমি এই বাঁশীটা বাজাইতে পারে ?

বয়স্য। বাঁশী ? আমি ত বাঁশী বাজাইতে জানি না।

হাম্‌লেট। আমি অনুরোধ করিতেছি।

বয়স্য। সত্য বলিতেছি প্রভু, আমি কিছুই জানি না।

হাম্‌লেট। দেখ, মিথ্যা কহা যেমন সহজ, এই বাঁশী বাজনো-ও সেইরূপ সহজ।—বাঁশীর এই ছিদ্রগুলিতে এমনি করিয়া আঙ্গুল দাও,—এমনি করিয়া চাপিয়া ধরো ;—সুন্দর বাজিবে। এই দেখ এই গুলি ইহার টিপ্।

বয়স্য। কিন্তু প্রভু, ক্ষমা করুন ;—আমি ইহার কিছুই বুঝি না।

হাম্‌লেট। তবে দেখ, আমায় কি অপদার্থ তুমি ভাবিয়াছ!—তুমি আমায় বাজাইতে চাও? যেন তুমি আমার অন্তরের ছিদ্র ও টিপ সকলই জানো :—তাই আমার হৃদয়ের সকল রহস্য কুৎকারে বাহির করিতে অভিলাষী হইয়াছ।—তাই তুমি আমার এই হৃদয়-বাঁশীর নিম্নতম স্বরগ্রাম হইতে উচ্চতম স্বরগ্রাম বাজাইতে মানস করিয়াছ! সত্য বটে, এই যন্ত্রে অনেক সুমধুর গীত আছে, কিন্তু কৈ, তুমি তো বাজাইতে জানো না?—তুমি কি মনে করো, বাঁশী বাজানো অপেক্ষাও আমাকে বাজানো সহজ? না, ভুল ধারণা তোমার। আমাকে যে কোনও যন্ত্রই তুমি মনে করো না কেন,—আঘাত করিয়া তুমি কিছু বাজাইতে পারিবে না!

বয়স্যের চমক ভাঙ্গিল। বুঝিল, অতি মূর্খের মত, রাজপুত্রকে ছলনা করিতে আসা হইয়াছে।

সেই সময় পলোনিয়াস্ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াও বলিলেন যে, রাণী হাম্‌লেটকে দেখিতে চাহিতেছেন। হাম্‌লেট মায়ের সহিত সাক্ষাতে সম্মত হইয়া সকলকে বিদায় দিলেন। তারপর মনে মনে বলিলেন, —উঃ, কি গম্ভীর রাত্রি! এমনই গম্ভীর নিশিতে প্রতিহিংসার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা হয়! কিন্তু থাক্,—মাতা ডাকিতেছেন।——হে হৃদয়! ভাঙ্গিয়া পড়িও না। মাতার প্রতি তোমার স্বাভাবিক আকর্ষণে,—আসল কথা বলিতে ভুলিও না। তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ অসির আঘাত অপেক্ষাও অতি তীক্ষ্ণ কঠোর কথা শুনাইতে হইবে।—কিন্তু তার বেশী কিছু নয় ;—পিতার নিষেধ।”

(১০)

বলা বাহুল্য, রাজার ইচ্ছাক্রমেই রাণী,—হাম্‌লেটকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নটদিগের অভিনয়ে, হাম্‌লেটের ব্যবহারে, উভয়েই একান্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে রাণী ও হাম্‌লেটে কি কথাবার্ত্তা হয়, তাহা, জানিবার জন্য, রাজা, পলোনিয়াস্‌কে অন্তরালে থাকিতে বলিয়াছিলেন। কারণ মাতা-পুত্রে এমন কিছু কথা হইতে পারে,যাহা রাজার জানিবার আবশ্যক আছে;—অথচ রাণী তাহা না বলিতেও পারেন। লুকাইয়া,—আড়ি-পাতিয়া কথাশুনার এই কৌশল,—পলোনিয়াসের প্রকৃতির অনুরূপ। বৃদ্ধ পলোনিয়াস্ এইরূপে পরের গোপনীয় কথা শুনিতে ভালবাসে।

যথাসময়ে হাম্‌লেট তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা সংবাদ কি?"

রাণী। হাম্‌লেট, তুমি তোমার পিতার নিকট অপরাধী হইয়াছ।

হাম্‌লেট। মা, তুমি আমার পিতার নিকট অপরাধী হইয়াছ।

রাণী। থাক্, থাক্—তুমি ও কি ছেলে-মানুষী জবাব দিতেছ!

হাম্‌লেট। যাও, যাও,—তোমার প্রশ্ন বড় নিষ্ঠুর!

রাণী। হাম্‌লেট, আমি কে, তাহা কি তুমি ভুলিতেছ?

হাম্‌লেট। ঈশ্বরের দোহাই, তাহা নহে।—আপনি রাণী,—আপনার স্বামীর ভ্রাতার পত্নী,—এবং আমার জননী।

রাণী। তুমি যদি এই ভাবে আমার সহিত কথা কও, তবে যাহারা তোমার সহিত কথা কহিতে পারে, তাহাদিগকেই পাঠাইয়া দিব।

হাম্‌লেট। থাক্, থাক্,—উঠিও না। দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় আমি তোমাকে তোমার অন্তরের ছবি দেখাইব। মা, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

রাণী। তুমি আমার কি করিবে?—আমায় হত্যা করিবে না তো?—কে আছ এখানে?

অন্তরাল হইতে পলোনিয়াস্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কে আছ এখানে? শীঘ্র এস—শীঘ্র এস।"

হাম্‌লেট মনে করিলেন, বুঝি অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার পাপ পিতৃব্যই তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। হাম্‌লেট সুযোগ বুঝিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে

শাণিত ছুরিকা লইয়া পলোনিয়াসের বক্ষে বসাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ সচিব তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাণী। হায়, এ কি করিলে!

হাম্‌লেট। তা আমি জানি না। ও কি রাজা নয়?

রাণী। হায়, কি ভীষণ কাজ করিলে!

হাম্‌লেট। সত্যই বটে,—রাজাকে হত্যা করিয়া রাজার ভ্রাতাকে বিবাহ করার ন্যায় ইহা ভীষণ!

রাণী। (চমকিতভাবে) কি, রাজাকে হত্যা!

হাম্‌লেট। হাঁ, আমি তাহাই বলিলাম।

তারপর যখন হাম্‌লেট দেখিলেন এবং বুঝিলেন পিতৃব্যভ্রমে, অলক্ষ্যে, তিনি পলোনিয়াস্‌কে হত্যা করিয়াছেন,—তখন তাঁহার বড় দুঃখ হইল। কিন্তু পলোনিয়াসের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অসদভিপ্রায় স্মরণ করিয়া, সেই মৃতদেহকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"যেমন নির্ব্বোধ তুমি, তাহার উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে! কিন্তু সত্যই আমি তোমাকে বুঝিতে পারি নাই।—ভাবিয়াছিলাম, বুঝি পাপিষ্ঠ রাজা ওখানে লুকাইয়া আছে।"

হাম্‌লেট তাঁহার মাতাকে দুঃখপ্রকাশ করিতে দেখিয়া কহিলেন,—"বাহিরে তোমার এমন দুঃখ প্রকাশের আবশ্যকতা দেখি না। তোমার অন্তর যদি একান্ত কঠিন হইয়া না থাকে, তবে আমি সেই খানেই আঘাত করিতে চাই।"

রাণী। আমি এমন কি করিয়াছি যে, তুমি এমনি ভাবে আমার সহিত কথা কহিতে সাহসী হও?

হাম্‌লেট। এমন কি করিয়াছ?—মা আমার! তুমি এমন কাজ করিয়াছ, যাহা রমণীস্বভাবসুলভ সকল মাধুর্য্য এককালে তিরোহিত করে!—যাহা প্রকৃত ধর্ম্মকে ছদ্মবেশী দানবরূপে পরিণত করে!—যাহা নির্ম্মল প্রেমের শুভ্র ললাট হইতে সকল সৌন্দর্য্য কাড়িয়া লইয়া, সেই ললাটোপরি যন্ত্রণাকর জ্বালাজনক তীব্র প্রলেপ সংলগ্ন করিয়া দেয়! যাহা বিবাহের প্রতিজ্ঞাসকল জুয়া-ব্যবসায়ীর শপথগ্রহণের ন্যায় নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়!—— হায়, সে এমন কাজ,—যাহা মনে করিলে বোধ হয়, বিবাহের প্রতিজ্ঞারূপ দেহ হইতে তাহার আত্মাকে কে যেন কাড়িয়া লইতেছে!

তোমার কার্য্যে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, ধর্ম্ম যেন কেবল কতকগুলা অর্থহীন বাক্যের সমষ্টিমাত্র। তোমার এই ব্যবহারে আকাশের মুখ জ্বলিয়া উঠে, এবং পৃথিবীও যেন প্রলয়ের দিন ভাবিয়া অন্তরের অন্তরে একান্ত যন্ত্রণা অনুভব করে!

রাণী। হায়, আমি এমন কি কাজ করিয়াছি, যাহা, উল্লেখের আগে, প্রস্তাবনামাত্রেই এত ভয়ঙ্কর!

হ্যাম্‌লেট। 'এমন কি কাজ?'—স্মরণ করিয়া দেখ।——দেখ মা, এই চিত্রখানিতে দুই ভ্রাতার মূর্ত্তি পাশাপাশি কেমন সাজিয়াছে! এই শুভ্র ললাটে মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের কি অপূর্ব্ব লীলা! দেবতানিন্দিত কি মনোহর মূর্ত্তি! কি উজ্জ্বল নয়ন-তারা।--যেন ভীতি ও শাসনের মধুর সম্মিলন! এই মধুর আকৃতি দেখিলে মনে হয়, যেন স্বর্গের কোন দূত এক গগনস্পর্শী পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়াছেন! পৃথিবীর যেখানে যাহা সুন্দর, সকলের একত্র সমাবেশে এই মধুর আকৃতি যেন আদর্শ মানবের পরিচয়স্থল——হায় মা, ইহাই তোমার স্বামীর মূর্ত্তি!—আর এই দেখ, পুনর্ব্বার যাঁহাকে তুমি পতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, এই তাঁহার মূর্ত্তি! এই কুৎসিত আকৃতি যেন এই মধুর প্রতিকৃতিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।——মা আমার! তোমার কি চক্ষু আছে? এই সুমহান্ পর্ব্বত ছাড়িয়া কি তুমি প্রান্তর হইতে জীবনের অবলম্বন গ্রহণ করিতে চাও?—হায়, তোমার কি চক্ষু আছে? তুমি প্রণয়ের দোহাই দিতে পারো না—কেননা তোমার জীবনের এই সময়,—মনের প্রবৃত্তি আর তেমন প্রবল নাই—চিত্ত শান্ত এবং স্থির হইয়া, শেষ-বিচারের অপেক্ষা করিতেছে। তোমার যে জ্ঞান নাই, তাহাও নহে। কিন্তু সে জ্ঞান অতি বিকৃত অবস্থায় আছে। তোমার এই কাজ যে উন্মত্ততার ফল, তাহাও বলিতে পারি না। কারণ, উন্মত্ততা এমন করিয়া কাহাকে প্রবৃত্তির দাস করিতে পারে না। মা আমার! কেমন করিয়া তোমার চক্ষু এমন প্রতারিত হইয়াছিল?—নরকের আগুন! তুমি যদি বর্ষীয়সী নারীর হৃদয়ে এমন দুর্দ্দমনীয় লালসা জাগাইয়া তুলিতে পারো, তবে যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল মত্ততায় ধর্ম্ম কেন না মোমের ন্যায় নরম হইয়া লালসার আগুনে গলিয়া যাইবে? যে বয়সে হৃদয়ের শোণিত বরফের ন্যায় শীতল হইয়া আইসে,—দুর্দ্দমনীয়

প্রবৃত্তির উদ্দামগতি প্রশমিত হইয়া যায়, সে বয়সে যদি যৌবনসুলভ লালসা প্রবলা হইয়া উঠে, তবে যৌবনের দিনে বেগবতী প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া অন্যকে দোষ দেওয়া যায় না!

রাণী। হায়, হাম্‌লেট! আর না—আর কিছু বলিও না। তুমি আমার অন্তরের অন্তরে চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছ! এবং সেই অন্তরের মধ্যে আমি দেখিতেছি, বড় গভীর ঘন-কৃষ্ণ রেখা আমার সমগ্র হৃদয়টা আচ্ছন্ন করিয়া আছে,—যেন তাহা আর কখন মুছিয়া যাইবে না। তোমার কথাগুলি শাণিত ছুরিকার ন্যায় আমার অন্তর বিদ্ধ করিতেছে। বৎস, মিনতি করি, আর ও-কথায় কাজ নাই।

হাম্‌লেট। কি আশ্চর্য্য! যে,—নরঘাতী, পাপিষ্ঠ ও পিশাচ,—যে তোমার স্বামীর তুলনায় অতি অপদার্থ ও হীন,—সেই অধমাত্মা, বঞ্চক ও শঠ কিনা, ডেনমার্কের রাজ-সিংহাসন ও রাজমুকুট আত্মসাৎ করিল

রাণী। হাম্‌লেট, দোহাই তোমার,—আর না!—

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে চলিতে, সহসা হাম্‌লেট, সেই খানে তাঁহার পিতার প্রেত-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইতে দেখিলেন। হাম্‌লেট ভীত হইয়া সেই মূর্ত্তিপানে চাহিলেন। রাণী হাম্‌লেটের সেই ভয়বিস্মিত ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, হাম্‌লেট সত্য সত্যই পাগল হইয়াছে। তার পর যখন হাম্‌লেট সেই প্রেত-মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন, তখন রাণী ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। হাম্‌লেট বলিতে লাগিলেন,—"তুমি কি আমায় বলিতে আসিয়াছ, আমি তোমার আদেশ অবহেলা করিয়া বৃথা সময় কাটাইতেছি?"

প্রেতমূর্ত্তি। আমার আদেশ ভুলিও না। তোমার সঙ্কল্প বিলুপ্তপ্রায়;—তাই এবার আমি আসিয়াছি। ঐ দেখ, তোমার জননী বিস্ময়ে কিরূপ অভিভূত হইয়াছেন! তুমি উহাঁর অন্তরের এই অবস্থায় উহাঁকে রক্ষা কর। কারণ যাহারা শারীরিক দুর্ব্বল, তাহাদের অন্তরে কল্পনার আধিপত্য বড় বেশী।—কল্পিত ভয়ে উহাঁর মৃত্যু অবধি হইতে পারে। উহাঁর সহিত কথা কও।

হাম্‌লেট। (রাণীর প্রতি) তুমি কি ভাবিতেছ?

রাণী। আমি তোমার এই ভাবাভিনয়ে চমৎকৃত হইয়াছি। আমি ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না,—তুমি শূন্যে কাহার সহিত কথা কহিতেছ?

হামলেট। আমি তাঁহাকেই দেখিতেছি। দেখ, বিষণ্ণভাবেই তিনি চাহিয়া আছেন! যে কারণে ঐ মূর্ত্তি এখানে উপস্থিত, যদি তাহা প্রস্তরেও বিদিত থাকে, তবে সেই কঠিন প্রস্তরও বিদীর্ণ হইয়া যায়!——আমার দিকে আর চাহিও না।—তাহা হইলে তোমার ঐ করুণমূর্ত্তি দেখিয়া, অতি দুঃখে, হয়ত আমি আমার সঙ্কল্প ভুলিয়া যাইব!——হয়ত শোণিতদর্শনের বিনিময়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে, আমায় এ জীবন গোঁয়াইতে হইবে।

রাণী। এ সকল কথা তুমি কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছ?

হামলেট। তুমি কি কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছ না?

রাণী। না।——আমরা দু' জন ছাড়া ত এখানে আর কেহ নাই!

হামলেট। এখনও,—ঐ দেখ, আমার পিতা কেমন অল্পে অল্পে চলিয়া যাইতেছেন! ঐ দেখ,—এখনও দেখা যায়!

রাণী। এ তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র।

হামলেট। কল্পনা?—উন্মত্ততা?—না মা, তাহা নহে। এই দেখ, আমার শিরায় শিরায়, তোমারই ন্যায় শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।—এতটুকুও অনিয়ম আমাতে নাই। দেহ-যন্ত্র একটুও বেসুরা বাজিতেছে না। অতএব, আমার কথা উন্মত্তের প্রলাপ বলিও না। বিশ্বাস না হয়, আমায় পরীক্ষা করিয়া দেখ। মা আমার, 'আমি উন্মত্ত,—আমার কথা অসার প্রলাপ মাত্র',—এরূপ ভাবিয়া, আর মনকে প্রবোধ দিও না! তাহা হইলে তোমার পাপ,—চির-আবৃত থাকিবে। সে ব্যাধি আর এ জন্মে আরোগ্য হইবে না। ঈশ্বরের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করো। আর পাপ বাড়াইও না, কিংবা আত্মপ্রতারণায় প্রতারিত হইয়া, ভীষণ পাপ ভীষণতর করিও না।—মা! আমায়ও তুমি ক্ষমা কর।

রাণী। উঃ, হামলেট! তুমি আমার অন্তর দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিলে!

হামলেট। সেই দুই ভাগের যে ভাগ বড় কালো, তাহা ফেলিয়া দাও, আর যেটুকু পবিত্র, তাহাই রাখো!—আমায় বিদায় দাও। কিন্তু অনুরোধ করি, মা আমার! পাপ পিতৃব্যের শয্যায় আর তুমি গমন করিও না! ধর্ম্মবোধ আদৌ না থাকে, ধর্ম্মের ভাণও দেখাও! অভ্যাস-রাক্ষসী মানুষের স্বাভাবিক ভাবরাশি বিনষ্ট করিলেও, সে ধর্ম্মপথের যথেষ্ট সহায়;—কারণ ধর্ম্মের ভাণ

করিতে করিতে সে এমন হয় যে, হয়—সেই ভাণ অন্তরের কলুষিতা একেবারে নষ্ট করে, নয়—সেই কলুষিতাকে শক্তিহীন ও নিৰ্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলে। তাই বলি মা, ধর্ম্মের ভাণও দেখাও! তারপর, যখন তোমার অন্তরে অনুতাপ আসিবে,—অনুতপ্ত হইয়া যখন তুমি ঈশ্বরের করুণাভিক্ষা করিবে, তখন আমিও তোমার নিকট আশীর্ব্বাদ ও ক্ষমাভিক্ষা করিব।

মাতা-পুত্রের কথোপকথন এই ভাবে সমাপ্ত হইল।

হাম্‌লেট পলোনিয়াসের মৃতদেহ টানিয়া বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে গভীর দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার স্নেহময়ী প্রণয়িনী,—সরলা ওফিলিয়ার পিতার হত্যাকারী,—ইহা ভাবিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

(১১)

হাম্‌লেট অনেক দিন হইতেই, পাপ পিতৃব্যের—বর্ত্তমান রাজা ক্লডিয়াসের—চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। হাম্‌লেটকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে, রাজা কিছু নিরাপদ হইতে পারেন,—এই চিন্তা সর্ব্বদাই রাজার মনে জাগিত। তিনি উত্তমরূপে বুঝিলেন, প্রেম-চিন্তা কি আর কিছু,—হাম্‌লেটের উন্মত্ততার কারণ নহে। হাম্‌লেটের প্রতি-দীর্ঘশ্বাসে, প্রতি কথায়,—এমন কি, মুখে-চোখে পর্য্যন্ত যে উন্মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইত, রাজা তাহা উন্মত্ততা না ভাবিয়া, আত্মকৃত-অপরাধ বলিয়া ভাবিতেন।

তাই হাম্‌লেটকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প,—রাজার অন্তরে জাগিতেছিল। কিন্তু প্রজা-সাধারণ নাকি যুবরাজের বড়ই ভক্ত, তাই সে সঙ্কল্পসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ বাধা পড়িল। রাণী গারট্রুডও কি ভাবিয়া, পুত্রের সকল কথা রাজাকে বলিলেন না। পাপিনী হইলেও, পুত্রের প্রতি জননীর প্রকৃতিদত্ত স্নেহমমতা, তাঁহার এককালে তিরোহিত হয় নাই। ক্লডিয়াস্‌ও যে তাহা না বুঝিতেন এমন নহে।

এক্ষণে পলোনিয়াসের হত্যা উপলক্ষ করিয়া, ক্লডিয়াস্ হাম্‌লেটকে ... করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইংলণ্ডে পাঠানোই যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া, তিনি জনৈক বিশ্বাসী লোকের নিকট, ইংলণ্ডের কয়েক ব্যক্তিকে

কয়খানি পত্র দিলেন। তাহাতে অন্যান্য কথার সহিত এইরূপ লিখিত হইল যে, হাম্‌লেট কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী; ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেই যেন তাহাকে হত্যা করা হয়,—নানা কারণে এখানে তাহার প্রাণদণ্ড হইল না।

যথাসময়ে হাম্‌লেট তাঁহার ইংলণ্ডযাত্রার কথা শুনিলেন। তিনিও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মনে মনে কিছু সন্দেহ করিয়া, কৌশল পূর্ব্বক তিনি সেই পত্রগুলি হস্তগত করিলেন, এবং তারপর তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেন। যাহাদের উপর তাঁহার হত্যার ভার ছিল, তাহাদেরই হত্যার কথা লিখিয়া, হাম্‌লেট সেই পত্রগুলি বন্ধ করিলেন, এবং যথাস্থানে সেগুলি রাখিয়া দিলেন।

ইংলণ্ড গমনকালে, হাম্‌লেট পথিমধ্যে একদল জলদস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী লোক সকল তাঁহাকে সেই বিপদাবস্থায় ফেলিয়া পলায়ন করিল। হাম্‌লেট নির্ভয়ে শত্রু-সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিবার মানস করিলে, দস্যুগণ তাঁহার প্রতি শত্রু-ভাব পরিত্যাগ করিল। দস্যুগণের আশা, হাম্‌লেটকে মুক্তি দিলে পুরস্কার স্বরূপ তাহারা কিছু পাইবে। তাহারা হাম্‌লেটকে ডেনমার্কের নিকটবর্ত্তী এক বন্দরে পঁহুছিয়া দিল। হাম্‌লেট সেখান হইতে তাঁহার পিতৃব্যকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, কোন দৈব-দুর্ঘটনায় তিনি পুনর্ব্বার ডেনমার্কে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছেন। পত্র পঁহুছিবার পরদিন হাম্‌লেট রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াই তিনি এক অতি মর্ম্মভেদী করুণদৃশ্য দেখিলেন।

(১২)

পলোনিয়াসের মৃত্যুর পর হইতে ওফিলিয়ার আনন্দ-উল্লাস এবং চিত্তের প্রফুল্লতা সকলই অন্তর্হিত হইয়াছিল। একে পিতার মৃত্যু, তার উপর এই দুঃখ যে, যাহাকে তিনি প্রাণান্তপণে ভালবাসেন,—দেবতারূপে যাহাকে হৃদয়ে আরাধনা করেন, তাহারই হস্তে তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটিল। এই নিদারুণ মনস্তাপ ও গভীর অভিমানে,—সরলা বালিকার সকল জ্ঞান তিরো-

হিত হইল,—শেষে উন্মত্ততা আসিল। সেই অবধি, চিত্তের সেই বিকৃত অবস্থায়, উন্মাদিনী ওফিলিয়া, কখন কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দেয়, কখন বা সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে পুষ্পরাশি উপহার দিয়া বলিতে থাকে,—"এই লও, ইহা আমার পিতার সমাধি উপলক্ষে দান।" কখন বা পিতার মৃত্যুব্যাপার লইয়া গান করে; কখন বা প্রণয়-সঙ্গীত গাহিয়া বেড়ায়। কখন বা অর্থহীন প্রলাপ করিতে থাকে;—যেন পূর্ব্ব ঘটনার স্মৃতিমাত্র তাহার নাই।

রাজা ও রাণী ওফিলিয়ার এই অবস্থা দেখিয়া একান্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হইলেন। প্রথমতঃ পলোনিয়াসের মৃত্যু,—এবং হাম্‌লেটের হস্তেই সেই মৃত্যু,—এবং তারপর হাম্‌লেটের অন্তর্দ্ধান,—এই সকল চিন্তাতেই যে বালিকার এইরূপ চিত্তবিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

এদিকে পলোনিয়াসের পুত্র লেয়ার্টিস্, যথাসময়ে পিতার মৃত্যু ও ভগিনীর উন্মত্ততার কথা অবগত হইলেন। হাম্‌লেটই এই দুই অনর্থের কারণ,—তাহাও তিনি শুনিলেন। ক্রোধে, ক্ষোভে ও প্রতিহিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া, লেয়ার্টিস্ ডেনমার্কে উপস্থিত হইলেন। তিনি কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ডেনমার্কে আসিলেন।

যখন রাজা ও রাণী, ওফিলিয়া ও হাম্‌লেট সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই সময় সহসা লেয়ার্টিস্ সসৈন্যে রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করিল। এবং রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"হতভাগ্য নরপতি! বলো,—আমার পিতা কোথায়?"

রাণী। লেয়ার্টিস্, ধীরে—ধীরে কথা কও।

লেয়ার্টিস্। আমার ধৈর্য্য নাই।—কোন শোণিত-বিন্দুতে ধৈর্য্য থাকিলে, তাহা আমার পিতার শোণিত নহে!

রাজা। লেয়ার্টিস্, সহসা তোমার এ ভাবে আসিবার কারণ কি? তুমি কি করিতে চাও?

লেয়ার্টিস্। আমার পিতা কোথায়?

রাজা। তিনি ত মৃত।

লেয়ার্টিস্। কেমন করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিল?—আমি রাজা মানি না,

ধর্ম্ম মানি না,—আমার বিবেক-বুদ্ধি দূর হউক্,—নরকও আমি গ্রাহ্য করি না;—আমি আমার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে চাই!

রাজা ধীরে ধীরে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতাকে হত্যা করেন নাই। স্থিরভাবে শুনিলে লেয়ার্টিস্‌কে একে একে তিনি সকল কথাই বলিতে পারেন,—ইহাও বলিলেন। কিন্তু লেয়ার্টিস্ অধীর, অস্থির, উত্তেজিত এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ,—তাহাকে বুঝানো দায়।

সেই সময় ওফিলিয়া,—লতা-পাতা-ফুলে ভূষিতা হইয়া, উন্মাদিনী বেশে, গান গায়িতে গায়িতে সেইখানে উপস্থিত হইল। সেই বিষাদপূর্ণ করুণ দৃশ্যে লেয়ার্টিসের চক্ষে জলধারা বহিল। লেয়ার্টিস্ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—

"যে আগুন আমার মাথায় জ্বলিতেছে, তাহাতে আমার বুদ্ধি, বিবেচনা,—সমস্তই এককালে ভস্ম করিয়া ফেলুক্। এই চক্ষের জল,—চক্ষুকে চির-অন্ধ করিয়া দিক।——ওফিলিয়া! তোমার এই উন্মত্ততার সমুচিত প্রতিশোধ আমি লইব।—যে তোমার এই দশা করিয়াছে, তাহার রক্ত দর্শন করিব। হায় প্রস্ফুটিত কুসুম! প্রিয় ভগিনি! সুহাসিনী ওফিলিয়া!—হা ঈশ্বর! এই নিষ্কলঙ্ক বালিকার এ কি করিলে?"

তখনও ওফিলিয়া আপন মনে গান গায়িতেছে।

লেয়ার্টিস্ আবার বলিল,—"ভগিনি! যদি তুমি প্রকৃতিস্থ থাকিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতে, তাহা হইলেও বোধ হয়, আমি এতদূর উত্তেজিত হইতাম না। কিন্তু তোমার এই বিষাদময়ী করুণমূর্ত্তি,—এই শোকাতুর মলিন বেশ,—ইহা দেখিয়া আমার প্রতিহিংসার আগুন আরও বর্দ্ধিত বেগে জ্বলিয়া উঠিতেছে।

তখনও ওফিলিয়ার গান চলিতেছে। সে গান,—তাহার পিতা ও পিতার মৃত্যুসম্বন্ধীয় কথা লইয়া রচিত। এইরূপ গান গায়িতে গায়িতে, বালিকা আপন মনে চলিয়া গেল।

লেয়ার্টিস্ শিরে করাঘাত করিয়া পুনরায় কহিল,—হায় ঈশ্বর! তুমি ইহা দেখিতেছ!"

রাজা। লেয়ার্টিস্, তোমার দুঃখে আমি যে একান্ত দুঃখিত, ইহা তুমি

বিষয়ে কারণ। তুমি মন দিয়া আমার কথা শুন। তেমন,—"এঁ্যা! জলাঞ্জ
আমি কিছুমাত্র লিপ্ত নহি,—ইহা তুমি বিচার করিয়া দে
কোন দোষ পাও, তাহা হইলে তুমি আমার এই রাজ্য, রাজ-মুকুট, শাখা-প্রশাখা
সকলই লইও। অনুরোধ,—একটু ধৈর্য্যের সহিত আমার সকল কথা শুনিয়া
আমি ইহাও বলিয়া রাখিতেছি, তোমার দুঃখের কারণ দূর করিতে, আমি
সর্ব্বতোভাবে তোমার সহায় হইব।

এ সময় রাণী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

ক্লডিয়াসের কথায়, এবার লেয়ার্টিস্ একটু প্রকৃতিস্থ হইল। রাজার নিকট
সবিশেষ শুনিল। দুর্ভাগ্য হাম্‌লেটকে একমাত্র অপরাধী স্থির করিয়া, তাঁহার
প্রতি কঠোর বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইল।

(১৩)

সুযোগ বুঝিয়া, পাপিষ্ঠ ক্লডিয়াস্, হাম্‌লেটের ঘাড়েই সকল দোষ চাপাইল।
লেয়ার্টিস্ তাহার পিতৃহন্তার প্রাণবধ করে,—ক্লডিয়াস্ প্রকারান্তরে সেই কথা
বলিয়াই, উদ্ধত ও ক্রোধোন্মত্ত যুবা লেয়ার্টিসকে অধিকতর উত্তেজিত করিতে
লাগিল। অধিকন্তু ইহাও বলিল যে, হাম্‌লেট তাঁহার বিরুদ্ধেও উত্তেজিত
হইয়াছে।

লেয়ার্টিস্ জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি এসমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও তাহার
প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান করেন নাই কেন?"

রাজা। তাহার দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, হাম্‌লেট আমার প্রিয়তমা
গারট্রুডের একমাত্র পুত্র। পুত্রের মুখ চাহিয়াই রাণী মৃত রাজার শোক বিস্মৃত
হইয়া আছেন। তারপর তাঁহার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের এমনই সম্বন্ধ
যে, নক্ষত্র যেমন কিছুতেই কক্ষচ্যুত না হইয়া স্বাভাবিক গতিতে পরিভ্রমণ
করে, আমিও তেমনি তাঁহাকে লইয়া জীবন-পথে ভ্রমণ করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ,
প্রজা-সাধারণের স্নেহ ও ভক্তি,—হাম্‌লেটের প্রতি এত অধিক যে, তাহারা
হাম্‌লেটের সকল অপরাধই ভুলিয়া যায়। সুতরাং আমি ইচ্ছা করিলেও, সহসা
কোন দণ্ডবিধান করিতে পারি না।

সেই জন্যই আমি পিতাকে হারাইয়াছি! এবং সেই স্নেহময়ী ভগিনীর এমন দশা হইয়াছে!

ক্লডিয়াস্, লেয়ার্টিসের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, হাম্‌লেটের লেয়ার্টিস্‌কে আরও উত্তেজিত করিতে লাগিল। ক্লডিয়াস্ বলিল,—"দেখ, যদি তোমার যথার্থ পিতৃভক্তি থাকে,—যদি মৃত-পিতার স্মৃতি প্রকৃতই তোমার হৃদয়ে জাগরূক থাকে,—এবং যদি এই অপূর্ব্বসুন্দরী, স্নেহময়ী ভগিনী ওফিলিয়ার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থায় তুমি হৃদয়ে আঘাত পাইয়া থাকো,—তবে ইহার প্রতিশোধ লওয়া তোমার অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই প্রতিশোধের সম্যক্ উপায় আমি তোমায় বলিয়া দিতেছি। হাম্‌লেট এবং তোমার বাহুবল ও রণকৌশল,—সকলেই বিদিত আছে। অনেকবার এমন হইয়াছে, তোমার প্রশংসা শুনিয়া, হাম্‌লেটের মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিয়াছে। আমি তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য শীঘ্রই ইহা রাষ্ট্র করিয়া দিব যে, হাম্‌লেট ও তোমাতে কৃত্রিম যুদ্ধ হইবে।—তাহাতে তোমাদের উভয়ের বীরত্বের পরিচয় সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে। হাম্‌লেট সৎপ্রকৃতি ও উন্নতহৃদয়; সহসা এইরূপ যুদ্ধের আহ্বানে তাহার মনে কোন সন্দেহই জাগিবে না। তুমিও সেই সুযোগে সুতীক্ষ্ণ অসি লইয়া, তোমার কর্ত্তব্যপালন করিবে।—বলা বাহুল্য, আমি অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়াই এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা হীন উপায় হইলেও, সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি,—ইহা ভিন্ন সহসা হাম্‌লেটের বিনাশসাধনের আর কোন পথ নাই।"

উভয়ের পরামর্শক্রমে ক্রমে ইহাও স্থির হইল যে, লেয়ার্টিস্ তাহার শাণিত কৃপাণে বিষ মাখাইয়া রাখিবে।—সেই কৃপাণ, দেহে অতি অল্পমাত্র বিদ্ধ হইলেও তাহাতেই হাম্‌লেটের মৃত্যু অনিবার্য্য হইবে।

পাপিষ্ঠ ক্লডিয়াস্ আরও এক উপায় উদ্ভাবন করিল। বিষমিশ্রিত এক পানীয় প্রস্তুত করাইয়া রাখিবে,—বলিল। যখন যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া হাম্‌লেট জল বা সুরা চাহিবে,—সেই সময় সেই মহাপাপ পিতৃব্য, সেই বিষাক্ত পানীয় হাম্‌লেটকে দিবে।—তাহাতে হাম্‌লেটের মৃত্যু আরও শীঘ্র ঘটিবে।

যখন এইরূপ পরামর্শ চলিতেছিল, সেই সময় রাণী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিলেন যে, ওফিলিয়া সহসা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

লেয়ার্টিস্ অতিমাত্র দুঃখে ও বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"এঁ্যা! জলমগ্ন হইয়াছে,—কোথায়?—কিরূপে?"

রাণী। যেখানে ক্ষুদ্র নদীর ধারে উইলো গাছগুলি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া, নদীর জলে আপনাদের ছায়া দেখিয়া থাকে, ওফিলিয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিল।—কেহ দেখে নাই, এবং কেহ জানিতে পারে নাই,—অভাগিনী গায়ে কত লতা-পাতা-ফুল পরিয়া, নানা ফুলে মালা গাঁথিতে গাঁথিতে, সেই নদীর ধারে, সেই উইলো শাখা-পাশে কি ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল।—তারপর একটি ক্ষুদ্র শাখার উপর, ক্ষুদ্র পা দু' খানি রাখিয়া, এক উচ্চ শাখায়, যেমনি তাহার সেই সাধের ফুলমালা ঝুলাইয়া দিতে যাইবে, অমনি তাহার সেই পাদদেশস্থ ক্ষুদ্র ডালটি ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সোনার প্রতিমাও ডুবিয়া গেল! শুনিলাম, যে পরিচ্ছদ সে পরিয়াছিল, সেই পরিচ্ছদের সাহায্য, কিছুক্ষণ সে, জলের উপর ভাসিয়াছিল—তদবস্থায়ও নাকি বালিকা, আপন ভাবে বিভোর হইয়া, তাহার সেই স্বভাবসিদ্ধ মধুরকণ্ঠে মধুর গান গাহিয়াছিল;—যেন স্বর্গের কোন দেববালা আপন মধুর জীবনের মধুর আনন্দে আত্মহারা হইয়া, সেই গান গায়িতে ছিলেন! কিন্তু হায়! আর অধিকক্ষণ এ দৃশ্য রহিল না—এইরূপ গান গায়িতে গায়িতে, সেই ফুটন্ত নলিনী অতলজলে ডুবিয়া গেল!

লেয়ার্টিস্। তবে ডুবিয়াই গিয়াছে! আর নাই?— হায় ভগিনী! তোমাতে অনেক জল আছে,—তবে আর চক্ষের জল ফেলিব না! কিন্তু তবুও মন বুঝে না। তবুও চোখে জল পড়ে। হায়, চোখের এ জল থাকে থাক,—আমি অবশ্যই ইহার প্রতিশোধ লইব।—রাজন্! বিদায় হই। যদি চোখের জলে মনের এ আগুন নিবিয়া না যায়, তবে ইহা দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিবে।—আর না,—বিদায়!

---

(১৪)

হাম্‌লেট রাজধানীতে পঁহুছিয়া, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে হোরেসিওকে সমভিব্যাহারে লইয়া, এক সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কাহার জন্য একটি কবর প্রস্তুত হইয়াছে।

এদিকে রাজা, রাণী, লেয়ার্টিস্, পুরোহিত এবং অন্যান্য বিস্তর লোক,—ওফিলিয়ার সংকারের জন্য সেই সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলেন। হাম্লেট ও হোরেসিও সকলের অজ্ঞাতে,—অন্তরালে রহিলেন।

একে একে সংকারের সকল নিয়ম প্রতিপালিত হইলে, লেয়ার্টিস্ পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কি করিতে হইবে?—আর কি বাকী রহিল?"

পুরোহিত। আর কিছুই করিতে হইবে না। সংকার সম্বন্ধে আমাদের যতদূর ক্ষমতা ও অধিকার, তাহা পালন করিয়াছি।

লেয়ার্টিস্। আর কিছুই করিবার নাই?

পুরোহিত। আর কিছুই করিবার নাই। যাহার আত্মা শান্তিসুখে নশ্বর-দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার সেই শান্তিপূর্ণ আত্মার ন্যায় এই শেষ কার্য্য শান্তিপূর্ণ হইতে পারে না।

লেয়ার্টিস্ ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—"তবে এই সুবর্ণ প্রতিমাকে কবর মধ্যে শায়িত কর,—এবং এই নির্ম্মল সুষমাময় দেহ হইতে স্বর্গীয় পারিজাত প্রস্ফুটিত হউক।——পুরোহিত! আমার ভগিনী স্বর্গের করুণাময়ী দেবী হইবেন, আর তুমি নরকে পড়িয়া চীৎকার করিবে!"

রাণী অগ্রসর হইয়া ওফিলিয়ার দেহোপরি পুষ্পরাশি ছড়াইলেন; বলিলেন,

"ওফিলিয়া! তুমি যেমন কুসুমকোমলা সুন্দরী, এই কুসুমগুলিও তেমনি মধুরে মধুর মিশিয়া যাক। বড় সাধ ছিল, তোমাকে হাম্লেটের পার্শ্বে দেখিয়া, আমার সাধের পুত্রবধূরূপে তোমাকে বরণ করিব;—তোমাদের মধুর বাসর মধুর শোভায় সাজাইয়া দিব;—কিন্তু হায়! আজ তোমার কবরে আমাকে পুষ্পবর্ষণ করিতে হইল।"

লেয়ার্টিস্ অতিমাত্র দুঃখে ও মনস্তাপে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—

"ওঃ! যাহার জন্য আমার স্নেহময়ী ভগিনীর আজ এই দশা, তাহার মস্তকে শত সহস্র বিপদ্‌পাত হউক!——বিলম্ব করো, এ সোনার দেহ মাটীতে ঢাকিও না। আমি আর একবার দেখিয়া লই,—আর একবার ইহাকে বুকে করিয়া তুলিয়া লই।"

লেয়ার্টিস্ কবর মধ্যে লাফাইয়া পড়িল, এবং ওফিলিয়াকে বক্ষে ধারণ

করিয়া বলিল,—"এইবার তোমরা এই কবর, মাটীতে ঢাকিয়া ফেল!—আমি আর উঠিব না। দুর্ভাগ্য ভাই-ভগিনীর উপর মাটী ফেলিয়া দিয়া, তোমরা মাটীতে মাটীতে এই স্থান গগনস্পর্শী পর্ব্বতে পরিণত করো!"

হাম্‌লেট আর স্থিরভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না,—দারুণ দুঃখে ও অন্তর্যাতনায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইল। আর লেয়ার্টিসের সেই মর্ম্মভেদী শোক,—বর্ণনাতীত।—আকাশের তারাও বুঝি সে শোকে নিস্পন্দ হইয়া রহিল, এবং সেই ব্যথিত হৃদয়ের শোক-গাথা বুঝি তাহারা নীরবে শুনিতে লাগিল। সহৃদয় হাম্‌লেট ইহা বুঝিলেন। সহসা তিনি অগ্রসর হইয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং সেই কবর মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। লেয়াট্রিস্‌ও ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায়, হাম্‌লেটকে নিকটে পাইয়া আক্রমণ করিলেন।

রাজা ও রাণী উপর হইতে লেয়াট্রিস্‌কে নিরস্ত হইতে বলিলেন। ময় জনে কবর হইতে উপরে উঠিলেন। কিন্তু তখনও পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। হাম্‌লেট বলিলেন,—

"লেয়াট্রিস্, তুমি জান না, ওফিলিয়াকে আমি কিরূপ ভালবাসিতাম! সহস্র ভ্রাতার স্নেহ, আমার এ ভালবাসার কাছে অতি তুচ্ছ,—অতি হীন। তুমি ওফিলিয়ার জন্য কি করিতে পারো? জগতে এমন বিপদ, এমন যন্ত্রণা, এমন বিষম ঘটনা কি আছে,——যাহা আমি ওফিলিয়ার জন্য সুখে আলিঙ্গন করিতে না পারি!—তুমি তাহা পারিবে? তুমি কবরের মধ্যে তাহার সহিত প্রোথিত হইতে চাও,—আমি কি চাই না?—লেয়ার্টিস্! শুন, আমিও তোমায় ভালবাসিতাম;—ওফিলিয়ার ভ্রাতা বলিয়াই ভালবাসিতাম; কিন্তু এখন আর সে ভালবাসায় কিছুই যায়-আসে না।"

হাম্‌লেট তথা হইতে প্রস্থান করিলেন,—একটুও বিলম্ব করিলেন না। হোরেসিও-ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রাজা ও রাণী লেয়ার্টিস্‌কে বুঝাইতে লাগিলেন যে, হাম্‌লেট পাগল,—তাহার ব্যবহারে রাগ করা উচিত হয় না। কিন্তু পরক্ষণেই ক্লডিয়াস্ চুপি চুপি লেয়ার্টিস্‌কে তাহার পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিল। স্মরণ করাইয়া দিল যে, হাম্‌লেটের বিনাশসাধন করিতেই হইবে।

---

(১৫)

সাময়িক উত্তেজনার ফলে, লেয়ার্টিসের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিলেও, হামলেট লেয়ার্টিসের জন্য আন্তরিক দুঃখিত। বস্তুতঃ, এক সময় হামলেট ও লেয়ার্টিসের মধ্যে প্রকৃতই ভালবাসা ছিল। হামলেট তাহা স্মরণ করিয়া লেয়ার্টিসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যথাসময়ে দুই জনের মধ্যে আবার সখ্য-ভাব সংস্থাপিত হইল। কিন্তু যতই হউক, লেয়ার্টিসের অন্তর একেবারে নির্ম্মল হইল না। প্রতিহিংসার দুর্দমনীয় চিন্তা, অন্তরের অন্তরে লুক্কায়িত রহিল; তাহার উপর পাপিষ্ঠ রাজার কুমন্ত্রণাও ইন্ধনস্বরূপ হইল। সুতরাং, কিঞ্চিৎ বিলম্বে হইলেও, হামলেটের প্রতি তাঁহার বৈর-নির্য্যাতন, অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইল।

যথাদিনে ক্লডিয়াসের কৌশলে হামলেট ও লেয়ার্টিস,—পরস্পর কৃত্রিম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হামলেটের উদারচিত্তে কোন ভয়, উদ্বেগ বা সন্দেহ ছিল না। বিশেষ এমন খেলা প্রায়ই হইয়া থাকে;—আজিও যে তাহা নহে, কে বলিল!

পরন্তু এইরূপ কৃত্রিম যুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ অসি ধারণ করিবার নিয়ম না থাকিলেও, লেয়ার্টিস বাক্য-কৌশলে তাহা ধারণ করিল। এবং পূর্ব্ব-অভিসন্ধিমত সেই শাণিত কৃপাণ বিষাক্ত করিয়াও লইল। বলা বাহুল্য, সরলচিত্ত হামলেট ইহার কিছুই বুঝিলেন না।

ক্রীড়া আরম্ভ হইল। রাজা ও রাণীর সহিত বহুসংখ্যক দর্শক সেখানে উপস্থিত রহিল। পাপিষ্ঠ রাজা পূর্ব্ব সঙ্কল্পমত বিষাক্ত পানীয় প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিল।

ক্রীড়া চলিতে লাগিল। কখন হামলেট আহত হন, কখন লেয়ার্টিস আহত হন। রাণী স্বাভাবিক পুত্রস্নেহে, কখন আসন হইতে উঠিয়া রুমালে হামলেটের ঘর্ম্মাক্ত ললাট মুছাইতে যান; রাজা কখন বা হামলেটের ক্ষিপ্রকারিতায় কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করেন। এই ভাবেই ক্রীড়া চলিতে লাগিল।

রাণী পিপাসিত হইয়া, রাজার নিকট যে পানীয় প্রস্তুত ছিল, তাহাই পান করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা নিষেধ করিলেন। কিন্তু রাণী, কারণ অবগত না থাকায়, সে নিষেধ-বাক্য না শুনিয়া,তাহা পান করিলেন। রাজা দেখিলেন,

সেই বিষাক্ত পানীয়,—রাণীর গলাধঃকরণ হইয়াছে। মহাসমস্যার মধ্যে পড়িয়া তিনিও কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

ক্লডিয়াসের কুমন্ত্রণা, অন্তরে জাগিয়া থাকিলেও, লেয়ার্টিস্ সহসা হাম্‌লেটকে আহত করিতে পারিলেন না। বিবেক আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু তবু লেয়ার্টিস্ ক্ষান্ত হইলেন না,—তিনি হাম্‌লেটের দেহে সেই শাণিত কৃপাণ বিদ্ধ করিলেন। অগত্যা হাম্‌লেটও লেয়ার্টিসের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে অল্পক্ষণের মধ্যে রাণী,—সেই বিষাক্ত পানীয়ের প্রভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। বিষের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ভূতলে পড়িয়া, তিনি ছটফট করিতে লাগিলেন।

হাম্‌লেট ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। রাজা বলিলেন,—"তোমরা খেলিতে খেলিতে সত্য সত্যই এইরূপ শোণিতাক্ত হইবে,—ইহা কে জানিত? তোমাদের শোণিতদর্শনে কোমলহৃদয়া রাণী মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম হইয়াছেন।

রাণী। (কাতরস্বরে) না হাম্‌লেট, তাহা নহে,——বিষ,—বিষ,—বিষ! আমায় বিষ খাওয়াইল,—আমি মরিলাম!

দেখিতে দেখিতে রাণীর মৃত্যু ঘটিল।

তখন হাম্‌লেট চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ও! কি শত্রুতা! দ্বার বন্ধ কর,—আমি শত্রুতার কারণ অন্বেষণ করি।"

লেয়ার্টিস্। কারণ আর কি হাম্‌লেট,—তুমিও মরিয়াছ!—আর অর্দ্ধ দণ্ড কালমাত্র তোমার জীবন! তোমায় বাঁচাইতে পারে, তেমন ঔষধ জগতে নাই। আমিও [illegible] াম,—আর উঠিতে হইবে না। হায়! তোমার জননীও না জানিয়া, [illegible]র লর্ড প্রাণত্যাগ করিলেন। আর যে শাণিত কৃপাণে আমি তোমার বিশেষ পারদ, তাহা বিষাক্ত ছিল, তাহাতেই তুমি মরিবে। কিন্তু তোমার [illegible] ব্যক্তিগণ নে আমিও মরিলাম।—এখন বলি,—পাপিষ্ঠ রাজা ক্লডিয়াস [illegible] কারণ, ইনিই অনর্থের মূল।

[illegible]হাঁ লিওনেটো অন্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ পাপ পিতৃব্যকে হত্যা করিলেন। স[illegible]লেন।

তখন লেয়ার্টিস্ একে একে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। সমবেত দর্শকগণ সে কাহিনী শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। মরণকালে লেয়ার্টিস্ হাম্লেটের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন, এবং বলিলেন,—"আমার বা আমার পিতার মৃত্যুর অপরাধ তোমাতে স্পর্শিবে না। এবং প্রার্থনা করি, তোমায় মারিবার অপরাধও যেন আমাতে না স্পর্শে।"

হাম্লেট। না, সে অপরাধ তোমায় স্পর্শিবে না। আমিও তোমার অনুসরণ করিতেছি।——হোরেসিও,—দুর্ভাগ্য হামলেটের চিরসুহৃৎ!—বিদায়!—আমি চলিলাম।—হায় রাণী! হা দুর্ভাগ্যবতী জননি! চির-বিদায়! হোরেসিও,—হে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলি!--এই ভীষণ পরিণামে তোমাদের কোন হাত নাই। যদি আমার সময় থাকিত, তবে সকল কথা বলিয়া যাইতে পারিতাম; কিন্তু মৃত্যু আর প্রতীক্ষা করিতেছে না। হোরেসিও, আমি চলিলাম,—তুমি রহিলে। যে বুঝিবে না, তাহাকে বুঝাইও,—দুর্ভাগ্য হাম্লেটের জীবন কি গভীর দুঃখে পূর্ণ ছিল!—কি অরুন্তুদ যন্ত্রণায় সে আজীবন পুড়িয়াছে! বুঝাইও, সেই দুঃখহেতু তাহার জীবনের যাবতীয় ঘটনা এইরূপ জটিল ও রহস্যময়। নিন্দা বা প্রশংসা যাহা হইবার, তাহা ইহাতে হইবে।

হোরেসিও। এই যে, এখনও এই পাত্রে বিষ আছে!—হাম্লেট, তুমি মনে করিও না যে, তোমায় হারাইয়া আমি পৃথিবীতে থাকিব!

হাম্লেট। প্রিয় হোরেসিও, ক্ষান্ত হও। বুঝিয়া দেখ, লোককে না বুঝাইলে, অনন্তকাল আমি আমার পশ্চাতে কি দুর্নাম রাখিয়া গেলাম! জীবন যন্ত্রণার হউক,—আমার জন্য এবং আমার কথা বুঝাইবার জন্য, অতি কষ্টেও তুমি সেই জীবন ধারণ করিও।—অন্তিমে তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা। আর না,—আমি চলিলাম। কি প... কথন সম্প্রাপ্ত শরীরে ... প্রসারিত হইয়াছে। ওঃ! আমায় আচ্ছন্ন করিয় ষপানে ... ঠিয়া রুমালে

দেখিতে দেখিতে দুর্ভাগ্য হাম্লেটের প্রা করিয়াছি র ক্ষিপ্রকারিত সহৃদ হোরেসিও বন্ধু-বিরহে একান্ত কাতর ও মুহ্যমা র্থ সন্ধা লাগিল। সে বাদ-কাহিনী বলিবার জন্য, অতি শো ই সকল অ প্রস্তুত ছিল, তাহা ... হইলেন।

ক্রোধে অ ... রাণী, কারণ

—✿✿✿—

... লেন। রাজা দে...

অতি আড়ম্বরে লঘু ক্রিয়া।

(MUCH ADO ABOUT NOTHING.)

(১)

মেসিনা নগরের অধিপতি লিওনেটোর হীরো-নাম্নী এক কন্যা ও বিয়াট্রিস-নাম্নী এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল। হীরো ও বিয়াট্রিস পরস্পর একান্ত প্রীতিভরে, মনের সুখে কালাতিপাত করিত।

বিয়াট্রিস বড় চঞ্চলা, হীরো কিন্তু শান্তপ্রকৃতি। বিয়াট্রিস সর্ব্বদাই ক্রীড়া-কৌতুকে ও হাস্য-পরিহাসে হীরোকে নিতান্ত উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। পৃথিবীর যত কিছু ঘটনা,—লঘুপ্রকৃতি বিয়াট্রিসের হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করিত।

যে সময়ের এই কাহিনী বর্ণিত হইতেছে, সেই সময়, কতিপয় বীর-যুবক কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি উপার্জ্জনপূর্ব্বক, মেসিনা-নগর অতিক্রম করিতেছিলেন। তাঁহারা, মেসিনার অধিপতি লিওনেটোর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইঁহাদের তিনজনের পরিচয় এই ;—প্রথম আরাগন দেশের রাজপুত্র ডন্-পেড্রো, দ্বিতীয় তাঁহার বন্ধু ফ্লরেন্স-দেশীয় লর্ড ক্লডিও, এবং তৃতীয় প্যাডুয়া নগরের লর্ড রেনিডিক। বেনিডিক হাস্য-কৌতুকে এবং রঙ্গ-রস-রসিকতায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিদেশীয় হইলেও, মেসিনা-রাজের নিকট অপরিচিত ছিলেন না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা আর একবার মেসিনা-নগরে আসিয়াছিলেন। লিওনেটো আপন কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় করিয়া দিলেন।

গৃহে প্রবেশ মাত্র বেনিডিক,—লিওনেটো ও আরাগন-রাজপুত্রের সহিত হাস্য-কৌতুক আরম্ভ করিয়া দিলেন। কুমারী বিয়াট্রিসও নাকি যথেষ্ট বাচাল-প্রকৃতি,—তাই আগন্তুকের এই বাক্যচ্ছটা ও রঙ্গ-রস-রসিকতা তাহার ভাল লাগিল না। যেহেতু, পাছে লোকে ভাবে, এই বাক্য-বিন্যাসে বেনেডিক, বিয়াট্রিস অপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন,—তাই তাহার বেনেডিকের কথা ভাল লাগিল না। সে, বেনেডিকের কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"মহাশয়! যখন কেহই আপনার কথা শুনিতেছেন না, তখন আপনা-আপনি এই মিছা বকিয়া মরেন কেন?"

বেনিডিকও ছাড়িবার পাত্র নন,—বিয়াট্রিসের নারী-প্রকৃতির এ প্রকার অনুচিত-বাক্যে কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। তার পর তাঁহার মনে হইল যে, গত বারে যখন তিনি মেসিনা-রাজ-ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন, তখন বিয়াট্রিস, তাঁহাকে লইয়া কেবলই হাস্য-পরিহাস করিত। বিশেষ, ইহা প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে যে, যাহারা হাস্য-রসে রসিক, তাহারা অন্যের হাস্য-রসে তেমন সন্তুষ্ট হয় না। বেনিডিক ও বিয়াট্রিসের পক্ষেও তাহাই হইল। যখনই বিয়াট্রিস ও বেনিডিক পরস্পর পরস্পরের সাক্ষাৎ পাইত, তখনই উভয়েই উভয়ের কৌতুকাবহ কথোপকথনে অসন্তুষ্ট হইত, এবং সেই উপলক্ষে প্রায় এক ক্ষুদ্র "কুরুক্ষেত্র-ব্যাপার" হইয়া দাঁড়াইত। অধিকন্তু, উভয়ের নিকট উভয়ের বিদায়কালে, পরস্পরের মনের অসন্তুষ্ট ভাব টুকুও প্রকাশ পাইত।

আজ অন্যের সহিত কথোপকথনের মাঝখানে, যখন বিয়াট্রিস সহসা বেনিডিককে বলিল, "যখন কেহ তোমার কথা শুনিতেছে না, তখন মিছা-মিছি বকিয়া মরো কেন?"—তখন বেনিডিক এইরূপ ভাণ করিলেন,—বিয়াট্রিস যে সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহা যেন তিনি জানিতেন না,—বলিলেন, "একি! সেই ঘৃণাস্পদা দেবী নাকি?—আজও তুমি জীবিত আছ?"

মহা দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বাক্যবাণ ছুটিতে লাগিল। বিয়াট্রিস জানিত, সম্প্রতি যে যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহাতে বেনিডিক যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন;—তথাপি বিয়াট্রিস বলিল, "যুদ্ধে তুমি যত লোক নিহত করিয়াছ, আমি রমণী হইয়াও, সে সমস্তই একা ধ্বংস করিতে পারিতাম।"

আবার বিয়াট্রিস যখন দেখিল, বেনিডিকের কথাবার্ত্তায় আরাগন-রাজপুত্র বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন, তখন সে বলিয়া উঠিল, "ওহো! কি লজ্জা! দেখিতেছি, তুমি এই রাজকুমারের তোষামোদকারী একটি ভাঁড় মাত্র!"

বিয়াট্রিস এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়াছে, তন্মধ্যে এই শেষ কথাটি বেনিডিকের মনে বড় আঘাত করিল। বিয়াট্রিস যখন বলিয়াছে, "যুদ্ধে যত লোক নিহত করিয়াছ, সে সকলই আমি একা ধ্বংস করিতে পারি"—বেনিডিক সে কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই। আনেন নাই তার কারণ, তিনি আপনার বল বুঝিতেন। কিন্তু বিয়াট্রিসের এই শেষ-বাক্যে তাঁহার অন্তরে বড় আঘাত লাগিল। যাহারা নিতান্তই কৌতুকামোদী ও রঙ্গরসপ্রিয় হইয়া থাকে, তাহাদের সেই রঙ্গরসের অখ্যাতির বিষয়ে সর্ব্বদাই ভয় করিয়া চলিতে হয়। ভয় করিয়া চলিবার কারণ এই, অনেক সময় দেখা যায়, এই রঙ্গভঙ্গী,—ভাঁড়ামির নামান্তর মাত্র;—তাহাতে প্রকৃত রসিকতা কিছুই নাই। তাই বিয়াট্রিসের মুখে এইরূপ অপবাদের কথা শুনিয়া, বেনিডিক মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত করিলেন।

শান্ত-স্বভাব হীরো নিস্তব্ধ ভাবে এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন। তাঁহার সর্ব্ব দেহে যৌবন-সুলভ সৌন্দর্য্যরাশি বিকশিত হইয়াছিল। আরাগন-রাজপুত্রের সুহৃত ক্লডিও নিবিষ্ট মনে হীরোর সেই সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করিতেছিলেন। রাজপুত্র প্রথমাবধি বেনিডিক ও বিয়াট্রিসের কৌতুকালাপ মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেছিলেন। তিনি লিওনেটোর কর্ণে মৃদুস্বরে কহিলেন, "দেখিতেছি, এই সুন্দরী বিয়াট্রিস বিলক্ষণ চতুরা এবং রসিকাও বটেন; বেনিডিকও তদ্রূপ। বোধ হয়, উভয়ে পরিণীত হইলে মন্দ হয় না।"

লিওনেটো। যদি ইহারা পরস্পরে বিবাহিত হয়, তবে এইরূপ হাস্য-পরিহাসে দেখিবেন, সপ্তাহ মধ্যে ইহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে!

যদিও লিওনেটো বুঝিলেন, ইহাদের পরস্পরের বিবাহ বড় সুবিধার হইবে না, তথাপি রাজকুমারের ইচ্ছা, উভয়কে পতিপত্নী-সূত্রে আবদ্ধ করেন।—রাজপুত্র সে সঙ্কল্প পরিত্যাগও করিলেন না।

---

(২)

যখন আরাগন-রাজপুত্র ডন-পেড্রো,—তাঁহার বন্ধু ক্লডিওর সহিত মেসিনা-রাজভবন হইতে প্রত্যাগত হইলেন, তখন তিনি জানিতে পারিলেন, বিয়াট্রিসের সহিত বেনিডিকের বিবাহ দেওয়া কল্পনা ব্যতীত, আর এক ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি স্বীয় বন্ধু ক্লডিওর মুখে মেসিনা-রাজতনয়া হীরোর রূপলাবণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা শুনিলেন, এবং তাহাতে বন্ধুর মনের ভাবও বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া তিনি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইলেন না;—বরং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ! সত্যই কি তুমি হীরোকে ভাল বাসিয়াছ?

ক্লডিও একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফিলিয়া বলিলেন,—"গতবারে আমি মেসিনা নগরে আসিয়াছিলামও বটে, এবং এই সুন্দরীকে দেখিয়াছিলামও বটে, কিন্তু তখন আমি যুদ্ধোন্মুখী বীর পুরুষ;—সেই সময়োপযোগী বীর-চক্ষেই হীরোর প্রতি চাহিয়াছিলাম।—তখন ভালবাসার অবসর আমার ছিল না। কিন্তু এখন যুদ্ধ মিটিয়াছে, চারিদিকে শান্তি বিরাজ করিতেছে।—পূর্ব্বে যুদ্ধ-চিন্তায় যে স্থান পূর্ণ ছিল, আজ হৃদয়ের সে স্থান শূন্য;—তাই সৌন্দর্য্যময়ী হীরো-প্রতিমা, অবসর বুঝিয়া, এই শূন্য-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

রাজপুত্র সকলই বুঝিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লিওনেটোর নিকট এই বিষয়ে প্রস্তাব করিলেন। লিওনেটো এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং হীরোও তাহাতে অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। ক্লডিও বস্তুতঃ সর্ব্বগুণান্বিত পুরুষ ছিলেন। পরে সকলের সম্মতিক্রমে উভয়ের বিবাহের দিন ধার্য্য হইল।

বিবাহের জন্য যে দিন ধার্য্য হইল, সে দিনের আর অতি অল্পমাত্রই বাকী। কিন্তু সেই অল্প দিনই,—ক্লডিওর পক্ষে বহু বৎসর বলিয়া প্রতীয়মান হইল। (যুবকেরা যখন কোন বিষয় শেষ করিবার জন্য অতিমাত্র উৎসাহিত হইয়া উঠে, তখন অল্পমাত্র বিলম্বেও তাহারা অধৈর্য্য হয়।) কিন্তু আরাগন-রাজপুত্র, প্রিয়বন্ধুর এই কল্পিত সুদীর্ঘ সময়,—কোন বাস্তব আনন্দকর ঘটনার সহিত মিশ্রিত করিয়া, অতি অল্প সময়ে পরিণত করিবার জন্য, এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন যে, এই বেনিডিক ও বিয়াট্রিস যাহাতে পরস্পরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়, সেইরূপ কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। ক্লডিও অত্যন্ত আনন্দ সহকারে এই মতে মত দিলেন।

মেসিনা-রাজ স্বয়ং এ কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এমন কি, বিয়াট্রিসের ভগিনী হীরো পর্য্যন্ত এ কার্য্যে যোগদান করিলেন এবং বলিলেন, "ভগিনীর যখন এমন সুযোগ্য পতি লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে, তখন আমি অবশ্যই তাঁহার হৃদয়ে সে অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা পাইব।"

(৩)

আরাগন-রাজপুত্র,—বেনিডিক ও বিয়াট্রিসকে লইয়া যে কৌতুক করিবেন, সে কৌতুকের উপায় নির্দ্ধারিত হইল। ক্লডিও এবং অন্যান্য ব্যক্তি বেনিডিককে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে, বিয়াট্রিস যেন যথার্থই তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী; আর মেসিনা-রাজকুমারী হীরো স্বীয় ভগিনী বিয়াট্রিসকে এরূপ বিশ্বাস করাইবেন, যেন বেনিডিক যথার্থ তাঁহার প্রণয়-প্রার্থী।

সর্ব্বপ্রথমে বেনিডিককে লইয়া পালা আরম্ভ হইল। মেসিনা-রাজ লিওনেটো, আরাগন-রাজপুত্র ও তদীয় সুহৃৎ ক্লডিও,—পূর্ব্ব পরামর্শমত বেনিডিকের উপর আপনাদের কৌশল প্রয়োগ করিলেন।

একদিন ঘটনাক্রমে এক কুঞ্জমধ্যে বসিয়া বেনিডিক নিবিষ্ট মনে পুস্তক পাঠ করিতেছেন, সেই অবসরে আরাগন-রাজপুত্র প্রভৃতি, সেই কুঞ্জের অতি নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষান্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। এত নিকটে দাঁড়াইলেন যে বেনিডিক তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সমস্ত কথাবার্ত্তা সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন।

প্রথমটা নানারূপ অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে লাগিল। আরাগন-রাজকুমার মেসিনা-রাজকে সম্বোধন করিয়া কথা পাড়িলেন। এমন ভাবে কথা পাড়িলেন, যেন,পূর্ব্ব হইতে তাহার সূচনা হইয়াছিল। বলিলেন, "তারপর মহাশয়, সেদিন না আপনি বলিতেছিলেন,আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী বিয়াট্রিস,—বেনিডিকের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন? আমার কিন্তু কখন মনে হয় না যে, সে রমণী কাহারও প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইবেন!"

লিওনেটো। সত্যই রাজকুমার! আমারও ঐরূপ বিশ্বাস ছিল। ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। কারণ এ দিকে দেখিতে পাই, বাহিরের ব্যবহারে বিয়াট্রিস বেনিডিককে যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু——

ক্লডিও-ও সেই কথাটা আরও ঘোরালো করিয়া বলিলেন, "বলিতে কি, ব্যাপার এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, হীরোর নিকট শুনিয়াছি, বেনিডিকের ভালবাসা না পাইলে বিয়াট্রিস নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন।"

এ কথায় লিওনেটোও ক্লডিওর সহিত যোগ দিলেন। উভয়ে একবাক্যে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"ব্যাপার নিতান্তই গুরুতর! বেনিডিকের মনে এ

অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়া সহজ নয়। কারণ, তিনি সকল সুন্দরীর বিরুদ্ধেই—বিশেষতঃ বিয়াট্রিসের বিরুদ্ধে লাগিয়াই আছেন।”

আরাগন-রাজপুত্র এরূপ ভাব দেখাইলেন, যেন তিনি বিয়াট্রিসের দুঃখে একান্তই দুঃখিত এবং নিতান্তই কাতর। তাই তিনি বলিলেন, “তাই তো! তবে এ ব্যাপার বেনিডিককে জানানো উচিত।”

ক্লডিও। তাহাতে কি ফল?—বেনিডিক এ কথা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন, এবং হয়ত বিয়াট্রিসের হৃদয়ে আরও দুঃখ দিবেন।

রাজপুত্র। যদি তাহাই হয়, তবে বেনিডিকের প্রাণদণ্ড করা উচিত। বিয়াট্রিস রূপে গুণে সর্ব্ব প্রকারে সুন্দরী।—হায়, অরসিক বেনিডিকের প্রতি তাঁহার এ ভালবাসা কেন হইল?

এই কথা বলিয়া রাজকুমার ইঙ্গিত করিলেন, সহচরগণ চলিয়া গেলেন। রাজকুমার বুঝিলেন, এতক্ষণ তাঁহারা যাহা বলিলেন, বেনিডিক তৎ সমস্তই শুনিয়াছেন, এবং এখন তিনি সেই সকল কথা লইয়া মনের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন।

রাজকুমার প্রস্থান করিলেন। বেনিডিক আকাশ-পাতাল ভাবিতে বসিলেন।

(৪)

বেনিডিক অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কথাগুলি শ্রবণ করিয়াছিলেন। বিয়াট্রিস যে তাঁহাকে ভালবাসে, ইহা মনে করিয়া তিনি আপনা-আপনি বলি[illegible] লাগিলেন,—“ইহাও কি সম্ভব? বিয়াট্রিস আমারই প্রতি অনুরাগিণী?”

[illegible]ইরূপ ভাবিয়া আপনা-আপনি বিচার করিতে বসিলেন;—

[illegible]াজপুত্র ডন-পেড্রো প্রভৃতি যেরূপ বলিতেছিলেন, তাহা মিথ্যা বা প্রতারণা [illegible]তে পারে না। কেন না, তাঁহারা বেশ অকপটভাবেই এ কথার আলোচনা [illegible]রিতেছিলেন। হীরোর নিকট হইতে তাঁহারা এ কথা শুনিয়াছেন, এবং তাঁহ[illegible] যে বিয়াট্রিসের জন্য কিছু উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়াছেন, তাহাও বুঝা[illegible]ল।—বিয়াট্রিস আমাকে ভালবাসেন? তবে এ প্রেমের প্রতিদানও আব[illegible]। বিবাহ করিব, এমন কথা কখন আমার মনেও উদয় হয় নাই।

মনে মনে এক রকম সঙ্কল্পই ছিল যে, এইরূপ অবিবাহিত অবস্থায় জীবনট কাটাইয়া দিব। ভ্রমেও একবার মনে করি নাই যে, আমাকে আবার বিবা করিতে হইবে।—রাজপুত্র প্রভৃতি বলিতেছিলেন, বিয়াট্রিস রূপবতী এব গুণবতী;—বস্তুতঃ তাহাতে সন্দেহও নাই। সকল কার্য্যেই বিয়াট্রিসে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাই। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ,—ইহাতে কিন্তু তাঁহার তেমন সুবুদ্ধির পরিচয় পাইলাম না।—আর তাই বা কেন? ইহ এমনই বা কি দোষের কার্য্য হইয়াছে?"

বেনিডিক যখন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন, বিয়াট্রিস সেই সময় সেখানে আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বেনিডিক মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আজ দেখিতেছি, বিয়াট্রিস যথার্থই সুন্দরী বটে। অনুরাগের কিছু চিহ্নও যেন মুখে প্রকাশ পাইতেছে।"

অনন্তর বিয়াট্রিস তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, নারী-স্বভাব-অনুচিত কিঞ্চিৎ রূক্ষকণ্ঠে কহিলেন, "আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তোমার ভোজনার্থ তোমা ডাকিতে আসিয়াছি।"

বেনিডিক এখন আর সে বেনিডিক নাই। যে ভাবে উত্তর দিলেন বিয়াট্রিসকে তেমন মধুর সম্ভাষণ তিনি আর কখন করেন নাই। বলিলেন "সুন্দরি! এজন্য তুমি কেন এত ক্লেশস্বীকার করিলে?—আমি তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি।"

কিন্তু বিয়াট্রিস তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। বরং কিছু মিঠে-কড় রকমের দুই চারি কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

বিয়াট্রিসের এইরূপ রূক্ষ পরুষ-বাক্য বেনিডিক বরাবরই শুনিয়া আসিতে ছেন। আজ কিন্তু তাঁহার মনে হইল, এই কঠোরতার মধ্যেও যেন কো একটুখানি কমনীয়তা প্রচ্ছন্নভাবে আছে। তাই তিনি মনে মনে বলিলেন "যদি আমি বিয়াট্রিসের প্রেমের প্রতিদান না করি, তবে নিশ্চয়ই আমি অতি নিষ্ঠুর। যদি আমি তাঁহাকে ভাল না বাসি, তবে নিশ্চয়ই আমি নরাধম। এখন একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি,—বিয়াট্রিসের প্রকৃত মনোভাব কি।"

সুচতুর বেনিডিক এইরূপে প্রেমজালে আবদ্ধ হইলেন।

(৫)

এইবার বিয়াট্রিসের পালা। হীরো সে ভার লইয়াছিলেন। তিনি দুই জন সহচরীকে আহ্বান করিয়া সেই কার্য্যে সহায়তা করিতে বলিলেন। এক জনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "সখি, তুমি একবার বৈঠকখানায় যাও। সেখানে দেখিবে, আমার ভগিনী বিয়াট্রিস আরাগন-রাজকুমার ও ক্লডিওর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। তুমি চুপি চুপি তাঁহার কানে কানে বলিয়া আইস, আমরা উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছি, আর যে কিছু আলোচনা করিতেছি, সে সকলই বিয়াট্রিসকে উপলক্ষ্য করিয়া। এবং আরও বলিও, বিয়াট্রিস যেন তরুপল্লবাচ্ছাদিত সেই কুঞ্জকানন মধ্যে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি আমাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করেন। তাহা হইলে আমরা যে তাঁহারই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিবেন। এ সব কথা শুনিলেই তিনি আসিবেন।"

ইতিপূর্ব্বে এই কুঞ্জমধ্যে বসিয়া বেনিডিক, আরাগন-রাজপুত্র প্রভৃতির সেই কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। হীরোর সহচরী সকল কথা শুনিয়া কহিল, "...আর সমস্ত ঠিক করুন, আমি এখনই বিয়াট্রিসকে বলিয়া আসি-...। শুনিয়াই যে, তিনি এখানে ছুটিয়া আসিবেন, তাহা আমি নিশ্চয় ...রিয়া বলিতে পারি।"

অনন্তর হীরো অন্য সখী সমভিব্যাহারে কথিত উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করি-লেন এবং কহিলেন, "দেখ সখি, যখন বিয়াট্রিস এই কুঞ্জমধ্যে আসিবেন, তখন তোমায় আমায় এই পথটির ধারে বেড়াইতে থাকিব এবং বিয়াট্রিসকে ...প বুঝিতে দিব, যেন আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। বেড়াইতে ...াইতে আমরা বেনিডিক সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিব এবং যখনই ...মি তাঁহার নাম উল্লেখ করিব, তুমি তাঁহার প্রশংসা করিবে।—এমন ...ংসা করিবে যে, মানুষ কখন সেরূপ প্রশংসা প্রত্যাশা করিতে পারে না। ...মি সর্ব্বপ্রথমেই তোমার সহিত এইরূপ কথা পাড়িব যে, বেনিডিক যেন ...ার ভগিনী বিয়াট্রিসের প্রতি অনুরাগী হইয়াছেন।—(মৃদুস্বরে) ঐ দেখ, ...দের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য বিয়াট্রিস কত মৃদুভাবে আপনাকে লুকাইয়া, সাবধানে ঐ কুঞ্জমধ্যে আসিতেছেন। তবে এস, আমরাও এইবার আরম্ভ করি।"

(৬)

পালা আরম্ভটা এইরূপ হইল।—

হীরো ইতিপূর্ব্বে যেন তাঁহার সখীর সহিত বিয়াট্রিসের প্রণয়-সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। এক্ষণে বলিলেন, "না সখি, আমি ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারি না। বিয়াট্রিস বড় গর্ব্বিতা; আর পার্ব্বতীয় পক্ষীর ন্যায়, তাঁহার অন্তর, প্রণয়-সম্বন্ধে বড়ই লজ্জাশীল।"

সখী। কিন্তু আপনি কি ঠিক জানেন,—বেনিডিক বিয়াট্রিসকে ভালবাসেন?

হীরো। আরাগন-রাজপুত্র এইরূপ বলিয়াছেন এবং আমার প্রিয়তম ক্লডিওর মুখেও এইরূপ শুনিয়াছি। আর তাঁহারা বিয়াট্রিসকে এ সম্বন্ধে সকল কথা জানাইবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াও দিয়াছেন। কিন্তু আমি আবার তাঁহাদিগকে বলিয়াছি যে, যদি তোমরা বেনিডিকের যথার্থ সুহৃৎ হও এবং যথার্থই যদি তাঁহার প্রতি তোমাদের স্নেহ থাকে, তবে এ কথা কখন বিয়াট্রিসের কর্ণগোচর করিও না।

সখী। মিথ্যা নহে। বিয়াট্রিসকে না জানানোই ভাল। কি জানি, হয়ত বেনিডিকের এই প্রণয়-প্রসঙ্গ লইয়া তিনি কতই ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিবেন।

হীরো। আমার ভগিনীর স্বভাব এমনই যে, অতি রূপবান্ ও গুণবান্ পুরুষের কথা শুনিলেও, তিনি তাহার নিন্দা করিয়া থাকেন।

সখী। এ প্রকার স্বভাব নিশ্চয়ই প্রশংসার কথা নহে।

হীরো। তা ঠিক। কিন্তু আমার ভগিনীকে এ কথা বলিতে কে সাহস করিবে? আমি যদি বলিতে যাই, আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন।

সখী। আমার বোধ হয়, আপনি ভুল বুঝিতেছেন। বিয়াট্রিস কি সত্য সত্যই এত অবুঝ যে, বেনিডিকের মত এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পাত্রকে পরিত্যাগ করিবেন?

হীরো। বেনিডিকের যথেষ্ট সুখ্যাতির বিষয় আছে। এই ইটালীর মধ্যে, আমার প্রিয়তম ক্লডিও ব্যতীত, বেনিডিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

এইরূপ কথার পর তাঁহাদের পরস্পরের একটু ইঙ্গিত-ইসারা, একটু চোখ-টেপাটিপি হইল,—তৎসঙ্গে সেই প্রসঙ্গ অন্য প্রসঙ্গে পরিণত হইল।

সখী বলিল, "আচ্ছা, আপনার বিবাহ কি কল্যই হইবে?"

হীরো। হাঁ; প্রিয়তম ক্লডিওর সহিত কল্যই আমার বিবাহের দিন স্থির আছে। এস দেখি, একবার আমার নূতন পরিচ্ছদগুলি দেখিয়া আসিবে। কল্য কোন্ পরিচ্ছদ পরিধান করিব, তাহা তুমিই নির্ব্বাচন করিবে।

হীরো, সখীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন।

(৭

বিয়াট্রিস সেই কুঞ্জান্তরালে দাঁড়াইয়া এই কথাগুলি শুনিতেছিলেন। স্থির, নিশ্চল, পাষাণ-প্রতিমাবৎ দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। নিশ্বাস পড়িতেছিল কিনা, সন্দেহ। সখী সমভিব্যাহারে হীরো যখন চলিয়া গেলেন, তখন বিয়াট্রিস আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি শুনিলাম! কর্ণকুহরে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিল! ইহা কি সত্য? তবে ঘৃণা, বিদ্রূপ,- সকলই বিদায় হও! আমি কুমারী,—কুমারীর যে অভিমান, তাহাও দূর হউক।—বেনিডিক! প্রিয়তম বেনিডিক! ভালবাস,—ভালবাস,—আরও ভালবাস! আমিও আমার এ দুরন্ত হৃদয়, তোমারই চরণে অর্পণ করিব। তোমার প্রেম-শান্তি-জলে এ অশান্ত হৃদয় শান্ত হইবে।—আমিও তোমায় ভালবাসিব।"

এইরূপে বেনিডিক ও বিয়াট্রিসের হৃদয়ে, পরস্পরের মধ্যে প্রেম জন্মিল। ...কার আকাশ উজ্জ্বল করিয়া প্রেম-পূর্ণচন্দ্র উদয় হইল।

সুচতুর আরাগন-রাজপুত্রের কৌশলে বেনিডিক ও বিয়াট্রিস,—পরস্পর ...রের নিকট প্রতারিত হইয়া এবং মিথ্যা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, ...স্পরের প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিলেন। ঘটনাটি বড় সুখের হইত এবং দুইটি অনৈক্য হৃদয়ের মিলন,—একটি বিশেষ দর্শনীয় বিষয়ও হইত; দৈব-বিড়ম্বনায় সহসা তাহাতে একটি বিশেষ ব্যাঘাত পড়িল। হীরোর ...গগনে বড় একখণ্ড ঘন কালো মেঘ উঠিল। যেদিন হীরোর বিবাহ উৎসবের আনন্দ-কোলাহলে গৃহ পরিপূর্ণ হইবে, সেই দিন হীরো ও তাঁহার পিতা লিওনেটোর হৃদয়ে নিদারুণ এক আঘাত লাগিল। পবিত্র প্রণয়মন্দিরে পিশাচের অধিষ্ঠান হইল। সেই কথাই এখন বলিব।

(৮)

আরাগান-রাজপুত্রের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল। তাহার নাম ডন্ জন্। এই ব্যক্তি এই সময়ে মেসিনা-নগরে উপস্থিত ছিল। লোকটা নিতান্তই শান্তিহারা, এবং এরূপ খলপ্রকৃতি ছিল যে, সর্ব্বদাই পরের মন্দ করিবার মতলব আঁটিত। আরাগান-রাজপুত্র তাহার ভাই বটেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিও তাহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল এবং ভাইয়ের বন্ধু বলিয়া লর্ড ক্লডিওকেও সে ঘৃণা করিত। জন্ সঙ্কল্প করিল,—"ক্লডিওর সহিত হীরোর যে বিবাহ-সংঘটন হইতেছে, ইহা হইতে দিব না। দেখিতেছি, আমার ভ্রাতা এই সংঘটন মধ্যে হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছেন। অতএব কোনও মতে এ কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া, তাঁহার বড় সাধে বাদ সাধিব।"

খলের প্রকৃতিই এইরূপ। এইরূপেই খল আনন্দলাভ করিয়া থাকে।

খল জন্, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, বোরাকিও নামক এক মহা-খলের সাহায্য লইল, এবং তাহাকে প্রভূত পুরস্কারের লোভে আকৃষ্ট করিয়া আপন অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল। জনের নিযুক্ত এই বোরাকিও হীরোর এক সহচরীর প্রতি অনুরক্ত ছিল। জন্ তাহা জানিত। তাই সে তাহাকে এইরূপ শিখাইয়া দিল——"দেখ, তুমি তোমার প্রণয়িনীকে এইরূপ স্বীকার করাইয়া লইবে যে, সে যেন রাত্রিকালে, হীরো নিদ্রিত হইলে, হীরোর পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া, হীরোর শয়নকক্ষের গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া, তোমার সহিত কথা কহে;—সেই সময়ে আমি ক্লডিওকে দেখাইয়া দিব, তাঁহার বড় সাধের হীরো,—পরপুরুষের প্রতি কেমন প্রণয়াসক্ত! রাত্রিকালে হীরোর পরিচ্ছদে আবৃতা থাকিলে, তোমার প্রণয়িনীকে, ক্লডিও কখনই চিনিতে পারিবে না।"

পাপিষ্ঠ বোরাকিও, ডন্ জনের এই পাপ-প্রস্তাবে সম্মত হইল। খলের ষড়যন্ত্রে নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

(৯

এইরূপ স্থির করিয়া পাপিষ্ঠ জন্, ভ্রাতা ডন্ পেড্রো ও ক্লডিওর নিকট গমন পূর্ব্বক, হীরোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। বলিল, "তোমাদের পছন্দকে

বলিহারী যাই! নিশীথে, বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া, পরক্ডিওর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়
—কুল-কুমারীর পবিত্রতার চিহ্নই বটে!" ক কথা আর কি হইত
তখন সন্ধ্যা। সেই সন্ধ্যার পর রাত্রি। সেই রাত্রি-প্রভা..
রাজপুত্রকে

ক্লডিওর মন চঞ্চল হইল। সে কি, হীরো নষ্ট চরিত্রা?—রাজপুত্র ডন্ পেড্রো ও ক্লডিও সত্যাসত্যের প্রমাণ চাহিলেন। জন্ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা দিতে স্বীকার করিল। ক্লডিও বলিলেন, "জন্ যাহা বলিতেছে, ইহা যদি সেই

করিব না। কল্য সভায় দাঁড়াইয়া, বিবাহ-উৎসবে, ফুল্ল দেখিতাম,নিন্দার ঘনকালিমায় তাহা ঢাকিয়া দিব।"

আরাগান-রাজপু… এই ব্যক্তি ও… শাস্তি…

…ন-পেড্রো বলিলেন,—"আর এই বিবাহ-ব্যাপারে আমি যেমন …সহায়তা করিয়াছি,—তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, ঘৃণা ও অপমানে সেই …লঙ্কিনীর মস্তক অবনত করিতে, আমিও তেমনই তোমার সহায়তা করিব!"

তার পর সেই রাত্রিতে যখন সকলে হীরোর গৃহ সন্নিকটে দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, কে এক ব্যক্তি হীরোর গৃহের বাতায়ন-তলে দাঁড়াইয়া আছে,—আর হীরো বাতায়নে মুখ বাড়াইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছে।

বস্তুতঃ, সে সকলই খলস্বভাব জনের কাজ এবং এ রমণী যে হীরো নহেন,—হীরোর বসনাবৃতা হীরোর এক সহচরী, পাঠক তাহা বুঝিয়াছেন। বুঝিয়াছেন, এ সকলই,—সেই খলের ষড়যন্ত্র। কিন্তু রাজপুত্র বা ক্লডিও তো আসল ব্যাপার কিছুই বুঝিলেন না!

এইরূপ না বুঝিয়াই, ক্লডিওর অন্তরে ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রাজকুমারী হীরোর প্রতি তাঁহার যে বিশ্বাস ও স্নেহ ছিল, তাহা ঘোর অবিশ্বাস ও ঘৃণায় পরিণত হইল। তিনি মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন,—"কল্য বিবাহ-আসরে, ধর্ম্মমন্দিরে, দশের মাঝে এ কথা প্রকাশ করিয়া দিব।"

রাজপুত্রও তাহাতে পূর্ণ সম্মতি দিলেন। বলিলেন, "কল্য যাহার বিবাহ হইবে, আজ নিশীথে গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া, পর-পুরুষের সহিত তাহার আলাপ!—কিসে যে এই দুষ্টার সমুচিত শাস্তি হয়, বলিতে পারি না।"

অমৃতে গরল মিশিল।

---

(১০)

পরদিন বিবাহ-সভায় যখন সকল লোক সমবেত হইয়াছে এবং হীরো ও মেসিনা-রাজ পুরোহিতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন,—যখন পুরোহিত মাঙ্গলিক বিধির উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময় কোপপ্রজ্বলিত-হৃদয়ে, অতি ক্ষুব্ধভাবে, ক্লডিও মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। রাজকন্যা হীরো যে ঘোর অবিশ্বাসিনী ও কলঙ্কিনী, দশের মাঝে অতি কঠোর ভাষে তাহা ব্যক্ত করিলেন। সভাস্থ …কবৃন্দ সে কথা শুনিয়া অবাক্ হইল। হীরো সেই কথা শুনিয়া অতি ধীর-

গমন

ভাবে বলিল, "আমি আশা করি, আমার প্রিয়তম ক্লডিওর মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই। তিনি যাহা বলিতেছেন, ইহা অপেক্ষা ভয়ানক কথা আর কি হইতে পারে?"

মেসিনা-রাজ লিওনেটোও অধিকতর চমৎকৃত হইয়া আরাগন-রাজপুত্রকে বলিলেন, "রা ‍ ‍ার! আপনি নীরব রহিয়াছেন কেন?"

রাজপুত্র। আমি আর কি বলিব? ঘৃণায়, লজ্জায় ও অপমানে আমি আর মাথা তুলিতে পারিতেছি না। এমনই একটা অধমা কন্যার সহিত আমার প্রিয়-বন্ধুর বিবাহকার্য্যে আমি ব্রতী হইয়াছিলাম!—মহাশয়, অধিক আর কি বলিব,—"গত রাত্রিকালে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আপনার কন্যা বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া, এক পর-পুরুষের সহিত অবৈধরূপে প্রণ ালাপ করিতেছেন!"

বেনিডিক এ সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইতেছিলেন। বলিলেন, "পরিণয়ের তো এ রীতি নহে।"

হীরো এই কলঙ্কের কথায় দারুণ মর্ম্মাহত হইলেন। বলিলেন, "হায় ঈশ্বর! ইহাও কি সম্ভব?——"

তখন সেই ব্যথিতা,—লজ্জাবতী লতা রাজকুমারী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ধ হইল, বুঝি তাঁহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আরাগন-রাজপুত্র ও ক্লডিও সেই অবস্থায় সেই সভা হইতে প্রস্থান করি-ন। হীরো আর উঠিল কি না, তাহা দেখিবার জন্য একটুও অপেক্ষা লেন না। মেসিনা-রাজ লিওনেটোর সে মর্ম্মান্তিক কষ্টে তাঁহারা একবার ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। দারুণ ক্রোধ, ঘৃণা ও অভিমান,—তাঁহাদের হৃদয়কে পাষাণবৎ কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল।

---

(১১)

বেনিডিক ও বিয়াট্রিস উভয়ে মূর্চ্ছিতা হীরোর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

বেনিডিক জিজ্ঞাসিলেন,—"হীরো এখন কেমন আছেন?"

বিয়াট্রিস ভগিনীকে বড় ভালবাসিতেন। বিষণ্ণবদনে উত্তর করিলেন,—"আর কেমন আছেন!—বুঝি, চৈতন্য আর ফিরিবে না।"

হীরোর সুশীলতা ও সৎপ্রকৃতিতে বিয়াট্রিসের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সেই

ভগিনীর প্রতি এই প্রকারের অপবাদ,—বিয়াট্রিসের বিশ্বাস হইল না। কিন্তু লিওনেটোর বিশ্বাস, যে কলঙ্ক রটিয়াছে, তাহা একেবারে মিথ্যা নহে। তিনি কন্যাকে সেইরূপ মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দারুণ লোক-লজ্জায় মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"হে ঈশ্বর! আমার কন্যার দেহে আর যেন চৈতন্য ফিরিয়া না আসে!—আর যেন হতভাগিনীর নয়ন উন্মীলন না হয়!"

বৃদ্ধ পুরোহিতটি বড় বুদ্ধিমান্। মানবচরিত্রের অপূর্ব্ব রহস্য উদ্ঘাটন করিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। যখন সেই নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ রাজকুমারীর প্রতি এরূপ দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপিত হইল, তখন তিনি একান্ত মনে কুমারীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, সেই লাজশীলার মুখমণ্ডলে সহস্র সহস্রবার লজ্জার রক্তিম আভা বিদ্যুদ্বৎ চমকিতেছে। পরক্ষণেই দেখিলেন, স্বর্গের পবিত্র জ্যোতি সেই মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত হইতেছে। তিনি হীরোর চক্ষের প্রতি চাহিলেন, দেখিলেন, সে আঁখিযুগল হইতে কি-এক অপূর্ব্ব তেজ বহির্গত হইতেছে। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, রাজকুমারীর প্রতি যে কলঙ্কের আরোপ হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

পুরোহিত সেই মর্ম্মাহত রাজাকে বলিলেন,—"আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আপনার কন্যা নিরপরাধ। যদি একথা মিথ্যা হয়, তবে আমাকে নির্ব্বোধ, মূর্খ ও অবিবেক বলিয়া জানিবেন। আমার শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, মানবচরিত্রে অভিজ্ঞতা—সকলই মিথ্যা বলিয়া মনে করিবেন। আমার এই বৃদ্ধ বয়সের ভূয়োদর্শন, আমার এই খ্যাতি-প্রতিপত্তি-সম্ভ্রম, আমার এই ধর্ম্ম-যাজকতা—এ সকলই অসার অপদার্থ বলিয়া মনে করিবেন।"

এদিকে অল্পে অল্পে হীরোর চৈতন্যোদয় হইল। পুরোহিত স্নেহভরে হীরোকে জিজ্ঞাসিলেন,—"বৎসে! তোমার নামের সহিত যে ব্যক্তির কথা একত্র উচ্চারিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি কে?—তাহার কি নাম?

হীরো। যাঁহারা এই কলঙ্ক রটাইলেন, তাঁহারাই জানেন,—আমি ইহার কিছুই জানি না।

হীরো পিতাকে কহিলেন, "পিতঃ! গত রাত্রে তেমন অসময়ে কোন ব্যক্তির সহিত আমি কথা কহিয়াছি, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাকে ঘৃণা

করুন, দূর করিয়া দিন, কিংবা মৃত্যুর তুল্য কোন কঠোর যন্ত্রণা প্রদান করি
ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন।—”

পুরোহিত বলিলেন,—“আরাগন-রাজকুমার ও ক্লডিও নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রাজন্! আমি আপনাকে একটি পরামর্শ দিই। আপনি এইরূপ প্রচার করিয়া দিন যে, আপনার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। সেই দারুণ কলঙ্কের কথা শুনিয়া রাজকুমারী যে ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহাতে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিলে, কেহ অবিশ্বাস করিবে না। এবং আপনিও শোক-বসন পরিধান করুন;—কন্যার মৃত্যুতে বিধিমত সকল অনুষ্ঠান করিয়া তাহার কৃত্রিম কবর ভূমির উপর স্মৃতিস্তম্ভও স্থাপিত করুন।—দেখুন, ইহার ফল কি হয়!”

লিওনেটা। ইহার ফল কি হইবে?

পুরোহিত। এই মৃত্যু-সংবাদে লোকে হীরোর কলঙ্কের কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইবে এবং তাহার গুণের কথাই ক্রমে আলোচনা করিবে। ইহাতে কিছু উপকার হইবে। তবে আমি যতটা আশা করি, ইহা দ্বারা ততটা না হইতেও [illegible]রে। কিন্তু যখন ক্লডিও শুনিবেন যে, তাঁহার মুখে সেই নিদারুণ কলঙ্কের [illegible]থা শুনিয়া হীরোর মৃত্যু হইয়াছে, তখন ক্লডিওর হৃদয়ে হীরোর প্রতিমূর্ত্তি [illegible]রে ধীরে জাগিয়া উঠিবে। তখন অল্পে অল্পে দয়ার সহিত শোক মিশিয়া [illegible]মারীর জন্য ক্লডিও নিশ্চয়ই কাঁদিতে থাকিবেন। এবং যদি যথার্থই তাঁহার [illegible]য়ে প্রণয় সঞ্চিত হইয়া থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে বলিবেন,—[illegible]ত্য হইলেও, হায়! কেন এ কলঙ্কের ডালি বালিকার মাথায় তুলিয়া [illegible]াম!—কেন আমি রাজকুমারীর জীবনহন্তা হইলাম!”

বেনিডিক মেসিনা-রাজকে বলিলেন,—“মহাশয়! সুবিজ্ঞ পুরোহিত যেরূপ [illegible]তেছেন, ইহা মন্দ পরামর্শ নহে। আপনি জানেন, রাজকুমার ও ক্লডিও [illegible]য়েই আমার বন্ধু; উভয়কেই আমি যথেষ্ট স্নেহ করি; তথাপি প্রতিজ্ঞা [illegible]তেছি, এ সকল কথা তাঁহাদিগের কর্ণগোচর করিব না।”

[illegible]ওনেটো। আমি আর কি বলিব,—এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় আমি [illegible]ত ও হতবুদ্ধি হইয়াছি। কন্যার কলঙ্ক দূর করিতে যদি অল্পমাত্রও কোন আশা থাকে, তবে আমি তাহাই অবলম্বন করিব।

অতঃপর পুরোহিত,—মেসিনা-রাজ ও রাজকুমারী হীরোকে সান্ত্বনা করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন।

বেনিডিক ও বিয়াট্রিস সেখানে রহিলেন। তখন আর কেহ তথায় নাই। তাঁহারা পরস্পর প্রণয়ালাপে নিবিষ্ট হইলেন।—হায়! এই ঘটনা ঘটাইবার জন্যই আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কতই আগ্রহ, কতই আড়ম্বর এবং কতই কৌশল-জাল-বিস্তার!—সেই মিলন, সেই প্রণয়ালাপ, সেই শুভ দৃষ্টি, সেই সমস্তই হইল,—কিন্তু হায়! তাহারা আজ কোথায়? এই কৌতুকের মূলে যে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইতেছিল, সে উৎস আজ নীরব, নিস্তব্ধ ও চৈতন্যহীন। সেই আনন্দকারিগণের হৃদয়ে আজ দুঃখ ও শোকের ঘন মেঘ বিরাজিত!

(১২)

বেনিডিক বিয়াট্রিসকে কহিলেন, "সুন্দরি! সমস্ত ক্ষণই তো কাঁদিলে,—আরও কি কাঁদিবে?"

বিয়াট্রিস্। কি জানি, কান্না যে রোধ করিতে পারিতেছি না।

বেনিডিক। বস্তুতঃ, আমারও বিশ্বাস, তোমার গুণবতী ভগিনী হীরো সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।

বিয়াট্রিস। হায়! ভগিনীর এ কলঙ্ক দূর করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন যদি কেহ থাকে, তবে আমি বুঝি আজীবন তার কেনা হইয়া থাকি!

বেনিডিক। তুমি বোধ হয় জান প্রিয়তমে, আমি তোমায় যেমন ভালবাসি, এ পৃথিবীতে তেমন ভাল কাহাকেও বাসি না। কিন্তু তুমি এই যে অসীম স্নেহের পরিচয় দেখাইয়া আত্মবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইলে,—ইহা কি সত্য?

বিয়াট্রিস, বেনিডিকের মনোভাব বুঝিলেন। কিন্তু কিছু রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিলেন,—"আমি ইহাও বলিতেছি, এ ভূমণ্ডলে তোমাকেই অধিক ভালবাসি। অথচ যাহা বলিতেছি, ইহাও কিছু মিথ্যা নয়।—সুতরাং সহসা আমায় বিশ্বাস করিও না। দেখ, আমি এখন কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করিতেছি না। ভগিনীর অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি বিবেক-বুদ্ধি হরাইয়াছি।"

অতি আড়ম্বরে লঘু ক্রিয়া

বেনিডিক। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যেমন আমায় বাসিয়াছ, আমিও তোমায় সেইরূপ ভালবাসিয়াছি। এখন তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত।

বিয়াট্রিস। তবে—তবে সেই নিষ্ঠুর ক্লডিওকে হত্যা কর!

বেনিডিক। সমগ্র পৃথিবীর জন্যও তাহা পারি না!

ক্লডিওর প্রতি বেনিডিকের যথার্থই স্নেহ ছিল। বেনিডিকের বিশ্বাস, হীরোর প্রতি সন্দেহ করিয়া ক্লডিও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, এবং সেই ভ্রম অন্য কর্তৃক সংঘটিত হইয়াছে। বিয়াট্রিসের কথায় বেনিডিক বলিলেন, "সমগ্র পৃথিবীর জন্যও আমি প্রিয়তম বন্ধু ক্লডিওর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না।"

বিয়াট্রিস। ক্লডিও দুরাত্মা,—সে আমার ভগিনীর চরিত্রে অযথা দোষারোপ করিয়াছে। সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছে। হায়, আমি যদি পুরুষ হইয়া জন্মিতাম!

বেনিডিক। শুন বিয়াট্রিস!—

বিয়াট্রিস শুনিল না।

বেনিডিক পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলেন, বিয়াট্রিস তথাপি শুনিল না। বরং লতে লাগিলেন,—"বেনিডিক, এখনই ইহার প্রতিবিধান কর। গবাক্ষ-পথে ইয়া নিশীথে অন্য পুরুষের সহিত আলাপ সত্য হইলেও,—হায় ভগিনি! া অপবাদে তুমি এ দারুণ মনস্তাপ ভোগ করিতেছ! ক্লডিওর প্রতিশোধ র জন্য, হায়, আমি কেন পুরুষ হই নাই!—অহো! আমার এই মনোভাব , সেই পাপিষ্ঠ ক্লডিওকে সমুচিত শাস্তিপ্রদান করিতে পারে, এমন যদি আমার কেহ থাকিত! কিন্তু হায়, শিষ্টাচার ও শীলতায়,—বীরত্ব ও স অন্তর্হিত হইয়া যায়! ইচ্ছা করিলেই তো আমি পুরুষ হইতে পারি না বে আর কি করিব? কাঁদিয়াই এ অবলা-জীবন সমাপন করি।"

নিডিক। বিয়াট্রিস থামো। আমি তোমায় ভালবাসি—এই হস্ত-প্র ণ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি,—তোমায় ভালবাসি!

য়াট্রিস। তোমার এই হস্ত, আমার প্রতি তোমার প্রেমের সাক্ষ্য স্বরূ হণ না করিয়া, অন্য দিকে প্রেরণ কর।

বেনিডিক। তুমি কি মনে কর বিয়াট্রিস, ক্লডিও কর্ত্তৃক হীরোর প্রতি এই অত্যাচার সাধিত হইয়াছে ?

বিয়াট্রিস। তাহা নিশ্চয়। আমার আপন অস্তিত্বে যেমন বিশ্বাস, ক্লডিও কর্ত্তৃক এই কার্য্য সাধিত হইয়াছে,—তাহাতেও আমার সেইরূপ বিশ্বাস।

বেনিডিক। যথেষ্ট হইয়াছে।—প্রাণাধিকে! আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, ক্লডিওকে এবিষয়ে সমুচিত শিক্ষা দিব। তোমার একটিমাত্র প্রেমচুম্বন গ্রহণ পূর্ব্বক, আমি এখনই তোমার নিকট বিদায় লইতেছি। ক্লডিওর নিকট হইতে এ বিষয়ের পরিষ্কার উত্তর গ্রহণ করিতে, অবশ্যই তাহাকে বাধ্য করিব। তোমায় মিথ্যা বলিতেছি না। আমার বাক্য যেমন শুনিতেছ, আমাকে এমনই বিশ্বাস করিও। এখন যাও, তোমার ভগিনীকে সান্ত্বনা কর।

(১৩)

যখন বিয়াট্রিস ও বেনিডিকের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন বৃদ্ধ রাজা লিওনেটো,—আরাগন-রাজপুত্র ও ক্লডিওকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিতেছিলেন,—"কেন তোমরা আমার কন্যার প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হইলে ? তোমরা কেন এমন ভীষণ পাপে লিপ্ত হইলে ?"

রাজপুত্র ও ক্লডিও বলিলেন,—"মহাশয়, আপনার সহিত বিবাদ করা আমাদের ইচ্ছা নহে।—আমাদের সহিত বিবাদ করিবেন না।"

সেই সময় বেনিডিকও সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং হীরোর প্রতি কলঙ্ক আরোপের প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্লডিওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ক্লডিও এবং আরাগন-রাজপুত্র বুঝিলেন,—"বেনিডিকের এরূপ ভাবান্তর ঘটিবার আর কোন কারণ নাই,—বিয়াট্রিস ইহার মূলে আছে।" মনে মনে তাঁহারা একটু হাসিলেন। কিন্তু হাসিলেও, ক্লডিও সে আহ্বানে পরাঙ্মুখ হইলেন না। কিন্তু সেই সময় বিধির বিধান ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অন্যরূপে প্রকাশিত হইল। তাহাতে হীরোর সেই দুরপনেয় কলঙ্ক বিদূরিত হইল, এবং তৎসঙ্গে সকল দিক মঙ্গল আলোকে আলোকিত হইল। অধিকন্তু অতি আড়ম্বরের ফলও যে লঘু ক্রিয়া তাহাও প্রমাণিত হইল।

(১৪)

বেনিডিক ও ক্লডিওর মধ্যে যখন এইরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপক্রম হইতেছিল, সেই সময় একজন শান্তিরক্ষক,--সেই পাপিষ্ঠ ডন্ জনের নিযুক্ত—সেই বোরাকিওকে বন্দী করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই নীচাশয় হতভাগ্য বোরাকিও যখন তাহার দুষ্ট কার্য্য-সিদ্ধির কথা তাহার বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করিতেছিল এবং বলিতেছিল, ডন্ জন ত্বদীয় ভ্রাতা—সেই আরাগন-রাজপুত্র ডন্ পেড্রোর প্রতি হিংসা-পরবশ হইয়া, তাঁহার বন্ধু ক্লডিওর সুখের পথে কাঁটা দিবার জন্য, নিরপরাধ রাজকুমারী হীরোর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে কেমন কৃতকার্য্য হইয়াছে,—পিশাচ অনুচর যখন বুক ফুলাইয়া সেই সব পাপ-কাহিনী বলিতেছিল, শান্তিরক্ষক বিচারক অলক্ষ্যে থাকিয়া, তাহা আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়াছিলেন। তাই, উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, তিনি বোরাকিওকে সেইখানে বাঁধিয়া আনিলেন, এবং তাহাকে সকল ঘটনা প্রকাশ করিতে বলিলেন।

এখন, নিগ্রহ-ভয়ে, বোরাকিও সর্ব্বজন-সমক্ষে সকল কথাই ব্যক্ত করিল। শুনিয়া রাজপুত্র ও ক্লডিওর চৈতন্য হইল। বোরাকিও বলিতে লাগিল,—"ডন্ জনের পরামর্শে এই অতি গর্হিত কার্য্যে আমি নিযুক্ত হইয়াছিলাম। সেই [illegible]ক্ষপথে যাহাকে দাঁড় করাইয়া কথা কহিয়াছিলাম, সে রাজকুমারী হীরো [illegible]ন,—তাঁহার সহচরী মার্গারেট। রাজকুমারীর পরিচ্ছদে আবৃত থাকায় [illegible]পনারা চিনিতে পারেন নাই যে, সে রমণী প্রকৃত কে?"——

সেই কথা শুনিয়াই রাজপুত্র ও ক্লডিওর মনে হীরোর নির্দ্দোষিতা উপলব্ধি [illegible]। আবার সেই সময় সকল রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল দেখিয়া, পাপিষ্ঠ [illegible]ন, ভয়ে সে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তাহাতে সকল দিক্ আরও [illegible]রিরূপে বুঝা গেল। হীরো যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও নিষ্পাপ, তাহা সক[illegible]রই বিশ্বাস হইল।

[illegible]খন ক্লডিওর অন্তরে দারুণ অনুতাপ-অনল জ্বলিয়া উঠিল;--"হায়! তাহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া অযথা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছি!—আমি শেল[illegible]ম্য নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছি!"

[illegible]বিতে ভাবিতে ক্লডিও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় অধীর ও অস্থির হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে অতীতের অনেক কথা তাঁহার স্মৃতিমাঝে জাগিয়া উঠিল। 'সেই প্রথম-

প্রণয়-দিবসে হীরোর প্রেমময়ী মূর্ত্তি যেরূপ দেখিয়াছিলেন, আজিও যেন সেই মূর্ত্তিতে হীরো তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূতা হইতেছেন!"

আরাগন-রাজপুত্রও যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন। অতঃপর ক্লডিওকে বলিলেন,—"যখন তুমি বোরাকিওর নিকট সকল কথা শুনিতেছিলে, তখন তোমার হৃদয়ে কি তীব্র জ্বালা উপস্থিত হইল বল দেখি!—অন্তরে যেন লৌহ-শলাকা বিদ্ধ হইল!—না?"

ক্লডিও। বোরাকিও যখন সকল কথা বলিতেছিল, তখন আমার মনে হইতেছিল, বুঝি আমি হাতে করিয়া কালকূট সেবন করিয়াছি!

তারপর অনুতপ্ত ক্লডিও,—বৃদ্ধ রাজা লিওনেটোর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন এবং গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"রাজন্! আমি নিতান্ত অবিবেচক ও মূঢ়;—আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। এক্ষণে আপনি আমায় সমুচিত শাস্তি প্রদান করুন। আমি আপনার সরলা কন্যার প্রতি যে অতি-বড় নিষ্ঠুর পিশাচের আচরণ করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া, বোধ হয় অনায়াসে আজীবন সেই শাস্তি ভোগ করিতে পারিব। অন্ততঃ তাহা পারা উচিত।—হা নির্দ্দোষ বালিকা! হা পবিত্রতার আধার!——"

লিওনেটো এক শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। তিনি বলিলেন,—"হীরোর অনুরূপা আমার আর এক কুমারী-কন্যা আছে। তাহাকেই তোমায় বিবাহ করিতে হইবে।"

ক্লডিও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং বলিলেন,—"মহাশয় যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে আমি কোন আপত্তি করিব না। সেই কুমারী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা;—এমন অবস্থায় তিনি যদি অতি কুরূপা, নির্গুণা এবং আরও কিছু হন, তবুও আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব।"

বলা বাহুল্য, আরাগন-রাজপুত্রও মেসিনা-রাজের নিকট যথোচিত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও হীরোর জন্য তাঁহাদের বিশেষতঃ ক্লডিওর অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হীরোর কবরের উপর যে স্মৃতি-স্তম্ভ ছিল, ক্লডিও সে দিন সারানিশি সেইখানে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

(১৫)

পরদিন প্রভাতে আরাগন-রাজপুত্র, ক্লডিওকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মেসিনা-রাজ লিওনেটো, বিয়াট্রিস, বেনেডিক, পুরোহিত প্রভৃতি সকলে উপস্থিত ছিলেন।

লিওনেটো, ক্লডিওর হস্তে কুমারীকে অর্পণ করিলেন। কুমারীর মুখখানি তখন ছদ্মবেশে আবৃত ছিল। ক্লডিও অবশ্যই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ক্লডিও বলিলেন,—"এই পুরোহিত আমাদিগের সম্মুখে রহিয়াছেন।—তোমার হস্ত আমার হস্তের উপরে দাও। যদি তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ কর, তবে আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাকেও সর্ব্বান্তঃকরণে সানন্দে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব।"

তখন সেই অবগুণ্ঠনাবৃতা কুমারী বলিলেন,—"যখন আমি বাঁচিয়া ছিলাম, তখনও আমি তোমার পত্নী ছিলাম।"

স্বর শুনিয়া ক্লডিও চমৎকৃত হইলেন; তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "হায় ঈশ্বর! আমায় এ কি করিলে? কেন আমার এ বিষম আত্মবিস্মৃতি আসিল?"

তারপর ধীরে ধীরে কুমারীর অবগুণ্ঠন অপসৃত হইল।—কিন্তু একি! মারী ত অন্য কেহ নহেন,—ইনি যে স্বয়ং হীরো!—কিন্তু ক্লডিও চক্ষে খিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

বিশ্বাস করিবেন কিরূপে? সকলেই শুনিয়াছিল, হীরোর মৃত্যু হইয়াছে, বে আবার এ কি প্রহেলিকা! ক্লডিও নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস করিলেন। পুত্রও সেইরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"ইঁহাকে তো সুন্দরী বলিয়াই বোধ হইতেছে!—মহারাজ! ইনি কি আমাদের সেই পূর্ব্ব-পা চিতা—আপনার স্নেহময়ী কন্যা হীরো নহেন?

লিওনেটো। রাজকুমার, এই বালিকা আমার সেই হীরোই বটে। কিন্তু কলঙ্ক জীবিত ছিল, ততদিন হীরোর মৃত্যু হইয়াছিল; এখন কলঙ্ক মরিয়াছে, তাই হীরোও পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে।

ই অভাবনীয় অপূর্ব্ব-আনন্দ-মিলনে ক্লডিও ও আরাগন-রাজপুত্রের আনন্দের আর অবধি রহিল না। বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, এ

রহস্তব্যাপার আদ্যোপান্ত সকলকে বুঝাইয়া দিতে পুরোহিত অঙ্গীকার করিলেন।

অতি আড়ম্বরে লঘু ক্রিয়া

ক্লডিও ও হীরোর বিবাহ-কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইতেছে, এমন বেনিডিক, মেসিনা-রাজের নিকট বিয়াট্রিসকে প্রার্থনা করিলেন।

বিয়াট্রিস কিছু ইতস্ততঃ করিলেন। কিন্তু বেনিডিক সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়তমে, তুমি যে আমায় ভালবাস, সে কথা আমি হীরোর নিকট স্পষ্টই শুনিয়াছি।"

তখন আবার সেই সব কথা উঠিল। বন্ধুগণের সেই কুঞ্জান্তরালে দণ্ডায়মান, বেনিডিন ও বিয়াট্রিস-সংক্রান্ত আপনাদের সেই মন-গড়া ভাব-ভালবাসা এবং প্রেম-প্রণয় বিষয়িণী সকল কথা,—তখন একে একে উঠিতে লাগিল, এবং তাহা লইয়া সকলের মধ্যে একটা উচ্চ হাস্যের রোল উত্থিত হইল। তখন বেনিডিক ও বিয়াট্রিস উভয়েই বুঝিলেন, অন্যের কৌশলে প্রতারিত হইয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে ভুল করিয়া,—ভালবাসিয়াছেন। কিন্তু সেই ভুল করিয়া ভালবাসিয়াও, এক্ষণে উভয়ের মধ্যে অকপট প্রণয় সংস্থাপিত হইয়াছে। সে প্রণয় সহজে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। যখন বেনিডিক বিবাহে একান্ত স্থিরসঙ্কল্প হইলেন, তখন তিনি বলিলেন,—"এই বিবাহের প্রতি সমগ্র পৃথিবীও যদি অনাস্থা প্রদর্শন করে, তথাপি আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না।"

কিন্তু স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তা বশতঃ বলিলেন, "কি জান বিয়াট্রিস, রোর মুখে শুনিয়াছিলাম, তুমি আমাকে একান্ত ভালবাস, এবং আমাকে ইবার জন্য নাকি তুমি পাগলিনীপ্রায় হইয়াছিলে,—তাই কি করি, দয়া করিয়া তোমায় ভালবাসিয়াছি!"

বিয়াট্রিসও হটিবার মেয়ে নন। তিনিও বলিলেন, "আমিও শুনিয়াছিলাম, ার জন্য তুমি নাকি একেবারে মরিতে বসিয়াছিলে,—তাই কি করি, একটা হত্যার পাতক হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া, সকলের অনুরোধে, ায় গ্রহণ করিতেছি।"

াইরূপে সেই রহস্যপ্রিয়, রঙ্গ-রস-রসিক, পরস্পরের প্রতি চির-বিদ্বেষভাবাপন্ন যুবক-যুবতী দাম্পত্যমিলনে মিলিত হইলেন।

ডিও ও হীরোর শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, রাজ-পুরোহিত উপস্থিত গুলীকে সকল রহস্য প্রকাশ করিলেন। তখন সকলেই হাসিমুখে সুখে পান-ভোজনান্তে গৃহে ফিরিল।

কাহিনী শেষ করিবার আর একটা কথা আছে। সেই পাপাত্মা ডন্ জন্ অবিলম্বে ধৃত হইয়াছিল এবং তাহার সম্মুখেই এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।—জনের পক্ষে ইহা বড় কম শাস্তি হয় নাই।

ইতি মধুরেণ সমাপয়েৎ।

জুলিয়াস্ সিজার।

(JULIUS CÆSAR.)

[বাঙ্গালার পাঠক ইতিহাস পড়িতে ভালবাসেন না। অথচ যে আখ্যায়িকা লিখিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা। সুতরাং ইতিহাসের কথা পূর্ব্বে কিছু না বলিলে, সহজে কিছু বোধগম্য না হইতেও পারে। তাই আমরা ইতিহাসসম্বন্ধীয় দুই এক কথা মুখবন্ধস্বরূপ এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। প্লুটার্কের "জীবনী" হইতে এই কয়েক ছত্র সঙ্কলিত হইল।]

মুখবন্ধ।

যখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সিলা রোমের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, জুলিয়াস্ সিজার অল্পবয়স্ক বালকমাত্র। কিন্তু সেই বালকের তেজ, সাহস ও নির্ভীকতার য় তখন হইতেই পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষ বয়সে সিজার পিতৃহীন হন, এবং তৎ পরবৎসরে পৌরহিত-কার্য্যে নিযুক্ত হন। সিলার নিষেধসত্ত্বেও সিজার কার্ণিলিয়াকে বিবাহ করেন। এই কর্ণিলিয়া,—সিলার প্রতিদ্বন্দী সিনার কন্যা। দেশের অন্যতম্ প্রধান শত্রু সিনার কন্যাকে বিবাহ করাতে, সিলা সিজারের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে সিলার ক্রোধ-বহ্নি সঞ্চিত হয়। সেই ক্রোধ-বহ্নিতে দেশের শত শত লোক যখন ভস্মীভূত হইতেছিল,—সারা দেশ ব্যাপিয়া যখন হাহাধ্বনি উত্থিত হইতেছিল,—অধিকন্তু সিলার

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে যখন কেহ সাহসী হয় নাই,—সেই সময় সিজারের এই অপরাধ ঘটিল, সুতরাং সে অপরাধ উপেক্ষিত হইবার নহে। সিলা প্রকাশ্যভাবে সিজারের বিনাশসাধনের সঙ্কল্প করিলেন।

সিজার প্রাণভয়ে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ, সিলাকে, বালক সিজারের অপরাধ বিস্মৃত হইতে এবং তাহাকে ক্ষমা করিতে, অনুরোধ করিলেন। সিলা হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"তোমরা এই বালককে চিনিতে পার নাই। এই বালক,—যাহার জন্য তোমরা আমায় অনুরোধ করিতেছ,—এই বালক একদিন এই দেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিবে, এবং দেশধ্বংসের কারণ হইবে।"

সিলার অনুমান একেবারে মিথ্যা হয় নাই। অল্প বয়স হইতেই সিজারের জীবনে, তাহার আভাসও পাওয়া গিয়াছিল।

যখন সিজার বিদ্যাশিক্ষার জন্য দেশান্তরে গমন করিয়াছিলেন, তখন পথে এক দল জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হন। সিজার দস্যুগণকে বহু অর্থ দিয়া মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু তাহাদিগকে বলেন,—"আমি ইহার প্রতিশোধ লইতে ভুলিব না।"

বস্তুতঃ অতি সত্বর তিনি কথামত কার্য্য করিয়াছিলেন।

অধ্যয়নকালে সিজারের বিলক্ষণ বাক্‌পটুতা জন্মে। সুবিখ্যাত বাগ্মী সিসিরো ও তিনি,—এক গুরুর ছাত্র ছিলেন। সিসিরোর স্বভাবতঃই এমন একটা ক্ষমতা ছিল,যাহাতে বাগ্মিতায় তিনি সর্ব্বজয়ী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সিজারও সিসিরো অপেক্ষা কিছু কম হইলেও, বাগ্মিতায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সিসিরোকে অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল না। তবে বাগ্মিতার সঙ্গে সঙ্গে রণকৌশল শিক্ষা করাতে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত। সূক্ষ্মদর্শী, রাজনীতিজ্ঞ কেটোর রাজনীতি অবলম্বনে সিসিরো গভীর উদ্দীপনায় ও তেজস্বিনী ভাষায় যে গ্রন্থ রচনা করেন, সিজার তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, অন্য এক গ্রন্থ (Anti-Cato) লিখিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ লিখিত হইল,—"একজন সৈনিকের হস্তে গ্রন্থের ভাষা ও ভাব যেরূপ হওয়া উচিত, তাহাই হইয়াছে। তাই ইহার মধ্যে, আজীবন শিক্ষানুরাগী মহাপণ্ডিতের লিপিকুশলতা নাই।"

সিজারের বাগ্মীতা,—তাঁহার স্বদেশস্থ সকলের ভাল লাগিত। সিজারের সাধারণ ব্যবহার উদার ও বিনীত ছিল। সিজার একে একে রোমে অনেক বন্ধু পাইলেন, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ হইতে ক্রমশঃই তিনি এক অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

তখন সিলার ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, এবং অনতি-বিলম্বেই তিনি শাসনকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, সাধারণ লোকের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মধুর ব্যবহার, সার্ব্বজনীন প্রীতি, সাহস, নির্ভীকতা এবং নানা কৌশলে,—সিজার ক্রমশঃই মাথা তুলিতে লাগি-লেন। ক্রমশঃ তিনি স্পেন-শাসনের ভার পাইলেন। রোমে তখন ক্রেসাস ও পম্পির নাম সুবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। সিজার স্পেনে নানা উপায়ে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া দেশে ফিরিলেন, এবং পম্পির সহিত মিলিত হই-লেন। পম্পির সহিত সম্বন্ধ সুদৃঢ় করিবার জন্য, সিজার আপন কন্যা জুলি-য়াকে পম্পির হস্তে সমর্পণ করিলেন। উভয়েই উভয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া দেশের প্রধান পদ আয়ত্তাধীন করিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসরের জন্য সিজার গলদিগের উপর শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে, তিনি রোম-সাম্রাজ্য দিন দিন বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তিনি ব্রিটেন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে ব্রিটেনের আজ জগৎযোড়া নাম, এবং যাহার ক্ষমতা ও প্রতাপ আজ সর্ব্বপ্রধান, তখন, সে দেশের নামও কেহ জানিত না।

সিজার এবং পম্পি উভয়েরই ক্ষমতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে ক্রেসাসের মৃত্যু হইল এবং সিজারের কন্যা জুলিয়ারও মৃত্যু হইল। এই উভয়ের মৃত্যুতে সিজার ও পম্পি, যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন।

উভয়েই উভয়কে বাড়াইলেও, উভয়ের মধ্যে ধিকি ধিকি বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিতেছিল। কেহ কাহাকে ছাড়াইয়া উঠিতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না,—উভয়েই সর্ব্বপ্রধান হইবার আশা করিতেছিলেন। জুলিয়ার মৃত্যু হইলে সহিত পম্পির সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল,—ক্রেসাসও আর মাঝখানে রহিলেন ং এক্ষণে সিজার ও পম্পির পরস্পরের প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে ধা রহিল না।

রোমের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল। উচ্চ পদপ্রার্থী

ব্যক্তিগণের মধ্যে ঘুষ লওয়া প্রচলিত হইয়াছিল, এবং সময়ে সময়ে এক একটি ছোট খাট অন্তর্বিদ্রোহও উপস্থিত হইল। তাহার উপর সিজার ও পম্পির বিদ্বেষ-ভাব ক্রমশঃ একটি বিদ্রোহে পরিণত হইল। রোমের বিচারাসনে, দেশের যে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি আসীন ছিলেন, পম্পি তাঁহাদের নিকট আপন পক্ষ সমর্থন করিয়া, সিজারের হস্ত হইতে সমস্ত সৈন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। সিজারও দূরে থাকিয়া, সেই মর্ম্মে, পম্পির বিরুদ্ধে আবেদন করিলেন। সিজারের আবেদন অগ্রাহ্য হইল এবং পম্পিরই জয় হইল। যথাকালে সিজারের প্রিয়বন্ধু আণ্টনি এই সংবাদ লইয়া, সিজারের নিকট উপস্থিত হইলেন। আণ্টনি তখন কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পম্পির লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সিজার এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া, প্রকাশ্যরূপে পম্পির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন।

তখন উন্মুক্ত অসিহস্তে সিজার ইটালী প্রবেশ করিলেন, এবং দুই মাসের মধ্যে সমগ্র ইটালী আপন আয়ত্তাধীন করিয়া রোমে উপনীত হইলেন। তখন পম্পি তাঁহার দলবল লইয়া রোম হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সিজার রোম হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া পম্পির বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং খৃষ্ট জন্মের আটচল্লিস বৎসর পূর্ব্বে, ফার্সেলিয়া রণক্ষেত্রে পম্পির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে পম্পি পরাজিত হইলেন এবং ইজিপ্ট নগরে পলায়ন করিলেন। সেখানে এক ঘাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল। সিজার পম্পির অনুসরণ করিয়া ইজিপ্টে উপস্থিত হইলেন, এবং ইজিপ্টের ভোগলালসাবতী, ইতিহাস-বিখ্যাতা রূপবতী,—রাণী ক্লিওপেট্রার প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া, কিছুদিনের জন্য আপন অতুল নাম ও যশঃ ডুবাইয়া রাখিলেন।

যখন তিনি আলেক্‌জেন্দ্রিয়া নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার বিপদের সীমা রহিল না। তথাপি অসীম সাহসে আপনাকে বিপদমুক্ত করিয়া, শেষে তিনি ইজিপ্ট আপনার শাসনাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তার পর আফ্রিকার নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি স্পেনে উপনীত হইলেন। পম্পির মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণ সিজারের বিরুদ্ধে স্পেনে এক বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সিজার এই বিদ্রোহ দমনের জন্য পম্পির পুত্রগণকেও বিনষ্ট করিলেন।

আর কোথাও তাঁহার কোন শত্রু রহিল না। সিজার এক্ষণে সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু পম্পির বংশধরগণকে এইরূপে উচ্ছেদ করায়, দেশের লোকের মনঃকষ্টের সীমা ছিল না। রোমে তখনও এমন লোকের সংখ্যা অধিক ছিল, যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে পম্পির স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিত। পম্পির সেই ভক্তবৃন্দ সিজারের এই নিষ্ঠুর কার্য্যে সাহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিল না। সিজার রোমে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহার বিজয়লাভের সম্মানস্বরূপ রোমে অনেক আমোদ উল্লাস এবং সদনুষ্ঠান হইতে লাগিল বটে;—কিন্তু সকলে তাহাতে যোগ দিল না।

যতদূর উঠিবার, সিজার আপন ক্ষমতায়, সে উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিলেন। এই অসাধারণ উত্থানে অনেকেই তাঁহার শত্রু হইল। তাঁহার এই ক্ষমতা-বৃদ্ধির পরিণাম কি হইবে, ইহা ভাবিয়া, কূটবুদ্ধি রাজনৈতিক পুরুষগণ যেমন চিন্তিত হইতেন, উচ্চপদস্থ তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার সেই ক্ষমতা লাঘবের জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতেন।

ইহার পর যাহা ঘটিল, সিজার-জীবনের সেই সকল ঘটনা লইয়া, মহাকবি সেক্সপিয়র তাঁহার "জুলিয়াস্ সিজার" প্রণয়ন করিয়াছেন।

সিজারের ব্যক্তিগত এবং সাধারণ-চরিত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা বলাও আবশ্যক মনে করি। সর্ব্বপ্রধান হইবার বাসনা,—তাঁহার মনে এতই প্রবলা ছিল যে, রোমের দ্বিতীয় পদ উপেক্ষা করিয়াও, সুদূর পল্লীতে সর্ব্বপ্রথম পদের তিনি অভিলাষী হইতেন। দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বীরাগ্রগণ্য হইবেন,—সর্ব্বলোকের প্রীতি ও সম্মান পাইবেন, ইহা তাঁহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল। যখন তিনি স্পেনে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় মহাবীর আলেক্জান্দারের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার নয়নে অবিরল বারিধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—"এই মহাবীর যে বয়সে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, আমি সে বয়সে কি করিলাম!"

সিজারের বাগ্মিতার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাণ্ডিত্যেও তাঁহার শক্তি কম নহে। তাঁহার কয়খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। একদিকে যুদ্ধনৈপুণ্য, অন্যদিকে এই পাণ্ডিত্য,—এই দুই গুণ তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তিনি দেশে তদানীন্তন পঞ্জিকার সংস্কার ও সংস্করণ করিয়াছিলেন। গল্সদিগের

সহিত যখন তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন সেই যুদ্ধস্থলেই তাঁহার যুদ্ধ-বিবরণ,—তাঁহার সেই চিরস্মরণীয় গ্রন্থে (Commentaries) লিপিবদ্ধ হয়।

দেশের সাধারণ কার্য্যের উদ্দেশে বৃহৎ প্রাসাদশ্রেণী, সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি,—তিনি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং নানাবিধ, শিল্পকর্ম্মের প্রসারে দেশকে উন্নত ও বর্দ্ধিত-শ্রী করিয়া, তিনি দেশ দেশান্তরে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, একই সময়ে অনেকগুলি কার্য্যে তিনি আপনাকে নিয়োজিত করিতে পারিতেন।—একই সময়ে কর্ণে শুনিতেন, চক্ষে পুস্তক দেখিতেন, হস্তে লিখিতেন, পায়ে ঘোড়ায় চাপিতেন, এবং মনে চিন্তা করিতেন।

রোমের সেনেট-সভা হইতে সিজারকে বহু উপাধি প্রদত্ত হইল। স্বদেশ-উন্নতির কারণ তাঁহাকে বিজয়-মুকুট প্রদত্ত হইল। এবং দেশহিতকর নানা কার্য্যের জন্য, তাঁহাকে সমগ্র রোমসাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া অভিহিত করিতে সেনেট-সভা মনস্থ করিলেন। সিজার ইটালি এবং ইটালির প্রধান নগর রোম ব্যতীত আর সকল দেশের রাজা হইতে পারিতেন। কিন্তু সেনেটসভার সে আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, সিজারকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিসে এবং কিরূপে, তাহা মহাকবির কাব্য-আলেখ্যেই পরিদর্শন করুন।

---

(১)

পম্পির বংশধরগণকে নিহত করিয়া, স্পেন হইতে জুলিয়াস্ সিজার জয়োল্লাসে রোমে প্রত্যাগত হইলে, নগরীতে মহা সমারোহের উদ্যোগ হইল। জন সাধারণ সেই সমারোহে যোগ দিল। তবে দেশের গণ্য মান্য বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ,—সকলে যোগ দিলেন না। পম্পির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বশতঃ,—তাঁহার পুত্রগণের বিনাশে উল্লসিত না হইয়া, যোগ দিলেন না,—অধিকন্ত কেহ কেহ সিজারের প্রতি বিরূপ এবং বক্র হইলেন।

সিজারের সর্ব্বোচ্চক্ষমতার উৎসাহদাতার সংখ্যা একদিকে যেমন অধিক, অন্যদিকে তাঁহার শত্রুসংখ্যাও অল্প ছিল না। তাঁহার উন্নতিতে অন্তরের অন্তরে অনেকেরই বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিতেছিল। কখন পরিষ্কাররূপে তাহা প্রকাশ পাইত, কখন বা প্রচ্ছন্নভাবে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু আজিকার ঘটনায়

যাহারা তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, তাহারা প্রকাশ্যভাবেই তাঁহার শত্রুতা করিতে লাগিল।

যখন দলে দলে সাধারণ লোকবৃন্দ বিজয়ী সিজারকে দেখিতে আসিতে লাগিল, তখন শত্রুপক্ষের কর্ম্মচারীবৃন্দ সেই জনতা ভাঙ্গিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। ফ্লেভিয়াস্ ও ম্যারুলাস্ তখন নগরের শান্তিরক্ষক। তাহারা সমাগত লোকদিগকে তাড়না করিতে লাগিল। এবং এক এক জনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? কেন আসিতেছ?"

একজন বলিল, সে মিস্ত্রীর কাজ করে। ফ্লেভিয়াস্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তোমার অস্ত্র শস্ত্র কোথায়?—এমন সুন্দর পরিচ্ছদেই বা কেন আসিলে?"

আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" সে বলিল, "আমি চর্ম্মকার,—চাম্‌ড়ার কাজ করিয়া থাকি।"

আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" সে বলিল, "আমি মুচি,—ছেঁড়া জুতা মেরামত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করি। আমি পুরাতন জুতার বৈদ্যস্বরূপ।—যখন তাহাকে বড়ই অসহায় দেখি, তখন তাহার উদ্ধার করি।"

ফ্লেভিয়াস্। তবে মূর্খগণ! দোকান-পাট বন্ধ করিয়া, আজ পথে এত ভিড় করিতেছিস কেন?

মুচি। মহাশয়! ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পথ চলিতেছি এইজন্য যে, হাঁটিয়া-হাঁটিয়া ইহাদের জুতা ছিঁড়িবে, আর আমারও দুই পয়সা উপায় হইবে। কিন্তু আসল কথা এই।—আজ আমাদের বিশ্রাম দিন। আমরা মহাত্মা সিজারকে দেখিতে আসিয়াছি। তাঁহার বিজয়-উৎসবে আনন্দ করিতে আসিয়াছি।

ম্যারুলাস্। আনন্দ করিতে আসিয়াছ? কিসের আনন্দ? সিজার রোমে কি ধন-রত্ন আনিয়াছেন এবং এমন কত বন্দী আনিয়াছেন যে, তাঁহার বিজয়-শকটের চক্রের সহিত তাহাদিগকে বাঁধিয়া, তাঁহার আনন্দ-উৎসব সম্পন্ন হইবে, এবং তাহা দেখিয়া তোমরা চক্ষু সার্থক করিবে? মূর্খ কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন তোমরা,—চক্ষুহীন, প্রাণহীন, চেতনাহীন, জড়পিণ্ডের ন্যায় তোমরা! —রোমের অতি নৃশংস,—নিষ্ঠুর লোক তোমরা! পম্পিকে তোমরা জান না,—কত বার,—যখন পম্পি শত্রু জয় করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিবার

জন্য,—কতবার তোমরা গৃহের দেওয়ালে, উচ্চ প্রাচীরে, মুক্ত বাতায়নে,—প্রভৃতি কত উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়াছ ;—তোমাদের শিশুদিগকে কোলে লইয়া সারাদিন স্থিরভাবে আশানেত্রে চাহিয়া থাকিয়াছ,——কখন পম্পি সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইবেন ! যখন দূরে তাঁহার শকটের অতি অল্পমাত্র চিহ্ন দেখা যাইত, আনন্দ-উৎসাহে তোমরা এমনি উচ্চধ্বনি করিতে যে, তাহাতে টাইবারের জল অবধি কাঁপিয়া উঠিত ! আর আজ ?—আজ তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদে সাজিয়া, পথে পথে জনতা করিতেছ,—কাহাকে দেখিবার জন্য ?—না, যে তোমাদের সেই চিরযশস্বী পম্পির পুত্রগণকে নিষ্ঠুররূপে বিনাশ করিয়' আসিয়াছে !—দূর হও হতভাগ্যগণ ! গৃহে গিয়া, জানু পাতিয়া, ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর,—তিনি তোমাদের এই অকৃতজ্ঞতার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

ফ্লেভিয়াস্। হে স্বদেশবাসী বন্ধুগণ ! তোমরা এখনি তোমাদের ন্যায় দরিদ্র লোকদিগকে আহ্বান করিয়া, টাইবার নদীতীরে বসিয়া, এই অপরাধের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাক। তাহাতে যেন, টাইবারের সর্ব্বনিম্নস্রোতও স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইয়া, টাইবারের সর্ব্বোচ্চ তীরভূমি প্লাবিত করিতে পারে !

একে একে সকলে গৃহে ফিরিল। ফ্লেভিয়াস্ মেরুলাস্‌কে বলিল, "দেখ, ইহাদিগকে সিজারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে হইবে। এক কথায়, ইহারা অপরাধীর ন্যায় বাক্যহীন হইয়া অপসারিত হইল। তুমি নগর মধ্যে যাও এবং আমি অন্য পথ ধরি। যেখানে যেখানে দেখিবে, সিজারের প্রতিমূর্ত্তি নানা সাজে সজ্জিত হইয়াছে, সেই সেই খানে তৎক্ষণাৎ তাহা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া-ছিঁড়িয়া ফেলিবে।"

মেরুলাস্। কিন্তু কাজটা কি সহজ ? তাহা কি আমরা পারি ? তুমি ত জানো, 'লুপার্কেল' * মহোৎসবের সময় উপস্থিত।

---

* রোম নগরে প্রতি বৎসরে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই মহোৎসব সম্পন্ন হইত। ইহাকে 'লুপার্কেল' বা 'মেষপালকদিগের উৎসব' বলা হইত। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সেইদিন বিবস্ত্র হইয়া পথে পথে ছুটাছুটি করিতেন। এবং বিস্তর ভদ্রবংশীয়া মহিলা তাঁহাদের পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তাঁহারা হাত বাড়াইয়া থাকিতেন এবং যাহারা দৌড়িয়া যাইত, তাহারা সেই হাত স্পর্শ করিয়া যাইত। এইরূপ প্রবাদ যে, সেই মহিলাগণের মধ্যে যদি কেহ অন্তঃসত্ত্বা থাকিতেন, তবে সেই স্পর্শের গুণে সহজে তাঁহারা প্রসব হইতেন, এবং যদি কেহ অপুত্রক থাকিতেন, তবে তিনি পুত্রবতী হইতেন।

জীবন ও মৃত্যু দুই-ই একই চক্ষে—একই ভাবে দেখিতে, যাঁহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেন না,—তাঁহাদের আশঙ্কা, পাছে সিজার এই সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া, সেই স্বদেশের স্বাধীনতা-সুখ চিরদিনের জন্য ঘুচাইয়া দিন। এইরূপ চিন্তা হইতেই তাঁহারা সিজারের বিপক্ষপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রুটাস ইঁহাদেরই অগ্রণী। নহিলে, ব্রুটাস সিজারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু,—সিজারের পদগৌরবে তিনি উল্লসিত এবং সিজারের মঙ্গল-কামনায় তিনি মুক্তপ্রাণ। কিন্তু একদিকে বন্ধুর প্রতি হৃদয়ের অনুরাগ, অন্যদিকে স্বদেশবাৎসল্য।—ব্রুটাস্ আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিতে পারেন, কিন্তু স্বদেশের ধূলি-কণাও, অধীনতা-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে দিতে পারেন না।

আজ এক এক করিয়া, যখন সকলে সেই মহোৎসবে যোগদান করিলেন, ব্রুটাস্ তখন চিন্তিত মনে দাঁড়াইয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। ব্রুটাস্ নিজের পথে একাকী ছিলেন না। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে কেহ তাঁহার সহিত যোগদান করে নাই।

কাসিয়াস্‌ও সিজারের উন্নতির পথে একজন অন্তরায় স্বরূপ বটে, কিন্তু যে মহতী আশায় ব্রুটাস্,—প্রিয়বন্ধু সিজারের শত্রুস্থানীয় হইয়াছিলেন, সে মহতী আশা কাসিয়াসের আদৌ ছিল না। পরন্তু সিজারের গৌরব-শ্রীতে কাসিয়াস্ নিতান্ত কাতর। কাসিয়াসের একটা বিশেষ শক্তি ছিল যে, লোকের মনোভাব বুঝিয়া, তাহার সহিত শীঘ্র মিশিতে পারিতেন এবং একজোটে কাজ করিতে পারিতেন। তাই কাসিয়াস্ যখন দেখিলেন, ব্রুটাস্ সিজারের সহিত যোগ দিলেন না, তখনই তিনি বুঝিলেন, ভিতরে কিছু রহস্য আছে। সেই রহস্য জানিবার জন্য তিনিও উৎসবে যোগদান না করিয়া, ব্রুটাসের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। অথচ মুখে ব্রুটাস্‌কে জিজ্ঞাসিলেন,—

"তুমি কি এই উৎসব দেখিতে যাইবে?"

ব্রুটাস্। না।

কাসিয়াস্। আমি অনুরোধ করি, তুমি চল।

ব্রুটাস্। আমার মন বড় ভাল নাই। আণ্টনি যেমন ক্রীড়া-কৌতুকে উৎসাহশীল, আমার তেমন উৎসাহ নাই। কিন্তু কাসিয়াস্, তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে চাহি না। তুমি যাইতে ইচ্ছা করো,—যাও।

কাসিয়াস্‌। ব্রুটাস্‌! আজ কয়দিন আমি তোমায় বিশেষভাবে দেখিতেছি। তোমার চক্ষে বন্ধুত্বের সেই করুণা ও স্নেহ আর বড় দেখিতে পাই না। যে তোমায় একান্ত মনে ভালবাসে, তাহার প্রতি তুমি যেন বিপরীত আচরণের ভাব দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছ।

ব্রুটাস্‌। কাসিয়াস্‌! তুমি এমন ভুল বুঝিও না। যদি আমার দৃষ্টির কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা তোমাদিগের প্রতি নহে,—সে আমার নিজের প্রতি। আজ কিছুদিন হইতে মনে কত বিভিন্ন ভাবের উদয় হইয়াছে! এমন কত চিন্তা আসিয়াছে, যাহা কেবল আমার আত্ম-সম্পর্কীয় বলিয়াই মনে করি। তাহাতেই বোধ হয়, আমার বন্ধুগণের প্রতি আমার ব্যবহার কিছু বিপরীত হইয়া থাকিবে; কিন্তু সেজন্য আমার বন্ধুগণ যেন দুঃখিত না হন, এবং কাসিয়াস! তুমিও তাঁহাদের একজন,—তুমিও যেন দুঃখিত না হও। আমার এই আনমনা উপেক্ষা ভাব,—অন্যরূপ না বুঝিয়া, ইহাই বুঝিও যে ব্রুটাস্‌ এখন নিজের সহিত নিজেই অবিশ্রাম সংগ্রাম করিতেছে,—তাহাতেই তাহার অন্যের প্রতি স্নেহ-ব্যবহারের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

কাসিয়াস। ব্রুটাস্‌! বস্তুতই আমি তোমার মনোভাব না বুঝিয়া, ভুল করিয়াছি। আমিও আমার অন্তরে অনেক প্রয়োজনীয় কথা লুকাইয়া রাখিয়াছি।—আচ্ছা, বলো দেখি, তুমি কি তোমার মুখ দেখিতে পাও?

ব্রুটাস্‌। না কাসিয়াস্‌! চক্ষু নিজেকেই নিজে দেখিতে পায় না। অন্য জিনিস দেখিয়া, তাহার প্রতিবিম্বে আপনাকে দেখিয়া থাকে।

কাসিয়াস্‌। ঠিক তাই।—ব্রুটাস্‌! এ বড় দুঃখের কথা যে, তোমার তেমন দর্পণ নাই, যাহার প্রতিবিম্বে তোমার লুক্কায়িত গুণরাশি তোমার চক্ষে প্রতিভাত হয়,—যাহাতে তুমি তোমার নিজের প্রতিবিম্ব নিজে দেখিতে পাও। আমি শুনিয়াছি, রোমের বিস্তর গণ্যমান্য লোক,—কেবল প্রতাপশীল সিজার ব্যতীত,—ব্রুটাসের কথায় আনন্দিত হন এবং বর্ত্তমান সময়ের কঠিন শাসনে একান্ত কাতর হইয়া মনে মনে বলিতে থাকেন,—"হায়! ব্রুটাসের যদি চক্ষু থাকিত!—ব্রুটাস যদি নিজেকে নিজে দেখিতে পাইতেন!"

ব্রুটাস। কাসিয়াস্‌! তুমি কি বলিতে চাও?—যাহা আমাতে নাই, আমার ভিতর তাহা দেখাইবার প্রয়াস করিয়া, তুমি কি আমাকে বিপদে ফেলিতে চাও?

কাসিয়াস্। ব্রুটাস! তবে শুন,—আমি কি বলিতে চাই! যখন তুমি প্রতিবিম্ব ব্যতীত নিজেকে দেখিতে পাও না, তখন আমি তোমার দর্পণ স্বরূপ হইয়া তোমাকে দেখাই,—তুমি কি! আমার প্রতি সন্দেহ করিও না। যদি আমি একটা শূন্য-হৃদয় ভাঁড়মাত্র হইতাম, কিংবা ভালবাসার কথা কহিয়া নূতন নূতন উপায়ে লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম, এবং তোষামোদে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া পরে নিন্দায় জর্জ্জরিত করিতে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে তুমি আমায় ভীষণ লোক বলিয়া মনে করিতে পারিতে।—কিন্তু আমি তাহা নহি।

অদূরে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। দুইজনে চমকিয়া দাঁড়াইলেন।

---

(৪)

ব্রুটাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের এ কোলাহল? আমার আশঙ্কা হয়, লোক-সাধারণ বুঝি বা, সিজারকে রাজ-উপাধি দিয়া, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে!"

কাসিয়াস্। তুমি কি ইহা আশঙ্কা করো? তবে বোধ হয়, তুমি ইহা ইচ্ছা কর না যে, সিজার রাজা হউন।

ব্রুটাস। কাসিয়াস্, সত্যই আমি তাহা ইচ্ছা করি না। কিন্তু তবু আমি সিজারকে বড় ভালবাসি।——তুমি আমাকে এতক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছ কেন?—তোমার কি বলিবার আছে? সাধারণের হিতের কোন কথা যদি তোমার বলিবার থাকে, তবে এক চক্ষুতে মৃত্যুর ভয় দেখাও, অন্য চক্ষে প্রকৃত সম্মানের ভাব প্রদর্শন কর,—আমি তুল্যরূপে তোমার উভয় চক্ষুই দেখিতে থাকিব! তুমি জানো, মৃত্যুভয় অপেক্ষা সম্মানের মর্য্যাদারক্ষা আমার অধিকতর প্রিয়?

কাসিয়াস্। ব্রুটাস! তাহা আমি জানি। আমিও যাহা বলিব, তাহাতে নীচতা কিছু নাই। আমি জানি না, তুমি কিংবা অপর ব্যক্তি, জীবনসম্বন্ধে কিরূপ ধারণা কর বা করে। কিন্তু আমার মনে হয়, ভয়পূর্ণ জীবন না থাকাই ভাল। আজ সিজার যেমন স্বাধীন, আমিও অমনি স্বাধীন জন্মিয়াছিলাম, তুমিও ঐরূপ জন্মিয়াছিলে। সিজারও যা খাইয়াছে, তুমি-আমিও তাই খাইয়াছি।

শীতের দারুণ কষ্ট সিজারও যেমন সহিতে পারে, তুমি-আমিও তেমনি পারি। একদিন প্রবল বাত্যায় যখন টাইবার-বক্ষ আলোড়িত হইতেছিল,—তীর-ভূমি অতিক্রম করিয়া জলরাশি উছলিয়া উঠিতেছিল, সিজার আমায় ডাকিয়া বলিল,—"প্রিয় কাসিয়াস্! এস, এই উদ্বেলিত নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার দেই।"—আমি তখনি জলে পড়িলাম, সিজারও পড়িল।—জলের সে কি প্রবল প্রতাপ! আমরা সবলে জলরাশি ঠেলিতে ঠেলিতে লক্ষ্যস্থানে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু সেখানে পঁহুছিবার অগ্রেই সিজার ক্লান্ত হইয়া আমায় বলিল, "আমায় ধরো,—নহিলে ডুবিয়া যাই।" আমিও সেই মহাবল তরঙ্গ-রাশি ঠেলিয়া, মৃতপ্রায় সিজারকে রক্ষা করি।—আজ সেই সিজার দেবতার ন্যায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে!—আর এই কাসিয়াস্ নিতান্ত হতভাগ্য দীনহীনের ন্যায় তাহারই চরণে মস্তক অবনত করিতেছে!——আর এক দিন স্পেনে, বিষম মূর্চ্ছারোগে সিজার যখন নিতান্ত কষ্ট পাইতে-ছিলেন,—তাঁহার ওষ্ঠাধর মলিন হইয়া গিয়াছিল, এবং যে চক্ষু আজি জগৎকে চমকিত করিতেছে, সেই চক্ষু তখন জ্যোতিঃহীন হইয়াছিল;—যে জিহ্বা আজি প্রতি কথা রোমবাসীর গ্রন্থে লিখিয়া রাখিতে বলে, সেই জিহ্বা সেদিন শুকাইয়া আর্ত্ত বালিকার ন্যায় আমার নিকট জল প্রার্থনা করিয়ছিল! ——হায় ঈশ্বর! সেই ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বলহৃদয়,—আজি জগতের কর্ত্তা!

পুনর্ব্বার সেই আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল।

ব্রুটাস। পুনর্ব্বার সেই কোলাহল! আমার বোধ হয়, আরও কিছু নূতন সম্মান সিজারকে প্রদত্ত হইল।

কাসিয়াস্। ব্রুটাস্! তুমি বুঝিতেছ না, এই ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে,—আর আমরা তাহার পদপ্রান্তে থাকিয়া, চিরজীবন অতি-বাহিত করিব! মানুষ কখন কখন তাহার অদৃষ্টের উপরও প্রভুত্ব করিয়া থাকে। ব্রুটাস, আমাদের অদৃষ্টের দোষ কিছুই নাই। দোষ আমাদের নিজের।——বল দেখি, ব্রুটাস ও সিজার নামে প্রভেদ কি? সিজার নামেই বা এমন কি মোহিনী শক্তি! তোমার নাম না হইয়া, কেনই বা সিজারের নাম এত উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত! ব্রুটাস্ ও সিজার, এক সঙ্গে এই দুই নাম লিখিয়া দেখ,—দুই নামই সমান সুন্দর! মুখে উচ্চারণ করো, একরূপই হইবে।

ওজন করিয়া দেখ, তুল্য পরিমাণ হইবে। নামে জগৎ কম্পিত করো,—সিজার নামেও যেমন, ব্রুটাস নামেও তেমনি কম্পিত হইবে। সিজার এমন কি খাদ্য পাইয়াছেন, যাহাতে এত বড় হইলেন?—হে কাল! তোমার কি কলঙ্ক!—হে রোম! মহৎ ও উন্নত চরিত্র তুমি চিনিলে না!

ব্রুটাস। কাসিয়াস্, তুমি যে আমায় ভালবাস, তাহাতে আমি সন্দেহ করি না। তুমি আমাকে কি বলিবে, তাহা আমি কতক বুঝিতেছি। এসম্বন্ধে আমি অনেক ভাবিয়াছি,—সে সকল পরে বলিব। এখন সস্নেহে তোমায় অনুরোধ করি, তুমি আর আমাকে অধিক উত্তেজিত করিও না। যাহা তুমি আমাকে বলিয়াছ, তাহা বিবেচনা করিব।—এবং অবশিষ্ট যাহা তোমার বলিবার রহিল, তাহা পরে শুনিব। এখন এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ যে, ব্রুটাস্ একজন সামান্য পল্লীবাসী হইয়াও থাকিতে পারে, তথাপি এরূপ কঠিন সময়ে, রোমের "একজন" বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে না।

কাসিয়াস্। তবু ভাল,—আমার সামান্য কথায়ও ব্রুটাসের ভিতর এতটুকুও অগ্নিকণা জ্বলিয়াছে!

এই সময় উৎসব সমাপনান্তে, সপারিষদবর্গ সিজার ফিরিতেছিলেন। সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য, ব্রুটাস্ ও কাসিয়াস্,—আপনাদের দলভুক্ত কাস্কাকে আহ্বান করিলেন।

(৫)

উৎসব হইতে ফিরিবার পথে, সিজার আণ্টনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"আণ্টনি, আমি এমন লোক চাই, যাহারা বেশ স্থূলকায়, মস্তিষ্কের গঠন বেশ স্বাভাবিক, এবং রাত্রিতে যাহারা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যায়।—ঐ যে কাসিয়াস্‌কে দেখিতেছ, উহার চক্ষু বড় ভীষণ এবং ও, অনেক ভাবে। এইরূপ লোক বড়ই ভয়ানক হইয়া থাকে।"

আণ্টনি। সিজার, উহাকে ভয় নাই। কাসিয়াস্ একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি,—উহা হইতে কোন আশঙ্কা নাই।

সিজার। কাসিয়াস্ কিছু স্থূলকায় হইলে ভাবিবার কোন কারণ ছিল না।—কিন্তু আমি ভয় করি না। তথাপি যদি আমায় ভয় করিতে হয়, তো

আমার বোধ হয়, কাসিয়াস্ ছাড়া আর কাহাকে ভয় করিতে হয় না। ও, বড় বেশী দেখে, বড় বেশী বুঝে। কে কি করে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, ও, নিরীক্ষণ করে।—তোমার মত কোন ক্রীড়া-কৌতুকে উহার আসক্তি নাই,—সঙ্গীতে উহার অনুরাগ নাই,—ক্বচিৎ ওকে হাসিতে দেখা যায়;—যদি হাসে, তবে তাহাতে উহার অন্তরের ঘৃণা প্রকটিত হয় মাত্র। কাহাকে বড় দেখিলে, উহার মনে অসুখের সীমা থাকে না। এই জন্য এই শ্রেণীর লোক বড়ই ভীষণ হইয়া থাকে।—কিন্তু আমি জুলিয়াস্ সিজার,—ইহা নিশ্চয় জানিও,—আমি কাহাকে ভয় করি না। তবে যদি কাহাকে ভয় করিতে হয়, তো ঐ শ্রেণীর লোককেই করি। তাই তোমার নিকট, কাসিয়াসের প্রকৃতি এমনি করিয়া বিশ্লেষণ করিলাম।—আচ্ছা, বলো দেখি, উহার সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা?

কাসিয়াস্ সম্বন্ধে নানা কথা কহিতে কহিতে, উভয়ে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। আর এদিকে ব্রুটাস ও কাসিয়াসের আহ্বানে,—কাস্‌কা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

ব্রুটাস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাস্‌কা, আজিকার দিনের ব্যাপার কি, আমায় সবিশেষ বলো।—সিজারকে যেন কিছু বিষন্ন দেখিলাম।"

কাস্‌কা। কেন, তুমি কি সঙ্গে ছিলে না? সিজারকে রাজ-মুকুট প্রদত্ত হইয়াছিল যে! কিন্তু সিজার তাহা গ্রহণ করেন নাই। এজন্য লোক-সাধারণ আনন্দ-কোলাহল করিয়াছিল।

ব্রুটাস। দ্বিতীয় বার কোলাহলের কারণ কি?

কাস্‌কা। সেও,—ঐ জন্য।

কাসিয়াস্। তিনবার কেন কোলাহল হইয়াছিল?—শেষ কোলাহলের কারণ কি?

কাস্‌কা। সেও ঐ জন্য।

ব্রুটাস্। তবে কি তিনবারই রাজ-মুকুট প্রদত্ত হইয়াছিল?

কাস্‌কা। তিনবারই হইয়াছিল;—কিন্তু তিনবারই সিজার তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।—তাহাতেই সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল।

তখন কাস্‌কা একে একে সকল কথা বিবৃত করিলেন।

আণ্টনি, সিজারকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়াছিলেন। এ সকল কার্য্যের

পরামর্শ,—পূর্ব্ব হইতেই অবধারিত হইয়াছিল। এ সময় রোমের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সাধারণ-তন্ত্র একরূপ অদৃশ্য হইতেছিল। এবং সিজার এরূপ প্রবল ও শক্তিধর পুরুষ হইয়া সর্ব্বোপরি আধিপত্য স্থাপন করিতেছিলেন যে, সকলেই অনুমান করিল, বুঝি বা রোমের চির-স্বাধীনতা-তন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া, রোম সিজারের অধীন হয়। এই আশঙ্কা হইতেই বিস্তর সম্ভ্রান্ত ও শক্তিমন্ত ব্যক্তি সিজারের বিপক্ষ হইয়াছিলেন। ব্রুটাস তাঁহাদেরই অগ্রণী, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আণ্টনি, সিজারের প্রিয়তম বন্ধু। তিনিও কৌশলে প্রিয়বন্ধুর ক্ষমতা চির-অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিলেন। মহোৎসব ব্যাপারে, যখন সেই বিরাট জনতার মধ্যে, সিজারের কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া, সকলে জয়োল্লাস করিতেছিল, তখন, সুযোগ বুঝিয়া, আণ্টনি রাজ-মুকুট দিয়া, সিজারের সংবর্দ্ধনা করিলেন। লোক সাধারণ চমকিত হইল। সুচতুর সিজার, লোকের এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, সে মুকুট প্রত্যাখ্যান করিলেন। অমনি সেই সমবেত লোকমণ্ডলী আনন্দ-কোলাহল করিয়া উঠিল। আবার সেইরূপ মুকুট প্রদত্ত হইল, আবার সিজার তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। এইরূপ আরও একবার হইল,—সিজার দেখিলেন এবং বুঝিলেন, মুকুটগ্রহণ লোকের মনঃপূত হইবে না, পরন্তু তাহা প্রত্যাখ্যানেই জনসাধারণের আনন্দ ও উল্লাস বৃদ্ধি হইবে।—বুদ্ধিমান্ সিজার্ তখন আর তাহা আদৌ গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। সেই জন্যই উচ্চ আনন্দ-কোলাহলে দিক্ পূর্ণ হইল। কিন্তু সিজার অন্তরে প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না,—দারুণ অবসাদে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গে বলিলেন,—"এখানে যদি আমি এমন কিছু বলিয়া থাকি বা করিয়া থাকি,—যাহা সকলের মনোমত না হইয়া বরং বিরক্তিরই কারণ হইয়া থাকে, তবে আমার সে অপরাধ সকলে ক্ষমা করিবেন।"

ব্রুটাস্ ও কাসিয়াস,—কাস্কার নিকট কোলাহল-বিবরণ অবগত হইলেন। কাস্কা ও ব্রুটাস স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

তখন কাসিয়াস মনে মনে বলিল,—"ঔষধ ধরিয়াছে।——ব্রুটাস্, তুমি মহৎ, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু জানিলাম, কৌশলে, মহতের মহত্ত্বও বিচলিত রিতে পারা যায়। এই জন্যই লোকে বলে,—"যে যেমন, তাহার সেইরূপ ংসর্গে থাকাই কর্ত্তব্য। কেন না, এমন দৃঢ় কে আছে,—কে অহঙ্কার

করিতে পারে যে, প্রলোভনে ও বাক্যকৌশলে মুগ্ধ হয় না।”—হাঁ, ঠিক হইয়াছে! আজ রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন হস্তাক্ষরে রোমের দুর্দ্দশার কথা,—সিজারের অতি বৃদ্ধির কথা,—ঘোরালো করিয়া লিখিয়া, ব্রুটাসের পাঠাগারে নিক্ষেপ করিব।—ব্রুটাসকে আরও উত্তেজিত করিতে হইবে।—আরও উত্তেজিত করার আবশ্যক।”

(৬)

সেইদিন রাত্রে বিষম ঝড় ও বজ্রপাতে রোম আন্দোলিত হইল। বিস্তর লোক সেই গম্ভীর রাত্রে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিয়া, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল। মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্বিকাশে চারিদিক্ ঝলসিয়া উঠিল। সেই দুর্য্যোগময়ী রজনীতে, কাস্‌কা পথে পর্যটন করিতেছিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন ভীষণ ভূকম্পে পৃথিবী-বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়! বোধ হইল,ভীষণ ঝটিকা, যেন ভীষণ অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে! যেন স্বর্গে দেবগণ মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! ভীত, চকিত, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া,—কাস্‌কা সেই সকল দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন অদূরে তাঁহার একজন ভৃত্য তাহার বামহস্ত উত্তোলন করিল, আর অমনি তাহার সেই হস্ত জ্বলিতে লাগিল। কুড়িটা বাতি একত্র করিয়া জ্বালিলে, তাহার তেজ ও শিখা যেমন বর্দ্ধিত বেগে বাহির হয়, এই আলোকও তদ্রূপ।—কিন্তু তবুও যেন সেই ভৃত্যের হস্ত দগ্ধ হইল না। কাস্‌কা আরও দেখিলেন, নগরাভ্যন্তর হইতে যেন একটা ভীষণ সিংহ বহির্গত হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল, অথচ সেই সিংহ কিছুই না বলিয়া, চলিয়া গেল! তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—যেন দূরে ভীষণাকৃতি কতকগুলা স্ত্রীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে;—তাহারা যেন পরস্পর বলাবলি করিতেছে,—“দেখ দেখ, বিস্তর পুরুষ আগুনে জ্বলিতে জ্বলিতে নগরের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।”

রোমের সুবিখ্যাত বাগ্মী সিসিরো,—রোমের বিচার-সভার একজন প্রধান সভ্য সিসিরো,—সে সময়,—যেখানে দাঁড়াইয়া কাস্‌কা এই ভীষণ ঘটনা মানস-চক্ষে অবলোকন করিতেছিলেন,—সে সময় সিসিরো সেখানে আসিয়া

দাঁড়াইলেন। তখন কাস্কা সিসিরোকে, সেই ভীষণ দুর্যোগময়ী রজনীর কাহিনী,—আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

সিসিরো। বস্তুতঃ, কাল বড় কুটিল। এখন সকলই সম্ভবে। এই সকল ঘটনার প্রকৃত কারণ, হয়ত কেহ বুঝিবে না; পরন্তু যে যাহার নিজের মন-গড়া এক একটা কারণ উদ্ভাবন করিবে।—তুমি বলিতে পারো, কল্য সিজার সেনেট-সভায় উপস্থিত হইবেন কি না?

কাস্কা। হাঁ, এইরূপ শুনিয়াছি। আণ্টনি এই সংবাদ লইয়া আপনার নিকট যাইবেন,—এমন কথাও আছে।

সিসিরো। তবে এখন আসি যে দুর্য্যোগ,—এখন বেড়াইবার সময় নয়

সিসিরো প্রস্থান করিলে, কাসিয়াস্ সেখানে উপস্থিত হইলেন। কাসিয়াস্ সিজারের সর্ব্বপ্রধান শত্রু,—সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর যাঁহারা সিজারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মনের উদ্দেশ্য, কাসিয়াসের ন্যায় হীন ও নীচ ছিল না। কাসিয়াস্ কাস্কার সহিত, এই দুর্য্যোগময়ী রজনীর সকল কাহিনীর আলোচনা করিতে করিতে, সিজারের কথা উত্থাপিত করিয়া বলিল,—"তুলনা করিলে, সিজারে ও এই রাত্রিতে,—কোন প্রভেদ নাই।"

কাসিয়াস্ অল্পে আরম্ভ করিয়া, অনেক কথার অবতারণা করিল। শেষ, সিজারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এবং কাস্কাকে আপন মতাবলম্বী করিয়া বলিল,—"আমি সৎপ্রকৃতির বিস্তর রোমবাসীকে এই কার্য্যে সংশ্লিষ্ট করিয়াছি। তাঁহারা প্রকৃতই মহাশয় ব্যক্তি। এক্ষণে তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাদের মন্ত্রণা যেরূপ ভীষণ,—সেই মন্ত্রণার ফলও যেরূপ ভীষণ,—এই ভীষণ রাত্রিও সেইরূপ ভীষণ! এক্ষণে আমাদের অনেক আলোচ্য বিষয় আছে। রাত্রি এইরূপ দুর্য্যোগময়ী হইয়া, আমাদের বড়ই সুবিধা করিয়া দিয়াছে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সিনা নামে আর এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল। কাসিয়াস্ সিনার হস্তে কতকগুলি কাগজ দিয়া বলিল, "তুমি এই এই কাগজগুলি ব্রুটাসের গবাক্ষ-দ্বার দিয়া তাঁহার পাঠাগারে নিক্ষেপ করিবে। আর এই এই কাগজ,—সেই প্রাচীন

রোমের গৌরব স্থানীয়—সেই মহাত্মা ব্রুটাসের মূর্ত্তিতে সংস্থাপিত করিয়া দিবে।" *

সিনা কাগজগুলি লইয়া সেইরূপ করিল। কাস্‌কা ও কাসিয়াস্‌ অন্যত্র প্রস্থান করিল।

(৭)

সেই রাত্রিতে ব্রুটাস্‌ আপন উদ্যানস্থ গৃহে বসিয়া, রোমের বিষয়,—তাহার ভূৎ ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। বর্ত্তমানের এই যে অবস্থা, ইহার পরিণাম কি,—সিজারের এই যে পদবৃদ্ধি ইহার সহিত ভবিষ্যতের ভালমন্দ কতটা নির্ভর করিতেছে,—এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি পরিষ্কার বুঝিলেন, সিজারের মৃত্যু ভিন্ন, রোমের চির-উন্নতির আশা নাই।

তবে কি সিজার রোমের শত্রু? যে সিজার নিজ বাহুবলে বহু দেশ, বহু সাম্রাজ্য রোমের অধীন করিয়া সম্যক্‌প্রকার রোমের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, সেই সিজার কি রোমের শত্রু? শত শত সুন্দর অট্টালিকায় ও নানাবিধ অপূর্ব্ব শিল্পে যিনি রোম নগরীকে এমন শোভাময়ী করিয়াছেন, সেই সিজার কি রোমের শত্রু? শিল্পে, সহিত্যে, বিজ্ঞানে, ঐশ্বর্য্যে,—যিনি রোমকে পৃথিবীর আদর্শস্থল করিয়াছেন, সেই সিজার কি রোমের শত্রু? শত্রু কি মিত্র তাহা তিনি জানেন, আর তাঁহার প্রতিযোগী বন্ধুবর্গই বলিতে পারেন? সিজার সামান্য অবস্থা হইতে এক্ষণে রোমের একরূপ দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছেন; দেশের বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্‌, বহুমান্য সেনেট-সভার সভ্যগণের উপরও তাঁহার প্রভুত্ব প্রসারিত হইয়াছে; এমন কি, রোমের চিরন্তন নানা স্বাধীন বিষয়ের উপরও সিজার হস্তক্ষেপ করিতেছেন।—বাক্যে ও কার্য্যে,—আপামর সাধারণকে তিনি এমন মুগ্ধ করিয়াছেন যে, সকলেই বুঝি, তাঁহার জন্য প্রাণ দিতেও পারে!—

* এই ব্রুটাস,—টার্ক্‌ইন বংশধরদিগের অত্যাচার হইতে প্রাচীন রোম চিরস্বাধীন করিয়াছেন।

তবুও সেই লোকবৃন্দ,—সেই মহোৎসব-ব্যাপার-কালে, সিজারকে রাজ-উপাধিদানে অসম্মত হইয়াছিল। কেন না, সমগ্র রোম-সাম্রাজ্যে, তাহাদিগের ব্যক্তিগত যে টুকু অধিকার, রোম এক রাজার শাসনাধীন হইলে, তাহাদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে,—ইহা তাহারা স্পষ্টই বুঝিত। স্বদেশ-বৎসল ব্রুটাস্, স্বদেশের মঙ্গলকামনায়, এই সকল বিষয় গভীর নিবিষ্ট-চিত্তে ভাবিলেন। যে দিক্ দিয়া যতদূর ভাবা সম্ভব, সেই দিক দিয়া ততদূর ভাবিলেন। ভাবিয়া স্থিরনিশ্চয় হইলেন,—সিজারের পতন ভিন্ন রোমের মঙ্গল নাই।

ব্রুটাস মনে মনে বলিলেন,—

"আমি দেখিতেছি, সিজারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার, আমার নিজের ব্যক্তিগত কোন কারণ নাই। আমি সাধারণের জন্যই ভাবিতেছি। এবং ভাবিয়া দেখিলাম, সিজারের মৃত্যু ভিন্ন রোমের স্থায়ী-মঙ্গল অসম্ভব। কেহ কেহ সিজারকে রাজা করিতে চায়;—যদি তাহাই হয়? রোমের জন্য সিজার যথেষ্ট করিয়াছেন, সে কথা স্বীকার্য্য। সেজন্য সেনেট-সভার মনস্বী সভ্যগণের কেহ কেহও তাঁহাকে রাজ-উপাধি প্রদান করিতে চান। কিন্তু ইহার ফলে সিজারের স্বভাবের কি বিষম পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। আমার বোধ হয়, সিজারকে রাজা করিলে, আমরা যেন আপনা হইতে তাঁহার মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ হুল সংলগ্ন করিয়া দিব,—তদ্দ্বারা তিনি নিজের ও অন্যের যথেচ্ছ বিপদ ঘটাইতে পারেন। সুচিন্তা ও কোমলভাব,——ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, সেই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যতই উচ্চপদে উন্নীত হইবে, ততই সে তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে থাকিবে। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এ পর্য্যন্ত সিজারের ক্ষমতার অপব্যবহারের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।——আমার চিন্তা ভবিষ্যৎ লইয়া। যাহারা উচ্চাভিলাষী ও এইরূপ একাধিপত্য স্থাপনে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহারা অতি ধীরে উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে থাকে;—পরে যখন লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয়, তখন তদূর্দ্ধে শূন্যপানে চাহিয়া, নিম্ন সোপানগুলি ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে।—ইহাই স্বাভাবিক;—ইহাই প্রতিনিয়ত দেখা গিয়া থাকে।—সিজারও সেইরূপ করিতে পারেন। যদিও তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার প্রত্যক্ষ কারণ আজিও হয় নাই এবং তাঁহার অপরাধ পরিষ্কাররূপে

বুঝানো যায় না, তথাপি ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, সিজারকে এইরূপ বাড়িতে দিলে, ভবিষ্যতে নানা বিপদ্ ঘটিতে পারে। অতএব তাঁহাকে সর্প-ডিম্বের ন্যায় বিবেচনা করিতে হইবে; এবং সেই ডিম্বকে কালসহকারে বর্দ্ধিত হইতে না দিয়া, সেই ডিম্বেই তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে হইবে।—অন্ততঃ এইরূপ করাই উচিত।”

ব্রুটাস ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া পাঠাগারে দীপ জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। ভৃত্য দীপ জ্বালিতে গিয়া, জানেলার নিকট কতকগুলি কাগজ কুড়াইয়া পাইল, ও তাহা প্রভুকে আনিয়া দিল।

ব্রুটাস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বলিতে পারো, কল্য মার্চ্চ মাসের পনের তারিখ কি না?

ভৃত্য। আজ্ঞা, তাহা আমি জানি না।

ব্রুটাস্। পাঁজিকা দেখিয়া এখনি তাহা আমাকে বলিয়া যাও।

ভৃত্য প্রস্থান করিল। ব্রুটাস্ সেই কাগজগুলি পড়িতে লাগিলেন। তখন আকাশে ঘন ঘন বিজলী খেলিতেছিল। সেই বৈদ্যুতালোকে ব্রুটাস একটা কাগজে পড়িলেন,—কোথাও লেখা আছে,—“ব্রুটাস্! তুমি এখনও নিদ্রিত রহিয়াছ,—জাগ্রৎ হও।” কোথাও লেখা আছে,—“উঠ, মারো,—রোমের দুঃখ দূর করো।” এইরূপে কাগজগুলি পড়িতে পড়িতে ব্রুটাস ভাবিতে লাগিলেন,—“এইরূপ লেখা আমি প্রায়ই পাইয়া থাকি। রোম কি তবে সত্য সত্যই একের শাসনাধীনে আসিবে? তবে রোম!—যে রোমে আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ অপূর্ব্ববীরত্বে টাকুইস বংশধরগণকে বিনষ্ট করিয়াছেন, সেই রোমে পুনর্ব্বার রাজা?—“উঠ, জাগ্রৎ হও,—রোমের দুঃখ দূর করো”—আমি পুনঃ পুনঃ এইরূপ অনুরুদ্ধ হইতেছি।——তাহাই হইবে! হে রোম! আমি তাহাই অঙ্গীকার করিলাম।——ব্রুটাস তোমার দুঃখ দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইল।”

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, মার্চ্চমাসের চতুর্দ্দশ দিন অতিবাহিত,—কল্যই পনেরো তারিখ।

দ্বারে কে আঘাত করিল। ভৃত্য সংবাদ লইতে গেল।

ব্রুটাস্ ভাবিতে লাগিলেন,—“যে অবধি কাসিয়াস্ সিজারের বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত করিয়াছে, সে অবধি আমার আর নিদ্রা নাই। যখন

কোন ভীষণ চিন্তা মনে জাগে, তখন,—এবং যে পর্য্যন্ত না সেই চিন্তা কার্য্যে পরিণত হয়,—সেই অবধি,—ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় সময় অতিবাহিত করিতে হয়।—মনুষ্যের শারীরিক ইন্দ্রিয়ের সহিত বিচারশীল বিবেকে সে পর্য্যন্ত কি একটা পরামর্শ চলিতে থাকে। মনুষ্যের অবস্থা তখন,—বিপ্লবপীড়িত একটি ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে।”

সেই সময় কাসিয়াস্ ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীগণ তথায় উপস্থিত হইল।

৮)

কাসিয়াস্ ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তি,—ব্রুটাসের চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কাসিয়াস্ বলিল,—“ব্রুটাস! আজ আমরা তোমার বিশ্রামসুখে বাধা দিয়া, তোমার বিরক্তি উৎপাদন করিলাম।

ব্রুটাস্। আমি এ পর্য্যন্ত জাগ্রতই আছি,—নিদ্রা যাইতে পারি নাই।—এখানে যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহারা সকলেই কি আমার পরিচিত?

কাসিয়াস্। আবরণ দ্বারা ইঁহাদের সকলেরই মুখ আচ্ছাদিত বটে; কিন্তু ইঁহারা সকলেই তোমার পরিচিত।—এবং ইঁহারা সকলেই তোমাকে সম্মান করিয়া থাকেন।

এই বলিয়া একে একে সকলের পরিচয় দিয়া, কাসিয়াস্ সকলকে চিনাইয়া দিলেন। ব্রুটাস্ সেই সমবেত ষড়যন্ত্রকারীদিগের এক উদ্দেশ্য ও এক অভিসন্ধি জানিয়া, সকলের করমর্দ্দন করিলেন।

এই অবসরে কাসিয়াস্ বলিল,—“এক্ষণে আমাদের সকলকে শপথ করিয়া সঙ্কল্পগ্রহণ করিতে হইবে।”

ব্রুটাস্। না, শপথের প্রয়োজন নাই। আমি সকলের একাগ্রতা দেখিয়া, সকলের মনের কথা বুঝিতেছি। তার পর আমাদের প্রত্যেকের মনঃকষ্ট,—রোমের বর্ত্তমান অবস্থা। এ সকল ভাবিয়া দেখিলে, আমাদের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইতে পারে না। যদি অন্তরের কষ্ট ও কালের অত্যাচার যথেষ্ট কারণ হইল, তবে বৃথায় এ জল্পনার প্রয়োজন কি? এখন যে যাহার গৃহে গিয়া বিশ্রামলাভ করুন।—শপথের প্রয়োজন কি? কিন্তু যদি এই উপস্থিত ব্যক্তি-

গণের অন্তরে আগুন জলিয়া থাকে,—যাহাতে অতি ভীরুরও অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে,—তবে, হে স্বদেশবাসীগণ! যে কারণে এই আগুন জলিয়াছে, সেই কারণ কি যথেষ্ট নহে? তাহার উপর আর শপথ কেন? কি শপথ করিতে পারেন? সকলেই সৎপ্রকৃতিবিশিষ্ট, সকলেই সৎউদ্দেশ্যে সম্মিলিত,—সকলেই জানেন, আমাদের লক্ষ্য কি এবং তাহার পরিণতি কিসে;—তবে আর অন্য শপথের প্রয়োজন কি? ভীরু ও অতি-সতর্ক ব্যক্তি শপথ করুক্! মন্দ অভিপ্রায় লইয়া যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়,—যাহাদের প্রতি কাহারও আস্থা নাই,—তাহারাই শপথ করুক। কিন্তু আমাদের এই নির্দ্দোষ সঙ্কল্প,—কোন শপথে দূষিত হইতে দিব না। আমাদের সঙ্কল্প বা কার্য্য শপথ-সাপেক্ষ,—এরূপ মনে ভাবাও দোষ। যে রোমবাসী সৎ উদ্দেশ্যে, যে কথা একবার মুখে আনিয়াছে, সে রোমবাসী সে কথার কথনই ব্যতিক্রম করিবে না,—ইহা স্থির ও সুনিশ্চিত।

তখন রোমের প্রসিদ্ধ বাগ্মী বৃদ্ধ সিসিরোর কথা উঠিল। কেহ প্রস্তাব করিল,—"সিসিরোকে আহ্বান করিয়া আমাদের দলভুক্ত করা হউক।" কেহ বা এ কথার সমর্থনও করিল। কিন্তু ব্রুটাস্ বলিলেন, "না, তাহা হইবে না,—সে সঙ্কল্প ত্যাগ করো। সিসিরো অন্যের অনুসরণ করেন না,—ইহাতে তিনি নিশ্চয়ই যোগ দিবেন না।"

তখন আর একজন বলিল,—"তবে কি কেবল সিজারই আমাদের লক্ষ্য? তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আর কাহাকেও লইলে হয় না?"

কাসিয়াস্। তুমি যথার্থই বলিয়াছ! আমার মনে হয়, সিজারের অতিপ্রিয় এবং দক্ষিণহস্তস্বরূপ যে আণ্টনি, তাঁহাকেও ঐ সঙ্গে লইলেই ভাল হয়। আণ্টনি বড়ই কৌশলী; মনে করিলে, আণ্টনিও অনেক অনিষ্ট করিতে পারে। অতএব আমি বিবেচনা করি, উভয়কেই এক সঙ্গে মারা উচিত।

ব্রুটাস্। কাসিয়াস্, একটু ভাবিয়া দেখ,—ব্যাপার বড় গুরুতর। এ যেন ক্রমশই একটা বিদ্বেষ ও হিংসার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। আণ্টনি তো সিজারের একটা শাখা-স্বরূপ।—সিজারকে মারিয়া, পরে আণ্টনিকে মারিলে লাভ কি? কাসিয়াস্, আমরা কসাই নই,—যে, যাহাকে পারিব, মারিব। মনে থাকে যেন, কেবল দেশের মঙ্গলের জন্য সিজারকে বলিদান

করিবার সঙ্কল্প করিতেছি,—নীচ হিংস্রকের ন্যায় সিজারের রক্তপাত করিবার জন্য দাঁড়াই নাই। সিজারের আত্মা, দেশের জন্য বলি দিব। তবু হায়! সিজার রক্তাক্ত হইবে!—বন্ধুগণ! এস, আমরা ক্রোধোন্মত্ত না হইয়া, বরং সৎসাহসের সহিত এই কার্য্যে অগ্রসর হই। যেন আমরা সিজারকে বলি দিয়া,—সেই বলি, দেবতার ভোগে উৎসর্গ করিতে পারি;—কুক্কুরে যেন তাহা স্পর্শ করিতে না পারে! তাহা হইলেই আমাদের এই কার্য্য,—হিংসার ফলস্বরূপ না হইয়া, বরং অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইবে। এবং লোকে আমাদিগকে হত্যাকারী না বলিয়া, প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী বলিয়াই জানিবে। আণ্টনির কথা ভাবিও না। সিজার নিহত হইলে, আণ্টনির কোন শক্তিই থাকিবে না। দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে, হস্তের আর শক্তি কি?

কাসিয়াস্। তবু, আমি তাহাকে ভয় করি! তুমি জানো, সিজারের প্রতি আণ্টনির কি প্রগাঢ় ভালবাসা!

ব্রুটাস্। কিছু ভাবিও না। আণ্টনি আর কি করিবে? বড় জোর এই পর্য্যন্তই করিবে,—সিজারের দুঃখে আত্মঘাতী হইয়া সকল জ্বালা জুড়াইবে!

ঘটিকায় তখন তিনটা বাজিয়া গেল। রাত্রি শেষ হইতে অল্পই বাকী। তখন সকলে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইল। কাসিয়াস্ বলিল,—"সব তো ঠিক হইল। এখন কল্য প্রাতে সিজার যে, সেনেট-সভায় নিশ্চয়ই যাইবেন, এমন কথা কি? আপনারা সকলেই জানেন, সিজার্ আজকাল কিছু সন্দিগ্ধমনা হইয়াছেন। তার উপর গণৎকারেও তাঁহার ভাবী বিপদের কথা বলিয়াছে। তার উপর আবার, আজ রাত্রির এই নানা অসম্ভাবী ঘটনা!—কে বলিতে পারে, সিজার্ কাল আদৌ বাটী হইতে বাহির হইবেন কি না?"

তখন ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্য হইতে ডিনিয়াস্ নামে এক ব্যক্তি বলিল, সে ভার আমার উপর রহিল। আমি তাঁহাকে যেরূপে পারি, হাজির করিব। সিজার বড় আত্মপ্রশংসা শুনিতে ভাল বাসেন। ভল্লুক যেমন দর্পণে,—হস্তী যেমন গহ্বরে,—সিংহ যেমন জালমধ্যে প্রতারিত হয়,—আত্মযশোলিপ্সু মনুষ্যও সেইরূপ চাটুকারদিগের স্তুতিবাক্যে প্রতারিত হইয়া থাকে। আমি যদি বলি যে, সিজার চাটুকারদিগকে বড় ঘৃণা করেন, তবে সিজার বড় খুসী হন এবং সেই কথাতেই একেবারে গলিয়া যান।—এই খানেই সিজারের মহাদুর্ব্বলতার

পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এই দুর্ব্বলতার সময়ে তাঁহার উপর বেশ এক চাল চালা যায়।—এখন একটা সময় নির্দ্ধারিত হউক।"

ব্রুটাস্। প্রাতে আটটার মধ্যেই তাঁহাকে সেনেট-সভায় আনা চাই,—ইহাই আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় রহিল।

সকলে একে একে প্রস্থান করিল। ব্রুটাস্ একাকী বসিয়া রহিলেন। তখন ব্রুটাস-পত্নী পোসিয়া, সহসা সেই কক্ষে উপনীত হইলেন এবং কম্পিতকণ্ঠে ব্রুটাসকে সম্বোধন করিলেন।

(৯)

ব্রুটাস্। পোসিয়া! এখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই,—তুমি এখনি উঠিয়াছ কেন?—এবং এখানেই বা কেন? তোমার কোমলদেহ এই শীতল বায়ুর উপযোগী নহে।

পোসিয়া। তোমার দেহও তো নহে!—ব্রুটাস্, তুমি লুকাইয়া আমার শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ!—গত রাত্রিতেও আহার করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া, দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া, তুমি কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলে! কত করিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি কিছুই বলিলে না। বরং বড় নিষ্ঠুর বিরক্তিকর দৃষ্টিতে, আমার পানে চাহিয়া গেলে! তবুও আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষান্ত হইলাম না। তখন তুমি মস্তকে করাঘাত করিয়া-ভূমিতে দৃঢ়রূপে পদাঘাত করিলে। আবার তোমাকে কারণ জিজ্ঞাসিলাম, পুনর্ব্বার তুমি অধৈর্য্য হইলে, ও আমাকে তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে বলিলে কাজেই আমি চলিয়া গেলাম। কি জানি, আমি থাকায় যদি তোমার কষ্ট আরও বৃদ্ধি হয়,—এই ভাবিয়া চলিয়া গেলাম। হাঁ, সময় সময় মানুষের উপর এইরূপ এক একটা অসহ্য দুঃখের ভার পড়ে বটে!—মানুষ তাহাতে অস্থির ও অধৈর্য্য হয়।——ব্রুটাস্। আমায় বলো, তোমার দুঃখের কারণ কি?

ব্রুটাস্। আমার শরীর ভাল নাই,—তা' ছাড়া আর কিছুই নহে।

পোসিয়া। ব্রুটাস্ বিবেচক;—শরীর যদি ভাল না থাকিলে, তবে শরীর সুস্থের জন্যযথোচিত উপায় অবলম্বন করিতেন।

ব্রুটাস্। কেন, তাহাও তো আমি করি।—পোর্সিয়া, তুমি গিয়া শয়ন কর।

পোর্সিয়া। ব্রুটাস্ পীড়িত? তবে তিনি এমনি উন্মুক্ত দেহে এই শীতল বায়ু কেন লাগাইবেন?—ব্রুটাস্ পীড়িত? তবে শয্যা হইতে উঠিয়া রাত্রির এই দূষিত বায়ু কেন স্পর্শ করিবেন?——না, ব্রুটাস্! আমায় প্রতারিত করিও না। এ পীড়া তোমার দেহে নয়,—মনে। তাহা জানিবার অধিকার আমার সম্পূর্ণরূপেই আছে। এই আমি নতজানু হইয়া, তোমাকে আমার পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য স্মরণ করাইয়া,—প্রণয় ও ভালবাসার সকল অঙ্গীকার,—যে অঙ্গীকারে তোমায় আমায় আজ এক,—সেই সকল স্মরণ করাইয়া, আমি প্রার্থনা করি, তুমি আমাকে বলো,—তোমার দুঃখের কারণ কি? দেখ, আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী; তোমার সকল কথা জানিবার অধিকার আমার আছে। কেন, কিসের তোমার এত দুঃখ? আর কাহারাই বা তোমার নিকট এই গভীর নিশীথে আসিয়াছিল?

পতিপ্রাণা পোর্সিয়া নতজানু হইয়া ব্রুটাসের মনোদুঃখের কারণ জানিতে চাহিলেন।

ব্রুটাস্। পোর্সিয়া, নতজানু হইও না।

পোর্সিয়া। ইহার আবশ্যক ছিল না,—যদি তুমি আমার কথা রাখিতে!—ব্রুটাস্, তুমি নাই বলো,—কিন্তু বিবাহকালে এমন কোন অঙ্গীকার ছিল কি, যে, তোমার কোন গোপনীয় বিষয়,—মনঃকষ্টের বিষয় আমি জানিতে পারিব না? তবে আমি কি কেবল তোমার সুখের অংশই গ্রহণ করিব? এবং আনন্দে, উৎসবে, শয়নে ও ভোজনে তোমার সঙ্গিনী মাত্র হইব? ইহার বেশী যদি কিছু না হয়, তবে পোর্সিয়া ব্রুটাসের ধর্ম্মপত্নী নহে,—উপপত্নী মাত্র।

ব্রুটাস্। তুমি আমার বহু সম্মানিতা, পরমগুণবতী স্ত্রীরত্ন।—আমার এই কাতর হৃদয়ে যে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তুমি তাহা অপেক্ষাও আমার প্রিয়।

পোর্সিয়া। ইহা যদি সত্য হয়, তবে তোমার এই গোপনীয় বিষয়টি কি, -আমায় বলো। আমি স্বীকার করি, আমি স্ত্রীলোক,—তোমার গোপনীয় কথা হয়ত গোপন রাখিতে পারিবনা। কিন্তু আমি এমন স্ত্রীলোক,—যাহাকে

ব্রুটাস্, ধর্ম্মপত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন! আমি স্ত্রীলোক স্বীকার করি; কিন্তু আমি মহাত্মা কেটোর কন্যা! তুমি কি মনে করো যে, এইরূপ উচ্চাশয় ব্যক্তির কন্যা, এবং এইরূপ স্বামীর পত্নী,—সাধারণ স্ত্রীজাতি অপেক্ষাও সবল নহে? তোমার কথা আমায় বলো,—আমি তাহা প্রকাশ করিব না।—এই দেখ, আমার জানুতে, আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া, কি দারুণ অস্ত্রাঘাত করিয়াছি! তুমি কি এদৃশ্য কোথাও কথন দেখিয়াছ? ধীরভাবে এ যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারিলাম,—আর আমার স্বামীর গোপনীয় কথা আমি গোপনে রাখিতে পারিব না?—বলো, তোমার মনোগত অভিপ্রায় কি?

ব্রুটাস্। হে দেবতামণ্ডলি! আমি যেন এই সাধ্বী রমণীর অনুপযুক্ত না হই!——পোর্শিয়া! মিনতি করি, এখন তুমি যাও,—সময়ে সকল কথাই তুমি জানিতে পারিবে।—ঐ শুন, কে আমায় আহ্বান করিতেছে!

(১০)

সেই দিন রাত্রিকালে সিজার-পত্নী কাল্‌পূর্ণিয়া নিদ্রিতাবস্থায় ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া, তিন চারিবার চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন,—"রক্ষা করো—রক্ষা করো,—সিজারকে হত্যা করিও না।" সিজার তাহা নিজে স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। পরে কাল্‌পূর্ণিয়া জাগ্রত হইলে, সিজারকে প্রভাতে বাটীর বাহির হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সিজার তাহা শুনিলেন না। বলিলেন, "আমাকে বাহির হইতেই হইবে। ভয়, আমার পশ্চাৎ হইতে আমাকে ভয় দেখাইতে পারে; কিন্তু সিজারের মুখপানে চাহিলে, ভয় ভয়ে পলায়ন করিবে।"

কাল্‌পূর্ণিয়া তথাপি আগ্রহ সহকারে নিষেধ করিতে লাগিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, গত রাত্রে অনেকে অনেক ভীষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। একটা সিংহ যেন পথে প্রসব করিয়াছে;—কবর সকল মুখব্যাদান করিয়া মৃতদেহ সকল উত্তোলন করিয়াছে;—দুর্দ্দান্ত বীরগণ যেন মেঘমধ্যে সংগ্রাম করিয়াছে,—চারিদিকে শোণিতপাত হইয়াছে;—অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, যুদ্ধের ভীষণ কোলাহল, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ,—যেন চরিদিক পূর্ণ করিয়াছে, এবং প্রেতযোনিগণ পথের চারিধারে বিকট চীৎকার করিয়াছে।——প্রিয়তম, এই কথা

শোনা অবধি আমি বড় ভয় পাইয়াছি।—তাই আজ আমি তোমাকে আমি বাহির হইতে দিব না।”

সিজার। ইহার জন্য এত ভয় কেন? এ সকল ঘটনা অন্যের পক্ষে যেমন, সিজারের পক্ষেও তেমনি;—ইহাই মনে কর না কেন?

কালপুর্ণিয়া। অন্যে আর তুমি কি সমান? যখন কোন সামান্য ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করে, তখন কি শূন্যমার্গে ধূমকেতু বা আর কিছু দৃষ্ট হয়? কিন্তু যখন কোন বড় লোক ইহলোক ত্যাগ করে, তখন সমগ্র আকাশ যেন জ্বলিতে থাকে!

সিজার। যাহারা ভীরু, মরণের পূর্ব্বে, কতবারই তাহাদের মৃত্যু ঘটে! কিন্তু যে বীর, মৃত্যুর পরীক্ষা তাহাকে একবার মাত্র দিতে হয়। মানুষ ভয় করে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়!—ইহার বাড়া বিস্ময় আমি আর কিছু জানি না। কারণ ইহা স্থির নিশ্চয় যে, মৃত্যু সকলকেই একবার অধিকার করিবে।

সিজার ভৃত্যকে পুরোহিতগণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, যেন দেবতার নিকট বলি দেওয়া হয়, এবং তাহার ফলাফল তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হয়।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, সিজার আজ বাটীর বাহির হন, ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। কারণ সকলেই দেখিয়াছে যে, সেই বলির জীবের দেহে প্রাণ না।—ইহা নিতান্ত অশুভ চিহ্ন।

ভৃত্যের এ কথায় সিজার দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—“সিজার সেই প্রাণহীন পশুর ন্যায় হইবে,—যদি ভয়ে আজি গৃহমধ্যে অবস্থান করে!—না, তাহা হইবে না,—ভয় বিশেষরূপ জানে যে, সিজার তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ভয়াবহ। ভীতি এবং সিজার দুই জনেই এক দিনে জন্মিয়াছে।—আমি জ্যেষ্ঠ!—সুতরাং ভয় হইতেও আমি ভয়াবহ।”

কালপুর্ণিয়া। সিজার,—হায়! আমি দেখিতেছি, তোমার ধৈর্য্য ও জ্ঞান তোমার অধিকতর বিশ্বাসের কারণ হইয়াছে। কিন্তু আমার অনুরোধ, আজ তুমি বাটীর বাহির হইও না। তোমার ভয় না হউক,—আমার ভয়ে আমি তোমাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাই। আমি এখনি আণ্টনিকে দিয়া সেনেট-সভায় বলিয়া পাঠাইতেছি যে, সিজার আজ অসুস্থ আছেন,—এজন্য

ব্রুটাস ...পস্থিত হইতে পারিবেন না। দেখ, আমি তোমায় বারবার অনুরোধ ...রতেছি,—আমার কথা রাখো।

তখন সিজার নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত গৃহে থাকিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাহা হইলে, যাহা ঘটিবার, তাহা ত ঘটে না। এইজন্য কালরূপে ডিসিয়াস্ তথায় উপস্থিত হইল।

পাঠকের অবশ্যই মনে আছে, ব্রুটাসের সহিত যখন সকলের সলা-পরামর্শ চলিতেছিল, তখন, সিজার প্রাতে সেনেট-সভায় আসিবেন কি না, এই সন্দেহ হইলে, ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে একজন, সে ভার লইয়াছিল।—সে একজন,—ডিসিয়াস্। এখন, কালরূপে ডিসিয়াস্ তাহার বাক্য পালনার্থ সিজার-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। বিধি-লিপি ফলিল।

(১১)

সিজার বলিলেন, "ডিসিয়াস্, তুমি গিয়া সেনেট-সভায় সংবাদ দাও, আজ আমি তথায় যাইতে পারিব না।"

কাল্‌পুর্ণিয়া। বলিবেন, সিজার অসুস্থ আছেন।

সিজার। সিজার কি এই মিথ্যা কথা বলিয়া পাঠাইবেন? শুভ্র শ্মশ্রু, শুভ্র কেশ, প্রাচীনবয়ঃ সেনেট-সভ্যগণের নিকট সিজার সত্যের অপলাপ করিবে?—না ডিসিয়াস্! তুমি গিয়া বল, সিজার আসিতে পারিবেন না।

ডিসিয়াস্। মহাশয়, সেনেটে না যাইবার কারণ আমাকে কিছু জানিতে দিন। নহিলে, আমার কথা শুনিয়া, সকলে আমায় বিদ্রূপ করিবেন।

এই ডিসিয়াস্‌কে সিজার অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সিজার সরল অন্তরে বলিলেন,—"ডিসিয়াস্, যাইবার ইচ্ছা নাই,—ইহাই আমার কারণ। তবে তোমার নিজের জন্য আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, কাল্‌পুর্ণিয়াই আমাকে যাইতে দিতেছেন না। গত রাত্রে উনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যেন আমার প্রতিমূর্ত্তি হইতে নির্ঝরিণীর ন্যায় শত শত ছিদ্র হইয়া, তাহার ভিতর হইতে শোণিত উদ্গীরিত হইতেছে।—আর যেন অনেক বীর্য্যবান্ রোমবাসী হাসিতে হাসিতে আসিয়া, সেই শোণিতে হাত ডুবাইতেছে। তাহাতেই আমার পত্নী একান্ত

ভীতা হইয়াছেন। এবং তাঁহারই একান্ত অনুরোধে ও কাতরপ্রার্থনায়, আমি গৃহে থাকিতে সম্মত হইয়াছি।"

ডিসিয়াস্। এই স্বপ্নের অর্থ বিপরীতভাবে বুঝা হইয়াছে। কেন, এ স্বপ্ন ত শুভ! 'আপনার প্রতিমূর্ত্তি হইতে সহস্র মুখে শোণিত নির্গত হইতেছে এবং হাসিতে হাসিতে রোমবাসী তাহাতে হাত ডুবাইতেছে,'—ইহার অর্থ এই যে, রোম আপনা হইতেই পরিপুষ্ট হইবে।—আপনা হইতেই রোম যশে ও কীর্ত্তিতে এবং গৌরবে ও সমৃদ্ধিতে সমুন্নত হইবে। আর দেশের মহৎ লোকগণ আপনার চিরস্মরণীয় স্মৃতি ভক্তিভরে রক্ষা করিবেন।

সিজার। তোমার ব্যাখ্যা মন্দ নহে।

ডিসিয়াস্। সেনেট-সভা আজ আপনাকে রাজ-মুকুটে বিভূষিত করিবেন। আজ যদি আপনি উপস্থিত না হন, কাল যে সভ্যগণের মনে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না,—ইহা নিশ্চিতরূপে কে বলিতে পারে? কে বলিবে যে, আজ সভা বন্ধ থাক্,—সিজার-পত্নী আবার যেদিন শুভস্বপ্ন দেখিবেন, সেই দিন সিজার সেনেটে উপস্থিত হইবেন! বিশেষ ইহাতে কেহ কেহ গা-টেপাটিপি করিয়া বলাবলি করিতে পারে,—'তবে নাকি সিজার ভয় করেন না?'—আমায় ক্ষমা করুন,—মহাশয়! আপনার প্রতি আমার যে স্নেহ ও ভক্তি আছে, তাহার জোরেই আমি এত কথা বলিলাম জানিবেন।

এইবার সিজার সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন,—পত্নীকে বলিলেন, "কালপূর্ণিয়া,—ছি! এখন বুঝিতেছি, তোমার কথায় সায় দিয়া, কি ঘৃণার কাজই আমি করিয়াছি! আর, কি সামান্য কারণেই তোমার ভয়!—দাও, আমার পরিচ্ছদ দাও,—আমি এখনি যাইব।"

অগত্যা কাল্পূর্ণিয়া, কাতর হৃদয়ে নীরব রহিলেন। তাঁহার আর বাক্-স্ফূর্ত্তি হইল না।

সেই সময়ে ব্রুটাস্ ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিগণ, বিলম্ব দেখিয়া, সিজারকে লইতে আসিলেন। সিজার লজ্জিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের সহিত প্রস্থান করিলেন।

(১২)

যখন জুলিয়াস্ সিজারকে লইয়া, ষড়যন্ত্রকারিগণ সেনেট-সভায় যাইতেছিলেন, তখন ব্রুটাস-পত্নী পোর্সিয়া, গৃহে বসিয়া, স্বামীর চিন্তায় একান্ত আকুল হইতেছিলেন। কারণ ইতিপূর্ব্বে তিনি ব্রুটাসের মনের ভাব অবগত হইয়াছিলেন। সিজারকে হত্যা করা সাধারণ ব্যাপার নহে, এবং তাহার পরিণামও যে নিতান্তই ভীষণ হইবে, এই চিন্তায়, সেই স্নেহপ্রাণা সাধ্বীর অন্তর, নানা দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। পোর্সিয়া মনের চাঞ্চল্যে তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে সেনেট-সভায় পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। সেখানকার ব্যাপার কি, জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"তুমি এখনি তথায় যাও। কোন কথা আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। যাও,—শীঘ্র যাও।——এখনও বিলম্ব করিতেছ কেন ?"

ভৃত্য। আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

পোর্সিয়া। যতক্ষণে আমি তোমায় বলিব,—এই জন্য তোমায় পাঠাইতেছি, ততক্ষণে তুমি সেখানে গিয়া,পুনর্ব্বার এখানে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। —হে দৃঢ়ব্রত ! তুমি আমায় বলীয়ান্ করিয়া তোল,—আমার অন্তর ও ও জিহ্বার মধ্যে বিরাট পর্ব্বত স্থাপন করিয়া দাও ! পুরুষের হৃদয় পাইয়াছি বটে, —কিন্তু অবলার দেহের বল কতটুকু ! কি কঠিন, কি কঠিন !—রমণি ! কি কষ্টেও তুমি বিষম মন্ত্রণা অন্তরে লুকাইয়া রাখিতে পারো !——তুমি এখনও এখানে দাঁড়াইয়া ?

ভৃত্য। আমায় কি করিতে হইবে, বলুন। সেখানে দৌড়িয়া যাইব,—আর কিছু নয় ? এবং পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিব,—ইহাই আমার কাজ ?

পোর্সিয়া ! তুমি গিয়া দেখিয়া এস,—তোমার প্রভু এখন কেমন আছেন ? কারণ যখন তিনি গিয়াছেন, তখন তাঁহাকে বড় বিষণ্ণ দেখিয়াছি।—আর দেখিয়া আইস, সিজার কি করিতেছেন, এবং কাহারাই বা তাঁহার পার্শ্বে আছে ?

এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্যে পোর্সিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। ওদিকে সিজার,—ব্রুটাস্ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, বহু আবেদনকারী লোকের সহিত,—সেনেট-সভা অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কোলাহলে চারিদিক্ পূর্ণ হইল।

(১৩)

সিজারের শুভানুধ্যায়ী এক ব্যক্তি,—ইতিপূর্ব্বে ষড়যন্ত্রের কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সিজারকে সতর্ক করিবার জন্য, একখণ্ড কাগজে দুই চারি কথা লিখিয়া, তিনি পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। জনতার মধ্যে সেই গণৎ-কারও উপস্থিত ছিল। সিজার সেই জনতার মধ্যে সেই গণৎকারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমিই না আমাকে মার্চ্চমাসের পনরই তারিখ স্মরণ রাখিতে বলিয়াছিলে?—আজি তো সেই দিন উপস্থিত!

গণৎকার। হাঁ।—কিন্তু দিন এখনও অতিবাহিত হয় নাই!

তৎপরে যিনি সেই কাগজ-খণ্ড লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! অগ্রে আমার এই লেখাটি পাঠ করুন; ইহাতে যাহা লেখা আছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে আপনার দেখার বিশেষ প্রয়োজন।—আপনারই সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা।"

সিজার। যাহাতে আমার নিজের কোন কথা আছে, তাহা পরে দেখিব।

পুনরায় সেই ব্যক্তি জিদ্ প্রকাশ করিল। সিজার বিরক্ত হইয়া বলি-লেন,—"লোকটা পাগল নাকি?"

তখন আর পাঁচজনে মিলিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেখান হইতে সরাইয়া দিল।

ইত্যবসরে ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে একজন,—আণ্টনিকে সিজারের পার্শ্বে দেখিয়া ভাবিল,—"আণ্টনিকে, কাছে থাকিতে দেওয়া হইবে না।—লক্ষ্য ব্যর্থ হইতে পারে।" সে ব্যক্তি কৌশলে, আণ্টনিকে লইয়া অন্যত্র গেল।

এই সময়ে ষড়যন্ত্রকারিদিগের পরামর্শমত মিটিলাস্ সিম্বার নামে এক ব্যক্তি, তদীয় ভ্রাতার নির্ব্বাসন-দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য, সিজারের নিকট প্রার্থনা করিল। সকলেই জানিত, সিজার এই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন না। কারণ নির্ব্বাসিত ব্যক্তির অপরাধ গুরুতর। সিম্বার নতজানু হইয়া সিজারের নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা করিল। সিজার বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"সিম্বার, তোমার এই কাতরভাব ও বিনীত প্রার্থনা,—সাধারণ লোকের শোণিত বিচলিত করিতে পারে;—কিন্তু মনে করিও না সিম্বার,—সিজারও সেই ধাতুতে গঠিত। মিষ্ট কথা, নতজানু, করুণ-দৃষ্টি এবং স্তাবকতায়,—তুমি আমাকে

বিচলিত করিতে পারিবে না। আইন অনুসারে তোমার ভ্রাতা নির্ব্বাসিত। তবু যদি তুমি তাহার মুক্তি প্রার্থনা কর, তবে কুক্কুরের ন্যায় তোমাকে পথ হইতে দূরীভূত করিয়া দিতে আমি বাধ্য হইব। সিজার অকারণে কাহারও মন্দ করে না। তুমি বৃথা স্তোকবাক্যে সিজারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।—সে ধাতুতে সিজার গঠিত নহে।"

সিম্বার। এখানে কি এমন কেহ নাই, যাঁহার কথায় সিজার, আমার এ প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন?

ব্রুটাস্ অগ্রসর হইলেন। সিজারের হস্ত চুম্বন করিয়া অনুরোধ করিলেন। সিজার বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কি, ব্রুটাস! তুমিও এই জন্য আমায় অনুরোধ করিতেছ?"

তার পর কাসিয়াস্ অনুরোধ করিল।

সিজার বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"আমি যদি তোমার মত হইতাম, তবে অবশ্যই আমাকে বিচলিত হইতে হইত। কিন্তু স্থির জানিও, উত্তর আকাশে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র আপনার পথে চির-স্থির, আমিও তাহারই মত লক্ষ্যপথে চিরস্থির।—সিম্বার! তোমার ভ্রাতা নির্ব্বাসনের উপযুক্ত,—তাই নির্ব্বাসিত। তোমার অনুরোধ,—রক্ষণীয় নহে,—এই জন্য উপেক্ষিত। আমি তখনও স্থির, এখনও তাই।—বৃথা অনুরোধে আর আমায় বিরক্ত করিওনা।"

তখন ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্য হইতে সিনা নামে এক ব্যক্তি অগ্রসর হইল। এবং সকলে মিলিয়া সিজারের গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। তারপর কেহ আসিয়া তাঁহার পরিচ্ছদ ধরিল; কেহ বা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিল! সিজার বিরক্ত হইয়া একবার তাকাইলেন। তখন কাস্‌কা নামে ষড়যন্ত্রকারী সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিল। তারপর একে একে আর আর সকলে তাঁহার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। অবশেষে যখন সিজার দেখিলেন, তাঁহার হত্যাকারিগণের মধ্যে ব্রুটাসও একজন, এবং ব্রুটাসের অস্ত্রও তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে,—তখন বিস্ময়ে দুঃখে ও অভিমানে,—সিজার বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন,—"হায় ব্রুটাস।—তুমিও! তবে আর সিজারের বাঁচিয়া ফল কি?

এপর্য্যন্ত সিজার যুঝিতেছিলেন। কিন্তু ব্রুটাস্‌কে দেখিয়া আর আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন না। হত্যাকারিগণ সিজারকে টানিয়া, যেখানে পম্পির

ক্ষু থাকিত, এবং যদি তোমার শোণিত-প্রবাহের ন্যায়, আমার সেই চক্ষে সেইরূপ অশ্রুধারা বহিত, তবে বন্ধুত্বের উপযুক্ত নিদর্শন আমি দেখাইতে পারিতাম। সিজার! আমায় ক্ষমা করো।—হায়! এখনও এখানে তোমার হত্যাকারিগণ দাঁড়াইয়া আছে।——হে পৃথিবি! তুমি এই নিরীহ খরগোসের পক্ষে অরণ্য ছিলে; এইখানেই সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত;—আর আজ শত রাজপুরুষের হস্তে হরিণ-শিশুর ন্যায়,—সেই সিজার, হায় ধরাশায়ী!"

কাসিয়াস্। আণ্টনি——

আণ্টনি। কাসিয়াস্, আমায় ক্ষমা করো,—সিজারের শত্রুগণও এই-রূপ বলিবে।

কাসিয়াস্। আমি তোমায় দোষ দিতেছি না। কিন্তু এখন এ সকল বিলাপে আর ফল কি?—তোমায় জিজ্ঞাস্য এই, তুমি আমাদেরই একজন হইবে, কিংবা তোমার উপর আমরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারিব না?

আণ্টনি। যখন করস্পর্শ করিয়াছি, তখন তোমাদেরই দলভুক্ত হইয়াছি, জানিও। কিন্তু আমি জানিতে চাই, সিজার্ কোন্ অপরাধে এই প্রাণদণ্ড ভোগ করিলেন।

ব্রুটাস্। আমাদের উদ্দেশ্য এত মহৎ ও পরিষ্কার যে, তুমি যদি সিজারের পুত্র হইতে, তবে সেই তুমিও আমাদের উপর সন্তুষ্ট হইতে পারিতে।

রোমে তখনকার প্রথা ছিল যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন মৃতদেহ লইয়া, প্রকাশ্যস্থানে দাঁড়াইয়া, মৃতব্যক্তির গুণগ্রামের কথা, লোকসাধারণের নিকট মুক্তকণ্ঠে পরিব্যক্ত করিবে। তাই আণ্টনি সিজারের সেই মৃতদেহ লইয়া সেইরূপ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ব্রুটাস্ তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন না; কিন্তু বলিয়া দিলেন,—"অগ্রে আমি সাধারণকে বুঝাইব, এই হত্যার কারণ কি,—তারপর তোমার যাহা বলিবার থাকে, বলিও। কিন্তু দেখিও, আমাদের কোনরূপ নিন্দাবাদ করিও না।"

আণ্টনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ষড়যন্ত্রকারী আততায়ীগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

আণ্টনি সেই মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া বিস্তর বিলাপ করিলেন। এবং সেই নরশোণিত-লোলুপ হত্যাকারিগণকে মনে মনে দারুণ অভিসম্পাৎ করিলেন।

পরে তিনি ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া, সিজারের ভাগিনেয় (সিজার অপুত্রক ছিলেন,—এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে) অক্টেভিয়াস্ সিজারের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন,—"তাঁহাকে শীঘ্রই আসিতে হইবে।—রোমের অবস্থা এখন অতি ভয়ানক।"

---

(১৫)

সাধারণ লোক, সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়েই প্রায় বুদ্ধিবিবেচনা শূন্য হইয়া, তাৎকালিক প্রধান ব্যক্তির পদানুসরণ করিয়া থাকে। সিজার-হত্যার পর সকলের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কের উদ্রেক হইলেও, ব্রুটাসের কথায় তাহারা বুঝিয়া লইল যে, এই সিজার একটি ভয়ানক লোক ছিলেন। ব্রুটাস্ কথাটা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার জন্য, বাজারের প্রকাণ্ড স্থানে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"প্রিয় স্বদেশবাসিগণ! তোমরা অতি অল্পক্ষণ নীরব হইয়া আমার কথাগুলি শুন। এই জনতার মধ্যে সিজারের প্রিয়বন্ধু যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহাকেও বলি যে, সিজারের প্রতি ব্রুটাসের ভালবাসা, তাঁহা অপেক্ষা কম নহে। যদি সেই বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন,—'তবে ব্রুটাস্ সিজারকে হত্যা করিল কেন?' তাহার উত্তর এই, ব্রুটাস সিজারকে তেমন ভাল বাসিতেন না,—স্বদেশ রোমকে যেমন ভালবাসেন! তোমরা কি বলিতে চাও, সিজার বাঁচিয়া থাকুন, আর চির-স্বাধীন রোমবাসী, চিরপরাধীন হইয়া, ক্রীতদাসের ন্যায়, জীবনভার বহন করুক?—সিজার্ আমায় ভাল বাসিতেন, সেজন্য আমি অশ্রু-বিসর্জ্জন করি;—সিজার্ ভাগ্যবান্ ছিলেন, সেজন্য আমি আনন্দ করি;—সিজার্ সাহসী ছিলেন, সে জন্য আমি তাঁহাকে সম্মান করি;—কিন্তু তিনি দুরাকাঙ্ক্ষপরায়ণ ছিলেন,—রোমে একাধিপত্যস্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন,—এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব;—এজন্য আমরা তাঁহাকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করি, এখানে এমন হীনপ্রকৃতির লোক কে আছ যে, পরাধীন ক্রীতদাসের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে চাও? যদি কেহ থাকো, তবে তাহার নিকট আমি অপরাধী। এমন পাপাশয় এখানে কে আছে, যে, রোমবাসী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে না চাহে? যদি

কেহ থাকে, তবে তাহার নিকট আমি অপরাধী। এমন মহাপাপিষ্ঠ কে আছে, যে, তাহার স্বদেশকে ভাল না বাসে? যদি কেহ থাকে, তবে তাহার নিকট ব্রুটাস্ অপরাধী।—আমি উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি।"

তখন সেই জনতার মধ্য হইতে, চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া "কেহ না,—কেহ না" রব উত্থিত হইল। সকলে ব্রুটাসের জয়ধ্বনি করিল।

এইরূপে ব্রুটাস্ সেই লোকসাধারণকে সিজারের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়া, সম্পূর্ণরূপে আত্ম-দোষ ক্ষালনপূর্ব্বক, প্রস্থান করিলেন।

তখন আণ্টনি সিজারের মৃতদেহ লইয়া, সেখানে উপস্থিত হইলেন। লোকে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু ব্রুটাসের কথায় সকলে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, ব্রুটাস্‌কে দেবতা জ্ঞানে, সম্মান করিতেছিল।

আণ্টনি আসিয়া বলিলেন,—"ব্রুটাসের অনুমতিক্রমে আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

দূরস্থ লোকগণ সব কথা শুনিতে না পাইয়া বলিল,—"কি, ব্রুটাস্ কি করিয়াছেন? দেখিও, ব্রুটাসের কোন দোষ দিও না।" আর একজন বলিল, "এই সিজার মহাপাপিষ্ঠ ছিলেন; আমাদের সৌভাগ্য যে, তাঁহার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছি।"

আণ্টনি সমবেত লোকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,——

"স্বদেশবাসী বন্ধুগণ! আমি সিজার্‌কে সমাধিস্থ করিতে আসিয়াছি,—তাহার প্রশংসা করিতে আসি নাই। মানুষ যে কিছু ভাল কাজ করে, তাহা প্রায়ই তাহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে, সকলে বিস্মৃত হয়। কেবল তাহার দোষের কথাই চিরকাল থাকিয়া যায়। সিজারের পক্ষেও তাহাই হউক। উন্নতহৃদয় ব্রুটাস্ তোমাদিগকে বলিয়াছেন যে, সিজার দুরাকাঙ্ক্ষপরায়ণ ছিলেন! যদি তাহা সত্য হয়, তবে সিজারের অপরাধ গুরুতর বলিতে হইবে, এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর হইয়াছে। ব্রুটাস্ ও অন্যান্য সকলেই উন্নতমনা, তাঁহাদেরই অনুমতিক্রমে আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। সিজার আমার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। ব্রুটাস্ বলিতেছেন যে, তিনি দুরাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ব্রুটাস্ নিজে একজন উন্নত-হৃদয় ব্যক্তি। কিন্তু সিজার, রোমে শত শত বন্দী আনিয়াছেন;—তাহাদিগের মুক্তি উপলক্ষে কত অর্থে রোমের ধনাগার

পূর্ণ হইয়াছে ;—বলো, সিজারের কি ইহা দুরাকাঙ্ক্ষা? যখন কোন দীন দরিদ্র ক্রন্দন করিয়াছে, সিজার্ তাহার জন্য কাঁদিয়াছেন ;—দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির চক্ষে কি জল থাকে? তবু ব্রুটাস্ বলিলেন,—"সিজার দুরাকাঙ্ক্ষী।" তোমরা সকলেই জানো, লুপার্কেল-মহোৎসবে তিনবার আমি তাঁহার মস্তকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়াছি,—তিন বারই তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ;—তবু সিজার দুরাকাঙ্ক্ষপরায়ণ ছিলেন!—ব্রুটাস্ যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে বলিবার ইচ্ছা আমার নাই। আমি যাহা জানি, তাহাই বলিতেছি। এমন দিন ছিল, যখন তোমরা সিজারকে খুবই ভাল বাসিতে ; আজ কি গুরুতর অপরাধে তাঁহার জন্য তোমরা একটু শোকও করিতেছ না? হায়! বুঝিলাম, নগরের লোক বিবেচনাশূন্য হইয়াছে। আমি আর কিছু বলিতে পারিতেছি না। আমার অন্তর এখন ঐ মৃত দেহে পূর্ণ রহিয়াছে।"

আণ্টনি নীরব হইলে, জনতার মধ্যে একটা মহানীরবতা আসিল। তারপর দুই একজনে কথা আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ সকলেই বলিতে লাগিল,—"এই সিজার্ নিরপরাধ। আণ্টনি প্রকৃত ভদ্রলোক। ব্রুটাস্ আমাদিগকে ভুল বুঝাইয়া গিয়াছে।"

তখন আণ্টনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে আবার বলিতে লাগিলেন,—

"কল্য সিজারের কথা, সমগ্র জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিত ;—আর আজ তাঁহার কি দশা দেখ! তাঁহার জন্য শোক করিতেও,—হায়! কেহ নাই! যদি আমি তোমাদের অন্তরে, উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া, ইহার প্রতিশোধ লইতে বলিতাম, তাহা হইলে তোমরা, এক্ষণে ব্রুটাস্ ও কাসিয়াসের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে। কিন্তু তাহা আমি করিব না। যেহেতু, তাঁহারা সকলে উন্নতমনা, সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমি বরং সিজারের,—আমার নিজের এবং তোমাদেরও অনিষ্ট করিতে পারি ;—তথাপি ঐ সকল মহাশয় ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। এই আমি সিজারের বাক্সমধ্যে তাঁহার সম্পত্তির উইল পাইয়াছি। ইহা তোমাদের নিকট আমি পড়িব না। তাহা হইলে, তোমরা এখনি সিজারের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইবে ; তাঁহার এই শত শত ক্ষতে তোমরা চুম্বন করিবে ; তাঁহার শোণিতে তোমাদের রুমাল আর্দ্র করিয়া, তাঁহাকে মনে মনে পূজা করিবে, এবং তাঁহার মস্তকের কেশ চাহিয়া লইয়া

আপনাদের স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। এই উইল পড়িলে শুনিতে পাইবে, সিজার তোমাদিগকে কত ভাল বাসিতেন, এবং তোমাদিগকে তিনি কি দিয়া গিয়াছেন। তোমরা মানুষ বৈ পাষাণ নহ, যে, তাহা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিবে! যদি তোমরা শুন যে, তোমরাই তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তবে ইহার পরিণাম কি হইবে, জানি না।"

আণ্টনির এই কৌশলপূর্ণ উদ্দীপনময়ী বক্তৃতা শুনিয়া, সমবেত লোকমণ্ডলী, উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অমনি সিজারের জন্য চারিদিকে হা-হুতাশ পড়িয়া গেল। ব্রুটাস্, কাসিয়াস্ প্রভৃতি হত্যাকারিগণ যে, অতি বিশ্বাসঘাতক ও নরাধম, তাহা তখন সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল। তাহারা উইল শুনিবার জন্য ব্যগ্র ও একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। আণ্টনিও কৌশলপূর্ব্বক সেই কল্পিত উইল চাপিয়া রাখিয়া, সিজারের সম্বন্ধে আরও গভীর দুঃখপূর্ণ কথা বলিতে লাগিলেন। লোকে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। প্রতিহিংসা লইবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হইল। সেই বিপুল জনতা অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ধারণ করিল।

আণ্টনি বলিতে লাগিলেন,—"বন্ধুগণ! এত অধৈর্য্য হইও না। আমি তোমাদের হৃদয় সহসা এইরূপ বিপ্লবে উত্তেজিত করিতেছি না। যাহারা এই ভীষণ কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগের নিজের নিজের কোন স্বার্থ ছিল কিনা, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু তোমরা জানো, তাঁহারা উন্নতমনা!—ব্রুটাসের ন্যায় আমি বাগ্মী নহি। তেমন বক্তৃতায় তোমাদের মন হরণ করিতে আমি আসি নাই। তোমরা জানো, আমি অতি সামান্য ব্যক্তিমাত্র। ভাল কথাবার্ত্তা কিছুই জানি না। কেবল অন্তরের সহিত আমার বন্ধুকে ভাল বাসিতাম,—এই কথাই আমি বলিতেছি। কেমন করিয়া মানুষের দেহের রক্ত,—বাক্যে, উৎসাহে, হাস্যে এবং অঙ্গ-ভঙ্গিতে উষ্ণতর করিতে হয়, তাহা আমি জানি না। যাহা প্রকৃত কথা,—যাহা তোমরা সকলে জানো, আমি তাহাই বলিতেছি। কিন্তু যদি আমি ব্রুটাস্ হইতাম এবং ব্রুটাস্ যদি আণ্টনি হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে, সেই আণ্টনি সিজারের দেহের প্রতি-ক্ষতমুখে এমন বাক্‌শক্তি প্রয়োগ করিতেন যে, সেই ক্ষত রাশি, রোমের প্রতি-প্রস্তরকেও উদ্দীপিত করিতে পারিত!"

পুনরায় সেই জনতা ভীষণ কোলাহলে পূর্ণ হইল। কেহ বলিল,—"এস, আমরা বিদ্রোহ উপস্থিত করি।" কেহ বলিল,—"এস, ব্রুটাসের গৃহে আগুন জ্বালিয়া দিই।"

তখন আণ্টনি পুনর্ব্বার সেই উইলের কথা উত্থাপিত করিলেন। বলিলেন,—"সিজার, তোমাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু অর্থ দিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহার উদ্যান, পাঠাগার প্রভৃতি সাধারণের ব্যবহারের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।—এমন লোক কি তোমরা আর পাইবে?"

তখন সেই বিপুল জনতা দিশাহারা হইয়া অতি ভয়ঙ্কররূপে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এবং সিজারের মৃতদেহ লইয়া সৎকারের জন্য প্রস্থান করিল। তাহারা যে যেখানে যেরূপে পারিল,—দ্বার গবাক্ষ ভাঙ্গিল, টুল্ বেঞ্চ সংগ্রহ করিল,—এবং সেই কাষ্ঠরাশিতে সিজারের দেহ রাখিয়া অগ্নিস্পৃষ্ট করিল। পরে গভীর উত্তেজনায় প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া, সেই প্রজ্বলিত অগ্নি লইয়া, চারিদিকে ছুটাছুটি-হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল। এইরূপ, যেখানে সিজারের বিরুদ্ধবাদী লোক পাইল,—এবং যাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ করিল, তাহাকেই মারিয়া ফেলিল, এবং তাহার গৃহে আগুন লাগাইয়া দিল। উন্মত্ত, উত্তেজিত, উদ্বেলিত-চিত্ত সেই লোকবৃন্দ—যাহাকে পায়, তাহাকেই ধরে। পথে নিরীহ লোকের বাহির হওয়াও যেমন দুঃসাধ্য, গৃহে থাকাও তেমনি দুঃসাধ্য।—পথে মারিবে ও ধরিবে; গৃহে আগুন জ্বালিয়া দিবে।

সেই সময় 'সিনা' নামে সিজারের এক কবি-বন্ধু পথে বাহির হইয়াছিলেন। পাঠকের মনে আছে, সিনা নামে আর এক ব্যক্তি সিজারের ঘাতক-দলভুক্ত ছিল। গত রাত্রে কবি সিনা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন,—যেন সিজারের সহিত তিনি একত্রে বসিয়া আহার করিতেছেন! এ স্বপ্ন যে অতি অশুভ, সিনা তাহা বিশ্বাস করিতেন। তাই, ভয়ে তিনি বাটীর বাহির হইতে চান নাই। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বাহির হইতে হইয়াছে।

এই সিনাকে পাইয়া, সেই উত্তেজিত জনসাধারণের একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি?" অন্যজন বলিল,—"তুমি কোথায় যাইবে?" আর এক জন কহিল,—"তুমি থাকো কোথায়?" অন্যজন—"তুমি বিবাহিত, কি অবিবাহিত?—আমাদের সকলের কথার সাফ্ জবাব দাও।"

সিনা। আমি অবিবাহিত। সিজারের সৎকারে চলিয়াছি

প্রথম লোক। বন্ধুভাবে কি শত্রুভাবে?

সিনা। বন্ধুভাবেই চলিয়াছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। থাকো কোথায়?

সিনা। এই নগরেই থাকি

তৃতীয় ব্যক্তি। তোমার নাম?

সিনা। আমার নাম—সিনা

এই নাম শুনিয়াই তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল। বলিল,—"সিনা, সিজারের হত্যাকারী!'

সিনা। আমি হত্যাকারী সিনা নই,—আমি কবি সিনা।

লোকবৃন্দ। মারো,—উহাকে মারো! ভাল কবিতা লেখে না,—মন্দ কবিতার জন্যই উহাকে মারো। উহার নাক কাটিয়া লও;—তার পর উহাকে ছাড়িয়া দাও।

উন্মত্ত লোকবৃন্দ সিনাকে তখনই খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিল; এবং প্রজ্বলিত মশাল-হস্তে ব্রুটাস্, কাসিয়াস্ প্রভৃতির গৃহে আগুন জ্বালিয়া দিল।

(১৬)

বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও, সেই দারুণ উত্তেজনার ফলে, দেশে শান্তিস্থাপন হইল না। আণ্টনি ও সিজারের ভাগিনেয় অক্টেভিয়াস্,—নানা পরামর্শ করিলেন। সেনেট-সভা আহূত হইল। অক্টেভিয়াস্, আণ্টনি এবং লিপিটাস,—এই তিনজনে মিলিয়া, রোমের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। সিজারের হত্যাকারিগণ ভয়ে রোম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দূরে—ভিন্নদেশে আশ্রয় লইল। কেবল ব্রুটাস্ ও কাসিয়াস্ সৈন্যসংগ্রহ করিয়া, শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুঝিবার জন্য যত্নপর হইতেছিলেন। আণ্টনি ইহা বুঝিতে পারিয়া অক্টেভিয়াসের সহিত পরামর্শ করিলেন।

সার্ডিস দেশে, ব্রুটাস্ শিবির সংস্থাপিত করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণের বেতনাদির ব্যয়ের জন্য, কাসিয়াসের নিকট তিনি অর্থ চাহিয়া পাঠাইলেন।

কাসিয়াস্ ব্রুটাসের ভগিনীপতি, বন্ধু এবং নানাকার্য্যে পরস্পর পরস্পরের সহায়। কিন্তু কাসিয়াস্ তলে তলে স্বতন্ত্ররূপে আত্ম-প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছিলেন। নানা উপায়ে তিনি অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রুটাস্ সেই অর্থ হইতে কিছু চাহিয়া পাঠাইলেন। কাসিয়াস্ তাহা দিতে চাহিলেন না। তার পর, কাসিয়াসের শিক্ষামত তাঁহার কর্ম্মচারিগণ, সার্ডিস্‌বাসীগণের নিকট হইতে বিস্তর ঘুষ লইত। ব্রুটাস্ তাহা জানিতে পারিয়া ঘৃণার সহিত তাহাদিগকে এ কার্য্যে নিষেধ করেন। এই সকল কারণে ব্রুটাস্ ও কাসিয়াসের পরস্পরের মধ্যে একটা দারুণ মনোবিবাদ উপস্থিত হইল। বিবাদ এতদূর দাঁড়াইল যে, পরস্পরের বিরুদ্ধে সৈন্যপর্য্যন্ত সংগৃহীত হইল। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্রুটাস, কাসিয়াস্‌কে আপন শিবিরে আহ্বান করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তার পর ব্রুটাস—সেইরূপ ঘুষ লওয়া, নানা অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা প্রভৃতি কথার উল্লেখ করিয়া, কাসিয়াস্‌কে যথেষ্ট তিরস্কারও করিলেন।

কাসিয়াস্ বলিল,—"এখন সময় যেরূপ সমস্যাপূর্ণ, তাহাতে এরূপ তুচ্ছ কথা ধরিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার সমালোচনা করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি ব্রুটাস্,—তাই এমন কথা বলিয়া, এখনও বাঁচিয়া আছ।—অন্য কেহ হইলে, এই কথাই তাহার শেষ-কথা হইত।

ব্রুটাস্। কাসিয়াস্,—মার্চ্চের সেই পনরই তারিখ স্মরণ করো!—ন্যায়-বিচারেই তেমন মহাপ্রাণ সিজারের প্রাণহনন করিয়াছি! সমগ্র জগতের অগ্রণী,—সেই মহাবীর যে অপরাধের জন্য নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন, তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ কি তোমার আমার মধ্যেও আসিবে? আর সেরূপ অপরাধ করিয়া কি, তোমায় আমায় নির্ব্বিঘ্নে বাঁচিয়া থাকিব মনে করো? বরং আমি কুকুর হইব এবং চন্দ্র দেখিলে হিংসায় কুকুরের স্বরে ডাকিতে থাকিব,—তথাপি তেমন ঘৃণিত রোমবাসী হইয়া, বাঁচিয়া থাকিতেও আমি চাহি না!

কাসিয়াস্। ব্রুটাস্! এ তিরস্কার আমি সহিব না,—এখনও নিরস্ত হও। বোধ হয়, আমি আপনাকে ভুলিয়া যাইব! তুমি আমাকে আর উত্তেজিত করিও না!

ব্রুটাস্। দুর্ব্বল, ক্ষীণপ্রাণ!—দূর হও।

কাসিয়াস্। ইহাও সম্ভব?—বটে, এতদূর!

ব্রুটাস্। তুমি কি মনে করো, পাগলের ঐ দৃষ্টিতে আমি ভীত হইব?

কাসিয়াস্। হায় ঈশ্বর! ইহাও আমি সহিব?

ব্রুটাস। হাঁ, ইহাও সহিতে হইবে।—ইহার অধিকও সহিতে হইবে। ক্রোধে তোমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাক্।—ভৃত্যদের কাছে গিয়া তোমার এই ক্রোধোন্মত্ত মূর্ত্তি দেখাও!—আমি কি উহাতে ভয় করি? তুমি না বলো যে, তুমি একজন বড় উৎকৃষ্ট সৈনিক!—এখন তাহাই প্রমাণ করো।

কাসিয়াস্। ব্রুটাস্, আমার স্নেহের উপর বড় বেশী নির্ভর করিও না। হয়ত এমন কাজ আমি করিতে পারি, যে জন্য শেষে আমায় অনুতপ্ত হইতেও হইবে।

ব্রুটাস্। তুমি পূর্ব্বেই সেরূপ কাজ করিয়াছ। তোমার তিরস্কারে ও ক্রোধে,—আমার কোন ভয় নাই। আমি সর্ব্বথ, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করি। সেই সত্যই আমাকে রক্ষা করিবেন। তোমার নিকট আমি অর্থ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম।—আমি তোমার ন্যায় অসদুপায়ে, দরিদ্র কৃষকের শোণিত-সঞ্চিত-অর্থ কাড়িয়া লইতে পারি না।—তাই অর্থ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে।—সে কাজটা কি কাসিয়াসের ন্যায় হইয়াছিল?

এবার কাসিয়াস্ একটু নরম হইল। বলিল,—"আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি না। দূত নির্ব্বোধ যে, সেরূপ সংবাদ তোমাকে দিয়াছিল। যাই হোক্, বুঝিলাম, ব্রুটাসের স্নেহ আর আমার প্রতি নাই।

ব্রুটাস। আমি তোমার অপরাধ বিস্মৃত হইতে পারি না।

কাসিয়াস্। বন্ধুর চক্ষু বন্ধুর অপরাধ উপেক্ষা করিয়া থাকে।

ব্রুটাস্। ঘৃণিত, চাটুকারের সেইরূপ অভ্যাস বটে।—প্রকৃত বন্ধুর চক্ষু, সেরূপ হইতে পারে না।

তখন কাসিয়াস্ দারুণ দুঃখে শিরে করাঘাত পূর্ব্বক, আণ্টনি ও অক্টেভিয়াসের উদ্দেশে বলিতে লাগিল,—

"তোমরা এখনি আসিয়া, এই হতভাগ্য কাসিয়াসের সমুচিত শাস্তি দাও। হায়! আর আমার এ ঘৃণিত জীবনে প্রয়োজন নাই। যাহাকে ভ্রাতার ন্যায় প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতাম, সেই আমায় এতদূর উত্তেজিত ও উষ্ণ করে!—

ব্রুটাস্, এই লও উন্মুক্ত অসি,—আমার অনাবৃত বক্ষে প্রবেশ করাইয়া দাও। আমি তোমায় অর্থ দিতে চাহি নাই,—কিন্তু এই হৃদয় দিতেছি। যেমনি করিয়া সিজার্‌কে হত্যা করিয়াছ, তেমনই করিয়া আমাকেও হত্যা করো।”

ব্রুটাসের সেই উগ্রমূর্ত্তি ক্রমে শান্ত হইল। ক্রমে তিনি বুঝিলেন,—ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ক্রমশঃ তিনি সংযত হইলেন। তাঁহার জিদ্‌ও নিবৃত্তি পাইল। তখন কাসিয়াস্ হর্ষে ও অভিমানে বলিল,—“ব্রুটাস্, ব্রুটাস্! আমি কখন ভাবিতে পারি নাই যে, তুমি আমার উপর এতদূর ক্রোধ করিতে পারো।”

ব্রুটাস। হায় কাসিয়াস্! কি গভীর দুঃখে যে আমি মর্ম্মাহত হইয়া আছি, তাহা তুমি জানো না।—আমার প্রাণাধিকা পোসিয়ার মৃত্যু হইয়াছে!

কাসিয়াস্ সাহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল,—“হায়, পোর্সিয়ার মৃত্যু হইয়াছে?—কি পীড়া হইয়াছিল?”

ব্রুটাস্। পীড়া কিছুই নহে। আমার অনুপস্থিতিতে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া, মনে নানা দুশ্চিন্তার পোষণ করিয়া, একরূপ উন্মাদিনী হইয়া, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। একে আমার অনুপস্থিতি, তার উপর তিনি শুনিয়াছিলেন যে, আণ্টনি ও অক্টেভিয়াস উভয়ে একত্র হইয়া, আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে;—এই সব চিন্তায় তিনি শয্যাশায়িনী হন। তার পর দাস দাসী কেহই যখন তাঁহার নিকটে ছিল না, তখন জ্বলন্ত আগুন তুলিয়া, তাহাই খাইয়া, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

ব্রুটাস্, প্রিয়তমা পত্নীর এ শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়াও, এপর্য্যন্ত কাসিয়াসের নিকট প্রকাশ করেন নাই। প্রকাশ করিবার অবসরও হয় নাই। ব্রুটাসের এরূপ আত্মসংযম দেখিয়া, কাসিয়াস্ বিস্মিত হইয়া বলিল,—“এমন মানসিক কষ্টের মধ্যে,—এমন প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডায়ও যে, কেন তুমি আমাকে মারিয়া ফেল নাই,—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।”

ব্রুটাস্। থাক্,—সে কথা আর তুলিয়া কাজ নাই।

তখন দুইজনে আবার সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে ব্রুটাস্ অবগত হইয়াছিলেন যে,—আণ্টনি, অক্টেভিয়াস ও লিপিটাস্,—এই তিনজনে রোমের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এবং সেনেট-সভার প্রায় একশত সভ্যকে নিহত করিয়া ফেলিয়াছেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাগ্মী সিসিরো তাহার মধ্যে একজন। ব্রুটাস্ আরও অবগত হইয়াছেন যে, আণ্টনি ও অক্টেভিয়াস বিপুল সৈন্যদল লইয়া, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন। যাই হউক, ফিলিপাই নামক স্থান,—উভয় পক্ষের যুদ্ধ-ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। ব্রুটাস ও কাসিয়াস্,—যুদ্ধসংক্রান্ত নানা পরামর্শ করিয়া, শত্রু-সম্মুখীন হইবার জন্য, প্রস্তুত হইলেন।

সেই রাত্রে ব্রুটাস তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া আপন মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিলেন। সহসা দেখিলেন, দীপশিখা যেন নিস্তেজ হইয়া আসিল।—তারপর যেন সিজারের প্রেত-মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখীন হইল। ব্রুটাস্ বিস্ময়ে মনে মনে বলিলেন,—"একি! বোধ হয় আমার মানসিক দুর্ব্বলতাহেতু আমি এই মূর্ত্তি দেখিতেছি!—না, ক্রমেই দেখিতেছি, মূর্ত্তি নিকটে আসিতেছে।—তুমি কে? তুমি কোন দেবতা,—স্বর্গের দূত? কিংবা নরকের প্রেত?—যে, এমনি করিয়া, আমার উত্তপ্ত শোণিত শীতল করিয়া দিতেছ?—এবং আমার সর্ব্বশরীরের রোমরাশি আতঙ্কে কণ্টকিত করিতেছ?—আমায় বলো, তুমি কে?"

প্রেতমূর্ত্তি। ব্রুটাস্, আমি তোমার দুষ্টবুদ্ধি।

ব্রুটাস্। দুষ্টবুদ্ধি?—কেন আসিয়াছ?

প্রেতমূর্ত্তি। এই কথা বলিতে যে, ফিলিপি যুদ্ধক্ষেত্রে তোমায় আমায় সাক্ষাৎ হইবে।

ব্রুটাস্। ভাল,—তবে পুনর্ব্বার দেখা হইতেছে?

প্রেতমূর্ত্তি। হাঁ, ফিলিপি যুদ্ধক্ষেত্রে।

প্রেতমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

---

(১৭)

ফিলিপি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তখন মহা-সমরের উদ্যোগ হইতে লাগিল। একদিকে ব্রুটাস্ ও কাসিয়াস্;—অন্যদিকে আণ্টনি ও অক্টেভিয়াস্,—বিস্তর সৈন্য লইয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন।—সেই দিন কাসিয়াসের জন্মদিন। কাসিয়াস্ আজীবন ঈশ্বরোপাসনা এবং ধর্ম্ম-চিন্তায় উদাসীন থাকিয়া,

—ঐহিক সুখ জীবনের মূলমন্ত্র করিলেও, আজিকার দিনে, তাঁহার মনে কেমন একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। কাসিয়াস্ যখন সার্ডিস হইতে ফিলিপিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন দেখিলেন,—শকুনি, গৃধিনী, এবং বায়স,—মাথার উপর বিকট চীৎকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যেন তাহাদেরই সেই ভীষণ ছায়ার নিয়ে, তাঁহার সৈন্যগণ দাঁড়াইয়া আছে। ইহা তো শুভ-চিহ্ন নয়! যুদ্ধে জয়-পরাজয় উভয়েরই সম্ভাবনা। যদি পরাজয় হয়,—তবে উপায়?

কাসিয়াস্ চিন্তাকুলচিত্তে ব্রুটাস্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রুটাস্, শেষ উপায়?"

ব্রুটাস্। তুমি জানো, মহামতি কেটো এইরূপ বিষম সমস্যাময় সময়ে আত্মহত্যা করিয়া, শত্রুর অবমাননার হাত এড়াইয়াছিলেন!—কিন্তু তেমন ভাবে জীবনকে, আয়ুসত্ত্বেও আমি বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। এজন্য আমি কেটোকে নিন্দা করি।—যদি পরাজিত হই, তবে, মানুষের সকল চেষ্টা ও ক্ষমতার উপরও, যে মহাশক্তির অব্যর্থ বিধান নিহিত, আমি ধৈর্য্য সহকারে, সেই মঙ্গলময় বিধান অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব।

কাসিয়াস্। অর্থাৎ তুমি বলিতে চাও, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, বন্দীভাবে বিজেতার গৌরব বর্দ্ধন করিতে করিতে রোমে প্রত্যাগমন করিবে।

ব্রুটাস। না কাসিয়াস! ব্রুটাসের মন তত নীচ নয়।—বোধ হয়, এই শেষ-দেখা। আবার যদি দেখা হয়, তবে, হাসিতে হাসিতে দেখা হইবে। নহিলে, এই শেষ।——বিদায়।

যথাদিনে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ব্রুটাস,—অক্টেভিয়াস ও আণ্টনির উপর এরূপ কৌশলে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কাসিয়াসও তাঁহাদিগকে অন্যদিক হইতে আক্রমণ করিলেন। আণ্টনির সহিত কাসিয়াসের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কিন্তু শেষে কাসিয়াস্ পরাভূত হইয়া যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

তারপর, যুদ্ধে ব্রুটাস কিরূপ শক্তির পরিচয় দিতেছেন,—কোন্ পক্ষে জয় বা পরাজয় হইবার সম্ভাবনা, তাহা জানিবার জন্য, কাসিয়াস্ এক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে অশ্ব ও অস্ত্রাদি দিয়া ব্রুটাসের নিকট পাঠাইলেন।

অনেক সময় অতিবাহিত হইল, তথাপি সে ব্যক্তি ফিরিল না। কাসিয়াস্

তখন নিজে পর্ব্বতোপরি উঠিয়া, দেখিতে লাগিলেন—কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অগত্যা অন্য একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—"তুমি পর্ব্বতের আরও উর্দ্ধে উঠিয়া, যুদ্ধের সঠিক সংবাদ আমাকে জ্ঞাপন করো।"

ভৃত্য উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিল। কাসিয়াস্ এই ভৃত্যকে চিরদিন বন্দীভাবে রাখিয়াছিলেন। ভৃত্য আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ ও অবসর খুঁজিত। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আজি সুযোগ পাইয়া, সে মহা-বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিল। যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা যাহা, তাহা না বলিয়া, সে, সমস্তই বিপরীত বলিল।

কাসিয়াস্ ভাবিতে লাগিলেন,—"আজি এই এমনি দিনে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। যে দিনে জীবন আরব্ধ হইয়াছিল সেই দিনে ইহার সমাপ্তি করিব। দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।—আমার জীবনের পর্য্যটনও শেষ হইয়াছে।"

কাসিয়াস্ সেই ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বলো, এখন কি দেখিতেছ?" সে, সেই উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে বলিতে লাগিল,—"শত্রুগণ আমাদের সৈন্যগণকে ঘিরিয়াছে। যাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাকে বিপক্ষেরা বন্দী করিয়াছে। আর ঐ দূরে,—আপনার শিবিরে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। ব্রুটাস-সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।—বুঝি, সকল আশা ফুরাইল।"

কাসিয়াস্ তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে নামিতে বলিলেন। বলিলেন, "আর না। ইহাই দেখিবার জন্যই কি কাসিয়াস্ জীবনধারণ করিবে?——তুমি আমার বিশ্বস্ত এবং প্রিয় অনুচর;—তোমাকে যখন যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, তুমি তখনি তাহা পালন করিয়াছ। আজিও আমার আজ্ঞা পালন করো, এবং চিরদিনের জন্য স্বাধীন হও।—এই অসি গ্রহণ করো;—একদিন ইহাই সিজারের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়াছিলাম;—আজ তুমি এই উলঙ্গ বক্ষে উহা বিদ্ধ করো!"

কাসিয়াস্ বুক পাতিয়া দাঁড়াইলেন,—বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য তাহাই করিল—হায় সিজার! তোমার হত্যার প্রতিশোধ হইল"—এই কথা বলিতে বলিতে, কাসিয়াস প্রাণত্যাগ করিল।

(১৮)

যুদ্ধের সংবাদ বস্তুতঃ তেমন মন্দ ছিল না। ব্রুটাসের সৈন্যগণ যথেষ্ট পরাক্রম দেখাইয়া, শত্রুগণের হৃদয়ে আতঙ্ক ও সন্দেহের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। তবে, কাসিয়াসের শিবির অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতেছিল,—এ কথা সত্য বটে। আর আণ্টনি, কাসিয়াসের সৈন্যগণকেও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রুটাস্ অক্টেভিয়াস্‌কে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—সেই বিশ্বাসঘাতক বন্দী ভৃত্য,—সে কথা কাসিয়াস্‌কে বলে নাই। ব্রুটাস্ সেই আনন্দ-সংবাদ পাঠাইবার জন্য, কাসিয়াসের সেই পূর্ব্ব-প্রেরিত লোককে, কাসিয়াসের উদ্দেশে পাঠাইয়া দিলেন। সেই ব্যক্তি আসিয়া কাসিয়াসের মৃতদেহ দেখিয়া, এবং তাঁহার সেই বন্দী ভৃত্যকে তথায় উপস্থিত থাকিতে না দেখিয়া, সেই বন্দী ভৃত্যেরই বিষম বিশ্বাসঘাতকতা,—অনুভব করিলেন। দুর্ভাগ্য কাসিয়াসের সেই বিশ্বস্ত লোক,—সেই প্রিয়তম বন্ধু,—কাসিয়াসের পরিণাম দেখিয়া, আত্মহত্যা করিলেন। এই সকল দুঃসংবাদ অবগত হইয়া, ব্রুটাস্ দারুণ দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ব্রুটাস-সৈন্য এবার আরও উৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু আণ্টনি ও অক্টেভিয়াস্ এবার সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন। ব্রুটাসের সুদক্ষ সৈন্যগণ একে একে আণ্টনি ও অক্টেভিয়াসের হস্তে নিহত হইতে লাগিল। একে একে ব্রুটাসের দুই একজন প্রিয় অনুচরও তাঁহাদের হস্তে বিনষ্ট হইল। তখন ব্রুটাস্ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া, অবশিষ্ট বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত, সেই যুদ্ধক্ষেত্রসন্নিহিত এক পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া, আকুলচিত্তে পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। রোমের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা,—প্রজাসাধারণের হিত-সাধন প্রভৃতি,—সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছে। তবে, এখন আর তাঁহার জীবনে প্রয়োজন কি? আণ্টনি, অক্টেভিয়াস্ ও লিপিটাস,—তিনজনে এখন রোমের শাসনভার গ্রহণ করিলেন,—তবে ব্রুটাসের বাঁচিয়া থাকায় ফল কি? রোমের চির-স্বাধীনতা, প্রজাসাধারণের হিত ও উন্নতি,—অন্যের অদৃষ্ট বা ইচ্ছা-সূত্রে জড়িত হইল,—তবে ব্রুটাস্ কোন্ লক্ষ্যে দুর্ব্বহ দেহভার বহন করিবেন? শত্রুগণ সদাই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিবে,—আর তিনি পলাতক, ভীরু,

কাপুরুষের ন্যায় সদাই আত্মগোপন করিয়া জীবিত থাকিবেন?—সেরূপ ঘৃণিত জীবনে ব্রুটাসের প্রয়োজন নাই। সিজারের হত্যাকারিগণ একে একে নিঃশেষিত হইয়াছে,—কেবলমাত্র ব্রুটাস্ বাকী। ইতিমধ্যে সিজারের প্রেতমূর্ত্তি দুইবার ব্রুটাসের সম্মুখীন হইয়াছে। ব্রুটাস্ও বুঝিয়াছেন, তাঁহার আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে।

তখন একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে চুপি চুপি তিনি কি বলিলেন। সে শিহরিয়া উঠিল। অন্য একজনকে বলিলেন, সেও শিহরিয়া উঠিয়া বলিল,—"প্রভু! আমা হইতে এ কার্য্য হইবে না।" তখন আর একজন অনুচর জনান্তিকে অন্য এক অনুচরকে বলিল,—"দেখিতেছ না, ঘৃণায় ও দুঃখে,—ব্রুটাসের হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছে? সে ভার এত যে, ইঁহার চক্ষু দিয়া শোণিত নির্গত হইতেছে!"

কেহই ব্রুটাসের আদেশ পালন করিতে সক্ষম হইল না। কেহই প্রভুকে হত্যা করিতে চাহিল না!

অদূরে ব্রুটাসের জনৈক সৈন্য, শত্রুগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া, ব্রুটাস্‌কে পলাইতে বলিল। ব্রুটাস্ তাহা শুনিয়া বলিলেন,—

"বন্ধুগণ! আর এখানে অপেক্ষা করা উচিত হইতেছে না।—তোমরা বিদায় হও। আমার বড় আনন্দ এই যে, শেষ পর্য্যন্তও তোমরা, এমন বিশ্বস্ততার সহিত আমার অনুসরণ করিয়াছ! ব্রুটাস্ তাহার জীবনের ইতিহাস, সম্পূর্ণ করিয়াছে। আজ তাহার বিশ্রামের দিন।—রাত্রির এ অন্ধকার আমার চক্ষে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে,—এইবার আমি বিশ্রাম করিব। এই বিশ্রামলাভের জন্য এতদিন যে সংগ্রাম করিয়া আসিলাম,—আজি তাহা সুসিদ্ধ হইল। তোমরা অগ্রসর হও,—আমি তোমাদের অনুসরণ করিতেছি।"

সকলে প্রস্থান করিল। কেবল একজন ব্রুটাসের পার্শ্বে বসিয়া রহিল। ব্রুটাস তাহাকে বলিলেন,—

"বুঝিলাম, তোমার প্রকৃত সম্মানবোধ আছে,—প্রভুর গৌরব তুমিই রক্ষা করিতে জানো।—তবে এই আমার তরবারি গ্রহণ করো,—ইহা লইয়া দাঁড়াও।—আমি দৌড়িয়া আসিয়া ইহা গলদেশে বিদ্ধ করি।"

সে তাহাই করিল। ব্রুটাস্ তীরবেগে দৌড়িয়া আসিলেন, এবং সঙ্কল্প-অনুযায়ী কার্য্য করিলেন। সব ফুরাইল!

তখন আণ্টনি ও অক্টেভিয়াস্ সেইখানে উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ অবগত হইলেন। আণ্টনি বলিলেন,—

"এই ব্রুটাস্ সকলের অপেক্ষা উন্নতহৃদয়, উন্নতচরিত্র,—প্রকৃত মহৎ-লোক ছিলেন। প্রত্যেক ষড়যন্ত্রকারী,—নীচ হিংসাবশে উত্তেজিত হইয়াই সিজারকে হত্যা করিয়াছিল; কিন্তু এই ব্রুটাস্ লোকসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষায় এবং আপন আন্তরিক স্থির-লক্ষ্যসাধনে, সেই দারুণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।—আমি বিশেষরূপে জানি, ব্রুটাসের জীবন নির্ম্মল ও পবিত্র ছিল, এবং তিনি সকল গুণের আধার ছিলেন।"

অক্টেভিয়াস্। তবে সৈন্যগণ! তোমরা সকলে মহাত্মা ব্রুটাসের এই মৃত-দেহ সম্মানের চক্ষে দেখিয়া, সযত্নে রক্ষা করো। যথাসময়ে মহাসমারোহে, বীরের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

তাহাই হইল। বিজয়ী সৈন্যগণ বিজয়োল্লাস করিতে করিতে, ব্রুটাসের অন্তিম-ক্রিয়া শেষ করিল।

আণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা।

ANTONY AND CLEOPATRA.

জুলিয়াস্-সিজারের আখ্যায়িকায়, পাঠক পাঠিকা, রোমের শাসন-প্রণালী ও অন্যান্য কথা,—কতক অবগত হইয়াছেন। এখন এই আণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার আখ্যায়িকায়,—আরও কিছু অবগত হউন।

প্রাচীন রোম,—চিরদিনই প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী। রোমের কখন রাজা ছিল না। যে ব্যক্তি সর্ব্বাংশে শক্তিশালী ও সৌভাগ্যবান্ হইত, সেই-ই রাজ্য-শাসনের ক্ষমতা ও ভার পাইত। জনসাধারণ যখন যাহার গুণের পক্ষপাতী হইত, তখন সেই গুণবান্ ব্যক্তিই আত্মবলে জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব-স্থাপন করিত। ইহার ফল—ভাল মন্দ দুই-ই হইয়া থাকে। মন্দের ভাগই অনেক সময় অধিক হয়। এই অবাধ স্বাধীনতার নামে যে, অনেক সময় অনেক উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিষম অনর্থপাত হইত,—ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে সে কথার সাক্ষ্য দিতেছে। হত্যা, রক্তপাত এবং সর্ব্ববিধ নিষ্ঠুরতা লইয়াই,—রোমবাসী দিনাতিপাত করিত। যে একটু মাথা তুলিয়া ভ্রমেও রাজা হইবার কল্পনা করিয়াছে, সেই-ই ষড়যন্ত্রকারিগণ কর্তৃক অতি নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়াছে। প্রণয়, বন্ধুত্ব, ভালবাসা,—কাহারও মুখ চাহিয়া এই হত্যা নিবারিত হইত না। বীরাগ্রগণ্য, অশেষগুণে গুণবান্, জুলিয়াস্-সিজারই এ বিষয়ের প্রধান নিদর্শন। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা,—সেই জুলিয়াস্-সিজারের আখ্যায়িকাতেই এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন।

সিজার হত হইলে তদীয় প্রধান সেনাপতি ও বন্ধু আণ্টনি,—সিজারের

নয় অক্টেভিয়স্ সিজার,—এবং গল দেশের শাসনকর্ত্তা লিপিডস্,—এই তিনজনে মিলিত হইয়া, সমগ্র রোমের শাসন-কর্ত্তৃত্ব বিভক্ত করিয়া লইলেন। অক্টেভিয়াস্ স্পেনের, লিপিডস গল্ প্রদেশের, আর আণ্টনি,—ইটালী, সিসিলি ও আফ্রিকার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাদের মধ্যে আণ্টনিই সর্ব্বাপেক্ষা বীর, সাহসী ও রণকুশল। কিন্তু তাঁহার প্রধান দোষ,—তিনি অতিমাত্র ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। সে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এত যে, বুঝি সেই পাপেই একদিন তিনি সর্ব্বস্ব হারাইয়াছিলেন।

মিশরের,—ইতিহাসপ্রসিদ্ধা সুন্দরী,—কলঙ্কিনী ক্লিওপেট্রাই তাঁহার জীবন অধিকার করিয়াছিল। বীরের বীরত্ব, সাহস, উদ্যম, উৎসাহ,—সকলই সেই সুন্দরী-চরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

ক্লিওপেট্রার রূপ জগদ্বিখ্যাত। সেই রূপের আগুনে পুড়িয়া অনেকেই ভস্মীভূত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সিজার-বন্ধু,—মহাবীর আণ্টনির কথাই আমাদের আলোচ্য।

রূপসী ক্লিওপেট্রা রূপের ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন; আর সেই ফাঁদে, দিগ্বিজয়ী পৃথিবীর সম্রাট অবধি অবাধে আসিয়া পড়িতেন। অন্যে পরে কা কথা,—সেই অশেষ গুণে গুণবান্ সিজারও একদিন এই সুন্দরী-চরণে মস্তক লুঠাইয়াছিলেন। সিজারের আখ্যায়িকায় সে কথা আমরা বলিয়া আসিয়াছি।

ক্লিওপেট্রার জীবন কিন্তু বড় দুঃখময় ছিল। সেই পরম লাবণ্যবতী, চিরযৌবনসম্পন্না, ভোগবিলাসরতা সুন্দরীর স্বামী হইয়াছিলেন,—তাঁহার এক শিশু ভ্রাতা। দেশাচারের নিয়মানুসারে তাঁহার পিতাই এই বিবাহ দিয়া যান। তারপর ক্লিওপেট্রার শিক্ষাদাতা ছিল,—তাঁহার এক দুরাচার ক্লীব মন্ত্রী। পাপের সংসারে তিনি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা অতি পাপিষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠসহোদরা পিশাচিনী—পতিঘাতিনী ছিলেন। শেষে তাঁহার সেই মহাপাপিনী সহোদরা,—প্রকৃতির নিয়ম-বশে, তাহার পাপ পিতা কর্ত্তৃকই নিহত হয়।—ক্লিওপেট্রার পারিপার্শ্বিক ঘটনা এইরূপ;—আদর্শ, শিক্ষা, সংসর্গ এইরূপ। এমত অবস্থায় সেই অপূর্ব্ব রূপসী, চিরযুবতী, ভোগবিলাস-বতী ভামিনীর নিকট,—সন্নীতি ও পবিত্রতার আশা করাই বিড়ম্বনা।

এখন এ সকল কথা ছাড়িয়া, আসল কাহিনীই বর্ণন করি।

(১)

ডেমিট্রিয়াস্ ও ফাইলো নামে আণ্টনির দুই বশংবদ বন্ধু,—একদিন আক্ষেপ করিয়া, পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য ভাই! এমন কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই।—একটা মেয়ে-মানুষে অত বড় একটা বীরকে ভেড়া বানাইয়া রাখিল! ঐ দেখ,—নাম করিতে করিতে, বীরবর কেমন কতকগুলি অসারচিত্ত চাটুকার-পরিবৃত হইয়া, প্রণয়িনী প্রমদাকে লইয়া, এই দিকে আসিতেছেন।"

বিলাসিনী ক্লিওপেট্রা ও ব্যসনাসক্ত আণ্টনি,—অনুগত দাসদাসী পরিবৃত হইয়া সেইখানে আসিলেন। ক্লিওপেট্রা কহিলেন "ইহাই যদি ভালবাসা হয়, বল দেখি ইহার পরিমাণ কত?'

আণ্টনি। যে প্রেমের সীমা নির্দ্ধারণ হয়, তাহাতে অভাব আছে।

ক্লিওপেট্রা। আমি তোমার প্রেমের সীমা বাঁধিয়া দিব।

আণ্টনি। তাহা হইলে তোমাকে এ জগৎ ছাড়িয়া নূতন জগৎ গড়িতে হইবে—আমার প্রেম এ জগৎ ছাড়িয়াও অনন্ত প্রসারিত।

নায়ক-নায়িকার ইত্যাকার রসাভাষ চলিতেছে, এমন সময় রোম হইতে এক দূত আসিয়া, আণ্টনিকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল; আণ্টনি বিরক্ত হইয়া দূতকে সংক্ষেপে সংবাদ বলিতে বলিলেন।

রসিকা ক্লিওপেট্রা অবসর বুঝিলেন; শ্লেষপূর্ব্বক কহিলেন, "না-না-না, এমন কাজ করিও না,—দূত কি বলিতেছে শুন; হয়ত ফুলভিয়া সুন্দরী রাগ করিয়াছেন; নয়ত অক্টেভিয়াস্ সিজার মহাশয় তোমায় আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছেন, 'ইহা করিও, উহা করিও না,—এই রাজ্যটা লইও—ও রাজ্যটার দিকে চাহিও না,—হুঁ! তাঁহার কথা অমান্য করিবে?"

আণ্টনি। আ প্রেমিকে!—

ক্লিওপেট্রা। কেন, আমি মিথ্যা বলিলাম?—ফুল্‌ভিয়া বা সিজারের আজ্ঞা অমান্য করিলে, তোমার ক্ষতি হইবে না? হয়ত মিশর হইতে তোমার নির্ব্বাসনের আজ্ঞা আসিয়াছে—তুমি আর এখানে থাকিতে পারিবে না।

আণ্টনি। হো! রোম টাইবার-জলে নিমজ্জিত হউক,—সে বিশাল সাম্রাজ্যের পতন হউক,—আণ্টনি কোথাও যাইবে না!—এই আমার স্বর্গ,—

তোমার প্রেমই আমার সিংহাসন! সাম্রাজ্য—সেত ধূলির সমষ্টিমাত্র,এই পৃথিবী আমারও যেমন একটা পশুর পক্ষেও তেমন, ইহার জন্য চিন্তার প্রয়োজন কি? (আণ্টনি ক্লিওপেট্রাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—) ইহার অপেক্ষা সুখের আর কি আছে? ইহাই জীবনের সার।

ক্লিওপেট্রা। বাঃ, বাঃ, কি চমৎকার চাতুরী! গুণমণি,এ চাতুরী কাহাকে দেখাইতেছ? ফুলভিয়া সুন্দরীকে যখন পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছ, তখন তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া কি থাকিতে পারিবার যো আছে?—সাধ্যি কি?

আণ্টনি। থাক্,আর মিছা বাক-বিতণ্ডায় এ অমূল্য সময়টুকু নষ্ট করা যায় না। জীবনের একমুহূর্ত্তও বৃথায় দেওয়া যায় না।—আজিকার আমোদ কি?

ক্লিওপেট্রা। দূত অপেক্ষা করিতেছে।

আণ্টনি। ছিঃ রাণি, বার বার ঐ কথা?—কিন্তু বল;—তোমার ভৎসনাও আমার মধুর বোধ হয়! আহা, স্বভাবের শোভারাণী তুমি,—তোমার হাসি, কান্না, ভৎসনা,—সবই আমার সুন্দর বলিয়া মনে হয়। তোমার প্রতি-অঙ্গভঙ্গি, তোমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাম,—অসীম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া থাকে;—যাহা দেখিতে দেখিতে আমি এই নিখিল সংসার ভুলিয়া যাই এবং আপনাকেও বিস্মৃত হই! থাক্, দূতকে আর প্রয়োজন নাই। চল, আজ সারানিশি তোমায় লইয়া, প্রেমবিহ্বলচিত্তে পথে পথে বেড়াইব এবং সেই সঙ্গে তোমার প্রজাবর্গেরও অবস্থা দেখিব।—তুমিই ত প্রেমময়ি, একদিন এ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলে?

প্রেমালিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিয়া, ক্লিওপেট্রাকে লইয়া, আণ্টনি সদলবলে চলিয়া গেলেন।

আণ্টনির সেই বন্ধুদ্বয়ের একজন বলিল, "আমি অবাক্ হইয়াছি!—এই কি সেই আণ্টনি? আণ্টনি কি সিজারকে এমন অবজ্ঞা করিতে পারে—তাঁহার দূতকে সম্ভাষণ করিল না!

দ্বিতীয় বন্ধু। এখন মনে করিতে হইবে, ইনি সে আণ্টনি নন,—আণ্টনির মূর্ত্তি ধরিয়া, কোন কাম-জর্জ্জরিত দুর্ব্বল ব্যক্তি,—একটা স্ত্রীলোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে।

(২)

যথাসময়ে সেই দূত আণ্টনিকে সংবাদ দিল যে, রোমে ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত। ঘরাঘরি বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে,—কেহ কাহারও বশ্য নয়। এমন কি, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পারথিয়ান্ জাতি প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া তাহাদের অধিকার বিস্তার করিতেছে। মৃত পম্পির পুত্র সেক্সটাস পম্পিও অমিতবিক্রমে সমরসজ্জা করিয়াছে।——এমন অবস্থায় আণ্টনির রোমে উপস্থিত হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়।

এই সময়ে আর এক দূত আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, তাঁহার ফুলভিয়ার মৃত্যু হইয়াছে।

ফুলভিয়ার মৃত্যু সংবাদে আণ্টনি একটু বিচলিত হইলেন; বলিলেন,—"হাঁ, একটা মহা-প্রাণ চলিয়া গিয়াছে! আমিও এইরূপ আশা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ঘৃণায় যাহার দশবার মরণ প্রার্থনা করিয়াছি, তাহার মৃত্যু হইলে তাহাকে পুনর্ব্বার পাইতে ইচ্ছা হয়! বর্ত্তমানের এই সুখভোগ, এই আনন্দ এক্ষণে ঘটনার আবর্ত্তনে দুঃখে পরিণত হইল! ফুলভিয়া চলিয়া গিয়াছে—আর পাইব না, এখন মনে হইতেছে সে সুন্দর! বুঝি তাহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইতে পারিতাম।—যাহা হউক, এই যাদুকরী রমণীর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। আমার আলস্যে শত সহস্র বিপদ উপস্থিত হইতেছে, তাহার কয়টাই বা আমি জানি। এই অনর্থ সর্ব্বাগ্রে দূর করিতে হইবে।"

এই সময়ে আণ্টনির এক বন্ধু সেখানে উপস্থিত হইলেন। আণ্টনি তাঁহাকে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, তিনি শীঘ্র রোমে প্রত্যাগমন করিবেন।

বন্ধু। তবেই দেখিতেছি, আমরা এখানকার রমণীগণের মৃত্যুর কারণ হইব। এরূপ নির্দ্দয়তা তাহাদিগকে দারুণ আঘাত দিবে। আমাদের বিরহে নিশ্চয়ই তাহাদের মরণ হইবে।

আণ্টনি। আমাকে যাইতেই হইবে।

বন্ধু। প্রয়োজন যখন গুরুতর, তখন অবশ্যই রমণীর চিন্তা ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু ক্লিওপেট্রা ইহার বিন্দুমাত্র শুনিয়াছে কি মরিয়াছে—

ইহা নিশ্চিত। আমি জানি ইহার অপেক্ষা অতি সামান্য কারণেও বিশবার সে মরিতে গিয়াছে। আমার বোধ হয় মরণের মধ্যেও এমন একটা কি প্রেমের আকর্ষণ আছে—নহিলে ক্লিওপেট্রা অতি সহজেই মরিতে চায় কেন?

আণ্টনি। তাহার চাতুরি মানুষের বুদ্ধির অতীত।

বন্ধু। না—এমন কথা বলিও না। বিশুদ্ধ প্রেম ভিন্ন আর কিছু সে জানে না। অন্যের যাহা দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রু, তাহা ক্লিওপেট্রার পক্ষে কিছুই নহে;—ক্লিওপেট্রার অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস প্রবল তরঙ্গ ও ঝটিকার অপেক্ষাও গুরুতর।—ইহা তাহার চাতুরি হইতে পারে না। যদি ইহা মিথ্যা ভাণ হয়, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, বরুণদেবতার মত ক্লিওপেট্রাও বৃষ্টি বর্ষণ করিতে পারে।

আণ্টনি। হায়, আমি যদি তাহাকে আদৌ না দেখিতাম!

বন্ধু। তাহা হইলে তুমি সৃষ্টির একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন দর্শনে বঞ্চিত থাকিতে. তুমি যে এত বড় একজন পর্য্যটক, তোমার বরং কলঙ্ক থাকিত।

আণ্টনি। ফুলভিয়ার মৃত্যু হইয়াছে।

বন্ধু। কি বলিলে?

আণ্টনি। ফুলভিয়ার মৃত্যু হইয়াছে।

বন্ধু। ফুলভিয়া!

আণ্টনি। মারা গিয়াছে।

বন্ধু। এত সুখের সংবাদ। ইহার জন্য দুঃখ কি? এক যায়, আর আসে; যদি ফুলভিয়া ব্যতীত অন্য রমণী না থাকিত, তবে দুঃখের কারণ থাকিত বটে. কিন্তু তাহা নহে; তোমার পুরাতন জীর্ণ পরিচ্ছদ যাউক, নূতন হইবে। আমি ত ইহাতে শোকের কারণ খুজিয়া পাইতেছি না।

আণ্টনি। সে রাজ্যমধ্যে যাহা করিয়া গিয়াছে, তাহাতে বিষম গোল-যোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমি দূরে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি না।

বন্ধু। কিন্তু এখানেও তোমার কাজ কিছু কম নহে। বিশেষতঃ ক্লিও-পেট্রার সকলি তোমার উপর নির্ভর।

আণ্টনি। না, আর আমায় বাধা দিও না। আমাকে নিশ্চয়ই স্বদেশ-

যাত্রা করিতে হইবে। সত্যই রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা। আমার অনেক বন্ধুবান্ধবও বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া, দেশে যাইতে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। দুর্দ্ধর্ষ পম্পি অমিত তেজে ও অসীম সাহসে, সিজারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। জলযুদ্ধে তাহার অসীম শক্তি। রোমের শান্তি ফিরিয়া না আসিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। আমাকে একেবারে অনেকগুলি কাজ করিতে হইবে। আমি এখনি স্বদেশ-যাত্রার সকল বন্দোবস্ত করিব।

(৩)

এদিকে অন্যান্য সহচরীগণ পরিবৃতা হইয়া, ক্লিওপেট্রা সুন্দরী বিশ্রাম-প্রকোষ্ঠে বিরাজ করিতেছেন—হঠাৎ কি এক ঠাট্টা করিয়া চারমিয়ন নামে প্রধান সখীকে বলিলেন,—"প্রিয়তম আণ্টনি এখন কোথায় ?"

চারমিয়ন। আমি তাঁহাকে অনেকক্ষণ দেখি নাই।

ক্লিওপেট্রা আর এক সহচরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দেখ তিনি কোথায়, কাহার সহিত আছেন,—এবং কি করিতেছেন। আমি যে তোমাকে পাঠাইতেছি, এমন ভাবে তুমি তাঁহার নিকট যাইও না। যদি তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখ, তো বলিও, আমি নৃত্য করিতেছি ;—আর যদি প্রফুল্ল দেখ, তো বলিও, হঠাৎ আমি পীড়িত হইয়াছি।"

সহচরী প্রস্থান করিল।

চারমিয়ন্ নামে সেই প্রধানা সখী বলিল, "রাজ্ঞি, পুরুষজাতি কি নিষ্ঠুর ! আপনি তাঁহাকে প্রাণের সমান ভালবাসেন, কিন্তু কৈ তাঁহাতে তো সে ভাব দেখিতে পাই না ?"

ক্লিওপেট্রা। তা আমাকে কি করিতে বলো ? ভাল না বাসিয়া কি আমি তাঁহাকে হারাইব ?

এমন সময় আণ্টনি তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ক্লিওপেট্রা পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

আণ্টনি সদুঃখে বলিলেন, "আমায় বড় দুঃখিত হইয়া মনোভাব প্রকাশ করিতে হইতেছে——"

ক্লিওপেট্রা যেন সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না,—'আঃ উঃ' করিয়া চার-

মিয়ন্‌কে বলিলেন, "সখি, আমায় ধরো,— নচেৎ আমি পড়িয়া যাইব।—আমার মাথা ঘুরিতেছে, সর্ব্বশরীর কেমন করিতেছে।"

আণ্টনি পুনরায় কহিলেন, "প্রিয়তমে! — "

ক্লিওপেট্রা। দোহাই তোমার,—এখন তুমি আমার কাছ থেকে কিছু দূরে দাঁড়াও।

আণ্টনি। কেন, কি হইয়াছে?

ক্লিওপেট্রা। বঁধু হে! মনের ভাব মুখে ফোটে! তোমার চোক দুটি যেন হাস্‌চে,—অবশ্যই কোন সুখের খবর আছে। অথচ বাহিরে তুমি সে ভাব গোপন কর্‌তে চেষ্টা পাচ্চ।—তার পর খবর কি? তোমার পরিণীতা পত্নী কি বলিয়া পাঠাইলেন? তা তুমি যেতে পারো।—তিনিও আর তোমাকে এখানে আস্‌তে দিচ্ছেন না। যা হোক্‌, তিনি আর বল্‌তে পারবেন না যে, আমি তোমায় আট্‌কে রাখলুম। কারণ তোমার উপর তো আমার কোন জোর নাই,—তুমি তাঁরই।

আণ্টনি। ঈশ্বর জানেন——

ক্লিওপেট্রা। হায়,জগতের কোন রমণী ভালবাসিয়া এমন প্রতারিত হয় নাই!

আণ্টনি। কি বলিলে, ক্লিওপেট্রা?

ক্লিওপেট্রা। যাহা বলিলাম, ঠিকই বলিলাম। তুমি কেন আমার হইবে? তোমার কি সত্যনিষ্ঠা আছে? তুমি কি ফুলভিয়ার সত্যরক্ষা করিয়াছ? ইহা আমার কম বাতুলতা নহে যে, যে এমন সহজে সত্য লঙ্ঘন করিতে পারে, আমি আবার তাহারই কথায় আত্মহারা হই! যখন প্রথম এদেশে আসিয়াছিলে, প্রথম তোমায় আমায় দেখা হয়, কি বলিয়াছিলে মনে করিয়া দেখ। আমার এই চক্ষু, এই ওষ্ঠ, এই অধর,—ইহাতেই অনন্তজীবন নিহিত আছে; আমার এই ভ্রূভঙ্গে স্বর্গ-শোভা প্রকটিত আছে; আমার প্রতি-অঙ্গে স্বর্গের সুষমা বিকশিত—কেন আজিও ত সেই সকলি আছে! তখন যাইবার কথা ছিল না, থাকিবার জন্য কাতর ভিক্ষা ছিল; আজ কি সে শোভা নাই? যদি না থাকে, তবে জানিলাম, পৃথিবীর মধ্যে তুমি যেমন শ্রেষ্ঠ বীর, তেমনি একজন শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী! কিন্তু সখে, ইহাও মনে রাখিও, ইজিপ্টের একটি প্রাণী তোমাকে প্রাণের সমান ভালবাসিত।

আণ্টনি বীরই হউন, আর যোদ্ধাই হউন, আর যে-কিছুই হউন,—এ বড় কঠিন ঠাঁই!—এখানে তাঁর বীরত্ব বা বীর্য্য কিছুই খাটিল না! যখন সেই রূপসী রূপরাণী, অভিমানভরে, এমনি করিয়া এক একটি সুধামাখা বাক্যবাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, "সর্ব্বস্ব যায় যাক্,—বুক খালি করিয়া এ প্রেম-প্রতিমাকে ফেলিয়া, আমি রোমে যাইতে পারিব না!—আ মরি মরি! অভিমানেও ঐ মুখখানি কেমন সুন্দর দেখাইতেছে! প্রেয়সীর আমার ক্রোধটুকুও কি সুন্দর! আর ঐ সুন্দর চক্ষের সুন্দর চাহনি,—প্রাণের প্রাণ অবধিও যেন কাড়িয়া লয়! আর ঐ কষিত-কাঞ্চনবরণ সুকোমল দেহ-লতা,—যেন থাকিয়া থাকিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, আমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে!—না, এ প্রাণময়ী মূর্ত্তি আমি ফেলিয়া যাইতে পারিব না।——কিন্তু ওদিকে আবার অতি বিষম অবস্থা!—হায়, আমি কি করি?"

আণ্টনি মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিলেন। শেষ অনন্যোপায় হইয়া, রোমে যাওয়াই স্থির করিলেন। বলিলেন,

"প্রেমময়ি! বিশেষ প্রয়োজনে, কিছুদিনের জন্য আমাকে এই পবিত্র পুণ্যতীর্থ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে। আমি রোমে যাইতেছি বটে, কিন্তু আমার মন এখানে পড়িয়া রহিল।—আমাকে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় এখানে থাকিতে দেখিয়া, ইটালীর ঘরাঘরি বড় কলহ বাধিয়াছে। তার উপর পম্পি সুযোগ বুঝিয়া রোম অভিমুখে আসিতেছে।—ত্বরায় তাহার সমর-সাধ মিটাইব। এ দুর্দ্দিনে, সমগ্র রোম আকুল অন্তরে আমার মুখ চাহিয়া আছে।—প্রিয়ে, বড় সমস্যাপূর্ণ সময়,—তাই আমি তোমায় ছাড়িয়া যাই-তেছি। কিন্তু ইহাও তোমার কতকটা সান্ত্বনা এবং আশ্বাসের কারণ হইবে যে, ফুলভিয়া আর ইহলোকে নাই।"

ক্লিওপেট্রা। অসম্ভব!—ফুলভিয়া কি মরিতে পারেন?

আণ্টনি। প্রাণেশ্বরি, সত্য বলিতেছি, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই পত্রখানি পাঠ করো,—সমস্ত বুঝিবে।

বাক্‌চতুরা ক্লিওপেট্রা এক এক করিয়া অনেক কথা কহিলেন। বীরকে কখন রাগাইলেন, কখন কাঁদাইলেন, কখন ক্ষেপাইলেন,—হস্তের ক্রীড়নক তুল্য যদৃচ্ছা ব্যবহার করিলেন! শেষ অনেক খেলার পর আণ্টনিকে বিদায় দিলেন।

(৪)

সিজার ও লিপিডাস রোমে বসিয়া, প্রতিক্ষণেই উৎসুক-চিত্তে আণ্টনির আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া, সিজার বড়ই বিরক্ত এবং ঈষৎ ক্রুদ্ধও হইলেন। লিপিডাস তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইলেন।

সিজার বলিলেন, "সাধে কি আণ্টনির উপর আমার ঘৃণা হইয়াছে? ইজিপ্টের সংবাদটা শুনুন;—তিনি এখন পান-ভোজন-উল্লাসে মত্ত হইয়া সেই মহাপাপিনীটাকে লইয়া দিন কাটাইতেছেন।—কতকগুলো ইতর চাটুকারকে সঙ্গে লইয়া মাছ ধরিতেছেন, মদ্যপান করিতেছেন এবং রাত্রিতে হল্লা করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রকৃতি যতদূর নীচ হইবার হইয়াছে। এমন দোষ নাই যে, তাঁহাতে নাই; যদি সর্ব্ব দোষের চুম্বক একত্রে দেখিতে চান, তো এখন একাধারে আণ্টনিতেই পাইবেন।"

লিপিডাস। না, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা বড় বেশী। অবশ্য ইন্দ্রিয়-দোষ তাঁহার কিছু আছে বটে,—তা সেটা তাঁর পৈতৃক ধাত। কিন্তু গুণের তুলনায় ঐ দোষ,—তাঁর পক্ষে চাঁদের কলঙ্ক তুল্য।

সিজার। না, আপনি দেখিতেছি, অসৎকার্য্যের বড় প্রশ্রয়দাতা!—আচ্ছা ধরিলাম,—মদ্যপান, ইতর লোকদের সহিত পথে পথে ভ্রমণ, বেশ্যাসংসর্গ,—এসব দোষও দোষ নয়;—কিন্তু এই ঘোর বিপদের দিনে,—এই অন্তরবহির্ব্বিপ্লব-কালে, তাঁহার এরূপ উপেক্ষা ও উদাসীনতা,—কি সম্যক দোষের বিষয় নহে? ভাবুন দেখি, তাঁহারই জন্য তো আমরা এত উৎকণ্ঠা ও অশান্তির মধ্যে রহিয়াছি!

এই সময়ে এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, পম্পি জলযুদ্ধে অতি প্রবল-পরাক্রান্ত হইয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ তিনি সিজারের প্রিয় দেশগুলি শীঘ্রই আক্রমণ করিবেন।

এই সংবাদে উভয়ে যার-পর-নাই চিন্তাকুল হইলেন। এবার সিজার, আণ্টনিকে উদ্দেশ করিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন। শেষে বলিলেন, তাঁহাকে রোমের শাসন কর্তৃত্ব হইতে বিচ্যুত করিবেন।—হায়! তাঁহারই আলস্যে ও উপেক্ষায়,—পম্পির এতদূর বুক-বল বাড়িয়াছে।

লিপিডাস বলিলেন, "ইহা অতি দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। যাই হোক, আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া কল্য আপনাকে বলিব যে, জলপথে বা স্থল-পথে,—কোন্ দিক্ দিয়া আমি পম্পির গতিরোধ করিতে পারি।"

সিজার। এ সময়ে আপনার সহায়তা আমার বিশেষ প্রয়োজন।—তবে কল্যই যেন আমি আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারি।

এদিকে নায়ককে বিদায় দিয়া, ক্লিওপেট্রা সুন্দরী যার-পর-নাই অধৈর্য্য হইলেন। সহচরী চারমিয়ন্কে মনের দুঃখে বলিতে লাগিলেন, "সখি, আমায় কোন ঘুমের ঔষধ আনিয়া দাও, যে পর্য্যন্ত না আমার প্রাণের আণ্টনি ফিরিয়া আসেন তদবধি যেন আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকি! আমার গুণমণি এখন কোথায়? হায়, তিনি এখন দাঁড়াইয়া, না বসিয়া আছেন? কিংবা ভ্রমণ করিতেছেন? অথবা এখন তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন?—আহা অশ্ব! তোমার কি সৌভাগ্য!—তুমি প্রিয়তম আণ্টনিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ!—হায়, কে আর আমায় সে সোহাগভরে ডাকিবে? কে আর আমায় আদর করিয়া বলিবে,—"কোথায় আমার প্রাচীন নাইলের সুচারু ফণিণী?—কোথায় আমার কণ্ঠহার?"—সখি! আর কি সে মধুর সম্বোধনে মনপ্রাণ সুশীতল করিতে পারিব?"

এই সময় আলেক্সাস্ নামে ক্লিওপেট্রার এক প্রিয় অমাত্য আসিয়া বলিল, "মহাত্মা আণ্টনি চলিয়া গেলেন। বিদায় কালে আপনার এই প্রিয় মুক্তাহারে বারংবার চুম্বন করিয়া আমায় বলিলেন, "আমার হৃদয়েশ্বরীকে বলিও, তাঁহার এই হারে যতগুলি মুক্তা আছে, ততগুলি দেশ জয় করিয়া, আমি তাঁহার স্বর্ণ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিব।—আসি তবে বন্ধু, বিদায় দাও।"

ক্লিওপেট্রা। যাইবার সময় তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিলে, না আহ্লাদিত দেখিলে?

আলেক্সাস্। শীত-গ্রীষ্মের মাঝামাঝি যে অবস্থা, তাঁহাকে সেইরূপ দেখিলাম।—তিনি না বিষণ্ণ, না আহ্লাদিত।—এই দু'য়ের মাঝামাঝি যে ভাব, সেই ভাবেই তিনি চলিয়া গেলেন।

ক্লিওপেট্রা। আমার পত্রবাহকগণকে দেখিলে?

আলেক্সাস। রাজ্ঞি! এক আধজন নয়,—ক্রমাগতই পত্রবাহক দেখিয়াছি। তিনি যাইতে-না-যাইতে, এত ঘন ঘন পত্র পাঠাইতেছেন কেন?

ক্লিওপেট্রা। পত্র পাঠাই কেন?—যে দিন আমি পত্র পাঠাইতে ভুলিব,—সে দিন, যে জন্মগ্রহণ করিবে, সে যেন ভিক্ষুক হয়!—চারমিয়ন্, কালি কলম কাগজ আনো।—আচ্ছা, বলো দেখি, সিজারকে কখন আমি এমন ভাল বাসিয়াছিলাম কি না?

চার্মিয়ন্। কে সেই বীরবর জুলিয়াস্-সিজার?

ক্লিওপেট্রা। সাবধান,—এমন কথা আর কখন মুখে উচ্চারণ করিও না।——বলো, বীরবর আণ্টনি।

চার্মিয়ন একটু রঙ্গ পাইল। বলিল, "ও, সেই জয়শীল সিজার?"

ক্লিওপেট্রা। দেখ, পুনরায় যদি ও কথা বলো, তো তোমার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিব।—আমার মনের মানুষ আণ্টনির সহিত সেই সিজারের তুলনা?

চার্মিয়ন হারি মানিল, ক্ষমা চাহিল।

(৫)

মেসিনায় আপন গৃহে বসিয়া, পম্পি তাঁহার দুই বন্ধুর সহিত আপন অদৃষ্ট ও কার্য্যাবলীর কথা আলোচনা করিতেছিলেন। পম্পি বলিলেন,—

"ঈশ্বর যদি সদয় হন, তাহা হইলে সকলেই আমায় সহায়তা করিবে। জলযুদ্ধে আমার শক্তি সকলেই অবগত আছে। সুতরাং সমুদ্র এখন আমারই। সেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী লোকগণ সকলই আমায় ভালবাসে। তাই আশা হয়, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আবার এদিকে দেখ,—আণ্টনি মিশরে বসিয়া পানাহারে ও মিশরেশ্বরীর প্রেমে মত্ত আছেন; সুতরাং তিনি সহজে যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন না। তার পর সিজার;—তা তিনি টাকা পাইলেই তুষ্ট;—তাতে মনুষ্যত্বই থাক্,আর লোকের অশ্রদ্ধাভাজনই হউন। আর লিপিডাস্; তিনি তো একজন 'যে আজ্ঞা' দলের লোক;—আণ্টনি-সিজার দুই জনের মন রাখিয়া চলেন;—নিজের কিছু ভাবও নাই, অভাবও নাই;—সুতরাং তাঁর সম্বন্ধেও কোন চিন্তার কারণ নাই।—তবে আমার জয় না হইবে কেন?"

মেনাস্ নামে পম্পির একজন বন্ধু বলিলেন,"কিন্তু সিজার ও লিপিডাস বহু সৈন্য লইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন।"

পম্পি। তুমি এ সংবাদ কোথায় পাইলে?——সাফ্ মিথ্যা কথা!

মেনাস্। সিল্‌ভিয়াসের নিকট।

পম্পি। সে স্বপ্ন দেখিয়াছে!—আমি জানি, তাঁরা এখনও রোমে বসিয়া আণ্টনির অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আণ্টনির সাহায্য তাঁহাদের ভাগ্যে মিলিতেছে না। ক্লিওপেট্রা সুন্দরী তাঁহাকে যাদু করিয়া রখিয়াছেন।—আহা! থাক্, থাক্ আমারও পথ পরিষ্কার হোক্।

এমন সময় পম্পির আর এক বন্ধু আসিয়া বলিল, "শুনিলাম, আণ্টনি রোমে আসিলেন বলিয়া।—প্রতি-মুহূর্ত্তেই লোকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

পম্পি। আমার তো বোধ হয় না যে, আণ্টনি সে সুখময় বিলাস-শয্যা ত্যাগ করিয়া সহজে আসিবেন।—যাই হোক, আমিও প্রস্তুত রহিলাম। যেরূপে হোক্, জয়লক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করিতে হইতেছে।

এদিকে আণ্টনি রোমে প্রত্যাগত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে লিপিডাস্ ও সিজারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নিরীহ লিপিডাস,—যাহাতে আণ্টনি ও সিজারের মধ্যে কোনরূপ মনোবিবাদ না হয়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিজার কিন্তু পূর্ব্বকথা তুলিয়া, আণ্টনির কর্ত্তব্য-কার্য্যের ত্রুটি সকল একে একে দেখাইতে লাগিলেন। তাহাতে মধ্যে মধ্যে উভয়ের মধ্যে নরম গরম, মিঠা-কড়া-রকমের উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতে লাগিল। শেষে সিজারের এক বন্ধু প্রস্তাব করিলেন যে, আণ্টনি এক্ষণে বিপত্নীক; তাঁহার সহিত সিজারের বিধবা-ভগিনী অক্টেভিয়ার বিবাহ হউক। রূপে, গুণে, শীলতায় ও পবিত্রতায়,—অক্টেভিয়া সর্ব্বাংশে আণ্টনির যোগ্যা। বিশেষ এই শুভ পরিণয়ে, আণ্টনি ও সিজারের মধ্যে দৃঢ়-প্রণয় স্থাপিত হইবে;—নানা কারণে যে-একটু মনোমালিন্য,—যে-একটু মন-কষাকষি উভয়ের মধ্যে চলিয়াছে, তাহাও বিদূরিত হইবে।

এই শুভ প্রস্তাব সকলেরই মনে ধরিল। বিশেষতঃ আণ্টনি দেখিলেন, তাঁহার মনে যাহা থাকে থাক্,—এই বিবাহে নানা দিকে তাঁহার লাভ আছে। সিজারের ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সহিত চির-সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইলে, তিনি নিষ্কণ্টকে সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন,—তারপর তিনি ইজিপ্টে

গিয়া ক্লিওপেট্রার প্রেমেই আবদ্ধ থাকুন, আর যাহা ইচ্ছা তাই করিয়া দিন-যাপন করুন,—তাঁহার রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আর কোনরূপ প্রতি-বন্ধকতা ঘটিবে না।—ঘটিলেও, আন্তরিক প্রণয়ানুরোধে, সিজার তাহা সম্পূরণ করিয়া লইবেন।

তারপর যে ভাবে সেই প্রবল শত্রু পম্পির গতিরোধ করা হইবে, শাসনকর্ত্তাত্রয় তাহার পরমর্শাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।—পরস্পরের প্রণয়-স্থাপনে রোমের অন্তর্বিদ্রোহাদিও সহজে নিবারিত হইল।

এখন এনোবারবাস্ ও মেকিনাস্ নামে আণ্টনি ও সিজারের বন্ধুদ্বয়ে এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইল।

মেকিনাস। তারপর মহাশয়, আপনাদের সুখময় ইজিপ্টের সংবাদগুলি শুনিতে ইচ্ছা করি।—ইজিপ্টের সর্ব্বপ্রকার সংবাদই তো আপনি অবগত আছেন।

এনোবারবাস্। (ঈষৎ হাসিয়া) আর মহাশয়, সংবাদ অবগত আছি!—কোন খবর রাখিবার কি ফুরসুৎ ছিল, না তাহা জানিবার অবসর ছিল?

মেকি। কেন,—কেন?

এনো। না, এমন কিছু নয়,—দিনের বেলা পড়ে ঘুমাইতাম, আর ওদিকে সারা-রাত্রি জাগিয়া, পান-প্রমোদ-হল্লা করিয়া বেড়াইতাম,——অন্য সংবাদ রাখিবার অবসর কোথায়?

মেকি। (হাসিয়া) আর শুনিয়াছি, আট-আটটা বন্য-বরাহ রন্ধন হইত, আর আপনারা বড় জোর জনবারো ইয়ারে মিলিয়াই তাহা সাবাড় করিতেন, ——ইহা কি সত্য?

এনো। হাঁ, হাড়গেলা পাখীর নিকট একটা পোকা-মাকড় আর কি বলুন!—খানার সময় সত্য সত্যই আমরা একটি নর-রাক্ষস হইতাম।

মেকি। তারপর, এখন একেবারে সেই সর্ব্বমনোরঞ্জিনী, ত্রৈলোক্য-সুন্দরী মিশরেশ্বরীর কথা কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। শুনেছি, ভামিনী নাকি সর্ব্ব রকমেই আহা মরি,—আচ্ছা, মহাবীর আণ্টনিকে সর্ব্বপ্রথমে তিনি যাদু করিলেন কিরূপে?

এনো। সে এক অদ্ভুত কাহিনী, মহাশয়;—সর্ব্বপ্রথমে নায়ক নায়িকার

নদীতে সন্দর্শন, তার পরই প্রেম-সম্মিলন।—ক্লিওপেট্রাই প্রথমে আণ্টনিকে দেখা দেন এবং তাঁহার চিত্ত অধিকার করেন।

মেকি। হাঁ, এ কথাও আমরা শুনেছি বটে।—কিন্তু তারপর?

এনো। একে একে সকল কথাই বলিতেছি। প্রবল-প্রতাপ আণ্টনির আগমন সংবাদ শুনিয়া,—সেই নিত্য-নূতনে অভিলাষিণী, স্থির-যৌবনা, প্রেম-রাণী,—তাঁহার সুন্দর সুখের তরী ভাসাইলেন। নীল নদীজলে সে বজ্‌রার শোভা বড়ই মনোহারিণী হইল,—যেন একটি উজ্জ্বল স্বর্ণ-সিংহাসন জলে ভাসিতেছে।—রৌপ্যের হাল, রৌপ্যের দাঁড়, রেশমের রজ্জু,—সুন্দরী সখীগণ বাহিকা। কুসুমকোমল হস্তে তাঁহারা নৌকা বাহিতেছেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে সুগন্ধ বাহির হইতেছে।—বায়ু যেন প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সেই সুগন্ধ লইয়া ঘুরিতে লাগিল। মুখে, চোকে, বুকে আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। সে শোভা অতুলনীয়া।—নির্ম্মল নদীজল ঝিক্‌ ঝিক্‌ করিতেছে,—তদুপরি ঐ ক্ষুদ্র স্বর্ণতরী ভাসমান,—অনুকূল বায়ুভরে সুরঞ্জিত পাল পত পত উড়িতেছে; বজরার ভিতরে সুস্বর বাঁশরী মৃদু-মধুর বাজিতেছে; তন্মধ্যে সৌন্দর্য্য-প্রতিমা, শোভারাণী ক্লিওপেট্রা,—কুসুমকোমল বিলাস-শয্যায় শায়িতা। প্রকৃতির যেন একখানি চারুচিত্র শোভিত।—সুখের আলস্যে সর্ব্বশরীর এলাইয়া পড়িয়াছে; নয়নরঞ্জন কটির বসন ঈষৎ শ্লথ হইয়াছে; পরিচারিকাগণ পদসেবা করিতেছে; দুই পার্শ্বে সহাস্যমুখ পরম লাবণ্যময় রতিপুত্র তুল্য দুইটি মনোহর বালক ব্যজন করিতেছে;—কিন্তু সে ব্যজনে শীতল না হইয়া তাঁহার দেহ আরও উত্তপ্ত হইতেছে;—এই ভাবে মিশর-রাজ্ঞীর নৌকা-বিহার হইল।—তিনি তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

মেকি। ওঃ, আণ্টনির জোর-কপাল বটে।—ধন্য ক্লিওপেট্রা সুন্দরী!

এনো। তারপর শুন।—ক্লিওপেট্রার বজ্‌রা তীরে লাগিবামাত্র, কত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সংবাদ পাইয়া, মহাত্মা আণ্টনি তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন। তাঁহাকে সাদরনিমন্ত্রণ করিয়া, আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। চতুরা ক্লিওপেট্রা উণ্টা চাল চালিলেন। তিনিই আণ্টনিকে তাঁহার বজ্‌রায় নিমন্ত্রণ করিলেন। আণ্টনি চিরদিনই অতি সভ্য, ভব্য ও রমণীর-সম্মান-রক্ষণে-তৎপর।—ক্লিওপেট্রা সুন্দরীর অনুরোধ তিনি এড়াইতে

পারিলেন না।—নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া, অতৃপ্ত-লোচনে সেই স্বর্গীয় রূপসুধা পান করিলেন, এবং সেইদিন হইতেই মিশর-রাজ্ঞী-চরণে মনপ্রাণ সকলই অর্পণ করিলেন

মেকি। ধন্য রাণী ক্লিওপেট্রা! তুমি একদিন সেই বীরাগ্রগণ্য জুলিয়াস্ সিজারকেও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলে!

এনো। মহাশয়, বলিব কি,—এমন অপরূপ রূপ আমি জীবনে দেখি নাই। একদিন ঘটনাক্রমে, প্রকাশ্য পথে সেই সুর-সুন্দরী দৌড়িয়া গিয়াছিলেন,—দেখিয়াছি, তখনও তাঁহার সেই অনুপম রূপলাবণ্যের এতটুকুও ব্যতিক্রম হয় নাই; পরন্তু সে রূপরাশি দশদিক্ আলোকিত করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সার্থক সৌন্দর্য্য!

মেকি। কিন্তু এখন আণ্টনি মহাশয়কে বাধ্য হইয়া, ক্লিওপেট্রার সে রূপরাশি ভুলিতে হইবে।

এনো। কখনই নয়। ভ্রমেও মনে স্থান দিবেন না যে, কস্মিন্‌কালে তিনি তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন। সে ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি, কেহ ভুলিতে পারে না। যে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছে, সে পারে না। বিশেষ সেই সুচতুরা সুন্দরী, আণ্টনিকে আপন জীবন-যৌবন সকলই সমর্পণ করিয়াছেন,——সাধ্য কি যে, আণ্টনি তাঁহাকে বিস্মৃত হন? ক্লিওপেট্রা স্থিরযৌবনা, ভোগবিলাসবতী প্রেম-ক্ষুধাবর্দ্ধনকারিণী;—আণ্টনির সাধ্য নাই যে, তাহা হইতে অব্যাহতি পান।

মেকি। কিন্তু অক্টেভিয়ার সৌন্দর্য্য, শিক্ষা, শীলতা ও পবিত্রতা,—চাই কি, আণ্টনিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

এনো। (হাসিয়া) মনেও স্থান দিবেন না।—চলুন, এখন আপনার আতিথ্য-সৎকারে পরিতৃপ্ত হই।

মেকি। সৌভাগ্য আমার।

---

(৬)

যথাকালে অক্টেভিয়ার সহিত আণ্টনির বিবাহ হইল। প্রথম প্রথম দিন-কতক উভয়ের মধ্যে বেশ মনের মিল ও সদ্ভাব সংস্থাপিত হইল। আণ্টনি বলিলেন, "প্রিয়ে, কার্য্যের গতিকে তোমার সহিত মধ্যে মধ্যে আমার ছাড়াছাড়ি হইবে বটে, কিন্তু ইহা স্থির জানিও, সদাই তুমি আমার হৃদয়-মন্দির অধিকার করিয়া থাকিবে।"

অক্টেভিয়া। তোমার অনুপস্থিতিতে আমি সর্ব্বদাই নতজানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট তোমার মঙ্গলকামনা করিব।

আণ্টনি। প্রিয়ে, সংসার বড়ই নিষ্ঠুর ও পরচ্ছিদ্রান্বেষী। আমার অনুপস্থিতিতে, আমার বিরুদ্ধে তুমি যে সব নিন্দা ও কলঙ্ক শুনিবে, তাহা বিশ্বাস করিও না, কিংবা তাহাতে মন খারাপ করিও না।—সম্প্রতি পম্পিকে দমনার্থ আমাদিগকে পারথিয়ায় যাইতে হইবে।

উভয়ের অনেক কথা হইল। অক্টেভিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

এই সময় এক গণৎকার আসিয়া আণ্টনির ভাগ্যগণনা করিতে লাগিল। আণ্টনি তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "আচ্ছা, সিজার ও আমার মধ্যে, কে অধিক উন্নতিলাভ করিবে?"

গণক। সিজার।—মহাশয়, তাই বলি, আপনি সিজারের পার্শ্বে থাকিবেন না। আপনি আপনার স্থানে উন্নত, সম্ভ্রান্ত, পদস্থ,—সকলই; কিন্তু সিজারের পার্শ্বে আপনার জীবনের এ উচ্চতা থাকিবে না।

গণৎকার এইরূপ আরও অনেক কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

আণ্টনি ভাবিলেন, "কথাটা ভাবিবার বটে।—সত্যই কি সিজারের সহিত আমার সমতা নাই? না থাক্,—আমার পথ আমি পরিষ্কার করিব। অদৃষ্টচক্র তাহার স্বাভাবিক গতিতে চলিবে সত্য; কিন্তু প্রবল পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্টকে খণ্ডন করাই মনুষ্যত্ব।——এই যে আমি অক্টেভিয়াকে বিবাহ করিলাম, ইহার মূলে কি আছে?—মূলে আর কি থাকিবে?—শান্তি ও সদ্ভাব সংস্থাপনের জন্যই আমার এই বিবাহ করা। নচেৎ আমার জীবনের স্বপ্ন,—সেই ইজিপ্টে রহিয়াছে।——থাক্, এখানকার কাজ-কর্ম্মগুলো এখন শেষ করি। সিজার দমনভিব্যাহারে, পম্পিকে দমনার্থ, এখন আমাকে পারথিয়ায় যাইতে হইবে।"

(৭)

এদিকে তো আণ্টনি মহাশয় নিজের সুবিধা ও রাজ্যের শান্তি-সুশৃঙ্খলার জন্য অক্টেভিয়াকে বিবাহ করুন; ওদিকে কিন্তু ক্লিওপেট্রা সুন্দরীর অন্তরে অভিমানের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। যে বেচারী এই বিবাহের সংবাদ লইয়া তাঁহার নিকট যায়, তাহার নিগ্রহটা কিরূপ, দেখুন।

ক্লিওপেট্রা জিজ্ঞাসিলেন, "ইটালীর সংবাদ কি, বলো। আমার প্রিয়তম আণ্টনি কেমন আছেন?"

দূত। ঠাকুরাণি, ঠাকুরাণি,—

ক্লিওপেট্রা। কি, আণ্টনি আর ইহলোকে নাই? দুর্ম্মুখ, যদি এমন দুঃসংবাদ দাও, তাহা হইলে, তুমি তোমার কর্ত্রীকে প্রাণে মারিবে, জানিও। আর যদি বলো যে, তিনি সর্ব্বপ্রকার কুশলে আছেন, তাহা হইলে, প্রচুর স্বর্ণ-মুদ্রা পুরস্কার পাইবে, এবং সেই সঙ্গে আমার এই হস্তও চুম্বন করিতে পাইবে,—যাহা পৃথিবীর সম্রাট অবধি প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

দূত। তিনি বেশ আছেন।

ক্লিওপেট্রা। সুখী হইলাম।—কিন্তু তোমার মুখের চেহারা অমন মলিন কেন? আণ্টনি যদি ভালই থাকিবেন, তবে তুমি কুণ্ঠিত হইয়া কথা কহিতেছ কেন? অথচ, মন্দ সংবাদ হইলেই বা তুমি এমন স্বাভাবিক অবস্থায়, সাধারণ লোকের মত আসিবে কেন?—ব্যাপার তো কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

দূত। আমি যাহা বলিব, আপনি শুনিবেন কি? তিনি ভাল আছেন এবং সিজারের সহিত বন্ধুত্বও করিয়াছেন।

ক্লিওপেট্রা। তুমি অতি উত্তম লোক,—এই সুসংবাদের জন্য আমি তোমায় পুরস্কৃত করিব।

দূত। কিন্তু ঠাকুরাণী,

ক্লিওপেট্রা। আবার 'কিন্তু' কি? দেখ, আমি এরকম 'কিন্তু' ভালবাসি না। তোমায় মিনতি করি, তুমি একেবারে সব কথাগুলো,—ভাল মন্দ যা আছে,—সবগুলো,—বলিয়া ফেলো। তুমি তো এইমাত্র বলিলে যে, তিনি কুশলে আছেন এবং স্বাধীনও আছেন।

দূত। 'স্বাধীনও আছেন',—কৈ ঠাকুরাণী,—এমন কথা তো আমি বলি

নাই!—তিনি যে অক্টেভিয়ার সহিত নূতন পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন!

ক্লিওপেট্রা। তোমার সর্ব্বনাশ হোক্,—তুমি যাহান্নমে যাও! (প্রহার)

দূত। ঠাকুরাণী ধৈর্য্য ধরুন।

ক্লিওপেট্রা। কি বলিলি? (পুনরায় প্রহার) হতভাগা, আমি তোর চক্ষু উৎপাটন করিব,—তোর মাথার চুল ছিঁড়িব।

দূত। ঠাকুরাণি, আমি কেবলমাত্র এই সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছি,—তাঁর বিবাহের ঘটকালী করি নাই!

ক্লিওপেট্রা। এখনও বলো, একথা সত্য না,—আমি তোমাকে পুরস্কৃত করি।

দূত। ঠাকুরাণি, তিনি সত্যই বিবাহিত হইয়াছেন!

ক্লিওপেট্রা। শঠ, তুই এখনও জীবিত আছিস?

সুন্দরী একখানা ছোরা বাহির করিলেন।

দূত। তবে আমিও এখান হইতে দৌড় দিই। ঠাকুরাণি, আপনি কি ভাবিয়াছেন. সত্যই আমার কোন অপরাধ নাই। (প্রস্থান)

এইবার চারমিয়ন্ নামে সেই প্রধানা সহচরী ধীরভাবে বলিল,

"ঠাকুরাণি! প্রকৃতিস্থ হউন,—সত্যই উহার কোন অপরাধ নাই,—ও ব্যক্তি নিরপরাধ।"

ক্লিওপেট্রা। নিরপরাধ হইলেই কিছু আকাশের বজ্র হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না!——ওঃ, ইজিপ্ট নাইলে নিমজ্জিত হোক্; নিরীহ প্রাণিবৃন্দ ভীষণ সর্পাকারে পরিণত হোক্।—তুমি দূতকে পুনরায় এখানে ডাকো। যদিও আমি উন্মাদিনী হইয়াছি, তথাপি আমি কামড়াইব না। -ডাকো তাকে।

দূতকে লইয়া চারমিয়ন্ ফিরিয়া আসিল। ক্লিওপেট্রা পুনরায় সেই দূতকে বলিলেন, "তুমি নিরপরাধ বটে, কিন্তু তথাপি তুমি মন্দ সংবাদ লইয়া আসিয়াছ,—ইহাই তোমার অপরাধ।"

দূত। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি।

ক্লিওপেট্রা। সত্যই তিনি বিবাহিত হইয়াছেন? দেখ, আমি তোমাকে মন্দ অপেক্ষাও মন্দতম লোক বলিয়া জানিব, যদি তুমি বলো যে,—'হাঁ'।

দূত। তবে কি আপনি আমাকে মিথ্যা বলিতে বলেন, ঠাকুরাণি?

ক্লিওপেট্রা। সত্যই কি তিনি বিবাহিত হইয়াছেন?

দূত। সত্য। আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, অক্টেভিয়া তাঁহার গৃহের গৃহিণী হইয়াছেন।

দূত প্রস্থান করিল।

চারমিয়ন্ বলিল, "রাজ্ঞি, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।"

ক্লিওপেট্রা। হায়, আমি আণ্টনিকে ভালবাসিয়া, সিজারকে ঘৃণা করিয়াছি!

চারমিয়ন। সহস্রবার ঠাকুরাণি!

ক্লিওপেট্রা। তাহারই পুরস্কার এখন পাইলাম।—সখি, আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও,—নচেৎ আমি মূর্চ্ছা যাইব।—না, এ কিছু নয়,—তুমি আলেক্সাসকে আহ্বান করো। আলেক্সাস অক্টেভিয়ার সকল সংবাদ লইয়া আসুক।—অক্টেভিয়া কেমন দেখিতে,—লম্বা না খর্ব্বাকৃতি,—তাঁহার বয়স কত, মুখশ্রী কেমন, চুলের রং কি রকম,—এসব যেন সে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসে।—যাও, আজ এখনি আমি তাহাকে রোমে পাঠাইব।

আলেক্সাস,—ক্লিওপেট্রার একজন পরিচারক।

যথাসময়ে দূত ফিরিয়া আসিয়া অক্টেভিয়া সুন্দরীর রূপের বর্ণনা করিল। ক্লিওপেট্রা মনোযোগ সহকারে তাহা শুনিলেন। দূত বলিল, "অক্টেভিয়া খর্ব্বাকৃতি" ক্লিওপেট্রা হাসিয়া চারমিয়ন্ সখীকে বলিলেন,—"তবে আর ভয় নাই—তাহাতে আণ্টনির মন উঠিবে না।"

দূত বলিল,—"ঠাকুরাণি! অক্টেভিয়ার বর্ণ উজ্জ্বল নহে, কথা অতি মৃদু, চলন তেমন সুশ্রী নহে, এবং বয়সও কম নহে, যেহেতু তিনি অন্যের বিধবা।"

ক্লিওপেট্রা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সখি চারমিয়ন্! দূতের কথা শুনিলি? এই রমণী কি আণ্টনির মনে ধরিতে পারে? দূতকে খুব পুরস্কার কর—ও বড় নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়াছে, আমি উহার ক্ষমতার প্রশংসা করি।"

সখী চারমিয়নও তাহার পোষকতা করিল। ক্লিওপেট্রা আশ্বস্ত হইলেন।

(৮)

আপদঃ শান্তি!—পম্পির সহিত, রোম শাসনকর্ত্তাদিগের আপোষে বিবাদ নিষ্পত্তি হইল। সিসিলি, সারডিনিয়া, এবং সমুদ্রতীরস্থ অন্যান্য দেশগুলি লইয়া পম্পি বিবাদ মিটাইলেন। উভয়পক্ষে শান্তি স্থাপিত হইল। পম্পি,—আণ্টনি, সিজার ও লিপিডাস্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট আদর-আপ্যায়িত করিলেন। ভোজ-ব্যাপারে মদের শ্রাদ্ধ হইল! বোকারাম লিপিডাস্‌কে, সকলে মিলিয়া এত মদ খাওয়াইলেন যে, শেষ তাঁহাকে সত্য সত্যই পাথ্‌রে-কোলা করিয়া, তুলিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল!

কিছুদিন বেশ নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল,—আবার যা, তাই হইল;—রোমের শান্তি ও সুশৃঙ্খলা—চিরদিন অব্যাহত থাকে, ইহা বুঝি বিধাতার ইচ্ছা নয়।

আবার পম্পি বিদ্রোহী হইল। আবার তাহাকে দমন করিবার জন্য,—আণ্টনি, সিজার ও লিপিডাস্ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এবার এই যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ পম্পি নিহত হইল।

এদিকে কিন্তু পুনরায় বিষম গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রোমের প্রকৃতি-পুঞ্জের বিশেষত্ব এই যে, কেহ কাহাকে বড় হইতে দিবে না, এবং কেহ কাহারও অত্যুন্নতি দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না;—যেরূপে হউক, তাহার পতন ঘটাইয়া তবে ক্ষান্ত হইবে।—এখন তাহারই একটা সূচনা হইতে চলিল।

পম্পির নিধনে লিপিডাসের কিছু বীরত্ব প্রকাশ পাইল, এবং তিনি সিজারের সমান ওজনে চলিতে ইচ্ছা করিলেন।—ইহা সিজারের ভাল লাগিল না,—সিজার কৌশলে লিপিডাস্‌কে বন্দী করিলেন।

এদিকে আণ্টনি গিয়া, ইজিপ্টে—তাঁহার শ্রীমন্দিরে উঠিলেন। ইজিপ্ট,—মিশরের রাজধানী। সেই রাজধানীর রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ হইয়া, দ্বিগুণ অনুরাগে রাজ্যেশ্বরী ক্লিওপেট্রার রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু সুর-সুন্দরীকে অধিকতর সন্তুষ্ট করিবার জন্য, সর্ব্বপ্রকারে সিজারের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কতকগুলি দেশ জয় করিয়া, সে গুলি সেই ভ্রষ্টা ও পতিতা ক্লিওপেট্রার অধিকারভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ক্লিওপেট্রার কতকগুলি পুত্র ছিল। সেই

পুত্রগুলি পেট্রাও বিষাদে অবনতমুখী হইলেন।—হায়! তাঁহারই জন্য আজ অনেকের আণ্টনিয়র এই দশা!

একজন সহচরী আণ্টনিকে বলিল, "প্রভু, দুর্ভাগ্যবতী রাণীর প্রতি একবার চাহিয়া দেখুন।—দেখুন, লজ্জায় ইনি নতমুখী হইয়া আছেন। ইঁহার মুখ বিবর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে।—এ সময় আপনার স্নেহবাণী না শুনিলে, রাজ্ঞী প্রাণে বাঁচিবেন না।"

আণ্টনি। হায়, আমি আমার মান সম্ভ্রম সকলই হারাইয়াছি।—এখন কোন্ মুখে তোমাদের সহিত কথা কহিব?

ক্লিওপেট্রা। প্রভু, আমায় ক্ষমা করুন। আমি পলাইয়া না আসিলে, আজ এ সর্ব্বনাশ হইত না।—হায়! বুদ্ধিহীনা নারী আমি,—আমি একবারও ভাবি নাই যে, আপনিও এ হতভাগিনীর অনুসরণ করিবেন!

আণ্টনি। প্রিয়তমে! তুমি জানো, এ হৃদয়ের উপর তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে?—তুমি যেরূপে চালাও, আমি সেইরূপেই চলি।

ক্লিওপেট্রা। হায়, আমাকে ক্ষমা করুন।

আণ্টনি। এখন অবশ্যই আমাকে ঘৃণিত জীবন লইয়া, অবনত মস্তকে, সেই নব্য-বালক সিজারের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইবে। অর্দ্ধ পৃথিবীর সম্রাট,—আজ পরমুখাপেক্ষী, অন্যের অনুগ্রহ-ভিখারী। সকলই অদৃষ্টের ছলনা! হায়, আমার প্রেমানুরাগই আমার সকল বীর্য্য হরণ করিল।—আজ আমার তরবারিতে আর সে ধার নাই।

ক্লিওপেট্রা। প্রভু, ক্ষমা করুন।

আণ্টনি। প্রিয়ে, চক্ষের জল ফেলিও না। তোমার একবিন্দু অশ্রুপাত,—আমার পরাজয়ের সমতুল্য।—একটি প্রেম-চুম্বন দাও,—আমি এ ব্যথিত, তাপিত, তৃষিত প্রাণ শীতল করি। দুঃখে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়াছে।

অতঃপর তিনি কিছু আহার ও মদ্যপান করিতে ইচ্ছা করিলেন। বলিলেন, "অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সকলই গিয়াছে,—অর্দ্ধ পৃথিবীর সম্রাট আজ একজন স্কুল-মাষ্টার দ্বারা সিজারের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল—জানি না, অদৃষ্টে আরও কি আছে!"

(১০)

সত্য,—লোকবল-সহায়-সম্বলহীন আণ্টনি,—এখন একজন স্কুলমাষ্টারকে,—বিজয়ী সিজারের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। নিরীহ স্কুলমাষ্টার বেচারী,—সিজারের নিকট উপস্থিত হইয়া, দুর্ভাগ্য আণ্টনির প্রার্থনা জানাইলেন। কহিলেন, "হে পৃথিবীর অধীশ্বর! আমার প্রভু আণ্টনি আপনাকে বিনীত অভিবাদন জানাইয়া বলিয়াছেন যে. আপনি যদি তাঁহাকে একজন সাধারণ লোকের ন্যায়, নিরাপদে ইজিপ্টে বস করিতে দেন, কিংবা এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে,—যে কোন স্থানে হউক,—তিনি নির্ব্বিঘ্নে নিশ্বাস ফেলিয়া থাকিতে পারেন—এইরূপ আশ্বাস দেন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হয়। আর মিশরেশ্বরীর প্রার্থনা এই,—আপনি তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া, তাঁহার রাজ্য তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে ভোগ করিতে দিন।"

সিজার উত্তর দিলেন,—"প্রথম প্রস্তাব নিষ্ফল।—আণ্টনির কোন অনুরোধ আমি রক্ষা করিব না। তবে ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, তিনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা পাইবেন। কিন্তু তাঁহাকে চিরদিনের জন্য আণ্টনির মায়া ছাড়িতে হইবে।—আণ্টনিকে হয় তিনি ইজিপ্ট হইতে দূর করিয়া দিন, নয়—প্রাণে বধ করুন।

উত্তর শুনিয়া স্কুলমাষ্টার-বেচারীর আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। তিনি সভয়ে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

সিজার থিরিয়াস্ নামে এক বন্ধুকে বলিলেন, "দেখ, বড় সুন্দর অবসর! এই অবসরে তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে।—ক্লিওপেট্রাকে আণ্টনির হাত হইতে তোমায় ছিনাইয়া লইতে হইবে।—স্ত্রীলোক সহজেই বুদ্ধিহীনা ও দুর্ব্বলহৃদয়া; তার উপর এই বিপদ। এসময় সহজেই সে আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইবে।——ক্লিওপেট্রা যাহা চায়, তাহা অপেক্ষাও অধিক পাইবে আশা দিয়া, তাহাকে হস্তগত কর।—অবস্থার সর্ব্বোচ্চ শিখরে রমণী অতি দুর্ব্বলা, সহজেইত তাহাকে বশীভূত করা যায়; পরন্তু বড় দুঃখের অবস্থায়ও পুণ্যবতী চিরকুমারীও বিশ্বাস-হন্ত্রী হইতে পারে! দেখিব সখে, তোমার বুদ্ধির দৌড়!"

থিরিয়াস্ সিজারের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

(১১)

স্কুলমাষ্টার আসিয়া আণ্টনিকে সিজারের সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া আণ্টনি ক্রোধ-প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, "বটে, এত দূর! তবে শেষ-চেষ্টাই দেখি।—পুনরায় ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিব। সেই অপরিণতবয়স্ক নব্য বালকের এত দম্ভ, এত স্পর্দ্ধা,—আমি কিছুতেই সহিব না।"

এদিকে থিরিয়াস্ আসিয়া ক্লিওপেট্রার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে সাক্ষাতে তেমন কিছু আড়ম্বর ছিল না; কিন্তু তাহা না থাকায় ক্লিওপেট্রা কিছু ব্যথিত হইলেন। তিনি সঙ্গিণীগণকে বলিলেন,—"দেখিলি, অবস্থায় মানুষের কেমন দশা হয়! ফুল যখন অর্দ্ধস্ফুট, তখন তাহার আস্বাদনে কত না আগ্রহ,—আর যখন ফুটিয়া পড়িল, মানুষ একেবারেই তাহা নাকের উপর স্থাপন করে!——আমার সৌভাগ্য নাকি অস্তমিত হইতে বসিয়াছে, তাই সিজারের দূত, বিনা আড়ম্বরে আজ আমার সম্মুখে আসিতে সাহসী হইয়াছে।"

নানা রূপ বাক্‌চাতুরী করিয়া থিরিয়াস্ বলিলেন,—"আপনি যে আণ্টনিকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন না,—কেবল ভয়বশতঃ তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,—তাহা সিজার অবগত আছেন। বস্তুতঃ, আপনার নামে যে সকল দুর্নাম রটিয়াছে, তাহা যে সত্য নয়, সিজার ইহাও বিশ্বাস করেন। এখন আপনার অভিপ্রায় কি?—আপনি যাহা চাহিবেন, সিজার আপনাকে তাহাই দিতে প্রস্তুত আছেন।"

নিত্য-নবানুরাগিণী ক্লিওপেট্রা সুন্দরীর,—এই টুকুতেই,—হৃদয়ের মধ্যে তরঙ্গ উঠিল। সৌভাগ্যবান্ নব্য সিজারের প্রেমাস্বাদন করিতে, পাপিষ্ঠার মনে মনে বাসনা জন্মিল। নানারূপ হাবভাব ও বিলাসভঙ্গি দেখাইয়া, মধুরভাষে বলিল, "উদ্দেশে আমি সেই মহাত্মার জয়যুক্ত হস্ত চুম্বন করি। তাঁহার এই অনুগ্রহে বাধিত হইলাম। আপনি বলিবেন,—তাঁহার চরণে আমি আমার রাজ্য, মুকুট, সিংহাসন,—সকলই সমর্পণ করিলাম।—বলিবেন, আজ হইতে তিনি মিশরের সর্ব্বময় প্রভু হইলেন।"

থিরিয়াস্ দেখিলেন, মাছ টোপ্ গিলিয়াছে;—লজ্জাবশতঃ ক্লিওপেট্রা মনের আসল কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছে না। থিরিয়াস্ মনে মনে বড়ই খুসী হইলেন।

এনোবার্‌বাস নামে আণ্টনির সেই বন্ধু,—আণ্টনিকে ক্লি অশিষ্ট নের ভাব জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া আণ্টনি স্তম্ভিত হইলেন। চাতুরী ও প্রণয়ের অসারতা,—এতদিনে তিনি কতক কতক বুঝিলেন। প্রথমে ক্লিওপেট্রাকে কিছু না বলিয়া, সিজারের সেই দূতরূপী বন্ধুকে বলিলেন,—

"কি, এত বড় তোর বুকের পাটা! এখনও তোর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল না? তুই জানিস আহাম্মুখ, আণ্টনি এখনও জীবিত আছে!—কোন্ সাহসে তুই এমন কথা মুখ দিয়া বাহির করিলি?"

পরে ভৃত্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই অশিষ্ট বর্ব্বরকে সমুচিত প্রতিফল দাও।—ইহাকে রীতিমত চাবুক মারো!—হতভাগা জানিস্,—তুই দুর্ম্মতিবশে যাহার কান্ ফুস্‌লাইতে আসিয়াছিস্,—তিনি ভুবনবিজয়ী আণ্টনির জীবন-সঙ্গিনী,—ইজিপ্টের অধীশ্বরী!——ভৃত্যগণ, এই হতভাগ্যের ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল দাও, ইহাকে রীতিমত চাবুক মারো। তারপর পুনর্ব্বার এখানে লইয়া আসিও।"

ভৃত্যগণ আণ্টনির কথামত থিরিয়াস্‌কে লইয়া গেল এবং আচ্ছা করিয়া উত্তম-মধ্যম দিল।

তখন আণ্টনি সবিষাদে ক্লিওপেট্রাকে বলিলেন,——

"হায় নিষ্ঠুর রমণী-প্রেম!—ক্লিওপেট্রা, আমি জানিতাম না যে, তোমার অন্তরে এত বিষ আছে! জানিতাম না যে, আমি ফুলের মালা ভ্রমে এতদিন কাল-সাপিনীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া আসিয়াছি!—ওঃ! আজ সুযোগ বুঝিয়া সেই সর্পিণী আমাকে দংশন করিল।—হায় ক্লিওপেট্রা! তোমা হইতেই আজ আমার এই অবস্থা-বিপর্য্যয়! তোমার জন্যই আজ আমি সব হারাইলাম!—আজ আমি দেখিতেছি, তুমি যেন মৃত জুলিয়াস্-সিজারের কবরস্থিত একটি মূর্ত্তিমতী প্রেতিনী বা পিশাচিনী!

ক্লিওপেট্রা মরমে মরিয়া মনে মনে বলিল,—"হায়, এ কথায় আমি আর কি উত্তর দিব?"

কিন্তু এত যে অপমান ও লাঞ্ছনা,—এত যে ঘৃণা ও তাড়না,—ইহার পরও কি হতভাগ্য আণ্টনি ক্লিওপেট্রাকে ভুলিতে পারিয়াছিল? ইহার পরও কি

তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত মনুষ্যোচিত কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিল?—অসম্ভব! বেশ্যার মায়ায় যাহারা মজিয়াছে,—রূপের শিখায় যাহারা আন্‌জা-ভাজা হইয়াছে,—তাহাদের অন্তরে সময়-বিশেষে একটু আধটু ঘাত-প্রতিঘাত হইলেও,—জোয়ারের জলের কুটার ন্যায় তাহারা ভাসিয়া বেড়ায়!—তাহাদের পুরুষার্থ, মনুষ্যত্ব, বিবেক, ধর্ম্মবুদ্ধি, কর্ত্তব্যজ্ঞান,—কিছুই থাকে না। তাহা ক্বচিৎ কখন মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়াই বিলীন হয়। হতভাগ্য অণ্টনির ভাগ্যেও তাহাই হইল। অত যে তিরস্কার, তাড়না, অপমান, লাঞ্ছনা,—আবার সেই মুখখানি দেখিয়া, হতভাগ্য সব ভুলিয়া গেল! আবার আণ্টনি—ক্লিওপেট্রা-ময় হইল! প্রেমের কুর্দ্দনে,—ক্লিওপেট্রা আবার তাঁহাকে লইয়া, ভাঁটার ন্যায় খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।—ধন্য রূপ-মোহ!

থিরিয়াস্‌কে উত্তম-মধ্যম দিয়া, ভৃত্যগণ আবার তাঁহাকে আণ্টনির সম্মুখে লইয়া আসিল। আণ্টনি জিজ্ঞাসিলেন,—"কেমন, যথাকার্য্যের যথা-পুরস্কার পাইয়াছে তো? আর কখন এমন দুর্ম্মতি হইবে? যাও,—তোমার গর্ব্বিত সিজার-প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও। তাঁহাকে বলিও, আণ্টনি আজিও জীবিত আছেন;—তাঁহার এ স্পর্দ্ধা, দম্ভ, তেজ,—আণ্টনি কখনই সহিবেন না;—প্রকৃত বীরের ন্যায় সম্মুখসমরে পুনরায় তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন! আর তোমার এই নিগ্রহের কথাও তাঁহাকে সবিশেষ বলিও। বলিও যে, যদি তিনি ইহার প্রতিশোধ লইতে চান, তবে যেন আমার একজন হতভাগ্য খাতককে এইরূপ নিগ্রহ করেন,—বন্ধুকে নহে।"

থিরিয়াস্‌ ম্লানমুখে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

আণ্টনি বলিতে লাগিলেন, "হায়, গ্রহগণ এখন আমার প্রতিকূল; তাই এই সব হইতে চলিল। নচেৎ প্রেমময়ী ক্লিওপেট্রাও আমার প্রতি বাম হইবেন কেন?"

ক্লিওপেট্রা দেখিলেন, তাঁহার গুণের নাগর আণ্টনি,—ধীরে ধীরে আবার তাঁহার রূপের ফাঁদে পড়িতেছেন! রূপ-রাণী রূপসীও সুযোগ পাইলেন। বেশ্যা-সুলভ চাতুরীতে, বিনাইয়া-বিনাইয়া অনেক কথা কহিলেন। কহিলেন যে, আণ্টনির প্রতি যদি তিনি বাম হন, কিংবা আণ্টনির প্রণয়ে যদি তাঁহার অকুশল ঘটে, তাহা হইলে যেন তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়,—তাঁহার সন্তানাদি

(স)কলই যেন মরিয়া যায়,—তাঁহার বংশে বাতি দিতে যেন কেহ অবশিষ্ট না থাকে ;— ইত্যাদি ইত্যাদি।

নায়ক-নায়িকার আবার পূর্ব্ববৎ মনের মিল হইল। আবার পূর্ব্ববৎ রঙ্গরসে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

অতঃপর আণ্টনি পুনর্যুদ্ধের ঘোষণা করিলেন। সৈন্য-সামন্তগণকে সিজা-রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন।

এনোবারবাস্ নামে আণ্টনির সেই বন্ধু,—বেগতিক বুঝিয়া, সিজারের পক্ষ অবলম্বন করিল।

(১২)

সিজার সেই দূতরূপী বন্ধুর মুখে সকল কথ শুনিলেন। আণ্টনি যে, পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতেছেন এবং সিজারাক যে 'নাবালক' 'নব্য' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিয়াছেন,—সিজার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবকেও তাহা বলিলেন। জলে এবং স্থলে,—উভয় স্থানে পুনরায় যুদ্ধ হইবে শুনিয়া, সিজারও সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইলেন।

আণ্টনি যখন শুনিলেন যে, এনোবারবাস্ নামে তাঁহার সেই বিশিষ্ট বন্ধু সিজারের দলভুক্ত হইয়াছে, তখন তিনি বিস্মিত হইলেন। মনে মনে কহি-লেন, "ঠিকই হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের সময় বন্ধু-বান্ধবগণও এইরূপ হয়।"

আণ্টনির নিকট এনোবার্‌বাসের গচ্ছিত যে সকল টাকাকড়ি ছিল, আণ্টনি অবিলম্বে তাহা এনোবারবাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তখন এনোবারা-বাসের মনে অনুতাপ জন্মিল। অসময়ে বন্ধুকে ত্যাগ করিয়া আসায়, মনে মনে তিনি যথেষ্ট অনুশোচনা করিলেন। শেষ আণ্টনির মহত্ত্ব ও ভালবাসা স্মরণ করিয়া,—এবং আপনার নীচতা ও স্বার্থপরতা ভাবিয়া,—আত্মহত্যা করিয়া, তিনি সকল জ্বালা জুড়াইলেন।

আণ্টনির এখন গ্রহের সময় ;—তাই প্রতি-পদে তাঁহার পরাজয় হইতে লাগিল। এবারও জলে ও স্থলে,—উভয় স্থানেই তাঁহার সৈন্যগণ পরাজিত, নির্য্যাতিত, নিহত ও বিধ্বস্ত হইল। তখন নিরুপায় আণ্টনি সবিষাদে কহিলেন,—

"হায়, সব ফুরাইল!——মিশরের এই মায়াবিনী হইতেই আমার সব ন
হইল!—হায়! আমার রাজ্য গেল, ধন গেল, মান গেল,—লোক-বল গেল
সহায়-সম্বল গেল,—সম্পদ ঐশ্বর্য্য গেল,—সব গেল,—কেবল আমিই বাঁচি
রহিলাম! এই কুহকিনীর রূপের ফাঁদে পড়িয়া, আমি সর্ব্বস্ব খোয়াইলাম!-
শেষ কিনা সেই কুলটা,—নব্য-যুবক সিজারের প্রণয়াকাজ্ক্ষিণী হইল! অথ
বেশ্যার চরিত্রই এই ;—আমি মূর্খ,—তাই এতদিন ইহা বুঝি নাই।"

অতঃপর তিনি এক বন্ধুকে বলিলেন, "অবশিষ্ট সৈন্যগণকে রণে ভঙ্গ দি
পলাইতে বলো। বৃথা রক্তপাতে আর কোন ফল নাই।—বুঝিলাম, ফুল্‌ভি
ও অক্টেভিয়ার অভিসম্পাৎ আমার হাতে হাতে ফলিয়াছে!"

এখন যত কিছু অনর্থ ও বিপদ ঘটিতে লাগিল, আণ্টনি,—ক্লিওপেট্রাকে
তাহার মূল কারণ বলিয়া বুঝিলেন। তাই উঠিতে বসিতে তিনি ক্লিওপেট্রা
তিরস্কার, ভৎর্সনা ও লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, তবুও কি তি
সেই মায়াবিনীর আশা ছাড়িতে পারিলেন?—সাধ্য কি?—এই তিরস্কা
করেন, এই কটু-কাটব্য বলেন,—আবার পরমুহূর্ত্তেই, সেই মুখখানি দেখি
একেবারে গলিয়া যান!—এই ক্লিওপেট্রাকে অবাচ্য-কুবাচ্য বলিয়া, বাক্য-বা
বিদ্ধ করিয়া বিদায় দেন,—পরমুহূর্ত্তেই আবার তার সেই অপরূপ রূপসুধা পা
করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হন!

অনুতপ্ত আণ্টনি সূর্য্যপানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে দিবাকর! আ
আমার শেষদিন! কাল আর তোমার উদয় আমাকে দেখিতে হইবে না
বিদায়,—চির-বিদায়। হায়, মিশরের কুহকিনী হইতেই আমার এই দশ
হইল!"

ভাবিয়া ভাবিয়া আণ্টনি উন্মত্তের ন্যায় হইলেন।

ক্লিওপেট্রা আণ্টনির কক্ষে আসিলেন! তাঁহাকে দেখিয়াই আণ্টনি জ্বলি
উঠিলেন,—এবং 'সিজারের প্রণয়াকাজ্ক্ষিণী', কুহকিনী, সর্ব্বনাশিনী প্রভৃ
বলিয়া, তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিয়া বিদায় দিলেন।

বড় দুঃখে অভিমানিনী ক্লিওপেট্রা এবার সহচরীগণের নিকট গিয়া কাঁদিতে
লাগিলেন। প্রধানা সহচরী চারমিয়ন্ তখন তাঁহাকে এক উপায় বলিয়া দিল,-
যাহাতে আণ্টনি অনুতপ্ত হৃদয়ে পুনরায় তাঁহার প্রেম-ভিক্ষা করেন,— এইর

উপায় বলিয়া দিল। চার্‌মিয়ন্‌ বলিল, "ঠাকুরাণি, আপনি, গিয়া ঐ উচ্চ মনুমেণ্টে আশ্রয় লউন, এবং আমাদের মধ্যে একজন গিয়া আণ্টনিকে সংবাদ দিক যে, আপনি আর এ পৃথিবীতে নাই। দেখুন, তখন তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হয়?"

যোগ্য রাণীর যোগ্য সহচরী! দুষ্টা রমণীগণ পতিকে বা উপপতিকে বশীভূত করিবার জন্য, এই রকম সব জঘন্য ও হীন উপায় অবলম্বন করে বটে পাপিষ্ঠা ক্লিওপেট্রা সহচরীর প্রস্তাবে সম্মত হইল। বলিল,—

"তবে তাই হোক্‌। আমি গিয়া ঐ উচ্চ মনুমেণ্টে আশ্রয় লই, আর মারডিয়ান গিয়া আণ্টনিকে সংবাদ দিক যে, আমি আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছি। এবং মৃত্যুকালে কেবলই প্রিয়তম—প্রাণের আণ্টনির নাম করিয়াই মরিয়াছি। বেশ কথা,—তবে এই পরামর্শই ঠিক। চলো, আমরা মনুমেণ্টে যাই।"

আণ্টনির মনের অবস্থা ক্রমেই বড় শোচনীয় হইতে লাগিল। তাঁহার মনে অকাট্য বিশ্বাস জন্মিল যে, কুহকিনী ক্লিওপেট্রার জন্যই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল, —আর সেই ক্লিওপেট্রাই কিনা অন্তরে অন্তরে সিজারের প্রণয়প্রার্থিনী হইয়াছে! —এ বিশ্বাস তাঁহার মন হইতে কিছুতেই বিদূরিত হইল না। ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও তিনি ইহা ভুলিতে পারিলেন না। ঐ সকল বিষয়ের যতই আলোচনা করেন, ততই ক্লিওপেট্রার চাতুরী, কপটতা ও প্রণয়ের ব্যভিচার দেখিতে পান।

ইরস্‌ নামে আণ্টনির এক প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। ইরস্‌ যথার্থই আণ্টনির বন্ধু, স্নেহপরায়ণ, হিতৈষী ও সহৃদয় বন্ধু। আণ্টনির তিনি ভক্তও বটেন। সেই সহৃদয় ইরসের নিকট দুর্ভাগ্য আণ্টনি মনের দুঃখ মন খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার প্রতি-কথায়, প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি উক্তিতে,—গভীর মর্ম্মকাতরতা প্রকাশ পাইল। ক্লিওপেট্রা যে অবিশ্বাসিনী হইয়াছে,—তাঁহার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে যে, সেই মায়াবিনীও তাঁহাকে অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিয়াছে,—অধিক কি, সেই সর্ব্বনাশিনী যে, শেষে তাঁহার পরম শত্রু সিজারের প্রণয়-প্রার্থিনী হইয়াছে,—এই বিষময়ী চিন্তা তাঁহাকে অস্থির, অধীর, উন্মত্ত করিয়া তুলিল। প্রভুভক্ত ইরস্‌ সময়োচিত সান্ত্বনাবাক্যে আণ্টনিকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা পাইলেন।

এমন সময় মারডিয়ান্ নামে ক্লিওপেট্রার সেই ক্লীব মন্ত্রী আসিয়া,—আণ্টনিকে সংবাদ দিল যে,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—মন্দভাগিনী মিশরেশ্বরী মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছেন,—এবং মৃত্যুকালে 'হা আণ্টনি!—হা প্রাণেশ্বর—হা হৃদয়বল্লভ!'—কেবলই এই প্রিয়-সম্বোধন করিয়া আপন গভীর প্রেমের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।"

এই নিদারুণ নিষ্ঠুর সংবাদে আণ্টনি এবার সত্য সত্যই উন্মত্ত হইলেন। এই ইতিপূর্ব্বে, যে ক্লিওপেট্রাকে তিনি অবিশ্বাসিনী, কুহকিনী ভাবিয়া অস্থির হইতেছিলেন,—যাহার জন্য জীবন ভারবহ বোধ করিতেছিলেন,—যাই তাহার কল্পিত মৃত্যুর কথা শুনিলেন, অমনি একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইলেন, সত্য সত্যই উন্মত্ত হইলেন। মারডিয়ান্‌কে বেশী কিছু না বলিয়া অল্পে অল্পে বিদায় দিলেন; তার পর মর্ম্মভেদী কাতরস্বরে ইরস্‌কে কহিলেন,—

"হায় ইরস্! এতদিনে আমার বহুকালের জীবন-আখ্যায়িকা শেষ হইল! এইবার অবশ্যই আমি চির-নিদ্রিত হইব। আমার হৃদয়-শোণিত বিদ্যুদ্গতিতে বহিতেছে;—বহুশক্তি-বিশিষ্ট তাড়িত-যন্ত্রও এখন আমার দেহের উত্তাপের সমতুল্য হয় না।—হায় অভাগিনী ক্লিওপেট্রা! আমি অবশ্যই তোমার নিকট মার্জ্জনা চাহিব ও কাঁদিব।—সকলই আমার যন্ত্রণাময় বোধ হইতেছে। আজ এ যন্ত্রণার হাত এড়াইব।—হায়! আমার প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী এ পৃথিবীতে নাই,—আর আমি বাঁচিয়া আছি! ক্লিওপেট্রা, মিশরেশ্বরি, প্রাণাধিকে! আমি শীঘ্রই তোমার নিকট যাইতেছি,—একটু দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা কর!

"ইরস্, আমি জানি, এ জগতে তুমিই আমার একমাত্র অকপট বন্ধু। আমার এই সুগভীর দুঃখ,—এই প্রাণঘাতিনী যন্ত্রণা,—তুমিই বুঝিতে পারিতেছ। জানি, আমার দুঃখ দূর করিতে তুমি সকলই করিতে পারো। জানি, তুমি আমার একান্ত বশংবদ এবং প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু। জানি, আমার আজ্ঞা পাইলে, তুমি আমাকেও বধ করিতে পারো।—প্রাণের বন্ধু,—প্রিয়তম সুহৃৎ, স্নেহময় ইরস্,—এখন তুমি যথার্থ বন্ধুর কাজ করিবে না কি? এখন তুমি এই দুর্ভাগ্য আণ্টনির প্রাণবধ করিয়া তাহার সকল যন্ত্রণা দূর করিবে না কি?—ওকি ইরস্, তুমি বিবর্ণ হইতেছ কেন?"

ইরস্। হায়!—ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন!

আণ্টনি। কেন ইরস্? কেন,—পারিবে না কেন? তবে কি তুমি তোমার মাননীয় বন্ধুকে,—অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বরকে,—একটা মুটে-মজুরের জীবন লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে বলো? গর্ব্বিত সিজার যখন তোমার বন্ধুকে রোমে ধরিয়া লইয়া যাইবে, এবং তোমার বন্ধু যখন দীন হীন কাঙালের ন্যায় পথে পথে বেড়াইবে,—যখন দীনতা, লজ্জা, ঘৃণা, অপমান তাহার মুখ মলিন করিবে, তখন কি তুমি তোমার সেই বন্ধুর সেই ঘৃণিত জীবন,—সুখের এবং সম্মানের বিবেচনা করিবে?

ইরস্। না, তা করিব না।

আণ্টনি। তবে—তবে তোমার ঐ শাণিত অসিতেই এ দুর্ভাগ্যের জীবন শেষ করো,—যথার্থ বন্ধুর কাজ করো।

ইরস্। হায় প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন।

আণ্টনি। কেন ভাই, পুনঃ পুনঃ অসম্মত হইতেছ? যখন আমি তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেছি এবং আজ্ঞা করিতেছি,তখন তোমার অসম্মত হওয়া কোন ক্রমেই উচিত হয় না।—অবিলম্বে আমার এই সানির্ব্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করো।

ইরস্। তবে তাহাই হোক। ওহো, আজ আমি পৃথিবীর অধীশ্বরের জীবন বধ করিতে,—চণ্ডালবেশে দাঁড়াইলাম!——প্রভু, আমার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়ান।

আণ্টনি। এই আমি দাঁড়াইলাম।

ইরস্। না প্রভু! তরবারি আমার হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

আণ্টনি। খসিয়া পড়িল? না, না, আবার তোল,—দৃঢ় হও,——আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করো।

ইরস্। তবে তাহাই হোক।—প্রভু, বন্ধু, সেনাপতি, সম্রাট! তবে বিদায়।———হায়, নিষ্ঠুর আঘাতের পূর্ব্বে,—শেষ বিদায়!

আণ্টনি। বিদায়।

ইরস্। প্রভু, পুনরায় বিদায়।—এইবার শেষ করিব কি?

আণ্টনি। এইবার।

ইরস্। তবে তাহাই হোক্।—(আপনবক্ষে অস্ত্রাঘাত) হায়! প্রিয়বন্ধু আণ্টনির মৃত্যুজনিত দুঃখ হইতে আমি পরিত্রাণ পাইলাম।

রক্তের ফোয়ারা ছুটিল। ইরস্ আত্মহত্যা করিয়া আণ্টনিকে জীবিত রাখিলেন!

আণ্টনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"হায় স্বর্গীয় বন্ধু! আণ্টনি হইতে তুমি সহস্রগুণে মহৎ। হে উন্নতহৃদয়, সাহসী ইরস্! আজ তুমি আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিলে।—দেখিতেছি, তুমি আমার পূর্ব্বে প্রাণাধিকা ক্লিওপেট্রার অনুসরণ করিলে।—তোমরা একে একে বীরের ন্যায় চলিয়া গেলে, আর আমি বাঁচিয়া থাকিব? না ইরস্! এমন ভাবিও না। এই দেখ, তোমায় দেখিয়া,—তোমার নিকট শিখিয়া,—তোমার শিষ্য আণ্টনি-ও কিরূপে তাহার জীবন শেষ করে! (আপনবক্ষে অস্ত্রাঘাত) কি, মরিলাম না?—মৃত্যু হইল না? হা, সর্ব্বাঙ্গ রুধির-ধারায় রঞ্জিত,—তবুও বাঁচিয়া আছি?—ঐ যে প্রহরীরা আসিতেছে।—তোমরা আমার জীবনের অবশিষ্ট অংশ শেষ করো;—অন্তিমে বন্ধুর কাজ করো।"

প্রহরী। না প্রভু, আমাদের দ্বারা ইহা হইবে না।—হায়! আপনার এই দুর্ভাগ্য ও অপমৃত্যুর সহিত আপনার সৈন্যগণও ছত্রভঙ্গ হইয়াছে।

এই সময় ক্লিওপেট্রার নিকট হইতে তাঁহার এক অনুচর আসিয়া কহিল, "আণ্টনি মহোদয় কোথায়?"

প্রহরী। এই এখানে আছেন।

অনুচর। জীবিত?—আপনি কি কথা কহিতে অক্ষম?

আণ্টনি। কে ও?—তুমি? এই দুঃসময়ে তুমি আমার একটি উপকার করিবে?—এই তরবারি দ্বারা আমার এ দুর্ব্বহ জীবনের অবশিষ্ট অংশ শেষ করিবে? বেশী নয়,—জোরে আর এক ঘা মাত্র।

অনুচর। হায় প্রভু!—আমার কর্ত্রী ক্লিওপেট্রা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন।

আণ্টনি। ক্লিওপেট্রা?—তিনি?—কখন?

মন্ত্রী। এই এখনি প্রভু।

আণ্টনি। এখনি? তবে তিনি কোথায়?

অনুচর। তাঁহার মনুমেণ্টে লুকায়িত আছেন। হায় প্রভু, কিসে কি হইল? তিনি যা ভাবিয়াছিলেন, তাই হইয়াছে!—হায়, আপনি অযথা তাঁহার প্রতি

সন্দেহ করিয়াছিলেন। অযথা তাঁহাকে সিজারের অনুরাগিণী স্থির করিয়াছিলেন। এবং অযথা তাঁহাকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়া আপন ক্রোধ নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।—তাই তিনি তাঁহার কল্পিত মৃত্যু-সংবাদ পাঠাইয়া আপনার মন নরম করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন।—কিন্তু হায়, বিধির বিধানে ঘটনা ঘটিল,—অন্যরূপ!—ঠাকুরাণীও আমার,—শেষে এই সন্দেহ করিয়াছিলেন।

আণ্টনি। আঃ! তিনি বাঁচিয়া আছেন?—বাঁচিয়া আছেন? তবে একবার আমার রক্ষিগণকে ডাকো,——আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে বলো।—আঃ! আমার হৃদয়েশ্বরী জীবিত আছেন?

রক্ষিগণ আসিল। আণ্টনি কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—

"বন্ধুগণ! তোমাদের প্রভুর এই শেষ আজ্ঞা!——আমাকে কোনও রকমে ক্লিওপেট্রার কাছে লইয়া চল।"

(১৩)

এদিকে ক্লিওপেট্রা সুন্দরী,—সখীগণ-সমভিব্যাহারে সেই উচ্চ মনুমেণ্টে বসিয়া, তাঁহার মানের পালা গাহিতেছেন। চারমিয়নকে তিনি বলিতেছেন, "না সখি, আমি এখান হইতে আর যাইব না। আমার যত বিপদ হয় হউক,—আমি এখান হইতে আর নড়িব না।"

অদূরে তাঁহার সেই অনুচরকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, "কেমন, আণ্টনি তো জীবিত আছেন?"

অনুচর। জীবিত আছেন বটে, কিন্তু সাংঘাতিকরূপে আপন হস্তে আপনি আহত হইয়াছেন।—ঐ দেখুন, তাঁহার রক্ষিগণ তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে ধরিয়া লইয়া আসিতেছে।

আণ্টনিকে তদবস্থায় দেখিয়া ক্লিওপেট্রা বলিলেন, "হায় আণ্টনি! এ কি করিলে? প্রাণেশ্বর, হৃদয়বল্লভ! এ কি করিলে?

আণ্টনি। প্রাণাধিকে, অধৈর্য্য হইও না।—হায়, সিজার আণ্টনিকে জয় করিতে পারে নাই,—আণ্টনি নিজে নিজেকে জয় করিয়াছে!

ক্লিওপেট্রা। সত্য,—আণ্টনি নিজেকে নিজে জয় করিয়াছে।—কিন্তু হায়, একি! তুমি এ কি করিলে?

আণ্টনি। প্রিয়ে, আমি মরিলাম,—তোমার বিরহে অধৈর্য্য হইয়া আমি মরিলাম!—জীবিতেশ্বরি! এস, সহস্র চুম্বনে তোমার নিকট শেষ বিদায় লই।

ক্লিওপেট্রা। প্রভু, তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেও আমার সাহস হয় না।—হায়, আমি কি করিতে কি করিলাম!

আণ্টনি। শীঘ্র এস, আর বিলম্ব সহে না,—ধিকি ধিকি আমার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইতেছে।

ক্লিওপেট্রা। হায়, আমার ওষ্ঠে কি সে সঞ্জীবনী-সুধা আছে যে, আবার তোমায় বাঁচাইতে পারিব?

আণ্টনি। এস প্রিয়ে, এস,—আমার অন্তিমের প্রেম-চুম্বন দাও। আমাকে কিছু মদিরা দাও,—আমি পান করি, তবুও যদি দুটো কথা বলিতে পারি।—বলি শুন, সিজারকে কিংবা তাহার কোন লোককে বিশ্বাস করিও না। জীবনভার অসহ্য হয়, রাণীর মত মরিও,—তথাপি যেন সিজারের ক্রীড়নক-স্বরূপ হইয়া রোমে গিয়া বাচিয়াও থাকিও না।—প্রিয়তমে! আমি চলিলাম,—দুঃখ করিও না। মনে রাখিও, কাপুরুষের ন্যায় আমি সিজারকর্ত্তৃক বন্দী কিংবা নিষ্ঠুররূপে নিহত হইলাম না,—প্রকৃত বীরের ন্যায় আপন হস্তে আপনি মরিলাম। আঃ——প্রা-ণ যা-য়, আ-র ব-লি-তে অ-ক্ষ-ম। [মৃত্যু]

ক্লিওপেট্রা। হায় নাথ! তুমি গেলে? ওহো! আমার দশা কি হইবে? এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কে আর আমায় তোমার মত ভালবাসিবে?

ক্লিওপেট্রা এবার মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। সখীগণ তাঁহাকে 'মিশর-রাজ্ঞী', 'ঠাকুরাণী', 'আর্য্যে' প্রভৃতি সম্মানসূচক বাক্যে সম্বোধন করিয়া, বিবিধমতে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

ক্লিওপেট্রা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"আর আমাকে ঐ উচ্চ সম্মানে সম্বোধন করিও না,——এখন আমি একজন সাধারণ স্ত্রীলোক মাত্র। সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই এখন আমার শোকের উৎস উঠিয়াছে।—অহো মৃত্যু, কোথা তুমি? এস, এ অভাগিনীকে আলিঙ্গন করো! আণ্টনি, প্রাণেশ্বর! হায়, আর কথা কহিবেন না,—সব শেষ,—সব শেষ!—ওহো, আমি এখনও বাঁচিয়া আছি!"

(১৪)

আণ্টনির সেই রক্তাক্ত তরবারি হস্তে করিয়া—আণ্টনিরই এক লোক,—সিজারের নিকট গিয়া, সিজারকে আণ্টনির মৃত্যু-নিদর্শন দেখাইল। তারপর একে একে সকল কথা বলিল। শুনিয়া সিজারের অন্তর দ্রব হইল। তিনি শোকোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন,—

"হায় আণ্টনি! তোমার পরিণাম এই হইল? আত্মহত্যা করিয়া তুমি সকল জ্বালা জুড়াইলে?—ভ্রাতঃ! তুমি আমার উচ্চসম্মানের সমভাগী,—অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর,—নিজ বুদ্ধিদোষে আজ তুমি আত্মঘাতী হইলে? হায়, তুমি যদি কলঙ্কিনী ক্লিওপেট্রার কুহকে না পড়িতে!—তুমি বীর, যোদ্ধা, সাহসী;—তুমি প্রজাবৎসল, উন্নতমনা;——কেন তুমি, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারো নাই ভাই? কেন তুমি তোমার কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন হইয়াছিলে? এমন না হইলে তো আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতাম না!—হায়, আজ তোমার এই অপমৃত্যুতে আমি যার-পর-নাই দুঃখিত।"

অতঃপর সিজার তাঁহার একজন বিশ্বাসী বন্ধুকে, ক্লিওপেট্রা সন্নিধানে,—সেই মনুমেণ্টে পাঠাইয়া দিলেন। বন্ধু গিয়া ক্লিওপেট্রাকে বলিলেন, তিনি যদি কাহারও কুপরামর্শে উত্তেজিত না হন এবং সিজারের বিরুদ্ধাচরণ না করেন, তাহা হইলে সিজার তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিবেন না।

এ কথায় ক্লিওপেট্রা সিজারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করিল এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকিতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু কূট রাজনৈতিক চাল,—'বড়র বন্ধুত্ব',—সেই ভোগবিলাসবিহ্বলা ক্লিওপেট্রা কি বুঝিবে? কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইতে-না-হইতেই, ক্লিওপেট্রার সেই মনুমেণ্টের ফটক-দ্বার রুদ্ধ হইল,—ক্লিওপেট্রা বন্দিনী হইলেন।

তখন ক্লিওপেট্রার জীবনে সত্য সত্যই অনুতাপ ও ধিক্কার আসিল। আণ্টনির কথা, একে একে স্মৃতিপথে উদিত হইল।—সিজার তাঁহাকে রোমে লইয়া গিয়া তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে একটা কৌতুককর দৃশ্য দেখাইবেন;—ইত্যাকার নানা কথা ভাবিয়া, তিনি তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে আত্মঘাতিনী হইতে উদ্যত হইলেন। সিজারের সেই লোক তাঁহাকে সে যাত্রা রক্ষা করিল।

তারপর স্বয়ং সিজার সদলবলে আসিয়া, সেই অনুপমা রূপ-রাণীকে একবার

দেখিলেন। দেখিলেন,—হাঁ, রূপ বটে! বুঝিলেন, এই রূপের মোহেই আণ্টনি আত্মহারা, বিহ্বল, উন্মত্ত হইয়াছিলেন। সিজার বুদ্ধিমান্ ও চতুর,—অধিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিলেন না,—প্রয়োজনীয় কাজগুলি সারিয়া, সত্বর সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

মৃত্যুপর্য্যন্ত ক্লিওপেট্রার মনে ইন্দ্রিয়-লালসা ছিল। কৌশলে সিজারকে জালে ফেলিতে, সুন্দরী চেষ্টা না করিয়াছিলেন, এমনও নহে। কিন্তু সে বড় কঠিন ঠাই,—চতুর সিজারের নিকট তাঁহার কোন চাতুরীই খাটিল না।

শেষ সিজারের আর এক বন্ধু স্পষ্টতই বলিলেন,—"মিশরেশ্বরি, তুই তিন দিনের মধ্যে আপনার যা সাধ-আহ্লাদ করিয়া লইতে হয়, করিয়া লউন,—অতঃপর সিজার আপনাকে বন্দিনী করিয়া রোমে লইয়া যাইবেন।"

কথাটা ক্লিওপেট্রার বুকে বিধিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে ইহা বিশ্বাস করিলেন। কারণ সিজার এখন অদ্বিতীয় সম্রাট। তিনি যে ক্লিওপেট্রাকে এই বহুআয়াস লভ্য মিশর ছাড়িয়া দিয়া, রিক্তহস্তে রোমে ফিরিয়া যাইবেন, সে আশা করাই ক্লিওপেট্রার বিড়ম্বনা!

ক্লিওপেট্রা তখন দেখিলেন, তাঁহার চারিদিক অন্ধকার। এমত অবস্থায় তাঁহার বাঁচিয়া থাকাই মৃত্যু। তখন আণ্টনির সেই শেষ উপদেশ,—তাঁহার মনে জাগিল।—"জীবন-ভার অসহ্য হয়,—রাণীর মত মরিও; তথাপি যেন সিজারের ক্রীড়নক-স্বরূপ হইয়া রোমে গিয়া বাঁচিয়াও থাকিও না।"—বীরের সেই বীর-উক্তি মনে পড়িল। সুন্দরী বুঝিলেন, মানে মানে এখন মরিতে পারিলেই মঙ্গল।

(১৫)

ক্লিওপেট্রা,—প্রধানা সহচরী চারমিয়নকে ডাকিলেন। বলিলেন,—"প্রিয় সখি, আজ শেষ দিন। আমাকে রাণীর মত সাজ-সজ্জায় ভূষিত করিয়া দাও। আমি যেন সসম্মানে মরিতে পারি। মরিয়া আমি প্রিয়তম আণ্টনিকে দেখিব।—চারমিয়ন, আমার পরিচ্ছদ, মুকুট প্রভৃতি লইয়া আইস।"

এই সময়ে এক গ্রাম্য-কৃষক,--বাজ্‌রায় করিয়া কতকগুলা তরি-তরকারী লইয়া, বাহিরে চেঁচামেচি আরম্ভ করিল। রক্ষক আসিয়া ক্লিওপেট্রাকে সংবাদ দিল যে, সেই কৃষক ভিতরে আসিতে চায়। ক্লিওপেট্রা কি ভাবিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

কৃষক ভিতরে আসিল। ক্লিওপেট্রা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার ঐ বাজ্‌রায় নাইল নদের বিষাক্ত কীট আছে কি?—যাহার দংশনে সহজে মৃত্যু হয়,—অথচ বিশেষ কোন যন্ত্রণা নাই?"

চাষী। হাঁ, রাণী-মা, আছে।—এই দেখুন কেমন পোকা। ইহা সর্প-জাতীয়, ইহার কামড়ে মানুষ মরে।--কিন্তু দেখিতে কেমন সুন্দর দেখুন!

ক্লিওপেট্রা। হাঁ, বেশ। তা তুমি এই বাজ্‌রা রাখিয়া এখন বাহিরে যাও।

চাষী। যে আজ্ঞা, জননি!

কৃষক বাহিরে গেল।

অন্যদিক দিয়া পরিচ্ছদ ও মুকুটাদি লইয়া সহচরী চার্‌মিয়ন আসিল। ক্লিও-পেট্রা কহিলেন,—

"সখি, আমাকে ঐ রাণীর বেশে সুসজ্জিত করো। আমি রাণীর মতই মরিব। ঐ শুন, আণ্টনি আমাকে আহ্বান করিতেছেন। বিলম্ব দেখিয়া, ঐ শুন, তিনি 'সিজারের প্রণয়-প্রার্থিনী' বলিয়া, আমাকে উপহাস করিতেছেন।—স্বামিন্, প্রভু, প্রাণেশ্বর! আমি এখনি তোমার নিকট যাইতেছি,—আর বিলম্ব নাই। প্রকৃত রাণীর মতই আমি তোমার নিকট যাইব।—সখিগণ! এস, তোমাদিগকে একে একে বিদায় চুম্বন দেই।"

ইরাস্ নামে এক সখী ক্লিওপেট্রার মুখচুম্বন করিয়াই মরিয়া গেল। বোধ হয়, সে ক্লিওপেট্রার অগ্রেই ইহলোক ত্যাগ করিবে বলিয়া, বিষপান করিয়া আসিয়াছিল। ক্লিওপেট্রা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "হায়, আমার অধর কি এমনই গরলময়?—তাই এই অধরে অধর মিলাইবা মাত্রই, তুমি প্রাণত্যাগ করিলে?—তবে যাও সখি! আমার প্রিয় আণ্টনির কাছে যাও,—আমিও তোমার পশ্চাৎ যাইতেছি।"

চার্‌মিয়ন। হায়! সহসা মেঘ-বৃষ্টি-অন্ধকারে, আকাশ আচ্ছন্ন হইল। আমার বোধ হয়, স্বর্গে দেবগণ কাঁদিতেছেন।

ক্লিওপেট্রা। না, ইহা আমার গভীর দুঃখের নিদর্শন। হায়, ইরাস্ যদি অগ্রে আণ্টনির সহিত সাক্ষাৎ করে, তাহা হইলে সেই-ই আণ্টনির প্রেম-চুম্বনের অধিকারিণী হইবে। (বাজ্‌রা হইতে একটী ক্ষুদ্রসর্প লইয়া বক্ষে ধারণ) এস, এস, হিংস্রক জীব!—তোমার বিষাক্ত দন্ত এই তাপিত বক্ষে বিদ্ধ করো। —হে জীব, ক্রুদ্ধ হও, আমার সব শেষ করো!—হায়, যদি তোমার কথা কহিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তুমি সিজারকে নির্ব্বোধ বলিয়া সম্বোধন করিতে,—ইহা আমি শুনিতে পাইতাম!

চার্‌মিয়ন্। হায়! এতদিনে পূর্ব্বদিকস্থ ধ্রুব-তারা খসিয়া পড়িল!

ক্লিওপেট্রা। শান্ত হও, ধৈর্য্য ধরো। দেখিতেছ না, আমার বক্ষে আমার শিশু বসিয়াছে,—আর স্নেহশীলা ধাই-এর মত আমাকে ঘুম পাড়াইতেছে!

চার্‌মিয়ন। হায়, এ দৃশ্যে পাষাণও বিদীর্ণ হয়!——ওঃ! আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল!

ক্লিওপেট্রা। আ-হা-হা! কি সুন্দর, কি শীতল, কি সুধা!—আণ্টনি! এই আমি তোমার কাছে চলিলাম!

অভাগিনী ক্লিওপেট্রা বাজ্‌রা হইতে আর একটি সর্প লইয়া বাহুমূলে রাখিলেন। হিংস্রক জীব সেই কুসুমকোমল বাহুলতা—নির্ম্মমভাবে দংশন করিল; —আর সেই প্রফুল্ল ফুটন্ত শ্বেত শতদল ম্লান ও মলিন হইয়া শয্যায় পড়িল! তারপর অনন্তকালের জন্য দুই চক্ষু মুদিত করিল!

চার্‌মিয়ন্। হায়, সর্ব্বনাশ হইল! ওঃ, কি কঠিন পৃথিবী!—ঠাকুরাণি! আর একটি কথা কও,—চক্ষু মেলিয়া আর একবার দেখ!—হায়, ঐ অপরূপ রূপ-প্রতিমার মুকুট,—স্বস্থানচ্যুত হইয়াছে;—আমি উহা ভালো করিয়া পরাইয়া দেই;—তারপর তুমি অভিনয় করিও;—ওহো, সত্যই ইহা সজীব অভিনয়!

এমন সময় কয়েক জন রক্ষী তথায় উপস্থিত হইল। ব্যগ্রভাবে কহিল, "রাণী কোথায়?"

চার্‌মিয়ন। একটু মৃদুস্বরে কথা কও,—তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইও না।

চারমিয়ানও এই অবসরে সেই বাজ্‌রাস্থিত একটি বিষাক্ত কীট আপন বক্ষে বসাইয়া দিল।

একজন রক্ষী কহিল, "চার্মিয়ন, এখানে এ কি হইতেছে?—ইহা কি ভাল কাজ?"

চারমিয়ান। ভাল কাজ,—রাণীরই যোগ্য কাজ!—রাণীর সহচরীরই যোগ্য কাজ! (মৃত্যু।)

এই সময় সিজার সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন। একজন কহিল, "মহারাজ, আপনি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে।"

সিজার। পরিণাম—অসম সাহসের পরিচায়ক বটে।—বুঝিলাম, বুদ্ধিমতী মিশরেশ্বরী,—আমাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন।—আচ্ছা, কিরূপে ইহারা মরিল বলো দেখি? রক্তের চিহ্ন তো কোথাও দেখি না?

একজন অনুচর, রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিল, "শেষ ইহাঁদের সঙ্গে কে ছিল?"

রক্ষী। একজন গ্রাম্য-কৃষক তরি-তরকারি লইয়া রাণীর কাছে আসিয়াছিল।—এই তাহার সেই বাজ্‌রা এখনও পড়িয়া আছে।

সিজার। তবে বিষপানে মৃত্যু হইয়াছে।—আহা, কি অপরূপ-রূপ-জ্যোতি!—মৃত্যুতেও কত উজ্জ্বল! অভাগিনী ক্লিওপেট্রা যেন ঘুমাইতেছে বোধ হয়। বোধ হয়, যেন আর এক আণ্টনিকে প্রেম-পাশে বন্ধন করিবার জন্য,—ঘুমাইতে ঘুমাইতে, সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে!—হা অভাগিনী রাণী!

অনুচর। মহারাজ, ঠিক হইয়াছে।—বিষপানে মৃত্যু নয়,—বিষাক্ত ভুজঙ্গ-দংশনে মৃত্যু।—সাধ করিয়াই ইহারা দেহে ভুজঙ্গ সংযুক্ত করিয়াছিল।—এই দেখুন, বক্ষে ও বাহুমূলে রক্ত-চিহ্ন রহিয়াছে!—হাঁ, আমি জানি, এই বিষাক্ত কীট, নাইল্ নদের গর্ভে থাকে বটে।

সিজার। তাহাই হইবে। ক্লিওপেট্রার চিকিৎসকও বলিল বটে,—'কিসে সহজে ও বিনা-যন্ত্রণায় মৃত্যু হয়',—ক্লিওপেট্রা সেইরূপ ঔষধের সন্ধান লইয়াছিল।—ইঁহাকে ইঁহার শয্যা-সমেৎ লইয়া যাও। আণ্টনির পার্শ্বে ক্লিওপেট্রার সমাধি দিতে হইবে। পৃথিবীতে এমন কোন সমাধি-ক্ষেত্র নাই, যেখানে এমন দুই সুবিখ্যাত নায়ক নায়িকা,—একত্র এক সঙ্গে চির-নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন! ইঁহাদের দুঃখময় জীবন-কাহিনী যে শুনিবে, সেই-ই দুঃখে আর্দ্র হইবে। আমাদের বিজয়ী সৈন্যগণ ইহাঁদের অন্তিম-উৎসবে যোগদান করুক;—তারপর রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

আণ্টনির অবসানে, অক্টেভিয়াস্ সিজারই রোমের একচ্ছত্র সম্রাট হইলেন। এবং "আগষ্টস্" নাম ধারণ করিয়া, প্রবল প্রতাপে রাজ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কাল হইতে রোমে শান্তিস্থাপন হইল।

"যেরূপ অভিরুচি।"

(AS YOU LIKE IT)

(১)

এক সময়ে ফ্রান্সদেশ, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজ্য আপন আপন ক্ষমতায় পরিচালিত হইত। সেই সময় এক ব্যক্তি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—রাজ্যের যথার্থ অধীশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি সেই সিংহাসন অধিকার করেন।

রাজ্যচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত সেই রাজা,—আর্ডেন নামক এক কাননে পলায়ন করেন। তাঁহার যে সকল প্রিয় ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই রাজার সঙ্গ লইয়া সেই বনে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা সেই আর্ডেন কাননে প্রকৃত বন্ধু ও হিতৈষী অমাত্যগণের সহিত সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সেই স্বেচ্ছায়-নির্ব্বাসিত সামন্তগণের সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিজন অরণ্যের মধ্যে থাকিয়াও, রাজা কিংবা রাজ-পারিষদগণ কোনরূপ কষ্ট বোধ করিতেন না!—বরং রাজ-সংসারে যে প্রকার চিন্তা, মিথ্যা আড়ম্বর ও একটা উদ্বেগের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে হইত, অরণ্যের মধ্যে সে রূপ আপদ-বালাই কিছুই নাই;—এখানে থাকিয়া তাঁহাদের জীবন, বড়ই শান্ত ও মধুরভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

মধুর নিদাঘে তাঁহারা অতুচ্চ বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া বন্য হরিণীগণের মধুর ক্রীড়া অবলোকন করিতেন। এই নিরীহ প্রাণিগণের

উপর তাঁহাদিগের এমনই একটা স্নেহ ও প্রীতি জন্মিয়াছিল যে, যদি কখন আপনাদের আহারের জন্য তাহাদের একটিকেও মারিতে হইত, তবে তাঁহারা প্রাণে বড় ব্যথা পাইতেন। যখন দারুণ শীতে অতি শীতল বাতাস বহিত এবং সেই নির্ব্বাসিত রাজা বুঝিতেন, তাঁহার সৌভাগ্য-লক্ষ্মীও চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছেন,—তখন তিনি কিছুমাত্র অধীর না হইয়া নীরবে তাহা সহ্য করিলেন। বলিতেন, "এই যে শীতল বাতাস আমার শরীর কাঁপাইয়া তুলিতেছে, ইহা যথার্থই আমার অমাত্যের কাজ করিতেছে। এই বাতাস তোষামোদ জানে না, বরং আমি যে কত দীন, আমায় সে দশা জানাইয়া দিতেছে! আর যদিও এই বাতাস শরীরে যন্ত্রণা দিতেছে বটে, কিন্তু নির্দ্দয়তা এবং অকৃতজ্ঞতার যে যন্ত্রণা, তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক কম। প্রায়ই দেখিয়াছি, লোকে দারিদ্র্য-দুঃখকে নিন্দা করিয়া থাকে; কিন্তু আমার মনে হয়, দারিদ্র্যের মধ্য হইতেও অনেক সুখ পাওয়া যায়।—সর্প-বিষও সময়-বিশেষে সুধার কাজ করে।"

নির্ব্বাসিত রাজা এইরূপ যাহা দেখিতেন, তাহা হইতেই নীতি সংগ্রহ করিতেন, এবং অকাতরে সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন। এইরূপ যে প্রকৃতি, যাহা সকল পদার্থ হইতেই তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ, সে প্রকৃতির নিকট অনুমিত হয় যে,—বৃক্ষবল্লরী, তাহারও বাক্‌শক্তি আছে; বেগবতী কল্লোলিনী, তাহার মধ্যেও প্রগাঢ় কাব্যের অপূর্ব্ব ভাব নিহিত আছে; উপলখণ্ডের মধ্যেও সারগর্ভ উপদেশ সকল প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া আছে এবং সকল পদার্থের মধ্যেই সেই সর্ব্বমাঙ্গল্যের সত্ত্বা বিদ্যমান আছে। ধর্ম্মপ্রাণ রাজা এইরূপ মন,—এইরূপ উদার প্রশান্ত চিত্ত,—এবং এইরূপ অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লইয়া, সেই আর্ডেন-কাননে সঙ্গিগণের সহিত অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন।

(২)

এই নির্ব্বাসিত রাজার এক কন্যা ছিল। কন্যার নাম রোজালিন্দ। যখন তাহার পিতা রাজ্যচ্যুত হইয়া নির্ব্বাসিত হন, তখন নূতন রাজা ফ্রেডারিক, ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন। তাঁহারও এক কন্যা ছিল,

তাহার নাম সিলিয়া। সিলিয়া রোজালিন্দকে বড় ভালবাসিত। দুইজনের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্দ ও সখীত্ব থাকাতে, ফ্রেডারিক ইচ্ছা করিয়া, রোজালিন্দকে, তাঁহার কন্যার সহচরীরূপে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাই তিনি রোজালিন্দকে পিতার সঙ্গে নির্ব্বাসিত না করিয়া আপন সংসারে রাখিয়াছিলেন। এই দুই ভগিনীর, পিতায় পিতায় যেরূপ মনান্তর ছিল, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঠিক তেমনি সদ্ভাব ছিল।—দুইজনের মধ্যে একটা দুশ্ছেদ্য স্নেহবন্ধন,—দুই জনকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। নির্ব্বাসিত পিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন রোজালিন্দের হাসি-মুখ ম্লান হইয়া আসিত, তখন সিলিয়া অমনি একান্ত স্নেহভরে আপনার পিতার সেই দুষ্কৃতির প্রতিবিধান করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন পাইত। এবং কত সান্ত্বনা-বাক্য, কত মিষ্ট-কথায় রোজালিন্দকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিত। যখন রোজালিন্দ ভাবিত,—"আমার পিতা নির্ব্বাসিত, আর পিতার সর্ব্বস্ব-অপহরণকারী এই খুল্লতাতের অন্নে আমি প্রতিপালিত,"—তখন মলিন-বিষাদ-ছায়া বালিকার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। তখন রোজালিন্দ হৃদয়ে বড় একটা গভীর বেদনা অনুভব করিত। সিলিয়া সে ভাব বুঝিয়া, একান্ত যত্নের সহিত ভগিনীর সে দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা পাইত।

এমন প্রায়ই ঘটিত। কোন দিন সিলিয়া রোজালিন্দকে বুঝাইত,—"ভগিনি! আমার স্নেহের ভগিনি, এমন ম্লান-মুখে থাকিও না। এই মুখে আবার হাসি আনো;—আমি যে তোমার এ ভাব আর দেখিতে পারি না, বোন্!"

সিলিয়ার স্নেহে রোজালিন্দের সকল দুঃখ দূর হইত, তখন উভয়ে আবার কোনরূপ আনন্দকর বিষয়ের আলোচনা করিত।

একদিন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় এক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল,—"আপনারা কেহ মল্লযুদ্ধ দেখিবেন কি? তাহা হইলে শীঘ্র রঙ্গক্ষেত্রে আসুন।"

সিলিয়া ভাবিল, ইহাতে রোজালিন্দ একটু অন্যমনস্ক হইবে,—ভগিনি একটু আনন্দিত হইবে।—এই ভাবিয়া সিলিয়া, রোজালিন্দকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় মল্লযুদ্ধ দেখিতে গেল।

(৩)

এমন একদিন ছিল, যখন এই মল্লযুদ্ধ দেখিতে স্বয়ং রাজা, তাঁহার অমাত্য-মণ্ডলী এবং তাঁহার পুর-মহিলাগণ সকলেই রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন, এবং তাঁহাদের সম্মুখেই মল্লযুদ্ধকারীগণ আপন আপন বিক্রম দেখাইয়া যথেষ্ট আদর ও সৌভাগ্য লাভ করিত। এখনকার দিনে ইহা আর বড় একটা দেখা যায় না। এখন পল্লীগ্রামের মধ্যেই এই আমোদ চলিত আছে মাত্র। রাজা ফ্রেডারিকের সভায় মল্লযুদ্ধ দেখিতে, বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। রোজালিন্দ এবং সিলিয়াও সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

যাহারা মল্লযুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের একজন নিতান্ত তরুণবয়স্ক যুবক, আর একজন প্রভূত পরাক্রমশালী, দীর্ঘকায় ও প্রসিদ্ধ মল্লযোদ্ধা। অধিকন্তু এ কথাও সকলেই জানিত যে, এইরূপ মল্লযুদ্ধে, এই মল্লযোদ্ধা বিস্তর লোককে নিহত করিয়াছে। সেইরূপ ভয়ঙ্কর লোকের সহিত, এই তরুণবয়স্ক, যুদ্ধ-নৈপুণ্যহীন এই যুবকের মল্লযুদ্ধে যে, একটা বিষম অনর্থ ঘটিবে,—শেষোক্ত তরুণ-যুবকেরই যে, প্রাণসংহার পর্যান্ত হইবে, তাহা সকলেই সহজে অনুমান করিল। এই অনুমান,—রোজালিন্দ এবং সিলিয়ার মনকে বড় আর্দ্র করিল। তাঁহারা সেই তরুণবয়স্ক যুবকের দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

রাজা তাঁহার কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সেই সভায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে তোমরাও আসিয়াছ দেখিতেছি। কিন্তু ইহা দেখিয়া তেমন আনন্দ পাইবে না। কেন না, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পর পরস্পরের তুল্য নহে। সুতরাং আমার ইচ্ছা, এই যুবক যেন আপনার মঙ্গলের জন্যই এই সঙ্কল্প ত্যাগ করে। দেখ দেখি, যদি তোমরা বলিয়া-কহিয়া ইহাকে নিরস্ত করিতে পারো?"

যুবককে দেখিয়াই, স্নেহে রাজকন্যাদ্বয়ের দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। তখন তাঁহারা আহ্লাদের সহিত এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। সিলিয়া সেই তরুণবয়স্ক মল্লযোদ্ধাকে বলিলেন, "আমাদের একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধ যে, তুমি ঐ বলবান্ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না।"

রোজালিন্দ সেই কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "যুবক, আমারও একান্ত এই ইচ্ছা।"

রোজালিন্দের কণ্ঠস্বরে এমন একটু দয়া, এমন একটু স্নেহ এবং এমন একটু মমতার ভাব মিশ্রিত ছিল যে, সেই যুবক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত না হইয়া বরং তাদৃশী লাবণ্যময়ী, গুণবতী কুমারীর সাক্ষাতে আপনার বীরত্ব দেখাইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি অতি বিনীত ভাবে আপন অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং সেজন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আপনারা কেহ আর আমাকে অনুরোধ করিবেন না। আমি যে আপনাদের কথা রক্ষা করিতে পারিতেছি না, এজন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত, জানিবেন। আমার বরং ইহাই অনুরোধ, আপনারা আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন এবং ঐ প্রশান্ত করুণ নয়নযুগল আমার প্রতি ন্যস্ত করিয়া রাখুন।—আমি এই যুদ্ধ করিতে করিতে যদি পরাজিত হই, তবে জানিবেন, চির-হতভাগ্য এক ব্যক্তি আজি আপনার দুরদৃষ্টের ফলভোগ করিল। আর যদি নিহত হই, তবে জানিবেন, এমন একজনের মৃত্যু হইল, যে আজীবন মৃত্যু-কামনা করিয়াই আসিতেছিল! আমার এই ইচ্ছাকৃত মৃত্যুতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। কেন না, আমার জন্য শোক করে, এ পৃথিবীতে এমন আত্মীয় আমার কেহ নাই। আমি পৃথিবীরও কোন উপকারে আসি না—কেন না, এ জগতে আমার কিছুই স্পৃহনীয় নাই। বরং এই পৃথিবীতে, যে স্থানটুকু আমি অধিকার করিয়া আছি, আমি মরিলে, সেই স্থানে আমা অপেক্ষা এক সৌভাগ্যশালী কৃতিব্যক্তি আসিতে পারিবে।"

যুবক আর কোন কথা না কহিয়া মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

সিলিয়া বলিল, "এই যুবক যেন অক্ষতশরীরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে।"

কিন্তু রোজালিন্দের হৃদয় তাহার জন্য আর একটু বেশী কাঁদিল। সেই যুবক,—যে আপনার শোচনীয় অবস্থা, সেই মর্ম্মভেদী স্বল্পকথায় জ্ঞাপন করিল, এবং আপন মৃত্যু আপনি আহ্বান করিল,—রোজালিন্দ তাহাকে আপনার ন্যায় ভাগ্যহীন বিবেচনা করিলেন এবং বলিতে কি, সেই যুবকের প্রতি দয়া, স্নেহ ও মমতা,—এ তিন মিশিয়া রোজালিন্দের হৃদয়ে অনুরাগ-সঞ্চার করিল।

বলা ভাল, রোজালিন্দ তখন নব-যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন।

(৪)

রোজাল্লিন্দ ও সিলিয়া,— সেই যুবকের উপর এতটা দয়া ও স্নেহের ভাব প্রকাশ করাতে, সেই যুবকের সাহস ও বিক্রম যেন বাড়িয়া উঠিল। যুবক

অতি আশ্চর্য্যরূপ উৎসাহের সহিত, সেই ভীমপরাক্রম প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া, অতি অদ্ভুত কৌশলে, অল্প সময়ের মধ্যে, তাহাকে পরাস্ত

করিলেন। পরাজিত ব্যক্তি এত গুরুতর আঘাত পাইল যে, তাহার কথা কহিবার কিংবা নড়িবার-চড়িবার সামর্থ্যও রহিল না।

ফ্রেডারিক এই দৃশ্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সেই বিজয়ী যুবককে আপন আশ্রয়ে রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহার সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক কহিল, "আমি রোলাণ্ড-ডি-বয়েজ্ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, নাম অর্ল্যাণ্ডো।

অর্ল্যাণ্ডোর পিতা সার্ রোলাণ্ড,—অনেক দিন হইল, জীব-লীলা শেষ করিয়াছেন। জীবিতকালে তিনি নির্ব্বাসিত রাজার একজন বিশেষ ভক্ত ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। এক্ষণে ফ্রেডারিক যখন শুনিলেন যে, এই যুবক সেই রোলাণ্ডের পুত্র,—তখন যুবকের সাহস ও বিক্রম দেখিয়া তাহার প্রতি তাঁহার যেটুকু স্নেহ ও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল,—তাহা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল। সহোদরের প্রতি বিদ্বেষ থাকাতে, তাঁহার বন্ধুবর্গের উপরও ফ্রেডারিকের এতটা বিদ্বেষ ছিল। এক্ষণে তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। অতি-বড়-শত্রু হইলেও যুবকের সেই সাহস ও বিক্রম কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না; ফ্রেডারিকও তাহা পারিলেন না। তাই কেবলমাত্র বহিয়া গেলেন,—"এই যুবক অন্য কাহারও পুত্র হইলে ভাল হইত।"

রোজালিন্দ শুনিলেন, এই যুবক অর্ল্যাণ্ডো,—তাঁহার পিতার বন্ধু-পুত্র। এই পরিচয়ে রোজালিন্দের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি সিলিয়াকে বলিলেন,—"ভগিনি, আমার পিতা, সার রোলাণ্ডকে বড় ভাল বাসিতেন। যদি ইতিপূর্ব্বে জানিতাম যে, এই যুবক তাঁহার পুত্র, তবে আন্তরিক কাতরতার সহিত চক্ষের জল মিশাইয়া এ দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে ইঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে আরও অনুরোধ করিতাম।"

তারপর, রাজপুত্রীদ্বয় অর্ল্যাণ্ডোর নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রাজার আকস্মিক বিরাগভাব দেখিয়া, অর্ল্যাণ্ডো কিছু বিস্মিত এবং অপ্রতিভ হইয়াছেন। তখন তাঁহারা বিবিধ উৎসাহ-বাক্যে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই রোজালিন্দ আর একটু বেশী আত্মীয়তা দেখাইবার জন্য অর্ল্যাণ্ডোর নিকট

উপস্থিত হইলেন, এবং আপনার কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন পূর্ব্বক অর্ল্যাণ্ডোকে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"বীর, বীরত্বে আজ যে কেবল তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বশীভূত করিলে এমন নহে,—তোমার গুণে আর একজনের হৃদয়ও তোমার বশীভূত হইয়াছে। এই হার কণ্ঠে ধারণ করিও,—ইহা আমার একান্ত অনুরোধ। আমার এখন আর অন্য সামর্থ্য নাই, নহিলে তোমার বীরত্বের উপযুক্ত উপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতাম।"

(৫)

অর্ল্যাণ্ডো চলিয়া গেল, রোজালিন্দ ও সিলিয়া তাঁহারই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রোজালিন্দের কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ভাব-গতিক দেখিয়া, সিলিয়ার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনী,—অর্ল্যাণ্ডোর অনুরাগিণী হইয়াছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"ভগিনি, ইহা কি সত্য যে, হঠাৎ সেই যুবককে এমনই ভালবাসিলে!"

রোজালিন্দ। আমার পিতা অর্ল্যাণ্ডোর পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

সিলিয়া। তাহা হইলে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তুমিও তাঁহার পুত্রকে ভাল বাসিবে? তবে, সে হিসাবে, আমার বরং অর্ল্যাণ্ডোকে ঘৃণা করাই উচিত। কেন না, আমার পিতা অর্ল্যাণ্ডোর পিতাকে ঘৃণা করিতেন। কিন্তু ত বলিয়া অর্ল্যাণ্ডোকে ত আমি ঘৃণা করিতে পারি না!

দুই জনের এইরূপ নানা ভাবের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

রোজালিন্দের মধুর প্রকৃতি সকলে ভালবাসিত এবং তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া, সকলেই নির্ব্বাসিত রাজার জন্য দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিত। আজ অর্ল্যাণ্ডোর সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, ফ্রেডারিকের মনে বড় একটা বিষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। যে কেহ সেই নির্ব্বাসিত রাজার জন্য এতটুকু সমবেদনা প্রকাশ করিত, কিংবা তজ্জন্য রোজালিন্দের প্রতি এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করিত, অথবা স্নেহ দেখাইত,—সেই-ই ফ্রেডারিকের বিরাগভাজন হইত। এজন্য রোজালিন্দের উপরও মনে মনে ফ্রেডারিকের ঘৃণা ছিল। আজ সহসা সে ভাবটা পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল।—রোজালিন্দ ও সিলিয়া অর্ল্যাণ্ডোর কথা লইয়া নানাপ্রকার হাস্য-পরিহাস করিতেছিল, সেই

সময় ফ্রেডারিক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"রোজালিন্দ, তুমি এই দণ্ডেই আমার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পিতার নিকট চলিয়া যাও।"

সিলিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া পিতাকে এই সঙ্কল্পে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু ফ্রেডারিক বলিলেন,—"সিলিয়া, কেবল তোমারই জন্য এত দিন উহাকে গৃহে স্থান দিয়াছি,—দূর করিয়া দিই নাই।"

সিলিয়া। কৈ বাবা, আমিত কখন উহাঁকে রাখিতে তোমায় বলি নাই? তখন আমি অতি বালিকা ছিলাম, রোজালিন্দের মর্ম্ম বুঝি নাই;—তখন ইহাঁকে তাড়াইলে আমার দুঃখ হইত না। কিন্তু এখন আমি ভগিনীকে চিনিয়াছি, ইহার মর্ম্ম বুঝিয়াছি;—তাই বাবা, তোমায় অনুরোধ করিতেছি, রোজালিন্দকে তাড়াইও না। আমরা একত্র শয়ন করিয়াছি, একই সময়ে একত্রে উঠিয়াছি, এক সঙ্গে খেলা করিয়াছি, একত্রে পান-ভোজন করিয়াছি,—বাবা, এতদিনের স্নেহময়ী সঙ্গিনী পরিত্যাগ করিয়া আমি থাকিতে পারিব না।"

ফ্রেডারিক। তুমি অজ্ঞান, উহার ভিতর যে চাতুরী, তাহার মর্ম্ম বুঝিবার সাধ্য তোমার নাই। উহার ঐ শান্তমূর্ত্তি, ঐ উদার ভাব, ঐ সহিষ্ণু আকৃতি,—অধিক কি, উহার ঐ স্বল্প কথাবার্ত্তা সর্ব্বলোকের বড়ই প্রীতিকর, তাই সকলেই উহার পক্ষপাতী। ও, চলিয়া গেলে, তোমারই রূপ-গুণের সুখ্যাতি সকলের মুখে-মুখে ফিরিবে। উহার জন্য তুমি আমাকে কোন অনুরোধ করিও না। আমি যাহা বলিয়াছি, কিছুতেই তাহা অন্যথা হইবার নয়।

সিলিয়া নিরস্ত হইল। তখন সে মনে মনে ঠিক করিল,—"রোজালিন্দ যখন নিরপরাধে নির্ব্বাসিত হইল, তখন আমিও উহাঁর সঙ্গ লইব।"

সিলিয়া রোজালিন্দের সহিত গোপনে পিতৃ-ভবন হইতে বহির্গত হইতে সঙ্কল্প করিলেন। তারপর ভাবিলেন, "আমরা দুইজনেই স্ত্রীলোক;—এমন অবস্থায় আমাদের এই পরিচিত পরিচ্ছদে দেশ-পর্য্যটন করা সুবিধার কথা নহে।"—সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, তাঁহারা দুই জনে কৃষক-কুমারীর

বেশ ধারণ করিয়া প্রস্থান করিবেন। মনের কথা তিনি প্রিয় ভগিনী রোজালিন্দকে জানাইলেন।

রোজালিন্দ বলিলেন, "দুইজনেই কুমারী না হইয়া, একজন বরং কৃষক-কুমার আর একজন কৃষক-কুমারীর বেশ ধারণ করি এস।"

সেই যুক্তিই স্থির হইল। আকৃতিতে রোজালিন্দ সিলিয়া অপেক্ষা কিছু বড়। সুতরাং রোজালিন্দ কৃষক-কুমার এবং সিলিয়া কৃষক-কুমারী সাজিলেন। দুইজনে ভ্রাতা-ভগিনী পরিচয় দিবেন,—এইরূপ স্থির করিলেন।

আপনাদের এইরূপ বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া, পথ-খরচের জন্য কিছু অলঙ্কার ও অর্থাদি লইয়া, উভয়ে নিশীথে গোপনে বাটীর বাহির হইলেন। উদ্দেশ্য, আর্ডেন-কাননে সেই নির্ব্বাসিত ডিউকের নিকট উপস্থিত হইবেন।

রোজালিন্দ এক্ষণে পুরুষের বেশ ধারণ করিয়াছেন। নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া, গ্যানিমেড্ নাম ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি পুরুষের নির্ভীক ভাবও যেন কতকটা আয়ত্ত করিলেন। সিলিয়ার নাম হইল,—আলিয়েনা। যে অকৃত্রিম স্নেহের টানে সিলিয়া রাজভবনের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া রোজালিন্দের সহিত এই দুঃসহ পথক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, রোজালিন্দ সে অকৃত্রিম স্নেহ পরিষ্কাররূপে বুঝিলেন। তাই তিনি নানা প্রকারে সিলিয়ার চিত্ত প্রফুল্ল রাখিতে যত্নবতী হইলেন। রোজালিন্দ এমনই সুন্দর কথাবার্ত্তায় ও আনন্দ-উৎসাহে পথ চলিতে লাগিলেন যে, বোধ হইল, যেন সত্য সত্যই তিনি এক কষ্টসহিষ্ণু নির্ভীক কৃষক-যুবক এবং তাঁহার সমভিব্যাহারিণী ভগিনী-পল্লীবাসিনী আলিয়েনার অভিভাবক। যথাসময়ে তাঁহারা আর্ডেন-কাননে আসিয়া পঁহুছিলেন। বলা বাহুল্য, সেখানে একটিও অতিথিশালা, কিংবা বাজার-হাট কিছুই মিলিল না। দুইজনেই ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িলেন। রোজালিন্দ এ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় ভগিনীকে প্রফুল্ল করিতেছিলেন, কিন্তু এখন নিজেই ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া বলিলেন, "বোন্, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এমন কাতর হইয়াছি যে, পুরুষের পরিচ্ছদ আর আমায় সাজে না। আমার মনে হইতেছে যে, পুরুষের বেশ দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়া, একবার স্ত্রীলোকের মত একটু কাঁদিয়া বুক্‌টা হাল্‌কা করি।"

সিলিয়া। আমিও আর এক-পা চলিতে পারিতেছি না।

তখন রোজালিন্দ আবার ভাবিলেন,—"সে কি,আমি যে পুরুষ সাজিয়াছি! এ অবস্থায় পুরুষ যাহা করে, আমারও তাহাই করা কর্ত্তব্য।"

প্রকাশ্যে সিলিয়াকে বলিলেন, "ভগিনি, এত অধৈর্য্য হইও না, আর অধিক দূর নাই। এই তো কাননের শেষ-সীমায় আসিয়াছি। এখনই আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে;—ভাবনা কি?"

কিন্তু ক্ষুধা ও তৃষ্ণা,—এ প্রবোধ-বাণী বুঝিতে চাহিল না। পুরুষের সাজে এবং কৃত্রিম সাহসে কতক্ষণ সে কাতরতা নিবারিত হইবে? রাজকুমারীদ্বয় আর্ডেন কাননে উপস্থিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সে কানন কতদূর বিস্তৃত, তাহার কোন্ সীমায় নির্ব্বাসিত রাজা বাস করেন — তাই কে জানে? ক্ষুধায় দুইজনে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা ভাবিলেন, সেই কাননের ভিতর উভয়কে বুঝি অনশনে প্রাণ হারাইতে হয়! কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ, যখন তাঁহারা ক্ষুধায় একান্ত কাতর এবং আহার সংগ্রহের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া একান্ত নিরাশহৃদয়ে ভূমির উপর বসিয়া আছেন, সেই সময় একজন মেষপালক সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রোজালিন্দ অতি কষ্টে বলিলেন, "মেষপালক, অর্থে কিংবা স্নেহে যদি কেহ আমাদিগকে কিছু খাদ্য-সামগ্রী দেন এবং একটু বিশ্রামের স্থান দেন, তবে দয়া করিয়া সেইখানে আমাদিগকে লইয়া চলো। এই দেখ, আমার এই বালিকা ভগিনিটি ক্ষুধায় ও পথশ্রমে যার-পর-নাই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।"

(৭)

মেষপালক বলিল,—"আমি একজনের ভৃত্য মাত্র। আমার প্রভুর বাড়ী-ঘর শীঘ্রই বিক্রয় হইতেছে। এক্ষণে তাঁহার অবস্থা বড় মন্দ। তোমাদিগকে সেখানে লইয়া গেলে ভাল করিয়া তোমাদিগকে খাইতে দিতে পারিব না। তথাপি প্রভুর যাহা কিছু আছে, তোমরা সঙ্গে আসিলে, তোমাদিগকে তাহা দিতে পারি।"

রোজালিন্দ ও সিলিয়াকে এখন হইতে আমরা গ্যানিমেড্ ও আলিয়েনা নামে অভিহিত করিব। গ্যানিমেড্ ও আলিয়েনা,—মেষপালকের সহিত তাহার প্রভু-গৃহে চলিলেন। সেখানে পান-ভোজন করিয়া পথশ্রান্তি দূর

হইলে, তাঁহারা সেই মেষ-পালকের প্রভুর সেই বাটী ও সমস্ত মেষপাল ক্রয় করিয়া লইলেন এবং সেই ভৃত্যকেই আপনাদের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন।

এইরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীর ও প্রচুর আহারীয় দ্রব্য সেই খানেই তাঁহারা পাইলেন, এবং যে পর্য্যন্ত না নির্ব্বাসিত রাজার কোন সন্ধান পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত সেখানে থাকিতে মনস্থ করিলেন।

কিছু দিন বিশ্রামের পর রাজপুত্রীদ্বয়ের পথ-শ্রমের সকল শ্রান্তি দূর হইল। তাঁহারা এ অবস্থায় বেশ সন্তুষ্ট থাকিলেন। আপনারা সত্য সত্যই যেন দুইটি কৃষক বালক-বালিকা,—এইরূপ মনে করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু নাম পরিবর্ত্তন এবং বেশ-পরিবর্ত্তনে পুরুষ-সাজা সত্ত্বেও গ্যানিমেড্ যে রাজকুমারী রোজালিন্দ, সে কথা তিনি ভুলিলেন না, এবং সার রোলাণ্ডের কনিষ্ঠ পুত্র অর্ল্যাণ্ডো যে তাঁহার প্রণয়-ভাজন, সে কথাও তিনি বিস্মৃত হন নাই। অনেক সময়ে সেই কথা বার বার তাঁহার মনে পড়িত। অর্ল্যাণ্ডো রাজধানীতে আছেন, আর রোজালিন্দ আজ কত দূরে!—রাজধানী হইতে যে পথ পর্য্যটন করিয়া রোজালিন্দ এত দূরে আসিয়াছেন, আবার ততটা পথ না ফিরিলে, ততটা পথক্লেশ সহ্য করিতে না পারিলে, অর্ল্যাণ্ডোর সাক্ষাৎ তো মিলিবে না!— রোজালিন্দ তাহাই ভাবিতেন।

কিন্তু অর্ল্যাণ্ডো-ও যে, সেই কাননে আসিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্র প্রকাশ পাইল এখন সেই কথাই বলিতেছি।

(৮)

সার রোলাণ্ড মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অলিভারের উপর কনিষ্ঠ পুত্র অর্ল্যাণ্ডোর সকল ভার দিয়া যান এবং অলিভারকে বিশেষরূপে বলিয়া যান, যেন অর্ল্যাণ্ডোর শিক্ষার কোন ত্রুটি না হয়। যাহাতে আপনাদের বংশগৌরব ও কুল-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আর্ল্যাণ্ডো জীবন অতিবাহিত করিতে পারে, সে বিষয়েও অলিভারকে সবিশেষ যত্ন লইতে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন।

অলিভিয়ার কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সে কথা রক্ষা করিল না। সেই হিংস্রক, এ পর্য্যন্ত কোন শিক্ষকের উপর অর্ল্যাণ্ডোর শিক্ষাভার অর্পণ করে

নাই। কখনও তাহাকে কোন বিদ্যালয়ে পাঠায় নাই। বাটীতে সামান্যভাবে তাহাকে রাখিয়া দিয়াছিল। কিন্তু অর্ল্যাণ্ডো হৃদয়ের গুণে এত শান্তস্বভাব ও শিষ্ঠ-প্রকৃতি ছিলেন যে, পিতার অনুরূপ বলিয়া লোক-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি হইল। আর অলিভার কনিষ্ঠের দেহের সৌন্দর্য্য এবং অন্তরের মাধুর্য্য দেখিয়া, এতদূর হিংসা করিত যে, তাঁহাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। এই জন্যই সেই বহু-হত্যাকারী মল্লের সহিত পরামর্শ করিয়া, অর্ল্যাণ্ডোকে মল্লযুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিল। ভ্রাতার এইরূপ ব্যবহার এবং সর্ব্ব-বিষয়ে অনাস্থা ও উপেক্ষার ভাব দর্শন করিয়া, অর্ল্যাণ্ডো নিয়তই আপন মৃত্যুকামনা করিত, এবং জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র জানিয়া, সেই জন্যই সেইরূপ মল্লের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু যখন শুনা গেল যে, এই যুদ্ধে অর্ল্যাণ্ডো জয়লাভ করিয়াছেন, এবং তাহাতে অর্ল্যাণ্ডোর প্রশংসা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে, তখন অলিভারের হিংসার আর সীমা রহিল না। পাপিষ্ঠ মনে মনে ঠিক করিল যে, রাত্রিকালে অর্ল্যাণ্ডো ঘুমাইলে, তাঁহার গৃহে অগ্নি দিয়া তাঁহাকে পোড়াইয় মারিবে। কিন্তু দৈবানুগ্রহে পাপিষ্ঠের সে উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইল।

আদম নামে তাহাদের পিতার আমল হইতে এক অতি পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। সেই বৃদ্ধ, অলিভার অপেক্ষা অর্ল্যাণ্ডোকে অধিক ভাল বাসিত। এই বালকের মুখে, বৃদ্ধ তাহার মৃত প্রভুর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইত। যখন অর্ল্যাণ্ডো যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, আদম একেবারে কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিতে লাগিল,—"আমার প্রভু, আমার একান্ত স্নেহের ধন, তোমাকে দেখিয়াই আমার সেই মৃত প্রভুকে মনে পড়ে!—কেন তুমি এমন বিপদে গিয়াছিলে? লোকমুখে তোমার প্রশংসা ধরিতেছে না,- কেন তুমি এত গুণবান্ হইয়াছিলে? আর কেনই বা এত রূপ লইয়া তুমি জন্মিয়াছিলে? হায়, তোমার এই রূপ ও গুণই তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে!

অর্ল্যাণ্ডো বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে? তুমি কি বলিতেছ,—বুঝিতে পারিতেছি না।"

বৃদ্ধ তখন একে একে সকল বলিল। বলিল,—"লোক-মুখে তোমার প্রশংসা শুনিয়া তোমার গুণধর ভাই তোমাকে পোড়াইয়া মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

আমি বুঝিতেছি, পলায়ন ভিন্ন তোমার প্রাণরক্ষার আর উপায় নাই। এখানে থাকিলে কোন-না-কোন দিন এইরূপেই তোমায় প্রাণ হারাইতে হইবে!”

অর্‌ল্যাণ্ডো। তুমি তো জানো, আমার কিছুই নাই। আমি যেমন আত্মীয়-স্বজন-হীন,—তেমনি অর্থহীন, সঙ্গতিহীন, উপায়হীন।

আদম্‌। তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহার প্রতিকার আমি করিয়াছি। দেখ, এ অবধি আমার যাহা কিছু সংস্থান হইয়াছে, তাহা আমি সঙ্গে লইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, যখন খাটিয়া খাইবার আর শক্তি থাকিবে না, তখন যৌবনের সঞ্চিত এই অর্থে দিন কাটাইব। কিন্তু সে সঙ্কল্প এখন ত্যাগ করিলাম। বৎস, এ পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু সংস্থান করিয়াছি, তোমায় দিতেছি। যিনি প্রভাত হইলে পশুপক্ষীর আহার যোগাইয়া থাকেন, আমার এই বৃদ্ধ বয়সে, তিনি আমাকেও দেখিবেন। আর এক কথা,—আমি আজীবন তোমারই ভৃত্য থাকিব। বৃদ্ধ হইলেও, এখনও এ শরীরে কিছু বল আছে।

অর্‌ল্যাণ্ডো ভৃত্যের এই মহৎ আত্ম-ত্যাগ দেখিয়া, বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলেন। কৃতজ্ঞতাভরে আনন্দগদগদস্বরে তিনি বলিলেন, “বৃদ্ধ, তোমাতে আমি প্রাচীন কালের সেই অকৃত্রিম মহত্ত্ব ও দেবভাব দেখিতেছি। তুমি এ যুগের লোক নহ। তোমারই সঙ্গে আমি দেশান্তরে যাইব এবং তোমার এই ক্লেশসঞ্চিত বহুদিনের অর্থ সম্পূর্ণ শেষ না করিয়া, আমি অন্য উপায়ে আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় স্থির করিব।”

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আদম্‌-সমভিব্যাহারে অর্‌ল্যাণ্ডো গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কোথায় যাইবেন, তাহার স্থিরতা ছিল না। ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে তাঁহারা সেই আর্ডেন-কাননে উপস্থিত হইলেন।

(৯)

এই আর্ডেন-কাননে আসিয়া রোজালিন্দ ও সিলিয়া যেরূপ ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, অর্‌ল্যাণ্ডো এবং তাঁহার ভৃত্য আদম্‌কেও সেইরূপ ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতে হইল। আহার কোথাও মিলিল না। অনেক-ক্ষণ ধরিয়া লোকালয় অন্বেষণ করিতে করিতে, আদম্‌ এমনই কাতর হইয়া

পড়িল যে, তাহার আর এক পা-ও নড়িবার সামর্থ্য রহিল না। সে, সেই ভূমিতে শয়ন করিয়া, তাহার প্রভুর নিকট চির-বিদায় প্রার্থনা করিল। তাহার মনে হইল, বুঝি এইখানেই তাহার জীবন শেষ হয়।

অর্‌ল্যাণ্ডো সেই স্নেহপ্রাণ ভৃত্যের এই অবস্থা দেখিয়া, অত্যন্ত কাতর হইয়া, তাহাকে বাহুমধ্যে আবদ্ধ করিলেন। তার পর তাহাকে এক শীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করাইলেন এবং বলিলেন,—"আদম, ততক্ষণ এইখানে বিশ্রাম করো, আমি শীঘ্রই ফিরিতেছি।—মরিবার কথা মুখে আনিও না।"

সেই বৃক্ষচ্ছায়ায় আদম্‌কে রাখিয়া, অর্‌ল্যাণ্ডো আহার অন্বেষণে বাহির হইলেন এবং ঘটনাক্রমে আর্ডেন-কাননের যে অংশে সেই নির্ব্বাসিত ডিউক অবস্থিতি করিতেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় রাজা এবং তাঁহার পারিষদবর্গ শ্যামল-তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর বসিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছিলেন। মাথার উপর ঘন-পত্রবিশিষ্ট তরুরাজি,—নিম্নে তাহার প্রশান্ত ছায়া।

অর্‌ল্যাণ্ডো ক্ষুধায় অধৈর্য্য হইয়াছিলেন। তাহার মনে হইয়াছিল, চাহিলে হয়ত ইহারা কিছু দিবে না,—তাই বলপূর্ব্বক খাদ্য গ্রহণ করিবার জন্য, তিনি তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া কহিলেন,—"থামো, আহার করিও না। তোমাদের এই সমস্ত খাদ্য আমার চাই।"

সহসা একজন আগন্তুকের এই ব্যবহার দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন,— "যুবক, জঠর-জ্বালা কি তোমায় এমনই উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, তোমাতে আর এতটুকু ভদ্রতা বা শিষ্টাচার কিছুই রাখে নাই?"

অর্‌ল্যাণ্ডো। ওঃ! আমি ক্ষুধায় মরিয়া যাই।

রাজা। তবে এস, একত্রে আহার করি।

তখন অর্‌ল্যাণ্ডো প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—

"আমি মনে করিয়াছিলাম, এই অরণ্যে সকলেই বন্যপশুর ন্যায়,—চাহিলে হয়ত কিছুই পাইব না,—সেই জন্যই বলপ্রকাশ করিতেছিলাম। মহাত্মন্! নিজগুণে আমায় ক্ষমা করুন। আপনারা কে, তাহা জানি না। দেখিতেছি, এই বনে, এই শীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া, অতি নির্ব্বিঘ্নে দিন কাটাইতেছেন।— যদি কখন আপনাদের সৌভাগ্যের দিন থাকিয়া থাকে, যদি কখন আপনারা

দেব-মন্দিরে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি শুনিয়া থাকেন; যদি কখন কোন মহৎ লোকের আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করিয়া থাকেন; যদি কখন কাহারও জন্য অশ্রুবিন্দু মুছিয়া থাকেন এবং কাহারও দুঃখ দেখিয়া হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন, কিংবা আপনাদের নিজের দুঃখে যদি অন্যে কখন দুঃখিত হইয়া থাকে,—তবে আমার কাতরপ্রার্থনা এই যে, আমার এই দুঃখের সময় যেন আপনাদের দয়ার সঞ্চার হয়।”

রাজা। সত্য বটে, আমরাও এক দিন সুখের মুখ দেখিয়াছি; এখন যদিও এই অরণ্যই আমাদের বাসস্থান হইয়াছে, তথাপি একদিন আমরাও নগরে ছিলাম; দেবমন্দিরের মঙ্গল শঙ্খধ্বনিও শুনিয়াছি; মহতের আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছি; পরদুঃখকাতর হইয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছি;—এ সকলই সত্য।—আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমাদের সঙ্গে বসিয়া আহার কর।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার সঙ্গে এক জন বৃদ্ধ আছে। নিঃস্বার্থ স্নেহে ও স্বর্গীয় আত্মত্যাগে, এই অরণ্যে, সে আমার অনুসরণ করিয়াছে। এক্ষণে ক্ষুৎ-পিপাসায় সে মৃতপ্রায় হইয়া দূরে পড়িয়া রহিয়াছে।—মহাশয়, ক্ষমা করুন,—তাহাকে না খাওয়াইয়া আমি বিন্দুমাত্রও জলগ্রহণ করিব না।

রাজা। তুমি এখনই তাহাকে এখানে লইয়া আইস। তোমরা যতক্ষণ না আসিবে, ততক্ষণ আমরা কেহই আহারে প্রবৃত্ত হইব না।

তখন অর্ল্যাণ্ডো,—হরিণী যেমন আপন ক্ষুধার্ত্ত শাবকটিকে খাওয়াইবার জন্য ব্যাকুল-প্রাণে ছুটিয়া যায়,—সেই বৃদ্ধকে আনিবার জন্য অর্ল্যাণ্ডো-ও সেইরূপ ব্যাকুল-প্রাণে ছুটিয়া গেলেন এবং আদমকে লইয়া কথিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, “বৃদ্ধকে তোমার বাহু মধ্য হইতে নামাও এবং তোমরা দুই জনেই আহার করিতে ব'স।”

আদমের আর কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। পান ও ভোজনের পর যেন তাহার প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

তার পর পরস্পরের পরিচয়াদি হইল। রাজা, অর্ল্যাণ্ডোকে আপনার বন্ধু-পুত্র বলিয়া জানিলেন, এবং অর্ল্যাণ্ডো-ও রাজার পরিচয় পাইলেন। অর্ল্যাণ্ডো মনের সুখে আদম-সমভিব্যাহারে সেই কাননে রাজার নিকট রহিলেন।

(১০)

গ্যানিমেড এবং আলিয়েনা ওরফে রোজালিন্দ ও সিলিয়া,—আর্ডেন কাননের ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতেন, কোন বৃক্ষের শাখায় কেহ যেন "রোজালিন্দ" নাম লিখিয়া রাখিয়াছে। কোথাও বা বৃহৎ তরুগাত্রে রোজালিন্দকে উদ্দেশ করিয়া, কে এক "প্রণয়-গাথা" খোদিত করিয়াছে। তাঁহারা দুই ভগিনী এ রহস্যের কিছুই বুঝিতেন না; পরস্পর পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেন মাত্র। পরন্তু উভয়েই কিছু বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইতেন। ফলতঃ, এ বিজন বনে কে এমন 'প্রেমিক-পুরুষ' আসিয়াছেন,—যাঁহার অন্তরের অন্তরে 'রোজলিন্দ' নাম অবিরাম গীত হইতেছে! আর কে-ই বা সে আদর্শ প্রণয়ী,—যে আপন প্রাণ-প্রেয়সীর নাম বৃক্ষে বৃক্ষে খোদিত করিয়া অসীম ভালবাসার পরিচয় দিতেছে?—'রোজালিন্দ', 'রোজালিন্দ'!—এ কি, তবে আর কোনো 'রোজালিন্দ?'

রাজকুমারীদ্বয় অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া এই কথা ভাবিতেন।

ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহারা অর্ল্যাণ্ডোকে দেখিতে পাইলেন। রোজালিন্দ ইহাও দেখিলেন যে, সেই মল্লযুদ্ধদিনে তিনি যে হার অর্ল্যাণ্ডোকে উপহার দিয়াছিলেন, তাহা আজিও অর্ল্যাণ্ডোর কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে। তখন আর তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না।

রাজকুমারীদ্বয় এই অরণ্যে অর্ল্যাণ্ডোকে দেখিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অর্ল্যাণ্ডো কিন্তু রোজালিন্দকে চিনিতে পারিলেন না। সেই কৃষককুমারের বেশে যে, রোজালিন্দ এই কাননে বাস করিতেছেন, ইহা কে বুঝিবে?

এদিকে অর্ল্যাণ্ডোর হৃদয়ে সেই করুণাময়ী সৌন্দর্য্যাধার রোজালিন্দ-প্রতিমা দিবারাত্রি বিরাজ করিত। তাই তিনি একান্ত আগ্রহে, হৃদয়ের পূর্ণোচ্ছ্বাসে, বৃক্ষের ত্বকে ত্বকে প্রিয়তমার পবিত্র-নাম খোদিত করিয়া, বৃক্ষের শাখায় শাখায় প্রেম-গাথা-লিপি ঝুলাইয়া রাখিয়া, কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইতেন। কিন্তু ভ্রমেও কখন বুঝিতে পারিতেন না যে, যাহা কল্পনামাত্রে এত সুখ ও এত আনন্দ, সেই প্রেমময়ী রোজালিন্দ, কৃষক-কুমারের বেশে তাঁহারই আশে পাশে ফিরিতেছেন!

প্রেমিক-প্রেমিকার, মাঝে মাঝে এইরূপ দেখা-সাক্ষাৎ হইত। এবং এই-দেখা-সাক্ষাতের মধ্যে, ক্রমে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হইল, একটু প্রণয়ও হইল। গ্যানিমেডের মুখখানি বড় সুন্দর, কথাগুলি বড় মধুর। গ্যানিমেডের কথা শুনিতে শুনিতে, অর্ল্যাণ্ডোর মনে হইত, যেন তিনি রোজালিন্দের কণ্ঠস্বর শুনিতেছেন। গ্যানিমেডের মুখখানি দেখিতে দেখিতে মনে হইত, এ যেন রোজালিন্দের সেই স্নেহমাখা মুখ! কিন্তু অবয়বে ও কণ্ঠস্বরে এই সাদৃশ্য থাকিলেও, অর্ল্যাণ্ডো দেখিলেন, গ্যানিমেড্‌ কিছু চঞ্চল এবং বহুভাষী;—তাঁহার রোজালিন্দ তো এমন ছিল না?

কিন্তু ইহার ভিতর একটু কথা আছে। বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া, যখন কেহ যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করে, তখন প্রায়ই ইহা দেখা যায় যে, সে অবস্থায় সেই নবীন যুবক কিছু চঞ্চল ও প্রগল্‌ভ হইয়াছে। গ্যানিমেড্‌ও নাকি আজ সেইরূপ নব-যুবক সাজিয়াছেন, তাই সাধ করিয়া তিনি এই প্রগল্‌ভতা ও চঞ্চলতা অভ্যাস করিয়াছেন। এবং অভ্যাসগুণে এমন একটু বাচালতা তিনি শিখিয়াছেন যে, ভালোয়-মন্দে মিশিয়া সেটুকু বড় মধুর লাগিত। সকল ব্যাপার বুঝিয়াও রোজালিন্দ একদিন অর্ল্যাণ্ডোকে বলিলেন,—"দেখ, অর্ল্যাণ্ডো, আমরা এতদিন এই বনে আছি,—কেহ কোন সন্ধান রাখি না,—কিন্তু বোধ হয়, কোন এক "নূতন প্রেমিক" এই কাননে আসিয়াছে। দেখ, সেই প্রেমিক এই ছোট ছোট গাছগুলিতে "রোজালিন্দ" নাম খোদিত করিয়া গাছগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আবার রোজালিন্দের সৌন্দর্য্য বিষয়ে কতই কবিতা লিখিয়া গাছের ডালে ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে! না জানি, এ রোজালিন্দ, কে? যদি এই প্রেমিককে কখন দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহার এই প্রণয়-ব্যাধি আরোগ্য করিয়া দেই।"

অর্ল্যাণ্ডো সরল মনে সমস্তই স্বীকার করিলেন। স্বীকার করিলেন যে, তিনিই সেই প্রণয়ী,—রোজালিন্দের জন্য তিনি উন্মত্তপ্রায়;—তাই হৃদয়ের উদ্দাম প্রেম-পিপাসা মিটাইবার উদ্দেশে, অনন্যোপায়ে, বৃক্ষে বৃক্ষে রোজালিন্দ নাম খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন!—অর্ল্যাণ্ডো আবেগভরে কহিলেন, "ভাই কৃষক-কুমার! বলো, বলো,—কি করিলে আমার এ প্রণয়-ব্যাধির উপশম হইতে পারে?"

গ্যানিমেড। তুমি প্রতিদিন আমাদের বাড়ীতে এসো। আমি তোমার রোজালিন্দ হইব। তুমি আমাকে তোমার রোজালিন্দ মনে করিবে এবং তাঁহার সহিত যেরূপ আলাপ করিতে, আমার সহিতও সেইরূপ করিবে। আমিও সেই আরাধ্যা প্রেমিকার ন্যায়, কখন হাস্যে ও আনন্দে তোমায় মাতাইয়া তুলিব,—আর কখন বা বিরক্তি-ভ্রূকুটী-ভঙ্গীতে তোমার আশাভরা হৃদয়ে নিরাশার তরঙ্গ উঠাইব। কখন বা আমার নিকট তুমি বসিয়া থাকিবে,—একটিমাত্র কথা শুনিবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিবে,—আমি তাহা বুঝিয়াও অবজ্ঞা করিয়া একটা মিথ্যা কার্য্যে ব্যস্ত হইব;—আবার তুমি কাছে না আসিলে হয়ত অভিমান করিব এবং আসিলে হয়ত বা বিরক্তি-ভাব দেখাইব,—তাহাতে তুমি অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইবে;—তখন আমি হাসিমুখে তোমায় ক্ষমা করিব! আবার কখন বা দুর্জ্জয় অভিমানে অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া তোমায় বুঝাইব,—'এ জগতের সকল যন্ত্রণা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি;—সংসারের কোন সুখ আমার ভাগ্যে মিলিল না!'—এইরূপ নব-যুবতীর প্রেম-বৈচিত্র্যের নূতন ভঙ্গী দেখিয়া, তুমি আপনার প্রেমে আপনি লজ্জিত হইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রণয়-ব্যাধিরও উপশম হইবে।"

গ্যানিমেডের এই প্রণয়-ব্যাধির চিকিৎসা-প্রণালী,—অর্ল্যাণ্ডোর সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। তথাপি, এ এক নূতন আমোদ ভাবিয়া, তিনি গ্যানি-মেডের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

---

(১১)

গ্যানিমেডের পরামর্শমত, অর্ল্যাণ্ডো প্রতিদিন গ্যানিমেডের নিকট আসিতেন। অবশ্য, তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন নাই যে, এই গ্যানিমেডই তাঁহার রোজালিন্দ। তথাপি তাঁহাকেই রোজালিন্দ ভাবিয়া, হৃদয়ের সকল ভাব প্রকাশ করিয়া, সময় সময় তিনি যথেষ্ট আনন্দ পাইতেন। আর বলা বাহুল্য যে, গ্যানিমেড ওরফে রোজালিন্দ,—তাহাতে প্রকৃতই প্রচুর আনন্দ লাভ করিতেন। কারণ তিনি জানিতেন, অর্ল্যাণ্ডো যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহা তাঁহার হৃদয়েরই কথা এবং সে সকলি রোজালিন্দকেই উদ্দেশ করিয়া।

এই ভাবেই প্রেমিক প্রেমিকার দিন কাটিতে লাগিল। আলিয়েনা ওরফে সিলিয়া, ভগিনীকে এইরূপে সুখী হইতে দেখিয়া, একদিনও ভগিনীকে মনে করিয়া দেন নাই যে, নির্ব্বাসিত রাজার সহিত শীঘ্রই সাক্ষাৎ করিতে হইবে। রাজা কাননের কোন্ অংশে আছেন, তাহা অরল্যাণ্ডোর নিকট তাঁহারা শুনিয়াছিলেন। অধিকন্তু, একদিন পিতার সহিত, রোজালিন্দের সাক্ষাৎও হইয়াছিল। কিন্তু যুবক-বেশে আপন কন্যাকে, রাজা চিনিতে পারেন নাই;— কিছু কথাবার্ত্তার পর তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মাত্র। চতুরা রোজালিন্দ উত্তর দিয়াছিলেন,—"আপনি যে বংশসম্ভূত, আমিও সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

এই উত্তরে রাজা হাস্যসংবরণ করিতে পারেন নাই। কেন না, তিনি ত বুঝিতে পারেন নাই যে, এই ছদ্মবেশী কৃষক-কুমারই তাঁহার প্রাণাধিকা তনয়া। রোজালিন্দও পিতাকে প্রফুল্ল দেখিয়া আর বেশী কিছু বলেন নাই।—কিছুদিন পরে আপনার প্রকৃত পরিচয় দিবেন, এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন।

---

(১২)

একদিন প্রাতে, যখন অরল্যাণ্ডো গ্যানিমেডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, দেখিলেন, পথে এক ব্যক্তি নিদ্রাভিভূত হইয়া আছে, এবং একটা সর্প তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অরল্যাণ্ডোকে আসিতে দেখিয়া, সেই সর্প বন-মধ্যে লুকাইল। অরল্যাণ্ডো নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটা সিংহী মৃত্তিকার উপর থাবা গাড়িয়া বসিয়া, বিড়ালের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও লোলুপ দৃষ্টিতে সেই নিদ্রিত ব্যক্তির জাগরণ প্রতীক্ষা করিতেছে। কারণ, মৃত বা নিদ্রিত ব্যক্তিকে সিংহ বা সিংহী কখন আক্রমণ করে না। অরল্যাণ্ডো যেন দৈব-প্রেরিত হইয়াই, ঐ নিদ্রিত ব্যক্তিকে সর্প এবং সিংহীর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যখন অরল্যাণ্ডো দেখিলেন, সে নিদ্রিত ব্যক্তি অপর কেহ নহে, তাঁহার সেই পাপিষ্ঠ ভ্রাতা অলিভার,—যে গুণধর ভাই তাঁহাকে কৌশলে মল্লের দ্বারা নিহত করিতে ও আগুনে পোড়াইয়া মারিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল,—সেই গুণধর ভাই অলিভার,—তখন অরল্যাণ্ডোর একবার মনে হইল—"এই ক্ষুধার্ত্ত সিংহীর মুখে ইহাকে ফেলিয়া

রাখিয়াই চলিয়া যাই।" কিন্তু পরক্ষণেই স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্নেহ এবং বিবেক-বুদ্ধি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। অবিলম্বে তিনি কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া সিংহীকে আক্রমণ ও সংহার করিলেন। কিন্তু সেই মহাবিক্রমশালিনী সিংহীর,—নখর ও দন্তাঘাতে, অর্ল্যাণ্ডো ক্ষতবিক্ষত হইলেন।

অর্ল্যাণ্ডো যখন সিংহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে অলিভারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অলিভার দেখিলেন, যে ভায়ের প্রতি তিনি আজীবন নিষ্ঠুর

ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যাহার প্রাণবিনাশ জন্যই সম্প্রতি তিনি এই আর্ডেন-কাননে উপস্থিত হইয়াছেন,—সেই ভাই, আজ সিংহীর গ্রাস হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিল!—কি আশ্চর্য্য! আপনার প্রাণের জন্যও তাহার এতটুকু মমতা হয় নাই! অলিভার অনুতাপে ও লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল। অর্ল্যাণ্ডো জ্যেষ্ঠের মনের ভাব বুঝিয়া, তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন, এবং সেই হইতেই পরস্পর সৌহার্দ্দ-স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইলেন।

সিংহীর আক্রমণে অর্ল্যাণ্ডোর শরীর হইতে বহুপরিমাণে শোণিত নির্গত হওয়ায়, অর্ল্যাণ্ডো অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। গ্যানিমেডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া তাঁহার আর হইল না। তখন অলিভারকে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া অর্ল্যাণ্ডো বলিলেন, "তুমি এখনি গিয়া গ্যানিমেড্‌কে আমার এই অবস্থার কথা জানাও।"

অলিভার, ভ্রাতার কথামত সেই নির্দ্দিষ্ট কুটীরে আসিয়া, গ্যানিমেড্ এবং আলিয়েনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং অর্ল্যাণ্ডোর সম্বন্ধে সকল কথা বলিলেন। তারপর তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া অনুতপ্ত-হৃদয়ে কহিলেন, "আমি অর্ল্যাণ্ডোর সেই পাপিষ্ঠ ভ্রাতা অলিভার। আমি অর্ল্যাণ্ডোকে শত প্রকার অত্যাচারে কষ্ট দিয়াছি। অধিক কি, তাহাকে প্রাণে মারিবার জন্য এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমি যে, কিরূপ অনুতপ্ত, তাহা সেই অন্তর্য্যামী জগদীশ্বরই জানেন। যাই হোক্, ঈশ্বরেচ্ছায় এক্ষণে আমাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং আশা করি, এ প্রীতি চিরদিন থাকিবে।"

যে ভাবে অলিভার আপনার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা ব্যক্ত করিলেন, এবং সেই ভাব-অভিব্যক্তিতে তাঁহার যে অকৃত্রিম স্নেহ ও গভীর ভালবাসা প্রকাশ পাইল, তাহাতে আলিয়েনা, অলিভারকে মনে মনে ভালবাসিলেন। এবং অলিভারও, আপনার দুঃখে এই অপরিচিতা কুমারীকে দুঃখিত হইতে দেখিয়া, কুমারীকে ভাল বাসিলেন। প্রেম যখন এইরূপে চুপি চুপি দুইজনের হৃদয়ে আসিয়া আপনার আধিপত্য স্থাপন করিল, তখন গ্যানিমেড অর্ল্যাণ্ডোর দুর্দ্দশার কথা ভাবিতে ভাবিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গ্যানিমেডের পক্ষে সেটা কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই। কেবল আলিয়েনাই তাহা বুঝিল। আলিয়েনার যত্নে গ্যানিমেডের সেই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।

মূর্চ্ছা হইতে উঠিয়া চতুরা রোজালিন্দ অলিভারকে বলিলেন,—"আপনি দেখিলেন, আপনার ভ্রাতার বিপদের কথা শুনিয়া আমি কেমন মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম! আপনার ভ্রাতাকে অতি অবশ্য এ কথা বলিবেন।—তাঁহার প্রণয়িনী রোজালিন্দও এ কথা শুনিলে ঠিক এইরূপ হইতেন।"

কিন্তু অলিভার দেখিলেন এবং বুঝিলেন,—এ মূর্চ্ছা কৃত্রিম নহে। সে মুখচ্ছবি এখনও ম্লান; সে সুন্দর গণ্ডস্থল এখনও পাংশুবর্ণ।—তিনিও চতুরতার সহিত বলিলেন, "যখন আপনি এমন সুন্দর অনুকরণ করিতে পারেন, তখন আপনি পুরুষেরই অনুকরণ করিবেন!"

চতুরতা রোজালিন্দ পাল্টা জবাব দিলেন,—"আমিও তাহাই করি। নহিলে সর্ব্বাংশে আমাকে ঠিক স্ত্রীলোকের মত দেখিতে পাইতেন।"

অলিভারের বিদ্যা-বুদ্ধি আর খাটিল না।

---

(১৩)

সেই কুটীর হইতে ফিরিতে, অলিভারের অবশ্যই কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। যথাসময়ে অর্ল্যাণ্ডোর নিকট আসিয়া তিনি সকল কথাই বলিলেন। তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া গ্যানিমেড্ কেমন মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া বলিলেন; তার পর আলিয়েনার প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা জন্মিয়াছে এবং সে কুমারীও যে, সে ভালবাসা উপেক্ষা করেন নাই, তাহাও বলিলেন। আলিয়েনার কথা বলিতে বলিতে, অলিভার হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"আমি মনে করিয়াছি, আলিয়েনাকে লইয়া এই স্থানে মেষপালকের ন্যায় অবস্থিতি করিব; আর তুমি ভাই গৃহে গিয়া সকল বিষয়-বৈভব লইয়া সুখে দিনযাপন করিবে;—যদি ইহাতেও আমার মহাপাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়!"

অর্ল্যাণ্ডো, ভ্রাতার এই কথায় আপত্তি করিলেন। পরে বলিলেন, "যদি যথার্থই তুমি আলিয়েনাকে ভালবাসিয়া থাকো, তবে এ বিবাহে আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কল্যই তোমরা বিবাহ করো। আমি,—রাজা ও তাঁহার অমাত্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব। তুমি যাও,—আলিয়েনাকে তোমার

অভিলাষ জানাইয়া তাঁহাকে সম্মত করাও। এখন তিনি কুটীরে একাকিনী আছেন ;—ঐ দেখ না, তাঁহার ভ্রাতা গ্যানিমেড এই দিকেই আসিতেছেন।"

বস্তুতঃ সেই সময় গ্যানিমেড অর্ল্যাণ্ডোকে দেখিবার জন্য আসিতেছিলেন। অলিভার সুযোগ বুঝিয়া, আলিয়েনার নিকট গেলেন। গ্যানিমেড্ আসিয়া ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অরল্যাণ্ডো, তুমি এখন কেমন আছ?"

অর্ল্যাণ্ডো বলিলেন, "সিংহীর আক্রমণ তত সাংঘাতিক হয় নাই,—সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই।"

শুনিয়া গ্যানিমেড্ কিছু আশ্বস্ত হইলেন। তার পর, উভয়ে অলিভার ও আলিয়েনার ভালবাসা ও বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া, সেই বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে অর্ল্যাণ্ডো আপন অন্তর-বেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"হায়, আমার ভাগ্যে এমন দিন কি হইবে যে, রোজালিন্দকে পাইয়া, আমিও একদিন এমনি সুখী হইব?"

অর্ল্যাণ্ডোর এই আন্তরিক কামনা বুঝিয়া গ্যানিমেড বলিলেন,—"তুমি মুখে যাহা বলিতেছ, তাহা যদি তোমার যথার্থ অন্তরের কথা হয়, তাহা হইলে আমি কল্যই তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি।—আমি এই কানন হইতেই রোজালিন্দকে স্বশরীরে বাহির করিতে পারি, এবং যাহাতে তিনি তোমাকে বিবাহ করেন, সে ভারও গ্রহণ করিতে পারি।"

গ্যানিমেড নিজে রোজালিন্দ, সুতরাং রোজালিন্দকে সে স্থানে উপস্থিত করায় আশ্চর্য্য কি? কিন্তু অর্ল্যাণ্ডো কহিলেন, "ইহা নিতান্তই অসম্ভব।—রোজালিন্দ কল্যই কিরূপে এখানে আসিবেন?"

উত্তরে গ্যানিমেড বলিলেন যে, তিনি কিছু ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা অবগত আছেন, সেই বিদ্যা প্রভাবে এই অসম্ভব ব্যাপার সংঘটন করিতে পারিবেন!

প্রণয়-বিমুগ্ধ অর্ল্যাণ্ডো অবিশ্বাসের সহিত বিশ্বাস মিশাইয়া, অতি-বড় আশায়, আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিন্তু গ্যানিমেড,—তুমি যাহা বলিতেছ, ইহা কি নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে?—তুমি প্রলাপ উক্তি করিতেছ না তো?"

গ্যানিমেড। আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্যই বলিলাম। যদি তুমি তাঁহাকে যথার্থ ভালবাস, তবে নিশ্চয়ই কল্য তাঁহাকে পাইবে। অতএব তুমি বরের

যোগ্য বেশ-ভূষায় কন্যা সেই রাজার নিকট উপস্থিত থাকিও, এবং রাজা ও তাঁহার বন্ধুবর্গকে তোমার বিবাহের নিমন্ত্রণ করিও।

---

(১৪)

যথাসময়ে অর্ল্যাণ্ডো ও আলিভার এবং গ্যানিমেড্ ও আলিয়েনা,—সেই নির্ব্বাসিত রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ তাঁহাদের সকল কথা শুনিলেন। নির্ব্বাসিত রাজা এতদিন পরে যে, তাঁহার কন্যারত্নকে দেখিতে পাইবেন, ইহা তাঁহার একান্ত আনন্দের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল না। উপস্থিত একটি পাত্রী, অথচ দুইটি বর;—তাঁহারা বুঝিলেন, গ্যানিমেড্ প্রণয়-মগ্ন অর্ল্যাণ্ডোর সহিত কি এক চাতুরী চালিতেছেন। কিন্তু গ্যানিমেড্ যখন দৃঢ়তার সহিত রাজাকে বলিলেন যে, এ সমস্তই সত্য, তখন রাজা কিছু বিস্ময়ের সহিত অর্ল্যাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গ্যানিমেড্ যাহা বলিতেছেন, তাহা তবে প্রকৃত কথা? আমি কিন্তু ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।—রোজালিন্দ কেমন করিয়া এখানে উপস্থিত হইবে?"

অর্ল্যাণ্ডো কি উত্তর করিবেন,—ভাবিয়া পাইলেন না।

তখন গ্যানিমেড্ রাজাকে পুনরায় বলিলেন,—"আপনার কন্যাকে যদি এখানে উপস্থিত করিতে পারি, তাহা হইলে কি আপনি অর্ল্যাণ্ডোর সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন?"

রাজা। নিশ্চয়ই। যদি সেই সঙ্গে আমায় আরও কিছু দিতে হয়, তাহাও দিতে প্রস্তুত আছি।

গ্যানিমেড্ অর্ল্যাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার আর কি কথা আছে বলো?—রোজালিন্দকে আনিয়া দিতে পারিলে, নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ?"

অর্ল্যাণ্ডো। যদি দৈবক্রমে আমি সমগ্র পৃথিবীরও অধীশ্বর হই, তাহা হইলেও রোজালিন্দ ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না!

সকলেই অতি বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত এই বিষয়ের আলোচনায় রত হইলেন।

(১৫)

তখন গ্যানিমেড্ ও আলিয়েনা সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। গ্যানি-মেড্ পুরুষের পরিচ্ছদ দূরে ফেলিয়া আপনার সেই কমনীয়া রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আলিয়েনাও কৃষক-কুমারীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া, সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া, পুনর্ব্বার সেই রাজ-নন্দিনী সিলিয়া হইলেন। মধুর সাজে সজ্জিত হইয়া রোজালিন্দ ও সিলিয়া,—দুই ভগিনীতে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হই-লেন। যাঁহারা ভাবিতেছিলেন,—"না জানি এ বিবাহ কি-এক কৌতুককর অভিনয়ে পর্য্যবসিত হইবে,"—তাঁহারা সেরূপ ভাবিবার আর অবসর পাইলেন না। রাজকুমারীদ্বয়কে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া, সকলেরই বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। রোজালিন্দ পিতার চরণে প্রণতা হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। তখন ইন্দ্রজালের কথা কাহারও আর মনে উঠিল না।—কারণ, রোজালিন্দ সকলের সমক্ষে, পিতৃব্য-কর্ত্তৃক আপন নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

রাজা কন্যাকে বিবাহের সম্মতি দিয়া আপন অঙ্গীকার পূর্ণ করিলেন। যথাসময়ে অর্ল্যাণ্ডো ও রোজালিন্দ এবং অলিভার ও সিলিয়া,—পরস্পরের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, স্ব স্ব মনোরথ পূর্ণ করিলেন। সেই অরণ্যের মধ্যে সেই শুভ কার্য্য যদিও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয় নাই, তথাপি এমন আনন্দ-উল্লাসে, এবং শান্তি ও পবিত্রতার সহিত, অতি অল্প বিবাহই হইয়া থাকে। যখন সেই সুশীতল তরুচ্ছায়ায় বসিয়া, নবদম্পতীর সহিত সমবেত ভদ্রমণ্ডলী রহস্যালাপ সহকারে বন্যফল ও মৃগমাংস পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেছিলেন, তখন এই আনন্দের অসম্পূর্ণতা কিছু থাকিবে না বলিয়াই যেন, সহসা এক দূত সেখানে উপস্থিত হইয়া নির্ব্বাসিত রাজাকে নিবেদন করিল,—"মহারাজ! আপনার ভ্রাতা আপনার অপহৃত রাজ্য আপনা-কেই প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।"

সহসা ফ্রেডারিকের এরূপ পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল,—এমন উদার ধর্ম্ম-ভাব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার কিরূপে আসিল, এখন সেই কথা বলিয়াই আমরা আখ্যায়িকা শেষ করিব।
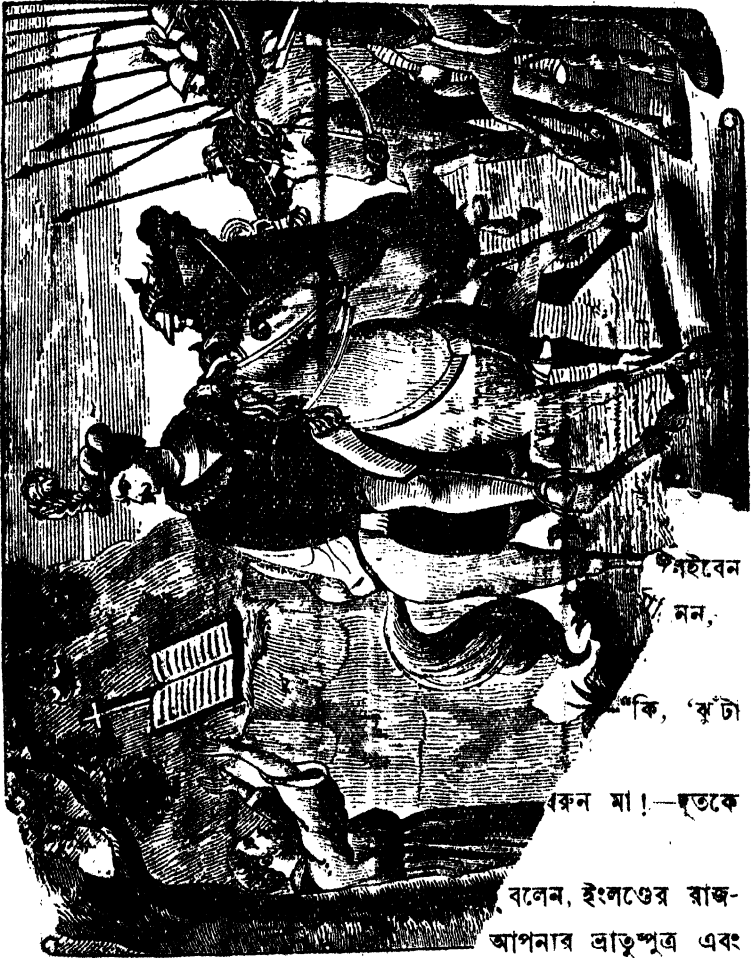
কিন্তু বিধির বিধানে, সহসা এক অভাবনীয় ঘটনায়, এত দিনে তাঁহার সকল দুরভিসন্ধি দূর হইল।

সৈন্য-সামন্ত লইয়া অশ্বারোহণে ফ্রেডারিক যখন কানন-বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন কোথা হইতে অকস্মাৎ এক তেজোপুঞ্জ-কলেবর ধর্ম্মপ্রাণ তপস্বী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মের কি বিচিত্র মহিমা!—সেই সাধু তপস্বীর মুখনিঃসৃত দুই চারি কথাতেই, ফ্রেডারিকের অন্তর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। ফ্রেডারিক বিশেষ অনুতপ্তহৃদয়ে ধর্ম্ম-চিন্তায় ও ভগবৎ-উপাসনায়, জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে মনঃস্থ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এক দূতকে অগ্রজের নিকট প্রেরণ করিয়া আপনার এই সাধু সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন, এবং অগ্রজ-সমভিব্যাহারী সেই সদাশয় অমাত্যগণের বিষয়-সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবেন,—ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন।

এই শুভসংবাদ,—সেই শুভ পরিণয়োৎসব-কালে বিশেষ আনন্দকর হইল। আর সিলিয়া,—যদিও তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকার-স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন, তথাপি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত যে অপহৃত-রাজ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন এবং ভগিনী রোজালিন্দ যে অশেষ সুখে সুখী হইলেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দের পারিণয়স্য়া রহিল না। এমনই তাঁহার উদার অন্তর ও অকপট স্নেহ যে, এক মধ্যে সেন্স ও রোজালিন্দের প্রতি তাঁহার কোনরূপ দ্বেষ বা হিংসা হয় নাই। এমন আনন্দিত রাজা রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া,—যাহার যাহা প্রাপ্য, সকলকে হইয়া থাকে।রূপ প্রদান করিলেন, এবং যথাকর্ত্তব্য পালন করিয়া সুখে ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী কাটাইতে লাগিলেন।

ভোজন করিতেছি।পাঠক-পাঠিকা, এই আখ্যায়িকাটিকে যে ভাবে ইচ্ছা, গ্রহণ বলিয়াই যেন, সহসা এ

নিবেদন করিল,—"মহার

কেই প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।"

সহসা ফ্রেডারিকের এরূপ

ভাব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার কিরূ

আখ্যায়িকা শেষ করিব।

কিং জন।

(THE LIFE AND DEATH OF KING JOHN.)

(১)

জন্ ইংলণ্ডের রাজা, এলিনোর রাজমাতা। চ্যাটিলন্ নামে ফ্রান্সের রাজ-দূতের সহিত, মাতা-পুত্রের এইভাবে কথোপকথন হইতেছিল।

জন্ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"চ্যাটিলন্, ফ্রান্স আমাদের সহিত কি করিতে চান?"

চ্যাটিলন্ সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন,—"মহারাজ, আমার অপরাধ লইবেন না,—ফ্রান্সরাজ আপনাকে ইংলণ্ডের অধীশ্বর বলিয়া মানিতেই প্রস্তুত নন,—আপনাকে তিনি "ঝুঁটা রাজা" বলিয়াই উল্লেখ করেন।"

এলিনোর সবিস্ময়ে, ঈষৎ ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন,—"কি, 'ঝুঁটা রাজা!'——"

জন্ জননীকে বাধা দিয়া কহিলেন,—"একটু ধৈর্য্য ধরুন মা!—দূতকে সকল কথা বলিতে দিন।"

চ্যাটিলন্ পুনরায় কহিলেন,—"ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ্ বলেন, ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে আপনার কোন অধিকার নাই,—ইহা আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহার ভাগিনেয়,—মৃত জেফ্রির প্রিয়পুত্র আর্থার প্লান্টাজেনেটেরই প্রাপ্য,—আপনি অন্যায়রূপে তাঁহার স্বত্ব অধিকার করিয়াছেন। তাই এখন আমার প্রভু ফ্রান্সরাজের বক্তব্য এই যে, আপনি নির্ব্বিবাদে আয়র্লণ্ড, পাইক্‌টিয়ার্স,

আন্‌জু, টুরেন্‌, এন্‌, এই সকল দেশ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ছাড়িয়া দিন, এবং তাঁহাকেই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করুন।"

ধীরগম্ভীরস্বরে জন্‌ উত্তর দিলেন,—"যদি আমি তাঁর কথা রক্ষা না করি, তাহা হইলে কি হইবে?"

চ্যাটিলন্‌। সারা দেশ ব্যাপিয়া ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, এবং আর্থার তাঁহার ন্যায্য স্বত্বে স্বত্ববান্‌ হইবেন।

জন্‌। কি, এতদূর! তবে তাই হোক্‌,—তোমার প্রভুকে বলিও, তাঁহার অভিপ্রায়-অনুযায়ী কার্য্যই হইবে,—অচিরাৎ নররক্তে বসুন্ধরা প্লাবিত হইবে! যাও,—বিদ্যুদ্‌গতিতে তুমি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করো। তোমার পঁহুছিবার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার কামানেরও গম্ভীর বজ্র-নিনাদ শুনিতে পাইবে।

তার পর ইংলণ্ড-রাজ, পেম্‌ব্রোক্‌ নামে এক সভাসদকে অনুমতি দিলেন,—"দূতের সহিত যেন সদ্ব্যবহার করা হয়,—ইহাঁকে নির্ব্বিঘ্নে ফ্রান্সে পঁহুছিবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

সভাসদ রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, দূতকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

তখন রাজ-মাতা এলিনোর পুত্রকে কহিলেন,—"কেমন বৎস! আমি তোমায় বরাবর বলিয়া আসি নাই যে, দুষ্টা কনষ্টান্স—তোমার ভ্রাতৃজায়া,—ইহা লইয়া ফ্রান্সকে উত্তেজিত করিবে?—এবং যতদিন না তার মনোরথ পূর্ণ হয়, ততদিন সে, সমস্ত পৃথিবী তোলপাড় করিবে? দেখ, এখন আমার সেই কথা ফলিল কি না! বুঝিলাম, এই সর্ব্বনাশীর কূট কৌশলে, ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের বহু প্রাণ অকালে গত হইবে!

জন্‌ বলিলেন, "কিন্তু মা, আমাদের এতদিনের অধিকারই সম্পূর্ণরূপে আমাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করিবে।"

মাতা উত্তর দিলেন,—"হাঁ, স্বত্ব জোরের সহিত সাব্যস্ত হইবে বটে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, কাজটা ধর্ম্মসঙ্গত হইবে না। ইহা বাছা, আমিও যেমন জানি, তুমিও তেমনি জানো।—তবে, তা বলিয়া সেই দুষ্টার দুরভিসন্ধি কিছুতেই সিদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না।—না, নিশ্চয়ই না।"

(২)

মাতাপুত্রে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় নগরের "সেরিফ" বা মণ্ডল আসিয়া,রাজাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন করিয়া, জনৈক সভাসদের কানে কানে কি বলিল। সভাসদ, রাজাকে সেরিফের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন, —"মহারাজ! একটা অদ্ভুত বিচার উপস্থিত। নগরের দুইটা লোক বিচারপ্রার্থী হইয়া রাজদ্বারে আসিয়াছে। যদি অনুমতি হয়, লোক দুটাকে এখানে আনয়ন করি।"

রাজা সম্মতিপ্রদান করিলেন। সেরিফ সেই বিচার-প্রার্থী লোক দুইটিকে লইয়া পুনরায় রাজসভায় আসিল। ইহাদের মধ্যে একজন জারজ-সন্তান, অন্যজন প্রকৃত পিতার পুত্র।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কে এবং কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ?"

তাহাদের মধ্যে যে জারজ, সে বলিল, "মহারাজ, আমি আপনার একজন অনুগত প্রজা,—নারদাম্‌টন্‌-সায়ারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং বিবেচনা করি, রবার্ট ফ্যাল্‌কন্‌ব্রিজের আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা,—মৃতরাজা প্রথম রিচার্ডের একজন সেনানী ছিলেন এবং যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

রাজা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর তুমি কে?"

সে বলিল, "আমিও উক্ত ফ্যাল্‌কন্‌ব্রিজের পুত্র এবং তদীয় উত্তরাধিকারী।"

রাজা। প্রথম ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ, আর তুমি উত্তরাধিকারী,—এ কিরূপ?—তবে তোমরা এক মায়ের সন্তান নও?

প্রথম ব্যক্তি। না মহারাজ, এক মায়ের সন্তান, ইহা সুনিশ্চিত; এবং বোধ করি, এক পিতারও বটে। একথা বলিবার হেতু এই, প্রকৃত জন্মদাতা কে, তাহা মাতাই বলিতে পারেন।

রাজমাতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"হতভাগ্য, এখান হইতে দূর হ,—মুখে একটু আট্‌কাইল না? মায়ের চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাঁহার সম্মান নষ্ট করিলি?—ছি ছি! কি লজ্জা,—কি ঘৃণা!"

প্রথম ব্যক্তি। আর্য্যে! আমি মায়ের সম্মান নষ্ট করিলাম? আজ্ঞে না, তা নয়। আমার কোন অপরাধ নাই। আমার এই ভাই যত নষ্টের গোড়া!

বার্ষিক পাঁচশত পাউণ্ডের লোভে ইনিই মাতার সম্ভ্রমের লাঘব করিতেছেন!—হায়! ঈশ্বর আমার মা'য়ের সম্মান এবং জমির স্বত্ব রক্ষা করুন!

রাজা। কোথাকা'র একটা নীরেট মূর্খ!—কনিষ্ঠ হইয়াও ঐ ব্যক্তি, জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারীত্বের দাবী করিতেছে?

প্রথম ব্যক্তি। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ!—কেন যে করিতেছে, তাহা ঐ জানে। আমি জানি শুধু ঐ জমিটুকু। তবে একবার আমি শুনিয়াছি, ভায়া আমার জন্মবৃত্তান্ত লইয়া লোকের সহিত একটু কানাকানি করিয়াছিলেন। তবে মহারাজ, বলিতে কি, রবার্ট ফ্যাল্‌কন্‌ব্রিজের মত চেহারা আমার হয় নাই,—ভায়ারই তাহা কতকটা হইয়াছে;—অবশ্য সেজন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি!

রাজা। কি কর্ম্মের ভোগ! কোথাকার একটা বদ্ধ পাগল আসিয়া জুটিল!

রাজমাতা। (পুত্রের প্রতি) দেখিতেছ না, এই লোকটার মুখের আকৃতি আমার প্রিয়পুত্র,—তোমার অগ্রজ রিচার্ডের মত? সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সেই গঠন, সেই কণ্ঠস্বর,—কেমন, এ সব তুমি লক্ষ্য করিতেছ না?

রাজা। হাঁ, আমি উত্তমরূপই লক্ষ্য করিয়াছি; এবং ইহাকে অবিকল ভ্রাতা রিচার্ডের মতই দেখিতেছি।—এখন তুমি তোমার ভায়ের বিরুদ্ধে আর কি বলিতে চাও?

প্রথম ব্যক্তি। ভাই আমার পিতার মুখের ছাঁচ পাইয়াছেন এবং সেই অর্দ্ধেক ছাঁচেই আমার জমিরও দাবী করিতেছেন, যে অর্দ্ধছাঁচের মূল্য—বছর-সালিয়ানা পাঁচ হাজার টাকা।

এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! পিতা যখন জীবিত ছিলেন, তখন আপনার ভ্রাতা তাঁহাকে অনেক কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।——"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "তাহাতে কিছু যায়-আসে না। তোমার এখন এই কথা বলা দরকার যে, তিনি আমার মাকে কোন্ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।"

এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি স্পষ্টবাক্যে ভাইকে জারজ প্রতিপন্ন করিল। বলিল, যখন তাহাদের বাপ রাজকার্য্যে সেই সুদূর জার্ম্মণিতে যায়, এবং তথায় দীর্ঘকাল

অবস্থিতি করে, সেই সময়ে উহার জন্ম হয়। একথা অনেকেই জানে। তাহার বাপ মৃত্যুকালে স্পষ্টই ইহা বলিয়া গিয়াছে, এবং সেইজন্য জমি-জমা সকলই তাহাকে দিয়া গিয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মসঙ্গত এবং আইনসঙ্গত,—সেই-ই পিতৃবিভবের উত্তরাধিকারী।

রাজা, সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি নানারূপ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন, প্রথম ব্যক্তি কিছুতেই পিতৃ-সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইতে পারে না।

তাহাতে সেই সভার মাঝে বিচারার্থী দুই ভায়ের মধ্যে ঘোর বাক্-বিতণ্ডা হইবার উপক্রম হইল। গতিক দেখিয়া রাজমাতা প্রথম ব্যক্তিকে বলিলেন,

"আচ্ছা, আমি এক কথা বলি। তুমি মৃত রবার্ট-ফ্যাল্কন্‌ব্রিজের পুত্র পরিচয় দিয়া, তোমার ভায়ের প্রার্থিত ঐ জমিটুকু লইয়া সুখী হইতে চাও,—না, ইংলণ্ডের মৃতরাজা প্রথম রিচার্ডের বংশধর বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেওয়া,—গৌরবের বিষয় মনে করো?"

তখন প্রথম ব্যক্তি,—ভাঁড়ের মত নানা অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া, নানা আবোল-তাবোল বাজে কথা বলিয়া, প্রতিপন্ন করিল যে, রবার্ট ফ্যাল্কন্‌ব্রিজের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে, সে অপমান বোধ করে।

রাজমাতা এলিনোর বলিলেন,—"সেই ভাল। আমি তোমার অবস্থা উন্নত করিয়া দিব। অতএব এই জমি তোমার ভাইকে দাও।—তুমি একজন সৈনিক হইয়া আমাদের সহিত ফ্রান্সে যাইতে সম্মত আছ?"

জারজ, রাণীর কথায় সম্মত হইয়া তাহার ভাইকে বলিল, "তবে তুমিই ঐ জমি লইয়া সুখী হও,—আমি একবার আপন ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখি। কিন্তু মনে রাখিও ভাই,—বছর-সালিয়ানা পাঁচ হাজারই পাও, আর যাই পাও,—তোমার ঐ মুখখানার মূল্য—পাঁচ পাই-এর অধিক হইবে না!"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?"

জারজ। ফিলিপ।—এই নামে আমার সম্বোধন আরম্ভ হয়;—'সার রবার্টের স্ত্রীর প্রথম সন্তান,—ফিলিপ।'

রাজা কৌতুক করিয়া বলিলেন,—"আর এখন তোমার নাম হইল,—'সার রিচার্ড প্লানটাজেনেট'!"

এখন হইতে রাজ-পরিবারের মধ্যে জারজের তামাসার নাম হইল, "রিচার্ড।"

রাণী বলিলেন, "রিচার্ড, আমি তোমার ঠাকুর মা। এখন হইতে আমাকে তুমি 'ঠাকুর মা' বলিয়াই ডাকিও।"

সকলে চলিয়া গেলে, সেই ভাঁড়-প্রকৃতি মূর্খ জারজ ভাবিতে লাগিল,—

"তবে আজ হইতে সত্য সত্যই আমি একটা বড়লোক হইলাম! আর আমায় পায় কে? এখন অবশ্যই আমি একটি 'জীবন-সঙ্গিনী' করিতে পারি। বড় লোকের আদব-কায়দা, চাল-চলন, ঢং ঢাং,—এখন আমায় রীতিমত শিখিতে হইবে। কথাবার্ত্তাও কতকটা বড়লোকী ধরণের করা চাই। যদি কাহারও নাম 'জর্জ্জ' হয়, —আমি তাহাকে 'পিটার' বলিয়া ডাকিব। কারণ, এইরকম নাম-ভুল হওয়া, হঠাৎ-বড়মানুষীর একটা প্রধান লক্ষণ। অথচ, লোকসাধারণের কাছে খুব বিনীতভাব দেখাইতে থাকিব।—সকলে যেন মনে করে, আমি বড় বিনয়ী! প্রতি কথায় সকলকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। কেবলই মুখ-মিষ্ট কথায়, তোষামোদ পূর্ণ সম্বোধনে,—আমি সকলের মন রাখিব। মুখে এমন ভাব দেখাইব যে, যেন আমি সব জানি,—কেবল অতি-বিনীত বলিয়া, আত্ম-প্রাধান্য দেখাইতে ভালবাসি না।—এই কৌশলে অনেক বিষয় অন্যের নিকট হইতে জানিয়া লইতেও পারিব। লোক-ঠকাইয়া বড় হইবার ইহা একটি সহজ উপায়।"

পাগ্‌লা, আপন মনে এমন কত কি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার মা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং তাহার দ্বিতীয় পুত্রের উদ্দেশে নানারূপ ভর্ৎসনা করিয়া বলিল,—"সে হতভাগা কুলাঙ্গার কোথায়? হায়, সে আমার সম্মান ও পবিত্রতা,—সকলই বিনষ্ট করিয়াছে।"

জারজ। আমার ভাই রবার্টের কথা বলিতেছ?—রবার্ট ফ্যাল্‌কন্‌ব্রিজের পুত্রের কথা কহিতেছ?

এই উত্তরে তাহার মা রাগিয়া চমকিত ভাবে বলিল,—"হতভাগা! কি বলিলি,—'রবার্ট ফ্যাল্‌কন্‌ব্রিজের পুত্র'?"

তখন জারজ একে একে সকল কথা বলিল। বলিল যে, তাহার ভাই রাজার নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া, তাহার জারজত্ব সম্বন্ধে সকল কথা প্রকাশ

করিয়া দিয়াছে এবং পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছে,—কাজে কাজে সেও তাহাই স্বীকার করিয়াছে।

অতঃপর জারজ তাহার জননীকে তাহার প্রকৃত জন্মকথা বলিতে অনুরোধ করিল। তাহার মাও তখন মুক্তকণ্ঠে সকল কথা ব্যক্ত করিল। বলিল যে, প্রথম রিচার্ডই তাহার সতীত্ব নষ্ট করে এবং তাহারই ঔরসে ফিলিপের জন্ম হয়। কিন্তু এই অধর্ম্ম-কার্য্য এক দিনে হয় নাই, তাহার স্বামী ফাল্‌কনব্রিজের অনুপস্থিতিকালে, রিচার্ড তাহাকে অনেক স্তব-স্তুতি-অনুনয়-বিনয় করিয়া এবং নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া, কৌশলে, অনেকদিন পরে, এই কার্য্যে লিপ্ত করিয়াছিল।

একথা শুনিয়া জারজ দুঃখিত হইল না, পরন্তু সে যে প্রথম রিচার্ডের পুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারিবে, ইহাই সৌভাগ্য বলিয়া মানিল। কারণ রিচার্ড কেবলই যে ইংলণ্ডের রাজাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা নয়,—প্রকৃত একজন বীরপুরুষ বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্য বীরত্বের সহিত তাঁহার এক সিংহ-শিকারের গল্পও আছে। এমন সম্ভ্রান্ত বীরপুরুষের পুত্র বলিয়া, লোকের নিকট আপন পরিচয় দিতে পাইবে ভাবিয়া, জারজ আহ্লাদে আটখানা হইল। এমন কি, হতভাগ্য, অবশেষে আপনার জননীকে, তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের, অর্থাৎ প্ল্যান্‌টাজেনেট-বংশাবলীর প্রতিকৃতি দেখাইবার জন্য লইয়া গেল।

---

(৩)

ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ্‌ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ইংলণ্ড-রাজ জনের নিকট হইতে দূত ফিরিয়া আসিয়া কি বলে, তিনি কেবল সেই সংবাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্য-সামন্ত, যুদ্ধোপকরণ,—সকলই প্রস্তুত। অষ্ট্রিয়া-রাজের সাহায্যও তিনি পাইয়াছেন। ফ্রান্সের অন্তঃপাতী আন্‌জিয়ার্স নামক প্রধান নগরের পুরোভাগে তিনি সৈন্যসামন্তাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই আন্‌জিয়ার্স ফ্রান্সের অন্তঃপাতী হইলেও, ইংলণ্ডের অধিকৃত। ভাগিনেয় আর্থারের জন্য, প্রথম সেই নগরটি মাত্র দাবী করিতে ফ্রান্সরাজ মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা ভগিনী আর্থার-জননী কনষ্টান্সও তথায় উপস্থিত।

অষ্ট্রিয়া-রাজ বালক আর্থার্‌কে অভয় দিয়া বলিলেন,—"আমি প্রাণপণে তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তোমার সেই অত্যাচারী পিতৃব্যের সহিত যুদ্ধ করিব। যে পর্য্যন্ত না আন্‌জিয়ার্স তোমার অধিকারে আনিব, সে পর্য্যন্ত আমি গৃহে ফিরিব না,—ইহা আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

আর্থার-জননী কনষ্টান্স যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

"আপনার এই উদারতায় আমি বাধিত হইলাম। বিধবার আন্তরিক ধন্য-বাদ গ্রহণ করুন। এখন চ্যাটিলন্ সংবাদ লইয়া ফিরিলে হয়। সংবাদ যদি শুভ হয়, তাহা হইলে বড় সুখের হয়,—নিরর্থক আর নররক্তে বসুন্ধরা প্লাবিত হয় না।"

এই সময় চ্যাটিলন্ নামে সেই দূত আসিয়া, তাঁহার প্রভুকে, ইংলণ্ড-রাজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন, "বিনা যুদ্ধে জন্, সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমি প্রদান করিবেন না। সৈন্যসামন্ত লইয়া তিনি ফ্রান্সযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মাতা, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ব্লান্স প্রভৃতিও আসিতেছেন।"

এই সময়ে ইংলণ্ড-রাজের পক্ষ হইতে রণ-বাদ্য বাজিয়া উঠিল, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই রাজা জন্, তাঁহার মাতা, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও অনুচরবৃন্দের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সেই জারজটাও আসিল।

জন্ বলিলেন, "শান্তি হোক্,—নচেৎ এখনি ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইবে।"

ফ্রান্সরাজ ফিলিপ্ উত্তর করিলেন,—"শান্তি হয়, ইহা কাহার না ইচ্ছা? কারণ, ইংলণ্ডকে সত্য সত্যই আমরা ভালবাসি। আপনার সহিত আত্মীয়-কুটুম্বিতায়ও আমরা আবদ্ধ। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, আপনিই বিচার করুন,—আপনার এই ভ্রাতুষ্পুত্র,—রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী কি না! আর্থারের মুখ দেখিয়া, আপনার সেই স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠকে স্মরণ করুন। লোকত এবং ধর্ম্মতঃ মৃত জেফ্‌রির এই শিশু-পুত্রই,—ইংলণ্ডের সিংহাসনাধিকারী;—আপনি অযথা—অন্যায়পূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন!"

জন। আপনি কোন্ নজীরে আমার প্রতি এইরূপ অনুযোগ করিতেছেন?

ফিলিপ্। ধর্ম্মের নজীরে,—ঈশ্বরের আইনে।—আপনি কি বলিতে চান, আমি অন্যায় কিছু বলিতেছি? দেখুন, যখন এই পিতৃহীন না-বালক আমার

আশ্রয়ে আছে, তখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে, ইহার মুখের পানে আমাকে চাহি-তেই হইবে।—আপনি অন্যায়রূপে আর্থারকে বঞ্চিত করিতেছেন!

জন্‌। না, আপনি অযথা—অন্যায়রূপে এই স্বত্বের দাবী করিতেছেন।

ফিলিপ্‌। অন্যায়রূপে আমি দাবী করিতেছি?—ক্ষমা করুন,—আপনিই এই 'অন্যায় দাবীর' চূড়ান্ত নিদর্শন!

এইবার জন্‌-জননী এলিনোর মুখ ছাড়িলেন। পুত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"ফ্রান্সরাজ, আপনি, এ কি বলিতেছেন?—আমার পুত্র 'অন্যায় দাবীর চূড়ান্ত নিদর্শন'?"

এইবার আর্থার-জননী কনষ্টান্স উত্তর করিলেন,—"উত্তরটা আপনার পুত্রের মুখ দিয়াই বলিতে দিন।"

এলিনোর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"কি দুষ্টা রমণী! তোমার জারজ-সন্তান রাজা হইবে, আর তুমি পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রীনি হইবে, ঠিক করিয়া আছ?"

কনষ্টান্সও উত্তর দিলেন,—"হাঁ, আমার সন্তান জারজ বটে! বড়-গলা করিয়া বলিতেছি, আমার এই পুত্রের জন্মস্থান যত খাঁটী, ইহার পিতার জন্মস্থান তত খাঁটী নয়। তাহার সাক্ষী,—আপনার এই কথা!"

এলিনোর পৌত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বালক, তোমার মাতাই তোমার পিতাকে কলঙ্কিত করিয়াছে।"

কনষ্টান্স উত্তর দিলেন,—"বৎস, তোমার গুণধরী পিতামহীই তোমার পিতার জন্মকে কলঙ্কিত করিয়াছেন।"

অষ্ট্রিয়া-রাজ উভয়কে সান্ত্বনা করিবার জন্য কহিলেন, "শান্ত হউন, ধৈর্য্য ধরুন।"

ফ্রান্সরাজ এপক্ষে নীরব। কারণ দুইজনেই তাঁহার আত্মীয় ও কুটুম্ব। কাজে কাজেই অষ্ট্রিয়া-রাজকে মধ্যস্থ হইতে হইল।

অষ্ট্রিয়া-রাজ মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিলেন,—ফিলিপ্‌ নামে সেই জারজটার ইহা ভাল লাগিল না। কলহটা আরও গুরুপাকে উঠে, ইহাই সে চাহিতেছিল। অষ্ট্রিয়া-রাজকে লক্ষ্য করিয়া সে উপহাসচ্ছলে বলিয়া উঠিল,—"শোন শোন, ঐ নকীব কি ফুকরাইতেছে!"

অষ্ট্রিয়া-রাজ বলিলেন,—"কোথাকার এ অসভ্য একটা চাষা!"

জারজ। হাঁ, আমি যে অসভ্য ও চাষা, এক পক্ষে শীঘ্রই সে পরিচয়টা একবার দিব। সেই সিংহশিকারকারী মহাবল রিচার্ডকে তুমি নিহত করিয়াছ না?—সুতরাং তোমার বীরত্ব কত! শুধু কি তাই,—তাঁর সেই দেশ-বিখ্যাত গাত্র-বস্ত্রখানিও তুমি লইয়া ব্যবহার করিয়া থাকো! আহা, বীর বলিয়া পরিচয় দিবার সাধটা তোমার বড়, না? কিন্তু সত্য বলিতে কি, তোমার গায়ে সিংহের-চামড়ার ঐ পোষাকটা দেখিয়া আমার মনে হয়, যেন সিংহচর্ম্মাবৃত একটি মূর্ত্তিমান্ গর্দ্দভ আমাদের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে!

অষ্ট্রিয়া। কোথাকার একটা ক্যাঁক্কেঁকে চিড়িয়া রে!—বক্ বক্ বকিয়া, কান ঝালা-পালা করিয়া তুলিয়াছে।

এই সময়ে ফ্রান্সরাজের ইঙ্গিতে, তাঁহার এক প্রধান অমাত্য বলিলেন, "বাজে কথা থাক্,—ইংলণ্ড-রাজ! আমাদের স্পষ্ট কথা এই,—ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, আন্‌জু, টুরেন্, মেন্,—এই সকল দেশ যদি আপনি সহজে আর্থারকে ফিরিয়া না দেন,—বলুন, আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।"

জন্। তাহাই হোক্,—আমি ইহার এক বিন্দুও ভূমি প্রত্যর্পণ করিব না।

তারপর ভ্রাতুষ্পুত্র আর্থারকে বলিলেন, "বালক, আমার অধীন হও, আমি তোমাকে ইহাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বস্তু দিব।——ফ্রান্সরাজ যাহা কখন চক্ষেও দেখেন নাই,—এমন জিনিস আমি তোমায় দিব।"

এলিনোর বলিলেন,—"বালক, আমার সঙ্গে এস,—আমিও তোমাকে প্রচুর দ্রব্য দিব।"

কনষ্টান্স বলিলেন,—"হাঁ,যা বাছা, যা,—তোর পিতামহীর সঙ্গে যা। তুই তোর রাজ্যটা ওঁকে দে,—তার বদলে উনি তোকে ফুল দিবেন, ফল দিবেন, কুল দিবেন, মিষ্ট জাঁব দিবেন,—আরও কত কি দিবেন!—এমনি তোর গুণের ঠাকুর-মা, বাছা!"

বালক আর্থার কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, "মা, ক্ষান্ত হউন। হায়! আমার জন্যই এই সব অনর্থ!—কবরে গেলেও আমার এ দুঃখ ঘুচিবে না!"

এলিনোর্। আহা, হতভাগিনী মার জন্যে বাছা চোখের জল ফেল্‌চে।

কনষ্টান্স। হাঁ, আমার জন্যই বাছা চোখের জল ফেল্‌চে বটে।—দেখ,

তোমার এই পাপের পরিত্রাণ নাই। এই দুঃখের-বাছার এই যে চোখের জল,—ইহাতে তোমাদের সর্ব্বনাশ হ'বে! ঈশ্বর তোমাদের সমুচিত প্রতিফল দিবেন!

এলিনোর্। সর্ব্বনাশিনি,—হতভাগিনী! তুই স্বর্গের এবং এই পৃথিবীর একটা মহাপাপ!

কনষ্টান্স। পাপ আমি?—তোমার এবং তোমাদের সকলের অপেক্ষা—পাপ আমি? হায়, এই পিতৃহীন শিশুর সর্ব্বস্ব যাহারা অপহরণ করিল,—দস্যু তস্কর অপেক্ষাও যাহারা হীন ও ঘৃণাকর কাজ করিল,—পাপ তাহারা নয়,——আর যাহারা সেই পাপের প্রতিফল দিতে চষ্টা পাইতেছে, পাপ হইল তাহারা? হা ধর্ম্ম, তুমি ইহা দেখ!

এলিনোর বলিলেন, -"সম্পত্তি তোমার পুত্রের নহে, আমার। এ সম্বন্ধে এক উইল আছে।"

কনষ্টান্স। উইল? কে বিশ্বাস করিবে,—সে উইলের কথা? তোমার মত পিতামহীর উইল——

এবার ফ্রান্স-রাজ বাধা দিয়া কহিলেন,—"ভগিনি, ক্ষান্ত হও। ঐ শুন,—নাগরিকদিগের উচ্চ কোলাহল! অন্য সম্পত্তির কথা এখন দূরে থাক্, এই আন্‌জিয়ার্স কাহার প্রাপ্য,—ঐ কোলাহলই তাহা বলিয়া দিবে।"

রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। কয়েকজন নগরবাসী তথায় উপস্থিত হইল।

প্রথম নগরবাসী বলিল,—"আন্‌জিয়ার্সের এই সুবিস্তৃত প্রাচীর রক্ষা করিতে, কে আমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন?"

ফ্রান্স-রাজ। ইংলণ্ডের জন্য,—ফ্রান্সই তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন।

ইংলণ্ড-রাজ। ইংলণ্ড তাঁর নিজের জন্যই তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন। তোমরা আন্‌জিয়ার্স-বাসী,—আমার ভক্ত প্রজাবৃন্দ,——

ফ্রান্স। তোমরা ভদ্র আন্‌জিয়ার্সবাসী,—আর্থারের প্রজাবৃন্দ;——তোমরা কি ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিবে না?

ইংলণ্ড। (নাগরিকের প্রতি) আচ্ছা, আমার যাহা বলিবার আছে,—শুন।——তোমাদের এই দেশ চিরদিন আমার অধিকারভুক্ত আজ ফ্রান্স

অন্যায় পূর্ব্বক তাহার দাবী করিতেছেন। এই সুদৃঢ় প্রাচীর আজ ফ্রান্স, গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া ধ্বংস করিবে,— তোমাদের সহস্র সহস্র লোকের আজ রক্তপাত হইবে। অতএব, আমাকে সসৈন্যে নিরাপদে তোমাদের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিতে দাও। আশ্রয় পাইলে, আমি ফ্রান্সের সকল দর্প চূর্ণ করিতে পারিব। রাজভক্ত প্রজা তোমরা,—তোমাদের রাজার সম্যক্ মর্য্যাদা তোমরা রক্ষা কর।

ফ্রান্স। এবার আমার যাহা বলিবার আছে শুন। আমার এই ভাগিনেয় আর্থার,—ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। (জন্‌কে নির্দ্দেশ করিয়া) ইনি অন্যায় পূর্ব্বক এই বালককে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তোমরা ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া, কর্ত্তব্যের মুখ চাহিয়া, কার্য্য কর, ইহাই আমার প্রার্থনা।—যদি তোমরা ন্যায়পথ অবলম্বন কর, তোমাদের স্ত্রী পুত্র পরিজন,—সকল সুখে ও শান্তিতে থাকিবে,—ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন। ইহাঁকে সসৈন্যে তোমরা কিছুতেই নগরপ্রবেশ করিতে দিতে পার না। যদি দাও, তাহা হইলে, এখনি ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইবে। ঐ দেখ, উভয় পক্ষই সমরসজ্জায় সজ্জিত; তোমাদের মুখের কথা শুনিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীবভাবে দণ্ডায়মান;—এ সময় তোমরা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ন্যায়পথ অবলম্বন কর,—ইহাই আমার অনুরোধ।

নাগরিক। সংক্ষেপে বলি,—আমরা ইংলণ্ডেরই প্রজা।

জন্। তবে তোমরা আমাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে? এখন আমি সসৈন্যে তোমাদের নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারি?

নাগরিক। না, তা পারেন না। ইংলণ্ডের আমরা প্রজা বটে; কিন্তু ইংলণ্ডের প্রকৃত রাজা কে, যতক্ষণ না তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়, ততক্ষণ আমরা কোন পক্ষকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না।

জন্। কি, ইংলণ্ডের এই রাজমুকুটও কি, রাজার প্রকৃত নিদর্শন নয়? বলো ত, না হয়, ইংলণ্ডের সহস্র সহস্র লোক, মুক্তকণ্ঠে ইহার সাক্ষ্য দিক।

এবার ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ্ বলিলেন,—"সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চবংশে যাহাদের জন্ম, তাহারা সকলেই ইহা অস্বীকার করিবে। কে না জানে, আর্থারের পিতাই

তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। এবং সেই জ্যেষ্ঠাধিকার-স্বত্বে তাঁহার পুত্রই তদীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী।"

নাগরিক। যতক্ষণ অবধি না আমরা ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাইতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, কোন পক্ষের জন্যও আমাদের এই দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে না।

জন্। হায়! তবে ঈশ্বর ক্ষমা করুন,—এখনি ভীষণ যুদ্ধে সহস্র সহস্র প্রাণী নিহত হইয়া এক পক্ষের জয় ঘোষণা করিবে।

ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ কহিলেন, "সৈন্যগণ, তবে প্রস্তুত হও।"

সেই জারজটা এতক্ষণ অবধি অতিকষ্টে, চুপটি করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। যাই যুদ্ধের সংবাদ জাহির হইল, অমনি সে অষ্ট্রিয়া-রাজের প্রতি এক বিষম বাক্য-বাণ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "বলি, এইবার চাঁদ এখন কর্‌বেন কি? "সিংহ মহাশয়"! আপনার সেই সাধের সিংহটি এখন দাঁড়ান কোথা,—আমি কেবল তাই ভাব্‌চি।"

অষ্ট্রিয়া-রাজ দেখিলেন, এ দুর্ম্মুখ ভাঁড়ের মুখের নিকট দাঁড়ানো বিড়ম্বনা। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "থাক্, বিনয় করি, ক্ষান্ত হউন, আর কিছু বলিবেন না।"

জারজ। কি "সিংহ মহাশয়"! সিংহ-গর্জ্জন শুনিয়া থতমত খাইলেন নাকি?

অষ্ট্রিয়া-রাজ আর কথা কহিলেন না,—নীরবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

ইংলণ্ডরাজ জন্ সৈন্যসামন্তাদি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ্ও সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত হইলেন। যথাসময়ে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

(৪)

কিছুক্ষণ পরে এক ফরাসী-দূত আসিয়া, আন্‌জিয়ার্সবাসীগণকে বলিল, "তোমরা নগর-দ্বার উন্মোচন কর এবং তন্মধ্যে ইংলণ্ডের প্রকৃত রাজা আর্থারকে প্রবিষ্ট হইতে দাও। আজিকার ভীষণ যুদ্ধে ফ্রান্সরাজ ইংলণ্ডের সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন। আজ কত জননী পুত্রহারা এবং কত পত্নী

পতিহারা হইয়াছেন। ফ্রান্স অতি সামান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিজয়-নিশান উড্ডীন করিয়াছেন, -অতএব তোমরা আর্থারকেই ইংলণ্ডের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার কর এবং তাঁহাকেই সদলবলে তোমাদের নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দাও।”

ফরাসী-দূত এই কথা বলিবার পর ইংরেজ-দূত আসিল। সেও এইরূপ বলিল,—“আজিকার যুদ্ধে ইংলণ্ডই জয়যুক্ত হইয়াছেন। ইংরেজ-সৈন্য আজ ফরাসী-রক্তে স্নান করিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিয়াছে। তোমরা সানন্দে তোমাদের জয়-ঘণ্টা নিনাদিত কর। এবং নগর-দ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক জেতাকে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দাও।”

প্রধান নগরবাসী বলিল, “তোমরা যে যার নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতেছ। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এখনও কোন পক্ষে জয়-পরাজয় অবধারিত হয় নাই। রক্তপাত, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, সংঘর্ষণ,—উভয়পক্ষে সমভাবেই চলিতেছে। যতক্ষণ অবাধ না এক পক্ষ সম্পূর্ণরূপে অন্য পক্ষকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নগর-দ্বার উন্মোচন করিব না। ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি। আবার বলি, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স,—উভয়েই আমাদের নিকট সমান।”

উভয় পক্ষের দুই দূতের এইরূপ বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, সসৈন্যে সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন। ইংলণ্ডের রাজমাতা এলিনোর; ভ্রাতুষ্পুত্রী ব্লান্স ও সেই জারজটা,—এবং ফ্রান্সপক্ষে রাজপুত্র লুইস্ এবং অষ্ট্রিয়ার ডিউকও সেই সঙ্গে আসিলেন।

জন্ বলিলেন, “ফ্রান্সরাজ! আরও কি রক্তদানের ইচ্ছা করেন? বলুন,—ইংলণ্ডের অপ্রতিহত গতিকে কি আরও বাধা দিবার সাধ আছে?”

ফিলিপ্ উত্তর দিলেন,—“আপনার দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিতে আপনার পরিত্রাণ নাই। জানিবেন, ফ্রান্স সহজে আপনাকে ছাড়িতেছে না। আজিকার যুদ্ধে আপনারই সম্যক্ ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের পক্ষে তো অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যই নিহত হইয়াছে! কিন্তু আপনাদের পক্ষে কি হতাহতের সংখ্যা আছে? -বৃথায় আপনি আত্মপ্রাধান্য দেখাইতেছেন,—ফ্রান্স তাহাতে ভুলিবে না।”

জারজ উপহাসচ্ছলে ফ্রান্স-রাজকে বলিল, "রাজন! আপনার গৌরবধ্বজা দুর্গমস্তকও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে! ওঃ, কি বীরত্ব,— কি তেজ!"

জন্ নাগরিকগণকে বলিলেন, "তবে এখন কোন্ পক্ষকে তোমরা জেতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাও?"

ফিলিপ্। বলো,—নগরবাসীগণ! কে তোমাদের রাজা?

নগরবাসী। ইংলণ্ডের রাজাকেই আমরা রাজা বলিয়া স্বীকার করিব,—যখন আমরা ইংলণ্ডের প্রকৃত অধীশ্বর কে, ইহা জানিতে পারিব।

ফিলিপ্, আর্থারকে লক্ষ্য করিয়া নগরবাসীগণকে বলিলেন,—"আমাদের মধ্যেই তোমরা প্রকৃত রাজাকে দেখিতে পাইতেছ।"

জন্ উত্তর দিলেন, "আন্জিয়ার্স-বাসী, আমাকেই প্রকৃত রাজা বলিয়া স্বীকার কর।"

নগরবাসী। না, তাহা পারিব না। প্রকৃত প্রস্তাবে যতক্ষণ না আমরা একপক্ষকে প্রকৃত জেতা বলিয়া বুঝিতে পারিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও কথা শুনিব না।—আপনাদের দুইজনকেই এখনও আমরা সমান-সমান বোধ করিতেছি।"

রঙ্গভঙ্গ-প্রিয় সেই জারজটা এবার আপনা আপনি বলিল, "ব্যাপার দেখিতেছি মন্দ নয়। তোমরা কাটাকাটি, মারামারি করিয়া মরো, আর উঁহারা কেবল আঙ্গুলে গণনা করিয়া দেখিতে থাকুন,—কার কত লোক মরিল, কোন্ দলে কত হত হইল! একটু সমবেদনা নাই, সহানুভূতি নাই,—কোন বালাই-ই নাই, কেবল চোখ মেলিয়া মজা দেখা,— কোন্ দলের কি হইল! ঠিক যেন রঙ্গালয়ের দর্শক।—অভিনেতা-বেচারীরা কত কষ্ট করিয়া, কত আয়াস পাইয়া, আপন আপন অভিনেয় অংশ অভিনয় করিতেছে,—আর দর্শক মহাশয়েরা হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, একথা-সেকথা কহিতে কহিতে, অবান্তর গল্পগুজব করিতে করিতে, সেইখানেই, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহাদের মূল্যবান্ মন্তব্য পাশ করিতেছেন!"

অতঃপর ইংলণ্ড-রাজকে লক্ষ্য করিয়া জারজ বলিল, "মহারাজ, যাহা করিতে হয় করুন। প্রকৃত বীরের মত আপনার বীরত্ব দেখাইয়া বিজয়-নিশান উড্ডীন করুন। যখন যুদ্ধ অনিবার্য্য, তখন আর বৃথা কালক্ষেপে ফল কি?"

জন্। তবে তাহাই হোক্। এইবারের শেষ-যুদ্ধে দেখাইব,—এই নগরের প্রকৃত অধিকারী কে?

ফিলিপ্। আমিও তাহাই বলি।—আপনারা কোন্ দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে চান?

জন্। পশ্চিম দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া আমরা আপনাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইব।

অষ্ট্রিয়া। আমি উত্তর দিক্ হইতে আক্রমণ করিব।

ফিলিপ্। আর দক্ষিণ দিক্ হইতে আমাদের কামান গর্জ্জিতে থাকিবে।

জারজ স্বগত বলিল, "মন্দ নয়। ইহারা পরস্পর উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ হইতে পরস্পরকে আক্রমণ করিবে! আসন্নকালে এইরূপ বিপরীত বুদ্ধিই হইয়া থাকে।"

এইবার কি ভাবিয়া সেই নাগরিক, যুদ্ধোদ্যত রাজদ্বয়কে বলিল, "আমরা নগরবাসী,—উভয় রাজারই হিতাকাঙ্ক্ষী,—আমরা একটি বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছি—যাহাতে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে শান্তি,—এবং নগরধ্বংসের পরিবর্ত্তে নগর-রক্ষা হয়—হে প্রবল পরাক্রান্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্স!—আমাদের সেই কথাটা একবার শুনিবেন কি?"

জন্। কি বলিবে, বলো,—আমরা মনোযোগ পূর্ব্বকই শুনিতেছি।

নগরবাসী। সকলে দেখিতেছেন,—অদূরে ঐ পরমা সুন্দরী,—স্পেন-দুহিতা—ইংলণ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ব্লান্স দাঁড়াইয়া আছেন,—আর এদিকে ফ্রান্স-রাজকুমার—শ্রীমান্ লুইস্ রহিয়াছেন,—ইহাঁদের মধ্যে শুভ পরিণয় সংস্থাপিত হইলে,—এই ভয়াবহ যুদ্ধ ও রাজ্য-বিপ্লব থামিয়া যায়,—দেশ শান্তিময় হয়। ব্লান্সের ন্যায় রূপবতী, উচ্চকুলোদ্ভবা, পবিত্র-চেতা কুমারী আর কোথায় মিলিবে? সৌন্দর্য্যে, সুশিক্ষায় ও বংশগৌরবে,—ইনি অতুলনীয়া। ফ্রান্স-রাজকুমার লুইস্‌ও সর্ব্বাংশে যোগ্যপাত্র। এই দাম্পত্যমিলনে একদিকে যেমন সৌন্দর্য্যের ষোলকলা পূর্ণ হইবে, অন্যদিকে তেমনি সর্ব্বপ্রকার বিপদ, অশান্তি, হাহাকার, জীঘাংসা, রক্তপাত,—থামিয়া যাইবে। এমন শুভ সংযোগ ও সদনুষ্ঠান,—কাহার না অনুমোদনীয়? যদি আমাদের এ প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে বুঝিব, উভয় পক্ষেরই সর্ব্বনাশ হইবে,—আমাদের এই রুদ্ধ নগরদ্বার-সম্মুখে সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাণ হারাইবে।"

কথাটা উভয় পক্ষেরই মনঃপূত হইল। সকলেই আপন আপন আত্মীয়-অন্তরঙ্গের নিকট চুপি চুপি তাহা বলিতে লাগিল। এলিনোর পুত্রকে জনান্তিকে কহিলেন,—

"বৎস, যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াই যুক্তি-যুক্ত। যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে ঠিক বলা যায় না।—অথচ এই প্রস্তাবানু-যায়ী কার্য্য করিলে, তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে, পক্ষান্তরে একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিতও সখ্য সদ্ভাব স্থাপিত হয়। তুমি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ ফ্রান্সকে প্রচুর ধন-সম্পত্তি দিও,—তাহা হইলে বিনা বাধায় এই বালক আর্থারকে চিরকালের জন্য তুমি জয় করিতে পারিবে,—ভবিষ্যতে আর কেহ তোমার সিংহাসনের কণ্টকস্বরূপ হইবে না।—ঐ দেখ, ফ্রান্সেরও এ প্রস্তাবে সম্মতি আছে। বালিকা কেমন আগ্রহ ও আদরের সহিত আপন বন্ধুবান্ধব লইয়া এই বিষয়ের পরামর্শ করিতেছে।—বৎস, শুভকার্য্যে এখনি সম্মতি দাও, বিলম্বে বহু বিঘ্ন ঘটিতে পারে।—অতঃপর, চাই কি, ফ্রান্সের ততটা ইচ্ছা নাও থাকিতে পারে।"

নগরবাসী পুনরায় দুই রাজাকে সম্বোধন করিয়া, আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিল।

ফিলিপ্‌। (জন্‌কে লক্ষ্য করিয়া) ইনিই প্রথম আসিয়া দেশ আক্রমণ করিয়াছেন,—অতএব অগ্রে ইহাঁর অভিমত জানা আবশ্যক।

জন্‌। আমি আর কি বলিব,—এখানে আপনার পুত্র আছেন,—সর্ব্বাগ্রে উনি বলুন, আমার এই লাবণ্যবতী ভাতৃপুত্রীকে উনি পছন্দ করেন কিনা? যদি উহাঁর মত হয়, তবে আমি এই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ আন্‌জু, টুরেন্‌, মেন্‌, পইকটিয়ার্স প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্ত্তী সকল দেশই দিব, কেবল এই আন্‌জিয়ার্সটি আপন অধীনে রাখিব। কারণ এই নগরটি ইংলণ্ডের সিংহাসনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আর, এ কথাও আমি বড়-গলা করিয়া বলিতে পারি,—সৌন্দর্য্য, সুশিক্ষায় ও বংশগৌরবে,—ব্লাঙ্ক পৃথিবীর যে কোন রাজরাণীর যোগ্যা।

ফিলিপ্‌ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বল?—এ বিষয়ে তোমার মত কি?"

লুইস্। পিতঃ, আমি আর কি বলিব,—এই বরাননীর অতুল রূপ-মাধুরীতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। ইহাঁর চক্ষের অপরূপ রূপ-জ্যোতি দেখিয়া আমি আত্মহারা হইয়াছি। সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি, ইহাঁকে পত্নীরূপে পাইলে আমি যার-পর-নাই সুখী হইব।

যুবক যুবতী জনান্তিকে পরস্পরের প্রেম-সম্ভাষণে ব্যাপৃত হইলেন।

অতঃপর ব্লান্স প্রকাশ্যে কহিলেন, "আমার পিতৃব্যের যাহা অভিমত, আমার অভিমতও তাই।—যুবরাজকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে।"

জন্। তবে আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমি এই শুভ পরিণয়ের উপঢৌকনস্বরূপ উক্ত দেশগুলি দিব,—তদ্ব্যতীত ত্রিশ হাজার ইংলণ্ডীয় মুদ্রাও দান করিব।—ফ্রান্সরাজ! আপনি তবে বর-কন্যার দুই হাত এক করিয়া দিন।

ফিলিপ্। তাহাই হোক্!—তোমরা পরস্পর হাতে হাত দাও।

অষ্ট্রিয়া। এবং মধুর চুম্বনে পরস্পর পরস্পরের প্রীতির নিদর্শন দেখাও!—আমাদেরও এককালে এমন দিন গিয়াছে।

ফিলিপ্। তবে তোমরা আন্‌জিয়ার্সবাসী,—তোমাদের নগরদ্বার উন্মোচিত কর,—ঐ নগরের পবিত্র সেণ্টমেরী গির্জ্জায় এই শুভ উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।——আমার ভগিনী কনষ্টান্স কি এখানে নাই? না থাকায়, ভালই হইয়াছে। তিনি থাকিলে এই শুভকার্য্যে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইত। যা হোক্, এখন তিনি কোথায় এবং তাঁহার পুত্রই বা কোথায়?

লুইস। তাঁহারা মহারাজের তাঁবুর মধ্যেই আছেন।

ফিলিপ্। বুঝিতেছি, এই সার্ব্বজনিক মঙ্গল তাঁহার অসুখের কারণ হইবে।—ভ্রাতঃ ইংলণ্ড-রাজ! এই বিধবার সন্তোষার্থ আমরা কি করিতে পারি?—এক করিতে আসিয়া, আমরা ত আর এক কাজ করিয়া বসিলাম!

জন্। আর্থারকে আমরা ব্রিটেনের ডিউক করিব, এবং এই আন্‌জিয়াস নগরের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিব। আপনার ভগিনী,—আমার ভ্রাতৃজায়াকে এখনি সংবাদ দিন,—কোন দূত গিয়া শীঘ্র তাঁহাকে এখানে লইয়া আসুক। যাহাতে তিনি সুখী হন, আমরা অবশ্যই তাহা করিব।

সকলে প্রীতি-প্রফুল্লমনে, পূর্ণ-মনোরথ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গতিক দেখিয়া জারজ সবিস্ময়ে বলিল,—"হা পৃথিবি! তুমি কি! তোমার গতি কি এতই পরিবর্ত্তনশীল? সত্যই কি তুমি ক্ষিপ্ত?—ইহারই নাম কি মনুষ্য-চরিত্র? এই ইংলণ্ড, এই ফ্রান্স,—পূর্ব্বমুহূর্ত্তে পরস্পরের রক্তদর্শনে লোলুপ হইয়াছিল, আর ইহারই মধ্যে সখ্য-সদ্ভাবের শান্তি-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল? হায়রে স্বার্থ! হায় রে ধনৈশ্বর্য্য! তুমি মানুষকে অমানুষ,—দেবতাকে পশু করিতে পারো! ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায় ও মনুষ্যত্ব—সকলেই তোমার ছলনায় ত্যাগ করে। হায় আর্থার,—দুঃখিনী কনষ্টান্স! তোমাদের মুখের পানে চাহিবার আর কেহ রহিল না! যে ফ্রান্স ইতিপূর্ব্বে তোমাদেরই জন্য জীবনপণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছিলেন,—দেখ দেখ, সেই-ই এখন স্বার্থের মোহে সকলই বিস্মৃত হইয়াছে! হায় রে বড়লোক! তোমাদের মত দুঃখী আর এ সংসারে কে আছে? না, না, আমি মিথ্যা বড়াই করিতেছি,—যদি আমি কখন বড়লোক হই, তাহা হইলে, আমার মতিগতিও আবার ঐরূপ হইবে।—ধর্ম্মভীরু দীনহীন,—বড়মানুষকে সেই পর্য্যন্ত হৃদয়ে কাঙাল ভাবিয়া থাকে,—যে পর্য্যন্ত না তাহার আপন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়! অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত, সেও আবার 'দশের একজন'—সংসারেরই মত হইয়া থাকে। হায় রে সংসার!"

---

(৫)

সালিস্‌বারি গিয়া কনষ্টান্সকে ফ্রান্স-রাজের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। কনষ্টান্স বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—

"এঁ্যা! বিবাহ করিতে গেল? পরস্পরে শান্তি-সংস্থাপন করিল? রক্ত-পাতের বিনিময়ে বন্ধুত্ব? ব্লান্স ও লুইসে বিবাহ?—না, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ! হয়ত তুমি কি শুনিতে কি শুনিয়াছ! ইহা কি সম্ভব? ফ্রান্সরাজ,—আমার স্নেহময় ভাই যে, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া, আমার মনঃকষ্ট ঘুচাইতে অগ্রসর হইয়াছেন! দেখ, তুমি সত্য কথা বলো,—নহিলে তোমায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। এই সংবাদ আদৌ বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। দেখ, আমি পীড়িতা; এই দারুণ দুঃসংবাদে আমার পীড়া আরও বৃদ্ধি

হইবে। আমি অবলা স্ত্রীলোক,—অত্যাচারে প্রপীড়িতা, হৃত-সর্ব্বস্বা বিধবা,—সহজেই আমি ভীতা; দোহাই তোমার, এ দুঃসংবাদে আমাকে আর ভয় দেখাইও না!—কেন তুমি অমন করিয়া মাথা নাড়িতেছ? কেন তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে, হতাশ-দৃষ্টিতে আমার পুত্রের মুখপানে চাহিতেছ? তোমার চক্ষু অমন জলভারাক্রান্ত কেন? বলো,বলো,—সত্য বলো,—যাহা বলিতেছ, উহা কি বাস্তবিকই সত্য?—বলো, সংক্ষেপে বলো,—সত্য কিনা?”

সালিসবারি। দেবি, আপনি যেমন দৃঢ়তার সহিত ইহা মিথ্যা বলিয়া অবিশ্বাস করিতেছেন, আমার কথা সেইরূপ সত্য,—সেইরূপই দৃঢ়।

কনষ্টান্স। হায় সালিসবারি! এ গভীর দুঃখ-কাহিনী বিশ্বাস করিতে যেমন আমায় শিক্ষা দিলে,—তেমনি বলিয়া দাও, কেমন করিয়া আমি মরিতে পারি! লুইস ব্লান্সকে বিবাহ করিবে? ফ্রান্স ইংলণ্ডের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইবে?—হা পুত্র! তাহা হইলে তোমার পরিণাম কি হইবে?—তোমার দুঃখিনী জননীর পরিণাম কি হইবে?—দূত, তোমার আকৃতিও এখন আমার চক্ষে অসহ্য!

সালিসবারি। দেবি, আমার দোষ কি? এ সংবাদ কখন ছাপা থাকিত না। আমি না বলিলেও, আর কেহ আপনাকে এই সংবাদ দিতে প্রেরিত হইত।

কনষ্টান্স। তা হোক্!—যে, দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনে, সেও দুঃসংবাদের মত দুর্ব্বিনীত—দুর্ম্মন্!—দুঃসংবাদের মত তাহার আকৃতিও ভীষণ!

আর্থার। মা, মিনতি করি,—ক্ষান্ত হউন, ধৈর্য্য ধরুন।

কনষ্টান্স। ওরে দুঃখিনীর সন্তান! ধৈর্য্য ধরিব কিরূপে? যদি তুই কুৎসিত, কদাকার বা কোনরূপ বিকলাঙ্গ হইতিস্, যদি তুই কানা, খোঁড়া বা অকালজাত সন্তান হইতিস,—তাহা হইলে বাঝ তোর জন্যে আমি এতটা অধৈর্য্য হইতাম না। কিন্তু বাপ আমার! তুমি যে সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়—পূর্ণ শশধর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ! তোমার লোক-মনোহারিণী মূর্ত্তিই যে, তোমাকে রাজার উচ্চাসনে বসাইতে চাহিতেছে!—হায়! প্রকৃতি ও অদৃষ্ট, তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে বরেণ্য করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিল; কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেই অদৃষ্ট ও প্রকৃতি—দুই-ই তোমার প্রতিকূল। তোমার খুল্ল-

তাত—অত্যাচারী জন্ তোমাকে সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে;—তাহার উপর আবার আমার ভ্রাতাও বাদ সাধিলেন! এখন আমি কাঁদিব,—দুঃখকে আরও গর্ব্বিত হইতে দিই। (সালিস্‌বারির প্রতি) যাও,—তুমি নিজস্থানে চলিয়া যাও। তোমার সহিত আমি যাইব না। এই আমি দুঃখের বোঝা লইয়া এখানে বসিলাম। এইখানেই তোমার রাজা-রাজচক্রবর্ত্তীদের আসিতে বলো। এই ভূমিই আমার রত্নসিংহাসন হইল!

এমন সময় ফ্রান্সরাজ, ইংলণ্ডরাজ প্রভৃতির সহিত সেখানে আসিলেন।

ফ্রান্সরাজ বলিলেন, "ভগিনি! একি! উঠ, এ ধরাসন ত্যাগ করিয়া উঠ। আজিকার দিন বড় পবিত্র। সূর্য্যদেব সুবর্ণ-রশ্মি বিতরণ করিয়া জগৎকে আনন্দিত করিতেছেন। চারিদিক্ আনন্দ ও উৎসবময়। এ শুভদিনে তুমি এমন বিষণ্ণ মলিনভাবে ধরাসনে কেন?"

কনষ্টান্স গর্জ্জিয়া কহিলেন,—"কি, শুভদিন? পবিত্র দিন? আনন্দের দিন?—না, আজিকার দিন অতি অশুভ,—অতি অপবিত্র,—অতি নিরানন্দময়!—ভ্রাতঃ, এই কি তোমার প্রতিজ্ঞা? এই কি তোমার সেই শপথ? এই কি শত্রুর সহিত যুদ্ধ? হায়, ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে অনায়াসে তুমি সেই উচ্চ সঙ্কল্প বিস্মৃত হইলে? কোথায় রক্তপাত,—কোথায় বিবাহ? কোথায় হাহাকার,—কোথায় বিমল শান্তি? কোথায় বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা,—আর কোথায় মিত্রতা? হা ঈশ্বর! এ দুঃখিনীর কি কেহ নাই? এই অনাথিনী বিধবা রমণীর কি কেহ নাই? তবে প্রেমময়! তুমিই আমার পতি হও,—তুমিই আমার প্রকৃত পতির কাজ করো,—আজিকার এই অধর্ম্মদিনে এই দুই অধর্ম্মপরায়ণ রাজাকে ——"

অষ্ট্রিয়া-রাজ বাধা দিয়া কহিলেন, "সাধ্বী কনষ্টান্স, শান্ত হউন, ধৈর্য্য-ধারণ করুন।"

কনষ্টান্স। না, যুদ্ধ, যুদ্ধ,——যুদ্ধই আমার শান্তি! অষ্ট্রিয়া-রাজ! এই কি তোমার মনুষ্যত্ব? এই কি তোমার ধর্ম্মজ্ঞান? হায়, কি লজ্জা! কি ঘৃণা! ভীরু, কাপুরুষ; ক্রীতদাস, কি বলিলে তুমি? আমি শান্ত হইব? ধৈর্য্য অবলম্বন করিব? হায়, যে পক্ষ প্রবল ও বলবান্ দেখ,—কর্ত্তব্য, বিবেক—সকলকে পদদলিত করিয়া, তুমি সেই পক্ষই অবলম্বন করো? তুমিই

না আমাকে সহস্র প্রকারে আশ্বাসিত করিয়াছিলে? তুমিই না আমার আর্থারের মুখচুম্বন করিয়া তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলে? অদৃষ্ট-ক্রীড়নক! দুর্ব্বল, ভীরু, নির্ব্বোধ! তুমি কোন্ মুখে, কেমন করিয়া, এ ঘৃণিত প্রস্তাব করিলে? এই তোমার সেই বিশ্ববিজয়ী বীরত্ব? সিংহ-চর্ম্মে আবৃত হইয়া তুমি আপনাকে বীর বলিয়া পরিচয় দিতে সমুৎসুক;—কিন্তু আমি দেখিতেছি. গর্দ্দভের সাহসও তোমাতে নাই! আজ হইতে তুমি তোমার ঐ সিংহ-চর্ম্ম দূরে ফেলিয়া, বাছুরের চামড়া অঙ্গে পরো!——

অষ্ট্রিয়া। কনষ্টান্স, কি বলিব, তুমি অবলা স্ত্রীলোক,—কোন পুরুষ এ কথা বলিলে উপযুক্ত শিক্ষা পাইত।

সুযোগ বুঝিয়া, সেই জারজ, অঙ্গভঙ্গিসহকারে বলিয়া উঠিল,—"আহা, একটি বাছুরের চামড়া ঐ দেহে ঝুলুন্ গো!"

অষ্ট্রিয়া। মূর্খ! জীবনের জন্য সাবধান হ'।

জারজ পুনরায় শ্লেষ করিয়া বলিল, "আহা, একটি বাছুরের চামড়া ঐ দেহে ঝুলান্ গো,—বাহার খুলিবে ভালো!"

ইংলণ্ড-রাজ ঈষৎ বিরক্ত হইয়া জারজকে বলিলেন, "ইহা আমাদের ভাল লাগিতেছে না, তুমি আপন অবস্থা বিস্মৃত হইতেছ।"

এই সময় প্যান্ডলক নামে রোমের প্রবল প্রতাপান্বিত পুরোহিত-সম্প্রদায়ের জনৈক ধর্ম্মযাজক তথায় উপস্থিত হইলেন। সে সময় পাশ্চাত্য দেশে, ধর্ম্ম-যাজক-পতি পোপের প্রবল প্রতাপ ছিল। এক হিসাবে তাঁহারাই দেশের রাজা ছিলেন। বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুন, সমাজ-শাসন,—যাহা কিছু, সকলই তাঁহারা করিতেন। রোম, ফ্রান্স প্রভৃতি সর্ব্বদেশের রাজন্যবর্গ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করিতেন। কেবল ইংলণ্ড ইহাঁদের বিরোধী ছিলেন। ইংলণ্ড-রাজ জন্ কেবল পোপের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। তাঁহাদের সম্মানার্থ, তাঁহাদের ধর্ম্মমন্দিরের করাদিও দেন নাই। সময় বুঝিয়া, প্যান্ডল্ফ আসিয়া, সেই অনুযোগ করিলেন। বলিলেন,—

"ইংলণ্ড-রাজ! সদ্বিবেচক ও জ্ঞানী হইয়া কেন তুমি আমাদের সহিত এরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেছ? আমাদের পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরের যাহা প্রাপ্য,—সমগ্র খৃষ্টীয়সমাজ যাহা অবনত মস্তকে পালন করিয়া থাকে,—তুমি কেন তাহার

বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ?—ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে, ইংলণ্ডের নিকট যাহা আমাদের প্রাপ্য, আচার্য্যের আজ্ঞানুসারে, আমি তাহা তোমার নিকট দাবী করিতেছি।”

জন্। তোমার আচার্য্যকে বলিও, তাঁহার আদেশ মানিতে আমি প্রস্তুত নহি। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া, মর্ত্ত্যের মানবকে আমি উপাসনা করিব? ঈশ্বর আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে মানবশ্রেষ্ঠ করিয়া সৃজন করিয়াছেন;—আমরাই আপামর সাধারণের উপর কর্তৃত্ব করিব,—কে তিনি? কিসের ভয় তাঁর? আর যে করে করুক,—মর্ত্ত্যের ক্ষুদ্র মানবের নিকট ইংলণ্ড কখন মস্তক অবনত করিবে না!—তুমি গিয়া তোমার আচার্য্যকে আমার এই কথাগুলি বলিও,—বরং কিছু বেশী করিয়াও বলিও,—আমি দুঃখিত হইব না।

ফ্রান্সরাজ ফিলিপ জন্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“ভ্রাতঃ! ইহাতে আপনার নিন্দা হইবে।”

জন্। যদি সমগ্র খৃষ্টীয় সমাজ ইহাতে আমাকে ধিক্কার দেয়, তথাপি আমি আমার এ মত পরিবর্ত্তন করিব না। কি আশ্চর্য্য! মানুষ হইয়া মানুষের পাপপুণ্যের বিধান করিবে? না,—আমি এ মতের পোষকতা করিতে পারিব না। ধূর্ত্তের প্রবঞ্চনার ব্যবসায়ে আমি প্রশ্রয় দিতে পারিব না। অন্য ব্যবসায় নহে,—ধর্ম্মের ব্যবসায়!—তুমি চুরী করো, মিথ্যা কথা কও, ব্যভিচার করো,—অধিক কি, নরঘাতী হও,—পুরোহিতকে কিছু দান করিলেই সকল পাপ দূর হইল!—হা, এই কপটতা, জাল, বুজরুকির প্রশ্রয়,—আমি দিব? না, আমার দ্বারা তাহা হইবে না। যদি এই বিপুলা পৃথিবীর জনপ্রাণীকেও আমার অনুকূলে না পাই, তথাপি আমি একাকীই সেই অধর্ম্মাচারী, কপট ও ভণ্ড পোপের প্রতিকূলে দাঁড়াইব!

প্যান্‌ডলফ। তবে আমি তোমাকে তোমার এই ঘৃণিত জীবনের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে অভিশাপ দেই?—মাননীয় পোপের এইরূপ আদেশ আছে।

অভিমানিনী কনষ্টান্স গর্জ্জিয়া কহিলেন, “দেব! দাও—দাও, অভিশাপ দাও!—জ্বলন্ত অভিশাপে মর্ম্মাহত করো! হায়, আমার দুর্ব্বল জিহ্বায় অভিশাপ দিবার শক্তি নাই।—হায়, এই অধর্ম্মাচারী, কপট, শঠ, প্রবঞ্চক,—

আমাকে মর্ম্মাহত করিয়াছে,—আমার পুত্রকে সিংহাসনে বঞ্চিত করিয়া আপনি সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছে!”

প্যান্‌ডল্‌ফ, ফ্রান্সরাজ ফিলিপ্‌কে বলিলেন,“রাজন্, তবে আমি ইংলণ্ডেশ্বরের মস্তকে জ্বলন্ত অভিশাপ অর্পণ করি,—আপনি উহাঁর পাপহস্ত ত্যাগ করুন।”

এলিনোর্। ফ্রান্সরাজ! একি! আপনার মুখ যে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল!—না, না, আমার পুত্রের ঐ মিত্রতার হস্ত পরিত্যাগ করিবেন না!

কনষ্টান্স। ভ্রাতঃ, ঐ নারকীর পানে আর চাহিও না,—উহার হস্ত ত্যাগ করো। নচেৎ অনুতাপানলে তোমাকে দগ্ধ হইতে হইবে।—তোমার আত্মা নীরয়গামী হইবে।

এইবার অষ্ট্রিয়া-রাজও বলিলেন,—“ফ্রান্সরাজ, আপনি মাননীয় পোপ-প্রতিনিধির আদেশ পালন করুন।”

জারজ আর স্থির থাকিতে পারিল না,—অঙ্গভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল,—“আহা! ঐ অপরূপ দেহে একটি বাছুরের চামড়া ধারণ করুন।”

ফ্রান্সরাজ জন্‌কে বলিলেন, “পোপ-প্রতিনিধির বিষয়ে আপনি কি বলেন?’

কন্‌ষ্ট্যান্স। কি আর বলিলেন,—ভ্রাতঃ, তোমার কাজ তুমি কর।

এইবার যুবরাজ লুইস্ বলিলেন, “পিতঃ! বড় কঠিন সমস্যা। বিশেষরূপ বিবেচনা করুন। একদিকে মাননীয় পোপের জ্বলন্ত অভিশাপ, অন্যদিকে ইংলণ্ড-রাজের মিত্রতা!——কি শ্রেয়স্কর, বিবেচনা করেন?”

ব্লান্স। পোপের অভিশাপ।

কনষ্টান্স। লুইস্, মায়াবিনীর ঐ মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ভুলিও না,—উহার কথা শুনিও না।

জন্। দেখিতেছি, ফ্রান্সরাজ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন,—তাই কোন কথা কহিতেছেন না।

কনষ্টান্স। ভ্রাতঃ! আর ভাবিতেছ কি,—ইংলণ্ডের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করো,—ধর্ম্মযাজকের কথা রাখো।

অষ্ট্রিয়া। এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিবেন না।

জারজ। (অষ্ট্রিয়াকে) আহা, একটি বাছুরের চামড়া গায়ে দিন,—বাহার খুলিবে ভাল!

ফিলিপ্। আমি কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, কি করিব।

প্যানডল্ফ। ইহার আর বোঝা-বুঝি কি?—তবে ধর্ম্মের অভিশাপই গ্রহণ করুন!

ফিলিপ্। দেখুন, সত্যই আমি বড় সমস্যায় পড়িয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমি সরল মনে—সর্ব্বান্তঃকরণে ইংলণ্ডের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি;—তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে বাক্‌দত্ত হইয়াছি;—সকলই প্রস্তুত;—এখন কেমন করিয়া আমি সে কথার অন্যথাচরণ করি? এত সাধে বাদ সাধিব আমি কিরূপে?—দেব, একবার উদার অন্তরে এ বিষয়ের বিচার করুন। যদি আপনি আমার এই অবস্থায় পড়িতেন, আপনি কি করিতেন,—আমায় সেই উপদেশ দিন।

প্যানডল্ফ। আমি, ও কোন কথা শুনিতে চাহি না। যুদ্ধ—যুদ্ধ—অধর্ম্মাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর,—ইহাই আমার যুক্তি,—ইহাই আমার উপদেশ।

নিরুপায় ফ্রান্সরাজ তখন অগত্যা ইংলণ্ড-রাজের হাত ছাড়িয়া দিলেন, সদুঃখে কহিলেন,—"আমি অতি কঠিন দায়ে পড়িয়া ইহাঁর মিত্রতা হারাইলাম বটে, কিন্তু আমার অন্তরের মিত্রতা আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না।"

প্যান্‌ডল্ফ। উহা কথাই নয়! যুদ্ধক্ষেত্রে সকলই বিস্মৃত হইবে। এখন যাও,—সৈন্যগণকে পুনর্ব্বার উত্তেজিত কর। অবিশ্বাসী ও অত্যাচারী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পুনরায় সমরানল প্রজ্বলিত কর। ঈশ্বরের অমোঘ আশীর্ব্বাদ তোমার মস্তকে পতিত হউক।

রাজপুত্র লুইস্‌ও তখন পিতাকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

ব্লান্স বলিলেন, "হায়, এত ভালবাসার এই পরিণাম? কোথায় বিবাহের আনন্দোল্লাস, আর কোথায় যুদ্ধের ভীষণ কোলাহল! কোথায় আনন্দ-ভোজ, আর কোথায় শব-দেহের সৎকার! কোথায় বিবাহের মধুর বাদ্য-বাঁশী, আর কোথায় রণ-দামামার ভয়াবহ ধ্বনি!—প্রিয়তম! তোমার মুখ দিয়া এই কথা বাহির হইল? আমি যে বড় আশা করিয়া তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছি! হায়, তাহার পরিণাম এই হইল? করে ধরিয়া মিনতি করি, তুমি এ নিষ্ঠুর সঙ্কল্প ত্যাগ কর।"

কনষ্টান্স। হে উন্নতমনা, ধর্ম্মপরায়ণ লুইস্! আমিও তোমায় মিনতি

করিতেছি, তুমি তোমার শুভসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিও না, মায়াবিনীর মধুমাখা কথায় ভুলিও না।

ব্লান্স। দেখ, বিবাহ না হইলেও, ধর্ম্মতঃ আমি তোমার স্ত্রী।—স্ত্রীর মুখ চাহিয়া, এ অনর্থকর আত্মকলহে ক্ষান্ত হও।

লুইস্। না ব্লান্স, আমি তোমার কথা রাখিতে পারিলাম না;—দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য,—আমি এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

এবার ফ্রান্সরাজও স্পষ্টবাক্যে ইংলণ্ডরাজকে বলিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিলাম। এখন হইতে আপনি আমাকে পূর্ব্ববৎ শত্রু বলিয়া জ্ঞান করুন।"

কনষ্টান্স। ইহাই আমার ভায়ের যোগ্য কথা!—ইহাই ফ্রান্সের রাজার যোগ্য কথা!

জন্। ফ্রান্স রাজ, এত শীঘ্র আপনার এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! ভাল, তাই হোক্—আমিও প্রস্তুত হইলাম।

নিরুপায় ব্লান্স তখন সদুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"হায়, আমার দশা কি হইবে? আমি যে অগ্র-পশ্চাৎ না বুঝিয়া, প্রিয়তম লুইসের সহিত গুরুতর সম্বন্ধ পাতাইয়াছি! আমার প্রতি দয়া করিবার কি কেহ নাই? এখন যে দুই পক্ষই আমার সমান!—এখন আমি কাহার শুভকামনা করিব, এবং কাহারই বা অশুভকামনা করিব? এক পক্ষে পতি, প্রেম, প্রণয়, প্রীতি সমস্তই; অন্য পক্ষে পিতৃব্য, পিতামহী, আত্মীয়-স্বজন সকলেই; হায়, আমি এখন কোন্ পথে দাঁড়াই? আমার দশা কি হইবে? মন যে এখন আর আমার নাই;—পরের করে প্রাণ সঁপিয়া শেষে আমার এই হইল?"

তখন ফ্রান্স-রাজপুত্র বলিলেন, "সুন্দরি! তোমার সকল সুখ ও সৌভাগ্য আমারই উপরে রহিল।"

ব্লান্স। আর সুখ-সৌভাগ্য?—মৃত্যুই এখন আমার সকল সাধ পূর্ণ করিবে।

তখন ইংলণ্ড-রাজ জন্ সেই জারজকে বলিলেন, "আমাদের সৈন্য-সামন্ত সকলকে প্রস্তুত হইতে বল;—এখনি যুদ্ধ হইবে।—ফ্রান্সরাজ! আর কিছু নয়,—রক্ত, রক্ত, রক্তপাত!—ফ্রান্স-রক্তে আমার প্রাণ শীতল হইবে।"

ফ্রান্স। অধিক বাগাড়ম্বরে কাজ কি?—কার্য্যকালে সকলই দেখা যাইবে।

(৬)

উভয় দলে পুনরায় ঘোর যুদ্ধ বাধিল। ইংরেজ-সৈন্য অতুল বিক্রমে ফরাসী সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত, বিধ্বস্ত ও ছিন্ন-ভিন্ন করিল। ইহার উপর দুর্ভাগ্য ফরাসীর কয়খানি রণতরী সৈন্য-সামন্ত-সমেৎ নদীগর্ভে ডুবিয়া গেল। জারজ, অষ্ট্রিয়া-রাজকে সমরে নিহত করিয়া তাহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া, মহা-মহোল্লাসে ইংলণ্ড-রাজকে দেখাইল।

এদিকে জন্,—তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র, সেই বালক আর্থারকে বন্দী করিয়া আনিলেন। তাহাকে হিউবার্ট নামে মন্ত্রীর নিকট রাখিয়া দিলেন। মন্ত্রীকে নানারূপ লোভ দেখাইয়া, উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, "এই বালককে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া গোপনে হত্যা করিবে। আর্থারই আমার সিংহাসনের কণ্টক-স্বরূপ। এই কণ্টককে দূর করিতে পারিলে, আমার আর কোন অন্ত-রায় থাকিবে না।"

পাপ হিউবার্ট এই পাপ-প্রস্তাবে সম্মত হইল। রাজার নিকট শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিল,—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—আমি অবশ্যই এ কার্য্য সমাধা করিব।"

তারপর জন্ সেই জারজকে পরামর্শ দিলেন,—"এই সুযোগে তুমি সৈন্য-সামন্ত লইয়া, ইংলণ্ডের ধর্ম্মমন্দির সকল লুণ্ঠন কর।—যত ধনরত্ন পাইবে,—সমস্ত রাজকোষে অর্পণ করিও। আমিও অবিলম্বে দেশে প্রত্যাগমন করি-তেছি। এখানে থাকিয়া আর কোন ফল নাই।"

জারজ 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে ফ্রান্সরাজ নিরাশ হইয়া প্যানডল্ফকে কহিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া আমার নিজের সর্ব্বনাশ আমি নিজে করিলাম!"

প্যানডল্ফ। সর্ব্বনাশ কিরূপ? কেন,—কি হইয়াছে?—যুদ্ধে তোমার বিশেষ ক্ষতি কি হইয়াছে? প্রকৃত জয় পরাজয় ত কোন পক্ষে অবধারিত হয় নাই?

ফিলিপ্। দেব, ক্ষমা করুন।—পরাজয় আর কাহাকে বলে? আমার সৈন্য-সামন্ত ছিন্নভিন্ন, অস্ট্রিয়া-রাজ নিহত, আর্থার বন্দী,—পরাজয়ের আর বাকী কি দেব?——দেখুন, দেখুন, আবার কি শোচনীয় ব্যাপার! ভগিনী কনষ্টান্স, পাগলিনীবেশে আলু-থালু হইয়া এদিকে আসিতেছেন। হায়, আমার সর্ব্বনাশ হইল!

কনষ্টান্স আসিয়া ভ্রাতাকে শ্লেষ করিয়া বলিলেন,—"তোমার শান্তির পরিণামটা একবার দেখ!"

রাজা। ভগিনি, ধৈর্য ধরো।

কনষ্টান্স। হা, ধৈর্য্য! আর ধৈর্য্যের সময় নাই। ও! মৃত্যু,—মৃত্যু,—এস এস, তুমি আমায় আলিঙ্গন কর। আমার সকল আশা-ভরসা গিয়াছে;—তোমাকে পাইলেই আমার শান্তি হয়! এস মৃত্যু, এস,—এ দুঃখিনীকে আলিঙ্গন কর,—এখন তুমিই আমার স্বামী!

ফিলিপ্। ভগিনি, মিনতি করি, ধৈর্য্যধারণ কর।

কনষ্টান্স। না, না,—হায়! আমার কাঁদিবারও শক্তি নাই! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব প্রাণ-পুত্তলি আর্থার বন্দী হইল?—সেই অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, নরপিশাচ জনের হস্তে আর্থার বন্দী হইল?

প্যান্ডলফ্। কনষ্টান্স, ধৈর্য্য ধরো,—চুপ করো,—তুমি পাগল হইলে নাকি?

কনষ্টান্স। না, পাগল তো হই নাই! আমি বেশ সহজ জ্ঞানে আছি।—দেব, আমি পাগল হই নাই।——আমার নাম কনষ্টান্স, আমি জেফ্রির ধর্ম্মপত্নী,—আর্থার আমার পুত্র,—হায়! সেই পুত্র আমার হারাইয়াছে,—আমি পাগল হইলাম কৈ? ঈশ্বর কি তাহা করিবেন? পাগল হইলে তো আমি আপনাকে ভুলিয়া যাই,—এ দুঃখ, এ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা তো কিছুই থাকে না!—ঈশ্বর কি আমায় তাহা করিবেন? আপনি এমন কোন উপদেশ দিন, যেন সত্য সত্যই আমি পাগল হইতে পারি। না, তাহা তো হইবার নয়! তবে মৃত্যুই আমার একমাত্র মহৌষধ। বলো বলো,—কিসে আমি মরিতে পারি?—না, আমি পাগল হই নাই। আমি বেশ সুস্থ অবস্থায় সহজ-জ্ঞানে আছি;—পাগল হইলে আমার

কোন দুঃখই থাকিত না। দেব, বলিয়া দাও, এখন কিসে আমি মরিতে পারি ?

ফিলিপ্। ভগিনি, মাথার চুল বাঁধো,—এ নির্মম দৃশ্য আর দেখিতে পারি না।

কনষ্টান্স। না, চুল বাঁধিব না,—ইহা আমি ছিঁড়িয়া ফেলিব। ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে আমি কাঁদিব—হায়! আমার আর্থার নাই! পিতঃ কার্ডিনেল,—দেব! শুনিয়াছি, স্বর্গে গিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা হয়। তবে—তবে আমিও সেখানে গিয়া আমার আর্থারকে দেখিতে পাইব? আর্থারের সেই চাঁদপানা মুখে চুম্বন করিতে পারিব?——কিন্তু হায়! সেই মোহনমূর্ত্তিতে তো তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইব না? তাহার মূর্ত্তি তখন স্বতন্ত্র হইবে।—তবে কোন দিকেই আমার আশা নাই? আমার আনন্দ, আশা, আলোক, জীবন,—ওঃ! আমার প্রাণাধিক আর্থার নাই! হায়, দুঃখিনী বিধবার সেই একমাত্র অবলম্বন,—আজ দস্যু-করে পতিত?—এতক্ষণ কি আর্থার পৃথিবীতে আছে?

শোক-বিলাপ করিতে করিতে কনষ্টান্স সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। বিপদাশঙ্কায় ফ্রান্সরাজ স্বয়ং তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

যুবরাজ লুইস্ বলিলেন,—"হায়, এ জীবন দুঃসহ, বড় যন্ত্রণাদায়ক,—পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমাকে আনন্দ দিতে পারে। বিরক্তি অবসাদ, ঘৃণা, লজ্জা,—জীবন বড়ই ভারবহ,—অতি ক্লেশকর, যেন পুনর্কথিত নীরস গল্পগাথা!"

প্যানডল্ফ। কেন জীবনকে এত ভারবহ বোধ করিতেছ? জীবন স্বপ্ন কিংবা ছায়াবাজী নয়,—জীবন কার্য্যময়।—অতএব কার্য্য কর।

লুইস্। দেব, আর কি করিতে বলেন?

প্যানডল্ফ। কেন, আজিকার দিনে পৃথিবীতে তুমি কি হারাইয়াছ?

লুইস্। সকলই হারাইয়াছি।

প্যানডল্ফ। কিছুই হারাও নাই। মনে করিলে তুমি সকলই পাইতে পার।

লুইস্। আপনি কি বলিতেছেন?

প্যানডল্‌ফ। বলিতেছি এই, তুমি কি মনে ভাব যে,—জন্‌, আর্থারকে জীবিত রাখিবে?

লুইস্‌। সে তো আরও দুঃখের বিষয়।

প্যানডল্‌ফ। দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু ইহাতে তোমারই শুভ। তুমি মনে করিলে সকলই পাইতে পারো!—ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার অনুকূলে।

লুইস্‌ নরম হইলেন। প্যানডল্‌ফ বলিতে লাগিলেন,—

"তুমি যদি এই অবসরে জনের রাজ্য আক্রমণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার সকল সাধ পূর্ণ হয়। তুমি মনোনীত পত্নীও পাও, আর ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনও অধিকার করিতে পার। দেখ, ধর্ম্মের নামে সাধারণ লোক যত শীঘ্র উত্তেজিত হয়, এত আর কিছুতে হয় না। জনের আদেশক্রমে সেই জারজ ইংলণ্ডের ধর্ম্মমন্দির সকল লুণ্ঠন করিতেছে; তাহাতে এক পক্ষে পুরোহিতগণ যেমন উত্তেজিত হইয়াছেন,—অন্যপক্ষে, তৎসঙ্গে সাধারণ লোকও সেইরূপ উত্তেজিত হইয়াছে। এ উত্তেজনার ফলে, জনের প্রতি কেহই সন্তুষ্ট নয়। তারপর তুমি যদি অকস্মাৎ সসৈন্যে ইংলণ্ড আক্রমণ কর, জন্‌ অবশ্যই অবিলম্বে আপন পথ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইবে। আর্থারকে যদি সে পর্য্যন্ত প্রাণে না মারিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখে,——তোমার আগমন-সংবাদ শুনিবামাত্র, সে সর্ব্বাগ্রে নিশ্চয়ই তাহাকে বিনষ্ট করিবে। এখন তোমার সুবিধা বুঝিয়া দেখ। ইংলণ্ডের লোকমণ্ডলী একে ধর্ম্মের নামে দিশাহারা হইয়া জনের উপর অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া থাকিবে, তার উপর সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু-হত্যাতে আরও জ্বলিয়া উঠিবে;—সেই অবসরে যদি তুমি গিয়া তাহাদিগকে মাতাইতে পারো,—তো নিশ্চয়ই সকলে তোমার পক্ষ অবলম্বন করিবে। তখন তুমি অনায়াসে জন্‌কে নিধনপূর্ব্বক, ব্লান্সকে বিবাহ করিয়া, ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসন লাভ করিতে পারিবে। কারণ ব্লান্সই তখন মৃত-রাজার উত্তরাধিকারিণী।—এতক্ষণে আমার কথাটা বুঝিলে কি?"

লুইস্‌ ভাবিয়া দেখিলেন,—এই কূটবুদ্ধিজীবী, কৌশলী পোপ-প্রতিনিধি যাহা বলিল, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। লুইস গিয়া পিতাকে বিধিমতে উত্তেজিত করিলেন, এবং অবশেষে তাঁহার মত গ্রহণপূর্ব্বক, সৈন্যসামন্তাদি লইয়া ইংলণ্ডযাত্রা করিলেন।

(৭)

এদিকে সেই পাপমতি হিউবার্ট, জনের আদেশমত, সেই দুগ্ধপোষ্য—নবনীতদেহ বালক আর্থারকে বধ করিবার আয়োজন করিল।

নরদাম্‌টন দুর্গ-মধ্যস্থ এক কক্ষে ব'সিয়া, হিউবার্ট এই মহা পাপের আয়োজনাদি করিতেছে। দুইজন ভৃত্য আসিলে, হিউবার্ট তাহাদিগকে বলিল, -

"এই লোহার শিক্‌গুলো উত্তমরূপে আগুনে পোড়া ; খুব গরম করিবি। তোরা এই পরদার আড়ালে থাকিবি। যখন আমি ভূমিতে পদাঘাত করিব, ছুটিয়া আসিবি এবং সেই ছেলেটাকে এই চেয়ারের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিবি।—খুব সাবধান!—কেমন, পারিবি তো?"

ভৃত্যদ্বয়। আজ্ঞা হাঁ হুজুর, খুব পারিব।

তাহারা চলিয়া গেল।

আর্থার আসিল। আহা, বালকের কি অপরূপ রূপ! কি নিষ্কলঙ্ক মুখ-চন্দ্রমা! কি মধুমাখা মিষ্ট কথা! বালক আসিয়া স্নেহমাখা স্বরে হিউবার্টকে অভিবাদন করিয়া বলিল, —"সুপ্রভাত, হিউবার্ট!"

হিউবার্ট যথারীতি প্রতি-অভিবাদন করিল।

আর্থার বলিল, "হিউবার্ট, আজ তোমাকে কেমন বিমর্ষ-বিমর্ষ দেখিতেছি!"

হিউবার্ট। না, আমি তো বেশ আছি?

আর্থার। তা হবে, আমায় ক্ষমা কর। দেখ, আমি নিজে দুঃখী বলিয়া, জগৎশুদ্ধ লোককে দুঃখী মনে করি।——হায়, আমি যদি ব[illegible] হইয়া, দরিদ্র মেষপালকের সন্তান হইতাম, তাহা হইলে দিবা [illegible] মনের আনন্দে দিন কাটাইতে পারিতাম। কিন্তু অদৃষ্টদোষে রক্ষা করো। সর্ব্বদা আমি ভীত ও উৎকণ্ঠিত। পিতৃব্যের ভয়ে আমি [illegible]তেছে! পিতৃব্যও ভীত। জেফ্‌রির সন্তান আমি, ইহাই [illegible]কে বাঁধ্।—যেমন না, নিশ্চয়ই তা নয়। তা কেন হইবে? হিউবা[illegible] পুত্র হইতাম, তোমাকেও কত ভাল বাসিতাম! [illegible] হইও না। সত্য বলি-

হিউবার্ট। (স্বগত) যদি আমি ইহার [illegible] করিব না, --নিশ্চল প্রস্তরের বালক এমনই সরল ও মধুমাথা কথায় অ[illegible]।—দোহাই হিউবার্ট, আমাকে

এখন নির্ম্মম, পাষাণ, লৌহ-হৃদয় হইতে হইবে।——ঝটিতি আমাকে এই ভীষণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

আর্থার। হিউবার্ট, আজ কি তোমার কোন অসুখ করিয়াছে? সত্য সত্যই আজ তোমাকে কেমন বিমর্ষ দেখিতেছি! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,— তোমার যদি কিছু বেশী অসুখ হইত, তাহা হইলে আমি সারারাত্রি জাগিয়া, শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া, তোমার শুশ্রূষা করিতাম।

হিউবার্ট। (স্বগত) না, দেখিতেছি, ইহার কথা ক্রমেই আমার হৃদয়কে কোমল করিতেছে। (প্রকাশ্যে) আর্থার, এই কাগজখানি পড়ো।

বালক মনে মনে প'ড়তে লাগিলেন।

হিউবার্ট। (স্বগত) হা নির্ব্বোধ অশ্রু! কেন তুমি আমার কার্য্যে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইতেছ? না, আমি তোমার এ স্ত্রীজনোচিত কোমলতায় ভুলিব না। (প্রকাশ্যে) তুমি কি উহা পড়িতে পারিতেছ না? উহা কি পরিষ্কার লেখা নয়?

আর্থার। লেখা বেশ পরিষ্কার,—কিন্তু হিউবার্ট, ইহার অর্থ যে বড়ই ভয়ঙ্কর! —হায়, তুমি তপ্ত লৌহ-শলাকা আমার চোখের মধ্যে দিবে?

হিউবার্ট। হাঁ, অবশ্য।

আর্থার। তুমি?—— কি বলিলে,—তুমি?

হিউবার্ট। হাঁ, আমি।

আর্থার। হায়, তোমার কি এতটুকুও হৃদয় নাই?—তুমি তপ্ত লৌহ চোখের মধ্যে পূরিয়া দিবে? মনে পড়ে কি হিউবার্ট, একদিন ...খানি মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া, আমি নিজে আপন হাতে আমার রুমাল দিয়া তোমার কপাল টিপিয়া ধরিয়াছিলাম? আজও সে ...তামার নিকট হইতে ফিরিয়া লই নাই।—যখন রাত দুপুর, ... মাথায় হাত দিয়া আছি,—মনে পড়ে কি সে কথা? ...তে, তোমায় অসুখের কথা ভুলাইয়া দিতে, আমি ...কমন আছ',—'কি চাও',—'কি কষ্ট হ'চ্ছে',— এমন কত প্রশ্নই তোমাকে করিয়াছি,—সে সব ...স্থানে কত গরীব দুঃখীর ছেলে শুইয়া ছিল,

তাহারা কেউ তোমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া একবার 'আহা'ও বলে নাই, আর আমি রাজার ছেলে হইয়া, পুত্রের ন্যায় সেদিন তোমার সেবা করিয়াছি! হয়ত তুমি ভাবিতেছ আমার এ ভালবাসা কপট, এ একটা দুষ্টুমি; তা যাহা ইচ্ছা হয় তুমি ভাবো, কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমার মনের ভাব কি?—সত্যই তুমি তপ্ত লৌহ চোখে দিয়া আমায় কানা করিয়া মারিবে?

হিউবার্ট। হাঁ, আমি শপথ করিয়াছি, ইহা করিব। লোহা পোড়াইতেও দিয়াছি।

আর্থার্। হায়, লোহা পোড়াইতে দিয়াছ কিন্তু সে লোহা আগুনে পুড়িয়া লাল হইয়া যখন আমার চক্ষের সম্মুখে আসিবে,—আমার চোখের জল তখন তাহাকে শীতল করিবে! কারণ আমি নির্দোষ,—আমার কোন অপরাধ নাই। জ্বলন্ত লোহাকেও যদি আমি চোখের জলে শীতল করিতে পারি,—আর তুমি কি এমনি কঠিনহৃদয় যে, এই চোখের জল তোমাকে আর্দ্র করিতে পারিবে না? না, না, যদি স্বর্গ হইতে কোন দেব-কন্যা আসিয়াও আমায় বলে যে, হিউবার্ট এইরূপে তোমার চক্ষু নষ্ট করিবে, আমি তাহার কথাও বিশ্বাস করি না।——না হিউবার্ট, আমাকে মিথ্যা ভয় দেখাইও না!

হিউবার্ট। কাছে এস।

(ভূমিতে পদাঘাত ও সঙ্কেতকরণ;—জ্বলন্ত লৌহ-শলাকাদি লইয়া ভৃত্য দ্বয়ের প্রবেশ।)

হিউবার্ট। আমি যাহা বলি,—করো।

আর্থার্। দোহাই তোমার!—দোহাই হিউবার্ট, আমায় রক্ষা করো। এই দুই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার চক্ষু আপনিই বাহির হইতেছে!

হিউবার্ট। ঐ লোহা আমার হস্তে দে,—তোরা একে বাঁধ্।—যেমন বলিয়াছি, সেইরূপ করিয়া বাঁধ্।

আর্থার্। ওহো! হিউবার্ট, তুমি এত নির্দ্দয় হইও না। সত্য বলিতেছি, আমি নড়িব-চড়িব না, বা ধ্বস্তাধ্বস্তিও করিব না,—নিশ্চল প্রস্তরের মত আমি স্থির হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব।—দোহাই হিউবার্ট, আমাকে

বাঁধিও না। এই লোক দু'টিকে এখান হইতে সরাইয়া দাও। আমি নিরীহ মেষশিশুর ন্যায় স্তব্ধ থাকিব।—নড়িব-চড়িবও না,—'আ-উ'ও করিব না,—একটি কথাও কহিব না। কিংবা রাগের সহিতও এই লোহাগুলোকে দেখিব না। দোহাই তোমার,—এই লোক দু'টিকে এখান হইতে বিদায় দাও। তুমি আমাকে যত যন্ত্রণা দাও, আমি তোমায় কিছু বলিব না।

হিউবার্ট। তবে তোমরা যাও, আমি একাই এ কাজ করিব।

ভৃত্য। আ, বাঁচিলাম! বাপ-মায়ের পরম পুণ্য যে, এমন কাজের হাত থেকে এড়ান পাইলাম।

ভৃত্যদ্বয় চলিয়া গেল।

আর্থার। হায়, আমি আমার বন্ধুদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিলাম! উহাদের দৃষ্টি ভীষণ ছিল বটে, কিন্তু দেখিতেছি, উহাদের অন্তরে দয়া ছিল।——না হিউবার্ট, উহাদিগকে পুনরায় এখানে আসিতে বলো।

হিউবার্ট সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "বালক, তবে প্রস্তুত হও।"

আর্থার। হায়, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

হিউবার্ট। না, তোমার চক্ষু নষ্ট করাই একমাত্র প্রতিকার!

আর্থার। হা ঈশ্বর!—যে অমূল্য রত্নের উপর একটি ভুসি, একটুখানি ধূলো, একটি মশা বা একগাছি উড়ন্ত-চুল পড়িলে কত কষ্ট হয়,—আজ তোমার বিধানে, আমার সেই চক্ষুরত্ন,—নিষ্ঠুর হিউবার্ট কি নিষ্ঠুর উপায়ে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে!

হিউবার্ট। বালক, এই তোমার প্রতিজ্ঞা?——চুপ করো বলিতেছি!

আর্থার। হায় হিউবার্ট,—আমার চোখের মধ্যে তুমি ঐ লোহা পুরিয়া দিবে, আর আমি একটি কথাও কহিতে পারিব না? তবে তুমি আমার জিব কাটিয়া দাও,—আমি যেন আর কথা কহিতে না পারি! তাহা হইলে আমি চক্ষু রক্ষা করিতে পারিব তো? এই চোখে তোমাকে দেখিতে পাইব তো?—হায়! দেখ দেখ, আমার চোখের জলে এই তপ্ত লৌহ শীতল হইয়া গিয়াছে!—সুতরাং আমি আশা করি, তোমার হৃদয়ও শীতল হইয়াছে!

হিউবার্ট। বালক, আমি পুনরায় উহা তপ্ত করিতে পারি,—জানো?

আর্থার। না, তা পারো না পরদুঃখ দেখিয়া, আগুনও নিবিয়া যায়। হিউবার্ট, একবার আপনার দিকে চাহিয়া দেখ। দেখ, জ্বলন্ত আগুন যে,—তারও হিংসা নাই। দেখ, ঈশ্বরের পবিত্র নিশ্বাস তাহার উপরে পড়িয়া তাহাকে শীতল করিয়াছে,—অনুতাপস্বরূপ, সে ছাই হইয়া গিয়াছে।

হিউবার্ট। বালক, আমি তো ইহাকে পুনরায় তপ্ত করিতে পারি।

আর্থার। তাহা হইলে লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুতাপে, তুমিও একদিন এই-রূপ ছাই হইয়া যাইবে। হয়ত—হয়ত হিউবার্ট, তুমিও একদিন এইরূপ আপন চক্ষু আপনি বিনষ্ট করিবে। আমি জানি, কোন লোকের এক শিকারী কুকুর একদিন তাহার প্রভুকেই শিকার করিয়াছিল।—হিউবার্ট, দয়া করো,—এ যাত্রা আমার জীবন ভিক্ষা দাও,—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।

এইবার হিউবার্টের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, পাপ সঙ্কল্প আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তিনি বলিলেন, "তাহাই হোক,—আমি তোমার চক্ষু স্পর্শও করিব না; তোমার পিতৃব্যের অতুল ধনরত্ন কিংবা সমগ্র পৃথিবীর ধনরত্নও আমাকে আর এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারিবে না।"

আর্থার অশ্রু-জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল, "এইবার তোমায় প্রকৃত হিউবার্টের মত দেখাইতেছে! এতক্ষণ বুঝি ছদ্মবেশী হইয়া রহস্য করিতেছিলে, হিউবার্ট?"

হিউবার্ট। থাক্, আর কিছু বলিও না,—বিদায়! কিন্তু তোমার পিতৃব্যকে অবশ্যই বুঝাইতে হইবে যে, তুমি নিহত হইয়াছ। আমি সর্ব্বত্রই তোমার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়া দিব। বৎস! তুমি সুখে, নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাও। ধনের লোভে হিউবার্ট আর কাহারও জীবনের হন্তারক হইবে না।

আর্থার। ঈশ্বর! ধন্য তুমি! হিউবার্ট, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় ধন্যবাদ করি।

হিউবার্ট। চুপ করো। আর কিছু বলিও না। চুপে চুপে আমার সঙ্গে এস। তোমার জন্য আমি বিষম বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম।

হায়, তবুও কি সেই সুকুমার শিশু রক্ষা পাইল? তবুও কি আর্থারের জীবন রক্ষা হইল?——হা ঐশ্বর্য্য ও রাজ-সিংহাসন!

(৮)

ফ্রান্স হইতে আসিয়া, জন্ পুনরায় মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করিলেন। সভাসদগণ বলিলেন, "মহারাজ, পুনরায় এ উৎসবের কারণ কি? এতকাল যিনি ইংলণ্ড শাসন এবং রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করিলেন, তাঁহার আবার পুনরায় এ রাজচিহ্ন ধারণের প্রয়োজন কি?"

প্রয়োজন আর কিছুই নয়,—যে, এতকাল তাঁহার সিংহাসনের কণ্টক ছিল, যাহার জন্য এত আয়োজন, এত উদ্যোগ, এত হাহাকার, এত রক্তপাত;—সেই প্রকৃত রাজ্যাধিকারী, আর্থারকে ইহলোক হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—সুতরাং এখন নিষ্কণ্টকে সিংহাসন-সুখ উপভোগ করা চলিবে, ইহা ভাবিয়াই জনের এ উদ্ভট অভিষেক আয়োজন! কারণ জন্ জানিতেন, হিউবার্ট তাঁহার আদেশমত, আর্থারের প্রাণবধ করিয়াছে।

সভাসদগণ কিন্তু রাজার এ সদ্‌যুক্তিতে একমত হইলেন না,—তাঁহার কার্য্যে সাহানুভূতি করিতে পারিলেন না। শিশুহত্যা,—প্রকৃত রাজ্যাধিকারীকে পৈশাচিক উপায়ে নিধন,—ইহা তাঁহাদের বড়ই ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য বলিয়া অনুমিত হইল। এই ঘোর অধর্ম্মকর নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য, তাঁহারা রাজাকে নানারূপ অনুযোগ করিতে লাগিলেন। শেষ তাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না।

এদিকে, প্যানডল্‌ফের উত্তেজনায়, ফ্রান্সরাজপুত্র লুইস্, ইংলণ্ড আক্রমণ করিলেন। ইংলণ্ডের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহানল জ্বালিয়া দিলেন। এই সময়ে জনের শক্তিশালী সভাসদ্‌বৃন্দও লুইসের সহিত যোগ দিলেন। জনের উপর রাগ তুলিতে গিয়া, তাঁহারা স্বদেশের শত্রু হইলেন।

জনের তখন অনুতাপ জন্মিল। তখন তিনি হিউবার্টকে নানারূপ ভৎসনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমিই যদি না বুঝিয়া স্বার্থের তাড়নায় একটা ঘোর অধর্ম্মকার্য্যে লিপ্ত হইতে যাই,—তুমি কি বলিয়া তুচ্ছ অর্থলোভে ও আমার অনুগ্রহলাভের আশায়, সেই মহাপাপের সহায় হও? বোধ হয়, তুমি যদি তখন এই কার্য্যে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে,—তুমি যদি সে সময় এতটুকু চাঞ্চল্যও দেখাইতে, তাহা হইলে হয়ত আমি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতাম না। তোমাদের ন্যায় অধর্ম্মাচারী, লোভী, ক্ষুদ্রহৃদয় পারিষদের দ্বারাই

রাজাদিগের মত কিছু অনর্থ হইয়া থাকে! হায়, তোমার জন্যই আমার রাজ্যে এই ঘোর বিদ্রোহানল!—সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা, সর্ব্বত্রই হাহাকার আমার হিতৈষী সভাসদবর্গও এই দুঃসময়ে আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন!

এই সময় জন্ আবার সংবাদ পাইলেন, তাঁহার মাতা এলিনোর ফ্রান্সেই জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া—দুঃখিনী আর্থার-জননী,—আর্থারের শোকে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সকল দিকেই দুঃসংবাদ,—সকল দিকেই নিরাশা,—সকল দিকেই বিপদ। জনের অনুতাপ ও ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। শোকে তাপে তিনি জর্জ্জরিত হইলেন।

তখন হিউবার্ট বলিলেন, "মহারাজ, যথেষ্ট হইয়াছে, আর আমায় বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিবেন না,—আর্থারকে আমি প্রাণে বধ করি নাই,—বালক জীবিত আছে।"

জন্ তখন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে যাও,—এখান আমার হিতৈষী সভাসদবৃন্দকে এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করো। তাঁহারা যেন আমার সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া, এ বিপদের দিনে পুনরায় আমার সহিত যোগ-দান করেন।"

হিউবার্ট প্রস্থান করিলেন।

(৯)

এদিকে দুর্ভাগ্য আর্থার্ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, হিউবার্টের কথামত, সেই উচ্চ দুর্গশিখরে উঠিল। কিন্তু হায়, এখানেও যদি পাপ পিতৃব্যের কুটিল কটাক্ষ পতিত হয়!—বালক তখনও জীবনের আশা করিয়া বলিল,

"হায়, এই প্রাচীর অতি উচ্চ! তথাপি আমাকে নিম্নে লম্ফপ্রদান করিতে হইবে। হে দয়ার্দ্র ভূমিতল! এ সময় তুমি সদয় হও, যেন আমার গায়ে ব্যথা না লাগে। হায়, এই বৃহৎ নগরীতে কেহই আমাকে চিনে না। খালাসী-বালকের হীন পরিচ্ছদে এখন আমি আবৃত।—যদি আমি লাফাইয়া না পড়ি, তাহা হইলে, এখানে থাকিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া, আমাকে মরিতে হইবে! তবে পড়াই ভালো। কিন্তু বড় ভয় হইতেছে,—না, তবুও আমাকে পড়িতে

! হায়, আমার পিতৃব্যের আত্মা এই প্রস্তর-দেওয়ালে অধিষ্ঠিত,—আমাকে পড়িতেই হইবে।—হে স্বর্গ! তুমি আমার আত্মাকে গ্রহণ করিও,—আর হে ইংলণ্ড! তুমি আমার অস্থিখণ্ড গ্রহণ করো।”

ওহো-হো! বালক, ও কি করিলে? ঐ উচ্চ দেওয়াল হইতে, লম্ফ-প্রদান করিয়া, প্রাণ হারাইলে? হা ভাগ্য!—হা নিষ্ঠুর জন্!

এই শোচনীয় ঘটনা ঘটিবার পর, হিউবার্ট ও সভাসদবৃন্দ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই মর্ম্মভেদী করুণ দৃশ্য দেখিয়া সকলে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত সভাসদবৃন্দ তখন হিউবার্টের প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইলেন। হিউবার্ট কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। রাজ-সভাসদগণ লুইসের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

এই সময়ে একজন দৈবজ্ঞ নগরে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, অচিরাৎ জনের মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িবে। জারজ, সেই দৈবজ্ঞকে ধরিয়া জনের নিকট আনিল। জন্, দৈবজ্ঞকে কারারুদ্ধ করিলেন।

অনন্যোপায় হইয়া জন্ তখন প্যানডল্‌ফের শরণাপন্ন হইলেন। উপস্থিত, যুদ্ধে সন্ধি করা ভিন্ন, তাঁহার আত্মরক্ষার আর উপায় ছিল না। তিনি আপন গৌরব-মুকুট প্যানডল্‌ফের হস্তে দিলেন। প্যানডল্‌ফ সেই মুকুট পুনরায় তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন,—

“মনে রাখিও, মাননীয় পোপের নিকট হইতে তুমি পুনরায় এই রাজ-সম্মান ও গৌরব-মুকুট পাইলে। পোপ প্রদত্ত এই মহাসম্মান অবনত মস্তকে গ্রহণ করো,—এখন হইতে আর কখনও আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিও না। যাহাতে ধর্ম্মমন্দিরগুলি সুরক্ষিত ও সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হয়, তাহাই করিও। আমি ফ্রান্স-যুবরাজ লুইস্‌কে বলিয়া, এই যুদ্ধ স্থগিত করিতেছি।”

জন্ আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু ফ্রান্সরাজকুমার এবার প্যানডল্‌ফের কথা রাখিলেন না। তিনি বলিলেন, “একবার আপনার সম্মান রক্ষার্থ, আমরা ইংলণ্ডের মিত্রতা-বন্ধন ছিন্ন করিয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছি; পুনরায় যে সন্ধি করিব, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। তাহা হইলে জগতে ফরাসী-নামে কলঙ্ক রটিবে!—ভীরু, অব্যবস্থচিত্ত, পর-মত-পরিচালিত বলিয়া, লোকে ফরাসী জাতিকে

ঘৃণা করিবে। না, এবার আর মাননীয় পোপের সম্মান র। পারিলাম না।"

অগত্যা জন্‌কে যুদ্ধ করিতে হইল। কিন্তু তখন তাঁহার সহায়বল, লোকবল,—সকলই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। অতুল উৎসাহে তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু সেই সমরপ্রাঙ্গণেই তাঁহার জ্বর আসিল। তখন সেই জ্বর অবস্থায়, তিনি এক ধর্ম্ম-মন্দিরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সেই সুযোগে ফ্রান্স রাজপুত্র লুইস্ অবাধে ইংরেজ-সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন

কিন্তু এই সময় পুনরায় ফরাসীর কয়খানি ণ-তরী, সৈন্য-সা সহিত সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেল। লুইস্ তাহাতে ভগ্নো সাহ ও নির্ব্বীর্য্য ড়িলেন। এমত অবস্থায় নিরর্থক ইংলণ্ডে অবস্থিতি করা বিধেয় ন, তিনি অবশিষ্ট সৈন্য-সামন্তসহ স্বদেশযাত্রার উদ্যোগ করিলেন।

কিন্তু যাইবার আগে, কি ভাবিয়া, জনের এই স্বদেশদ্রোহী সভাসদ্‌গণকে নিহত করিতে মনস্থ করিলেন। একজন গিয়া সভাসদ্‌গণকে সাবধান করিয়া দিল,—"পলাও, পলাও, আর রক্ষা নাই,—লুইস তোমাদের মস্তকচ্ছেদ করিবে। তোমাদের স্বজাতিদ্রোহিতার ইহাই পুরস্কার!"

সভাসদ্‌গণের তখন চৈতন্য হইল। তখন তাঁহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে পুনরায় জনের শরণাপন্ন হইলেন।

(১০)

এদিকে সেই কাল-জ্বরই,—জনের কালস্বরূপ হইল। তার উপর একটা জনরব উঠিল যে, ধর্ম্মাশ্রমের জনৈক পুরোহিত, কৌশলে তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে। বিষের জ্বালায় জন্ ছটফট করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর-বাহির,—সর্ব্বত্র বিষময় বোধ হইল।

আজ শেষ দিন। জনের বালকপুত্র হেন্‌রি,—জনের অন্তিমশয্যায় উপস্থিত। সেই জারজ ও অন্যান্য সভাসদগণও বিষণ্ণভাবে জনের সম্মুখে সমাবিষ্ট। জন্ নিজমুখে আপন দুষ্কৃতির কাহিনী বলিলেন। বড় কষ্টে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন হইবার পর,—প্রিন্স হেনেরি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, এবং যথাকালে "তৃতীয় হেনেরি" নাম ধারণ পূর্ব্বক, ইংলণ্ডের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

জনের রাজত্বকাল বড়ই দুঃখময় ও সমস্যাপূর্ণ। পাপ-পথ যে চিরদিন পিচ্ছিল,—সোজা-পথে না চলিলে যে, মানুষকে বড় কষ্ট পাইতে হয়, জনের চরিত্রে তাহা পূর্ণরূপে প্রকটিত।

নিদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন।

(A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM.)

(১)

এথেন্স নামে এক নগর আছে। এখানকার রাজ-নিয়ম এই যে, পিতাই কন্যার বিবাহের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন;—পাত্র-নির্ব্বাচন বা পাত্র মনোনয়ন বিষয়ে কন্যার কোনরূপ স্বাধীনতা থাকিবে না। কিন্তু যে কন্যা, পিতার মনোনীত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মত হইবে, পিতা বিচারপ্রার্থী হইলে, রাজবিধি অনুসারে, সেই হতভাগিনী কন্যার প্রাণদণ্ড হইবে। রাজবিধি এত কঠোর হইলেও, আশঙ্কার বিশেষ কারণ ছিল না। কারণ, পিতা কখন এত নিষ্ঠুর হইতে পারেন না যে, ইচ্ছা করিয়া তনয়ার মৃত্যুকামনা করিবেন। তবে অনেক পিতা মুখে আইনের ভয় দেখাইয়া, কন্যাকে স্বেচ্ছাচারিতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন বটে।

এক সময়ে কিন্তু, সত্য সত্যই এরূপ এক ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। ইজিয়স্ নামে এক এথেন্সবাসী,—একদা সত্য সত্যই আপন কন্যা হার্ম্মিয়ার বিরুদ্ধে, এইরূপ অভিযোগ আনয়ন করেন। বৃদ্ধের অভিযোগ এই, তিনি তাঁহার কন্যার জন্য যে পাত্র মনোনীত করিয়াছেন, কন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না। সেই পাত্রের নাম ডিমিট্রিয়াস্। ডিমিট্রিয়াস্ একজন সম্ভ্রান্ত এথেন্সবাসী। হার্ম্মিয়া গোপনে অন্য এক ব্যক্তির প্রণয়াসক্ত ছিলেন। সে 'অন্য এক ব্যক্তিও' এথেন্সবাসী;—নাম লাইসাণ্ডার। কন্যার অসম্মতি দেখিয়া, ইজিয়স্ এথেন্সরাজ থিসিয়াসের নিকট বিচারপ্রার্থী হইলেন।

হার্ম্মিয়া আপন অপরাধ ক্ষালন জন্য অনেক চেষ্টা পাইলেন। বলিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য যে পাত্র মনোনীত করিয়াছেন, সেই পাত্র অন্য একজনের প্রণয়াস্পদ। সে অন্য একজন আর কেহ নহে,—হার্ম্মিয়ার বাল্য-সহচরী হেলেনা। হার্ম্মিয়া বলিলেন, "ডিমিট্রিয়াস্ হেলেনাকে যেরূপ ভালবাসিতেন, তাহাতে হেলেনা তাঁহার একান্ত অনুরাগিনী হইয়া পড়িয়াছেন। এমত অবস্থায় আমার বাল্য-সখীর মনে কষ্ট দিয়া, আমি কিরূপে পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি?"

ইজিয়স্ কন্যার কোন যুক্তিই শুনিলেন না,—উৎসুকচিত্তে বিচার-ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এথেন্স-রাজ থিসিয়াসের প্রকৃতি বড় কোমল। জন্মদাতা পিতা যে, কন্যার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনিবে, ইহা তিনি ধারণা করিতেই পারেন নাই। কিন্তু এখন সত্য সত্যই তাহা ঘটিল দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইলেন। কি করিবেন, তিনিও আইনের অধীন। দেশের চিরপ্রথা রহিত করিবার ক্ষমতা তাঁহারও নাই। অগত্যা তিনি চারিদিনের জন্য হার্ম্মিয়াকে ভাবিবার অবসর দিলেন। বলিলেন, "হার্ম্মিয়া, এই চারিদিনের পরও যদি দেখি, তুমি তোমার পিতার সহিত একমত হইতে পার নাই, তবে তোমাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে।"

(২)

হার্ম্মিয়া ব্যথিত হৃদয়ে, তাঁহার মনোনীত প্রণয়াস্পদ লাইসাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লাইসাণ্ডার সকল কথাই শুনিলেন। প্রেমিক-প্রেমিকা তখন,—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রগাঢ় প্রেম ও ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া, যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন।

কন্যার প্রতি পিতার এইরূপ ব্যবহার,—কেবলমাত্র এথেন্স নগরীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। এথেন্সের বাহিরে এই নিষ্ঠুর রাজ-নিয়ম ছিল না। লাইসাণ্ডার স্বীয় প্রণয়িনী হার্ম্মিয়াকে এই নিষ্ঠুর দেশের নিষ্ঠুর নিয়মের হস্ত হইতে কিরূপে রক্ষা করিবেন, একাগ্রমনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে

স্থির করিলেন, এ দেশ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু কোথায় যান? কিছুক্ষণের পর তাঁহার মনে হইল, এথেন্স হইতে কিছু দূরে, তাঁহার এক পিতৃব্য-পত্নী আছেন;—হার্ম্মিয়াকে সেখানে লইয়া যাইতে পারিলে, হার্ম্মিয়ার প্রাণরক্ষা হয়। এই ভাবিয়া তিনি হার্ম্মিয়াকে বলিলেন,

"প্রিয়তমে! আমি এক উপায় ঠিক করিয়াছি। অদ্যই রাত্রে তুমি তোমার পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া এস। চল, আমরা এখান হইতে জন্মের মত চলিয়া যাই। যেখানে আমার পিতৃব্য-পত্নী আছেন, তোমাকে সেইখানে রাখিব, এবং সেইখানেই নির্ব্বিঘ্নে আমাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবে।"

হার্ম্মিয়া সকল কথা শুনিলেন। শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। এবং পিতৃগৃহ ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত,—ইহা বলিলেন।

হার্ম্মিয়ার সম্মতি পাইয়া লাইসাণ্ডার বলিলেন, "তবে তুমি প্রস্তুত হও। এই নগরের বাহিরে, সেই যে কানন,—যেখানে তোমার বাল্য-সহচরী হেলেনাকে লইয়া, তুমি ও আমি,—মধুময় বসন্তকালে মনের সুখে ভ্রমণ করিতাম,—সেই কাননে আমি তোমার আগমন-প্রতীক্ষা করিব।"

প্রফুল্ল-হৃদয়ে হার্ম্মিয়া গৃহে ফিরিলেন, গৃহত্যাগ করিবার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না,—কেবলমাত্র বাল্য-সহচরী হেলেনার নিকট সমস্ত বলিলেন।

ভালবাসার মোহে, অনেক সুন্দরী অনেক সময় অনেকরূপ অবৈধ কার্য্য করিয়া থাকেন। হেলেনাও আজ সময়গুণে সেইরূপ একটা অবৈধ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা বলিতেছি,—হেলেনা, ডিমিট্রিয়াসের প্রতি অনুরাগিণী। ডিমিট্রিয়াস্ কিন্তু হার্ম্মিয়ারই পক্ষপাতী। হার্ম্মিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহের কথাও হইতেছিল। সুতরাং হেলেনা,—নায়কের অনাদৃতা। অনাদৃতা হইলেও প্রেম-আশা কিন্তু তিনি ছাড়েন নাই।—আজ সুযোগ পাইয়া, হেলেনা, ডিমিট্রিয়াসের নিকট হার্ম্মিয়ার মনোভাব প্রকাশ করিলেন। তাহাতে হেলেনার যে বিশেষ কোন উপকার হইবে, এমন আশা ছিল না। তবে একটা কথা এই, হার্ম্মিয়ার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে, ডিমিট্রিয়াস কোন্ না তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইবেন? এবং তাহা হইলে হেলেনাও কোন্ না ডিমিট্রিয়াসের সঙ্গে

থাকিয়া, কিছুকাল প্রেম-কথায় অতিবাহিত করিতে পারিবেন?——কেবল-মাত্র এইটুকুর জন্যই,—হেলেনা সেই শৈশব-সঙ্গিনী, সরল-হৃদয়া হার্শ্মিয়ার বিশ্বাস ভঙ্গ করিলেন।

(৩)

লাইসাণ্ডার ও হার্শ্মিয়ার,—যে কাননে আসিয়া পরস্পর মিলিত হইবার কথা ছিল,—পরীগণ আসিয়া সেই কাননে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিত। অবারণ—পরীর রাজা; টিটানিয়া—পরীর রাণী। পরীর রাজা ও রাণী,—অনুচরগণকে লইয়া, রাত্রিকালে আনন্দ-কোলাহলে সেই কানন পরিপূর্ণ করিত।

যে সময়ের কথা বিবৃত হইতেছে, সেই সময়ে পরীর রাজা ও রাণীর,—পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, বৃক্ষবল্লরী-সমাকীর্ণ কানন-পথে,—কেহ কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন না। যদি কখন দেখা হইত, অমনি পরস্পরের মধ্যে কলহ বাধিয়া যাইত। কলহটা এতদূর দাঁড়াইত যে, অনুচরেরা ভয়ে, যে যেখানে পারিত, লুকাইত।

রাজা ও রাণীর এই কলহের একটা কারণ ঘটিয়াছিল। টিটানিয়া একটি মাতৃহীন বালককে প্রতিপালন করিতেছিলেন। বালকের মাতা টিটানিয়ার প্রিয়সখী ছিলেন। মাতার মৃত্যু হইলে, টিটানিয়া সেই কাননে বালকটিকে লইয়া আপন পুত্রের ন্যায় পালন করিতেছিলেন। রাজার ইচ্ছা, বালকটিকে আপন প্রিয়-ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করেন। রাণী তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাই বিবাদের কারণ।

যে রজনীতে লাইসাণ্ডার ও হার্শ্মিয়া সেই কাননে উপস্থিত হইবেন, সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে টিটানিয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে বন-বিহার করিতে-ছিলেন। ঘটনাক্রমে পরীরাজ অবারণ্ও সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাণীর পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। তখন উভয়ের মধ্যে ঘোরতর কথা-কাটাকাটী এবং বাদ-প্রতিবাদ চলিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন, "গর্ব্বিতে! বড় অশুভক্ষণে আজ এই সুখময়ী কৌমুদী-নিশিতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল।"

রাণী। বাঃ, এ কে! এ যে দেখিতেছি, সেই কলহপ্রিয় অবারণ্!—চল সখীগণ, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই। আমি শপথ করিয়াছি, উঁহার সহিত একত্র থাকিব না।

রাজা। টিটানিয়া, অপেক্ষা কর, চলিয়া যাইও না। আমি কি তোমার স্বামী নহি? আমার প্রতি এরূপ আচরণ কর কেন? বালকটিকে আমায় দাও,—এ মনোবিবাদ মিটিয়া যাক্।

রাণী। রাজন্ ক্ষান্ত হও! তোমার সমস্ত পরীরাজ্যের বিনিময়েও, এ বালকটিকে পাইবে না।

এই বলিয়া রাণী চলিয়া গেলেন।

রাজা। তবে যাও গর্ব্বিতে!—কিন্তু দেখিও, কল্যই প্রত্যূষে এই অবমাননার প্রতিফল পাইবে।

পক্ নামে রাজার এক প্রধান অনুচর ছিল। সে বড় কৌতুকপ্রিয় ও ধূর্ত্ত। সেই কানন-সন্নিহিত গ্রামগুলিতে পকের অনেক উপদ্রব ছিল। শঠরাজ যখন দেখিত, কোন গোপ-বধূ দুগ্ধ মন্থন করিয়া নবনীত প্রস্তুত করিতেছে, অমনি তাহার ইচ্ছা হইত, সেই মন্থনদণ্ডের উপরে উঠিয়া নৃত্য করে। পকের যে ইচ্ছা সেই কাজ! গোপবধূর হস্ত সঞ্চালিত মন্থন-দণ্ড যেমন চারিদিকে ঘুরিত ফিরিত, পকও সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি মক্ষিকার বেশ ধারণ করিয়া অঙ্গভঙ্গিসহকারে নৃত্য করিত। তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও গোপবধূ একটুও নবনী প্রস্তুত করিতে পারিত না। যখন কতকগুলি পল্লীবাসী একত্র হইয়া আনন্দে সুরাপান করিতে থাকে, পক্ হয়ত তখন একটা সিদ্ধ-কাঁকড়ার আকার ধারণ করিয়া তাহাদের পানপাত্রের মধ্যে পড়িয়া যায়। যখন কোন বৃদ্ধা জলপান করিতে যাইত, পক্ অমনি সেখানে উপস্থিত হইত এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই বৃদ্ধার অধরোষ্ঠ এমনই ভাবে কাঁপাইয়া দিত যে সমস্ত জল বৃদ্ধার চিবুক গড়াইয়া পড়িয়া যাইত। বৃদ্ধা আবার যখন প্রতিবাসিনীগণকে ডাকিয়া একটা টুলের উপর বসিয়া সেই দুঃখের কথা বলিত,—পক্ তখন অলক্ষিত-

ভাবে সেই টুলখানি সরাইয়া লইত ;—বৃদ্ধা পড়িয়া যাইত ;—সমবেত প্রতি-বাসিনীগণ অমনি হো হো হাসিয়া উঠিত। পকের ক্রীড়া ও কৌতুক এইরূপ নানা প্রকারের।

পরীরাজের আদেশে পক্ আসিয়া সেই কাননে উপস্থিত হইল। তখন পক্‌কে নিকটে পাইয়া রাজা আজ্ঞা করিলেন,—

"দেখ পক্! তুমি শুনিয়াছ, এমন কতকগুলি ফুল আছে,—প্রেমিকা রমণীগণ যাহাকে 'সোহাগ-কুসুম' বলিয়া থাকে,—আজি আমাকে গোটাকত সেই সোহাগ-কুসুম আনিয়া দাও। সেই রঙ্গিলা ফুলের রস,—নিদ্রিত ব্যক্তির চক্ষে লেপন করিলে, সেই ব্যক্তি নিদ্রাভঙ্গে যাহাকে সর্ব্বপ্রথম দেখিবে, তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িবে! আজি আমার টিটানিয়া-সুন্দরী যখন নিদ্রিত হইবেন, আমি সেই কুসুম-রস তাঁহার চক্ষে লেপিয়া দিব, মানস করিয়াছি। ধনী চক্ষু মেলিয়া যখন চাহিবেন,—সিংহ হোক, ভল্লূক হোক, বানর হোক,—যাহাকে প্রথম দেখিবেন, তাহার প্রেমেই তাঁহাকে পড়িতে হইবে। অবশ্য যথাকালে অন্য পুষ্পরসে এ মোহ আবার আমি দূর করিয়া দিতে পারিব। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না রাণীর তেজ ও অহঙ্কার খর্ব্ব হয়,—যে পর্য্যন্ত না রাণী সেই বালকটিকে আমায় দেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার সেই বিষম মোহ দূর করিব না।"

কৌতুকপ্রিয় পক্ মনের মত কাজ পাইল, হৃষ্টান্তঃকরণে সে প্রভুর আদেশ পালন করিতে ছুটিল।

(৫)

পক্ পুষ্প অন্বেষণে বাহির হইল ; পরীরাজ অবারণ তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তিনি দেখিলেন, ডিমিট্রিয়াস্ ও হেলেনা সেই কাননে প্রবেশ করিল। তখন এই যুবক যুবতীর মধ্যে বচসা চলিতেছে। ডিমিট্রিয়াস্ বলিতেছেন, "হেলেনা, কেন তুমি আমার সঙ্গে আসিলে? তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর। আমি তোমাকে চাহি না, তথাপি কেন তুমি আমার আশা ছাড়িতে পার না?"

হেলেনা সে কথা শুনিলেন না ; তিনি আপনাদের পূর্ব্বপ্রণয় স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। শৈশবের সেই সরল ভালবাসা, পরস্পরের প্রতি হৃদয়ের সেই বিশ্বাস ও নির্ভর, ভবিষ্যতে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রতিজ্ঞা,—একে একে কত কথাই তুলিলেন। কিন্তু ডিমিট্রিয়াসকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিলেন না। সেই বিজন অরণ্যে প্রেম-পাগলিনী হেলেনাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া, ডিমিট্রিয়াস্ প্রস্থান করিলেন। হেলেনাও যথাসাধ্য তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

পরীরাজ অবারণের হৃদয় হেলেনার দুঃখে কাতর হইল। সরল-হৃদয় প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ছিল। পাঠকের স্মরণ আছে, ইতিপূর্ব্বে লাইসাণ্ডার বলিয়াছেন যে, হেলেনাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা অনেকবার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে এই কাননে ভ্রমণ করিতে আসিতেন। হয়ত অবারণ সেই সময়ে হেলেনা ও ডিমিট্রিয়াসের প্রণয়ানুরাগ দেখিয়াও থাকিবেন।

যখন পক্ প্রেম-কুসুম লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন অবারণ বলিলেন,—

"দেখ পক্, তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে। আজ এথেন্সবাসী এক যুবক ও এক যুবতী এই কানন মধ্যে আসিয়াছে। যুবতী, যুবকের প্রেমে আত্মহারা ; যুবক কিন্তু তাহার প্রতি ফিরিয়াও চাহে না। যখন তুমি সেই যুবককে নিদ্রিত দেখিবে, তখন তাহার চক্ষে এই পুষ্পরস মাখাইয়া দিও। কিন্তু এ কার্য্য এমন ভাবে করিবে, যেন ঐ যুবক নিদ্রাভঙ্গে, তাহারই পার্শ্বে সেই অনাদৃতা যুবতীকে দেখিতে পায়। সেই যুবককে চিনিতে তোমার কষ্ট হইবে না ; এথেন্সবাসীর পরিচ্ছদেই তাহাকে চিনিতে পারিবে।"

চতুরতার সহিত পক্ এ কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে, অঙ্গীকার করিল।

(৬)

পরীরাজ অবারণ্ তখন রাণী টিটানিয়ার উদ্দেশে চলিলেন। রাণী তখন আপন কুঞ্জে শয়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। নদী-সৈকতে বেলা, চামেলি, গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি কুসুম-গন্ধে-আমোদিত,—শ্যামশোভা-সমাকীর্ণ বৃক্ষ-বল্লরী-সমাচ্ছাদিত শান্তিময় কুঞ্জকুটীর,—পরীরাণীর শয়ন-স্থান। অবারণ,

সেইখানেই তাঁহাকে দেখিলেন। তিনি শুনিলেন, রাণীর নিদ্রাকালে, কোন্ সহচরী কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে,—রাণী একে একে তাহা বলিয়া দিতেছেন। তিনি কাহাকে বলিতেছেন, "কুসুম-কোরক হইতে কীটগুলি বাছিয়া ফেল।" কাহাকে বলিতেছেন, "আমার নিদ্রাকালে কর্কশ-কণ্ঠ পেচক কাছে আসিতে দিও না।" এইরূপ সকলকে এক একটা কাজের ভার দিয়া শেষে বলিলেন, সখীগণ! তোমরা একটা গান কর, আমি নিদ্রা যাই।"

তখন সকল সখী মিলিয়া সমস্বরে এক মনোমোহকর, সুরসাল, সুখ-শান্তি-ময় গান ধরিল ;—

বেহাগ—আড়াঠেকা।

দূর হ রে অমঙ্গল, পাপ তাপ ভয়,
পরীর ঈশ্বরী যাবে নিদ্রা এ সময়।
হাস হে চন্দ্রমা বিমল কিরণে,
ঢাল সুধারাশি এ কুঞ্জ কাননে,
গাও রে পাপিয়া সুমধুর তানে,
ফুল্ল ফুল বাস আন হে পবন!—
পেচক মশক, সজারু সর্পক,
দূর হ রে যত বালাই কণ্টক,
ডাইন-ডাকিনী-ইন্দ্রজাল-মন্ত্র,
এস না—প'শ না নিকুঞ্জ-আলয়॥

সখীদের গানে রাণী নিদ্রিতা হইলে সখীগণও স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিল। অবারণও এই অবসরে টিটানিয়ার শয্যা-পার্শ্বে আসিলেন। এবং নিদ্রিতা পত্নীর চক্ষে সেই পুষ্পরস মাখাইয়া দিলেন। বলিয়া গেলেন,—

"নিদ্রা অবসানে, দুষ্টে! দেখিবে যাহারে,
সেই হ'বে প্রাণেশ্বর,—নিও বুকে তারে!"

(৭)

এখন হার্মিয়ার কথা কিছু বলি। পিতার মনোনীত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মত হইয়া, হার্মিয়া স্বীয় প্রণয়ী লাইসাণ্ডারের পরামর্শমত পিতৃ-

ভবন হইতে পলায়ন করিবেন। লাইসাণ্ডারের পিতৃব্যপত্নী-ভবনে আসিবার পথে, এই কানন-মধ্যে হার্ম্মিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বসঙ্কেতমত লাইসাণ্ডার তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছেন।
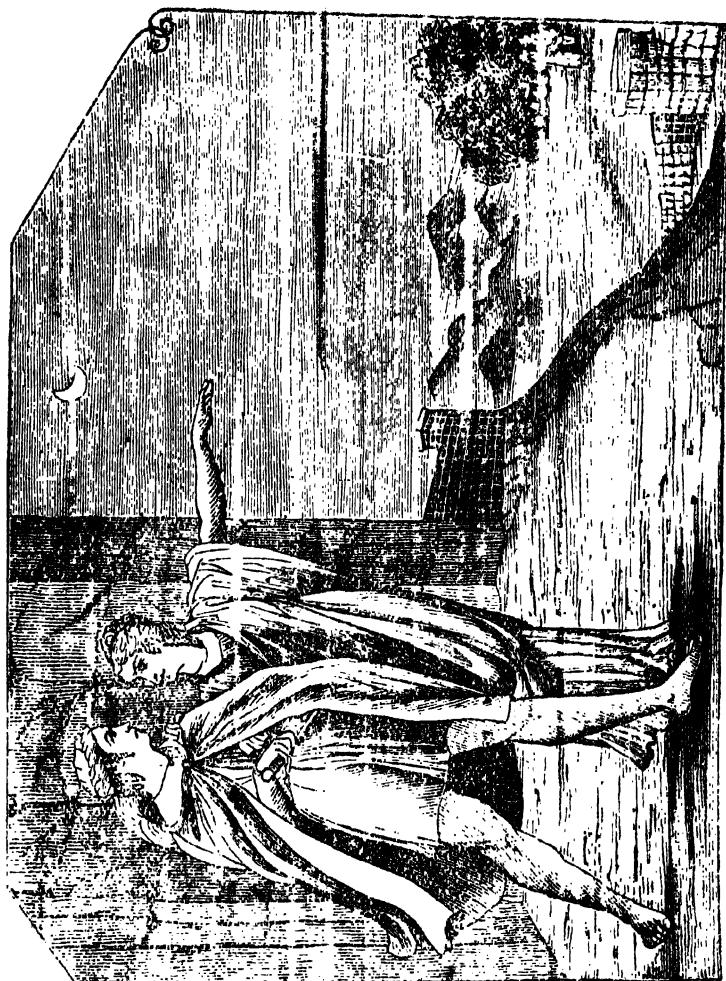
পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে আনন্দের সহিত তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু অধিক পথ যাইতে-না-যাইতে, হার্ম্মিয়া পথশ্রান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যে রমণী আপনার বিশ্বাস ও প্রেম,—সর্ব্বপ্রকারে অক্ষুণ্ণ

রাখিয়া,—আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এইরূপে প্রেমের গভীরতার পরিচয় দিয়াছেন,—যাহাতে তাঁহার কোনরূপ কষ্ট না হয়, লাইসাণ্ডার সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। প্রণয়িনীকে পথশ্রান্ত দেখিয়া, নিকটে এক তৃণশষ্প-সমাচ্ছন্ন স্থান বাছিয়া লইয়া, সেইখানে বিশ্রাম করিতে বলিলেন, এবং প্রাতেঃ উঠিয়া পুনরায় পথ চলিতে থাকিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন।

সেই তৃণশষ্প-সমাচ্ছন্ন ভূমিতলে পথশ্রান্তা হার্ম্মিয়া শয়ন করিলেন এবং অবিলম্বে গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। লাইসাণ্ডারও কিয়দ্দূরে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

---

(৮)

এদিকে পক্ প্রভুর আদেশ পালনে প্রস্তুত হইলেন। সেই তৃণশষ্প-সমাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডের উপর যুবক যুবতীকে দেখিয়া পক্ মনে করিল,—প্রণয়ে-অনাদৃতা সেই যুবতী এই,—এবং তাহার নিষ্ঠুর প্রণয়ী যুবকও,—এই। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ ভুল বুঝিয়াছিল। কারণ, নিদ্রিত যুবক যুবতী যে, লাইসাণ্ডার ও হার্ম্মিয়া,—ডিমিট্রিয়াস্ ও হেলেনা তো নয়? পক্ তাহা না বুঝিয়া, তাহার প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া, সেই নিদ্রিত লাইসাণ্ডারের চক্ষেই সেই পুষ্পরস গালিয়া দিল!

মহা বিভ্রাট বাধিয়া গেল। ঘটনা বিপরীত হইল। পুষ্পরসের গুণ,—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে;—নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রৎ হইয়া প্রথমেই যাহাকে দেখিবে, তাহার প্রতিই সে অনুরক্ত হইবে। লাইসাণ্ডার জাগ্রৎ হইয়া, দৈব-বিড়ম্বনায়, হেলেনাকেই প্রথমে দেখিতে পাইলেন। সেই পুষ্পরসের কি আশ্চর্য্য গুণ!—হেলেনাকে দেখিবামাত্র, লাইসাণ্ডার সেই তদ্গতপ্রাণা হার্ম্মিয়াকে ভুলিয়া,—হেলেনারই অনুরাগী হইলেন!

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি,—ডিমিট্রিয়াস্ হেলেনাকে একাকিনী অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন;—হেলেনাও যথাসাধ্য তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অনুসরণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। হেলেনা ডিমিট্রিয়াস হইতে অনেক অন্তরে পিছাইয়া পড়িলেন। ডিমিট্রিয়াস্ সেই অবসরে তাঁহার অদৃশ্য হইলেন।

এইরূপে পরিত্যক্তা, অসহায়া হেলেনা,--একাকিনী সেই অরণ্যমধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে,—যেখানে লাইসাণ্ডার ও হার্ম্মিয়া নিদ্রিত ছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লাইসাণ্ডারকে সেই স্থানে সেই ভাবে নিদ্রিত থাকিতে দেখিয়া, হেলেনা কিছু বিস্মিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,

"দেখিতেছি, লাইসাণ্ডার ভূমিতলে পড়িয়া আছেন;--তবে ইনি নিদ্রিত না মৃত?" মনে মনে নানারূপ সন্দেহ করিয়া, হেলেনা, লাইসাণ্ডারকে স্পর্শ করিলেন। ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "সখে! যদি তুমি বাঁচিয়া থাক, তবে জাগ্রত হও।"

লাইসাণ্ডারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গমাত্রেই, প্রথমেই তিনি হেলেনাকে দেখিলেন।—পুষ্পরসের প্রভাবে অমনি তাঁহারই প্রতি অনুরক্ত হইলেন। তখন লাইসাণ্ডার নব-প্রেমিকের মত,—হেলেনার রূপ ও সৌন্দর্য্য লইয়া, নানাপ্রকারে হেলেনাকে আপন প্রেমোন্মত্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সে উন্মত্ততায়,—প্রাণাধিকা হার্ম্মিয়া ভাসিয়া গেল। হেলেনাই এক্ষণে তাঁহার হৃদয়-রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিলেন।

ব্যাপারখানা কিন্তু হেলেনার বড় ভাল লাগিল না। মনে মনে তিনি বুঝিলেন,—অন্যরূপ। তাহার অবিদিত ছিল না যে, লাইসাণ্ডার হার্ম্মিয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতেও প্রতিশ্রুত। অথচ, লাইসাণ্ডারের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ও সহসা তাঁহার এই অভাবনীয় ভাবান্তর দেখিয়া, হেলেনা কিছু বিস্মিত হইলেন, এবং কিছু রুষ্টও হইলেন। তাহার মনে হইল, লাইসাণ্ডার তাঁহাকে উপহাস করিতেছেন।

হেলেনা দুঃখ ও অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, "হায়! এতদিনে বুঝিলাম যে, সকলের উপহাসাস্পদ হইয়াই, এ অভাগী জন্মগ্রহণ করিয়াছে! ডিমিট্রিয়াস্‌কে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি; তাহার প্রতিদানে,—প্রত্যাখ্যান বৈ আর কিছু পাইলাম না! একটু ভাল কথা,—কি একটু স্নেহ দৃষ্টি, কিছুই পাইলাম না! সেই দুঃখেই মর্ম্মাহত হইয়া আছি। তাহার উপর তোমার এই কঠোর পরিহাস!—ছি! আমি জানিতাম না যে, তুমি এত অভদ্র ও নীচ এবং অসৎ।"

এই বলিয়া, হেলেনা ক্রোধভরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। লাইসাণ্ডারও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন;—সেই অসহায়া, নিদ্রিতা, ভূমিতলে শায়িত, হার্ম্মিয়ার পানে একবার চাহিলেনও না!

(৯)

হার্ম্মিয়া নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, সেই বিজন বনে তিনি একাকিনী;—পার্শ্বে লাইসাণ্ডার নাই!—লাইসাণ্ডার কোথায় চলিয়া গেলেন, তাঁহার কি হইল, ভাবিতে ভাবিতে হার্ম্মিয়া কাননের চারিদিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ডিমিট্রিয়াস্ হেলেনাকে পরিত্যাগ করিয়া অনেক দূর চলিয়া গেলেন। কিন্তু যে জন্য তাঁহার এই কাননে আসা, তাহার কিছুই হইল না। হার্ম্মিয়া বা লাইসাণ্ডারের কোন সন্ধান তিনি পাইলেন না। কানন মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন তখন তিনি বিশ্রামার্থ একস্থানে উপবেশন করিলেন, এবং ক্ষণপরে সেইখানেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পরীরাজ অবারণ্, ডিমিট্রিয়াস্‌কে সেই নিদ্রিত অবস্থায় দেখিলেন।

অবারণ্ বিবিধ প্রশ্নে বুঝিয়াছিলেন, পক্ তাঁহার আদেশ পালন করিতে গিয়া, বিপরীত ফল ঘটাইয়াছে, ভুলক্রমে সে, অন্যব্যক্তির চক্ষে সেই পুষ্পরস ঢালিয়া দিয়াছে। কাজেই অবারণ্ নিজহস্তে সেই পুষ্পরস নিদ্রিত ডিমিট্রিয়াসের চক্ষে ঢালিয়া দিলেন। ডিমিট্রিয়াস্ জাগ্রত হইয়াই সম্মুখে দেখিলেন,—হেলেনা। পুষ্পরস প্রভাবে ডিমিট্রিয়াস্ তৎক্ষণাৎ হেলেনার প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং নানাপ্রকার চাটুবাক্যে সুন্দরীর গুণ-গান আরম্ভ করিয়া দিলেন!

এদিকে সেই বিজন বনে পরিত্যক্তা হার্ম্মিয়া, অনুসন্ধান করিতে করিতে লাইসাণ্ডারকে পাইলেন। ঘটনাক্রমে সকলেই একস্থানে মিলিত হইলেন। রহস্যটাও জমিয়া গেল।

অনাদৃতা হেলেনারই স্বীয় প্রণয়-পাত্রকে খুঁজিবার কথা। কিন্তু পকের ভ্রমবশতঃ হার্ম্মিয়ার উপর সেই ভার পড়িয়াছিল।

সেই রঙ্গস্থল তখন বড় হাস্যভাব ধারণ করিল। হার্ম্মিয়াই এক্ষণে অনাদৃতা, আর হেলেনা একজোটে দুইজন নায়কেরই আরাধ্যা!

হেলেনা, এই অভিনব রহস্যের কোন মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া, অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তিনি অবাক্ হইয়া নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, ডিমিট্রিয়াস্ ও লাইসাণ্ডার,—দুইজনে পরামর্শ করিয়া আজ তাঁহাকে উপহাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

হার্ম্মিয়ার বিস্ময়ও,—হেলেনা অপেক্ষা কম নহে। যে লাইসাণ্ডার ও ডিমিট্রিয়াস্,—উভয়েই তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিতেন, আজ তাঁহারা দুই জনেই এককালে হেলেনার উপর অনুরক্ত হইলেন! হার্ম্মিয়া ইহার মর্ম্ম

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বড়ই বিস্মিত ও চিন্তাকুলিত;—পরন্তু, এই মর্ম্মচ্ছেদকর দৃশ্য,—তাঁহার পরিহাস বলিয়াও বোধ হইল না।

দুই যুবতীতে তখন কলহ বাধিল। শৈশবকাল হইতেই উভয়ে উভয়ের বড় প্রিয় ছিলেন। আজ জীবনের মাঝখানটাতে পরস্পরের মনোমালিন্য ঘটিল। হেলেনা বলিলেন, "হার্ম্মিয়া, তুমি কি নিষ্ঠুর-হৃদয়া! আমার প্রতি লাইসাণ্ডারের এমনি-তর বিদ্রূপকর ব্যবহার,—তুমিই শিখাইয়া দিয়াছ! আর তোমার-প্রতি-বিশেষ-অনুরক্ত ডিমিট্রিয়াস্,—আমি যাঁহার দুটি চক্ষের বিষ,—যিনি আমার ছায়া মাড়াইতেও ঘৃণাবোধ করেন,—সেই ডিমিট্রিয়াস্ও যে আজ আমায় এমন মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেছেন, ইহাও তোমার কাজ!—ভাই! আমাকে এমনই করিয়া উপহাস করা কি তোমার উচিত? শৈশবে, পাঠাভ্যাস কালে, সেই অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ,—আজ কি ভুলিয়া গেলে? মনে করিয়া দেখ দেখি, কতবার তোমায় আমায় একত্র একই আসনে বসিয়া, একই গীত গায়িতে গায়িতে, একই কার্পেটে উভয়ে একই ফুল বুনিয়াছি! এক বৃন্তে দুটি ফুলের ন্যায় অভিন্ন-হৃদয়ে উভয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছি!—আর আজি এই ব্যবহার!—পুরুষের সহিত যোগ দিয়া, শৈশব-সঙ্গিনীকে এমনি-তর অপমান করা কি বন্ধুত্বের আদর্শ?—না, কুল-কুমারীর ধর্ম্ম?—নারী হইয়া ভাই! তুমি নারীর প্রাণ বুঝিলে না?"

হার্ম্মিয়া। ভাই! তোমার এই দুঃখ ও ক্রোধ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইতেছি। তুমি কখনই আমার অনাদরের পাত্রী নহ। বরং আজ বোধ হইতেছে, আমিই তোমার অনাদৃতা।

হেলেনা। "ওঃ! তোমার অন্তর ও বাহির স্বতন্ত্র। মুখে দেখিতেছি, যেন তুমি কিছুই জানো না;—কিন্তু আমি পিছন ফিরিলেই অঙ্গ-ভঙ্গী ও ইসারা প্রভৃতির দ্বারা তুমি বিদ্রূপ করিতে থাক! বুঝিলাম, তোমার হৃদয়ে স্নেহ, দয়া, মায়া কিছুই নাই। তাহা থাকিলে, আমার প্রতি কখনই এমনতর ব্যবহার করিতে না।"

যুবতীদ্বয়ের মধ্যে যখন এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছিল, তখন ডিমিট্রিয়াস্ ও লাইসাণ্ডার কোথায়?—তাঁহারা দুই জনে সেই একই যুবতী হেলেনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া, কাননের অন্যতম প্রদেশে গমন করিয়া,

পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহারা নিকটে নাই দেখিয়া, যুবতীদ্বয়ও তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

(১০)

পকের সহিত পরীরাজ অবারণ্ অলক্ষ্যে থাকিয়া, এই সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন। অবারণ্ বলিলেন, "পক্, সত্যই কি ইহা তোমার অসাবধানতার ফল?—না ইচ্ছা করিয়াই তুমি এইরূপ করিয়াছ?"

পক্। রাজন্! আমায় অবিশ্বাস করিবেন না,—ভুলক্রমেই আমি এরূপ করিয়াছি। আপনি কেবলমাত্র ইহাই বলিয়া দিয়াছিলেন, এথেন্স-বাসীর পরিচ্ছদেই আমি সেই যুবককে চিনিতে পারিব। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার কোন অপরাধ নাই। যাই হৌক, যাহা ঘটিয়াছে, ইহা একটি মন্দ কৌতুক নয়!

অবারণ্। কিন্তু ইহাও তো দেখিলে, ডিমিট্রিয়াস্ ও লাইসাণ্ডার পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে! অতএব আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি এখনই, এই রাত্রিতেই এই অরণ্যানী,—ঘোর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন কর এবং চারিদিকে অন্ধকার ঢালিয়া দাও,—যেন ইহারা পরস্পরে পথ-হারা হয় এবং কেহ কাহাকে দেখিতে না পায়। আর তুমি ঐ দুই যুবকের স্বর অনুকরণ করিয়া,—যেন একে অন্যের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে,—এইরূপ ভ্রম জন্মাইয়া দিয়া,—দুই জনকে বিপরীত পথে লইয়া যাও। যখন দেখিবে, পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন,—আমি এই আর একটি পুষ্প দিতেছি—ইহার রস লইয়া লাইসাণ্ডারের চক্ষে ঢালিয়া দিও। তাহা হইলে হেলেনার জন্য তাহার এই নূতন প্রেমোন্মত্ততা আর থাকিবে না।—আবার তাহার পূর্ব্বের সেই স্বাভাবিক-প্রেম ফিরিয়া আসিবে,—আবার হার্ম্মিয়াকে তেমনই করিয়া সে আপনার ভাবিবে,—এবং তাহা হইতে ঐ যুবতীদ্বয়ও পরস্পরের মনোনীত পাত্র লাভে সুখী হইবে, অধিকন্তু উভয়ের এই মনোমালিন্যও দূর হইবে। তখন সকলে বুঝিবে, যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার কিছুই সত্য নহে;—মনে হইবে, ইহা আজিকার এই নিদাঘ-নিশীথের একটা স্বপ্ন

মাত্র।—যাও পক্, যাহা বলিলাম, এখনি তাহা কর। আমি এখন দেখি গিয়া, আমার টিটানিয়া-সুন্দরী কি করিতেছেন!

(১১)

টিটানিয়া তখনও নিদ্রিত ছিলেন। অবারণ্ দেখিলেন, একজন পথভ্রান্ত বোকা-হাবা,—রাণীর লতাকুঞ্জের অনতিদূরে শয়ন করিয়া আছে। পরীরাজ সেই জীবটির মস্তকে একটা গর্দ্দভের মুখস পরাইয়া দিলেন। মুখসটি তাহার মুখে এমনই খাপ্ খাইল যে,তাহা অতি স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অবারণ্ ভাবিলেন, "এই জীবটিকেই,—মদ-গর্ব্বিতা টিটানিয়ার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। জাগ্রত হইয়া ইহার প্রতি চাহিবামাত্র, গর্ব্বিতা-রাণী ইহার অনুরাগিণী হইবে। তখন সুন্দরীর সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিব।"

গর্দ্দভের মুখসটা ধীরে ধীরে পরাইলেও, সেই নির্ব্বোধ হাবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না যে, তাহার আবার এক নূতন খোলস হইয়াছে! তখন সে, পরী রাণী যেখানে নিদ্রিত ছিলেন, সেই লতামণ্ডপ অভিমুখে চলিল।

টিটানিয়া চক্ষু মেলিবামাত্র, সেই অপূর্ব্ব জীবটিকে দেখিতে পাইলেন। অমনি পুষ্পরসের গুণ ধরিল। টিটানিয়া সেই কিম্ভূত-কিমাকার বোকা-হাবাটাকেই, অতুল সৌন্দর্য্যময় বোধ করিলেন। বিস্ময়-সহকারে বলিলেন, "আহা, কি সুন্দরমূর্ত্তি! বুঝি ইনি স্বর্গের কোন দেবতা হইবেন!"

অতঃপর প্রকাশ্যে বলিলেন, "তোমাকে যেরূপ রূপবান্ দেখিতেছি, তুমি কি তেমনই বুদ্ধিমান্?"

সেই জীব বলিল, "বিশেষ বুদ্ধি আছে কি না, জানি না। তবে এই বনটা কোনরকমে পার হইতে পারিলে যথেষ্ট বুদ্ধি আছে বুঝিব।"

প্রণয়-মুগ্ধা রাণী বলিলেন, "না, প্রাণাধিক! বনের বাহিরে যাইবার বাসনা ত্যাগ কর। আমাকে সামান্য পরী ভাবিয়া অবজ্ঞা করিও না। আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি। আমার সঙ্গে এস। তোমার সেবার জন্য আমি অনেক পরী নিযুক্ত করিয়া দিব।"

টিটানিয়া তখন চারিজন পরীকে ডাকিয়া, তাঁহার নবীন-নাগরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "তোমরা এই মধুর মূর্ত্তি, ভদ্র মহোদয়ের সেবায় নিযুক্ত থাক। কেহ, ইঁহার সম্মুখে আনন্দ-উল্লাস কর; কেহ সুস্বাদু ফল আনিয়া দাও; কেহ মধুচক্র হইতে মধু ভাঙ্গিয়া লইয়া আইস।"

অতঃপর সোহাগভরে নব-প্রণয়ীকে কহিলেন, "এস, এস, বঁধু এস। আমার নিকটে ব'স। আমি তোমার এই রোমরাজিপূর্ণ মনোরম গণ্ডস্থল লইয়া ক্রীড়া করি, এবং তোমার এই সুন্দর লম্বা কর্ণ দুটিতে বার বার চুম্বন করিতে থাকি!"

সেই হাবা-বোকা চাষার মরদটা,—তখন প্রণয়বিমুগ্ধা রাণীর সহিত

প্রেমালাপ করা অপেক্ষা,—রাণীর কিঙ্করীগণের উপর প্রভুত্ব করা,—সুখকর ও আনন্দজনক বোধ করিল। সুতরাং সে কাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আমার মাথা আঁচ্ড়াইয়া দাও।" কাহাকে বলিল, "মাছিগুলি তাড়াইয়া দাও।" কাহাকে বলিল, "মধু আহরণ করিয়া আনো। কিন্তু দেখিও, সাবধান!—মধুচক্র ভাঙ্গিয়া মধুস্রোতে যেন তুমি ভাসিয়া যাইও না!"

তারপর আপন মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমার মুখে দেখিতেছি, বিস্তর লোম হইয়াছে। নাপিতের বাড়ী যাইয়া এই সকল সাফ করিতে হইবে।"

অতঃপর রাণী বলিলেন, "আমার প্রিয়তম, প্রাণাধিক! কি খাইবে বল? যদি সুরসাল কোন সুস্বাদু ফল ভক্ষণে অভিলাষ থাকে, তো বলো,—আমার কিঙ্করীগণ এখনি তাহা আনিয়া দেয়।"

গর্দ্দভের মুখস পরিয়া,—সেই হতভাগ্য নির্ব্বোধ গর্দ্দভের আহারের প্রবৃত্তিও পাইয়াছিল সে বলিল, "ও সকলে আমার রুচি নাই; যদি পারো, তবে কিছু শুক্নো মটর আনিয়া দাও। কিন্তু এখন আমার বড় ঘুম আসিতেছে, তোমার দাসদাসীদিগকে বারণ করিয়া দাও, যেন কেহ আমায় বিরক্ত না করে।"

রাণী বলিলেন, "তবে এস, তুমি আমার এই বাহুতে মস্তক রাখিয়া সুখে নিদ্রা যাও।—তোমায় আমি কত ভালবাসি, প্রাণাধিক!"

---

(১২)

পরীরাজ অবারণ্ যখন দেখিলেন, রাণীর বাহুলতার মধ্যে সেই জীবটি অবাধে নিদ্রা যাইতেছে, তখন তিনি রাণীর সম্মুখীন হইলেন এবং রাণীর এই অভিনব প্রণয়াসক্তি দেখিয়া, রাণীকে যৎপরোনাস্তি মিষ্ট ভৎসনা ও শ্লেষ করিলেন।

রাণী আর কি বলিবেন,—লুকাইবার চেষ্টা করাও বৃথা।—কেন না, সেই হতভাগ্য নির্ব্বোধটা,—তখন পর্য্যন্তও রাণীর ভুজপাশে আবদ্ধ হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছে!—প্রেমের নিদর্শন-স্বরূপ তাহার মস্তকও কুসুম-মালায় শোভিত রহিয়াছে!

অবারণ্ রাণীকে খুব শ্লেষ-বিদ্রূপ উপহাস করিলেন। তারপর সুবিধা বুঝিয়া, মাতৃহীন সেই বালকটিকে পাইবার জন্য জেদ্ দেখাইলেন।

রাজা স্বয়ং, রাণীকে অন্যের প্রতি প্রণয়াসক্ত দেখিলেন;—লজ্জায় ও ঘৃণায় রাণী তখন আর এ সামান্য বিষয়ে অস্বীকার করিতে পারিলেন না, পরীরাজকে বালকটিকে দিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন।

এইরূপে অবারণের বহুদিনের বাসনা চরিতার্থ হইল;—বালকটিকে তিনি ভৃত্যরূপে পাইলেন। পুষ্পরসের প্রভাবে রাণীকে এইরূপ দুর্দ্দশার মধ্যে ফেলিয়া, পরীরাজ এখন মনে মনে দুঃখিত হইলেন। রাণীকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য, তখন তিনি অন্য পুষ্পের রস, রাণীর চক্ষে ঢালিয়া দিলেন। রাণীর আবার পূর্ব্বদৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। তিনি তখন সেই গর্দ্দভমূর্ত্তি জীবটির প্রতি চাহিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! এই পশুমূর্ত্তি হতভাগাটার প্রতি কিরূপে আমি অনুরক্ত হইয়াছিলাম!"

পরীরাজ অবারণ্ তখন সেই নীরেট মূর্খের মুখ হইতে সেই গর্দ্দভের মুখসটি খুলিয়া লইলেন। হতভাগ্য তখনও নিদ্রা যাইতে লাগিল। কৃত্রিম মুখস উন্মোচিত হইল বটে, কিন্তু তাহার সেই স্বাভাবিক গর্দ্দভ-মস্তিষ্ক তেমনই রহিয়া গেল।

পরীর রাজা ও রাণীর এইরূপে পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল। তখন পরীরাজ অবারণ্ সকল রহস্য প্রকাশ করিলেন, এবং সেই কানন মধ্যে সেই প্রণয়োন্মত্ত যুবক যুবতীদিগের কথা আনুপূর্ব্বিক রাণীকে বলিলেন। ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমরা যথাস্থানে বলিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পরিণাম কি হইল, তাহা দেখিবার জন্য, অবারণ্ ও টিটানিয়া সেইদিকে গেল। চলুন পাঠক পাঠিকে, আমরাও যাই, ব্যাপারখানা কি, দেখি!

---

(১৩)

অবারণ্ ও টিটানিয়া দেখিলেন যে, সেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকদ্বয়, নবদূর্ব্বাদল-শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহাদের অনতিদূরে তাঁহাদের স্ব স্ব প্রণয়িনীদ্বয়ও ঘুমাইতেছেন। পক্ তাহার পূর্ব্বভ্রম দূর করিতে এবার সাধ্যমত যত্ন করিয়াছিল এবং কৌশলে সকলকে একত্র করিতেও সক্ষম হইয়াছিল। এখন সে সুযোগ পাইয়া,—তাহার প্রভুর আদেশমত, অন্য পুষ্পের রস, লাইসাণ্ডারের চক্ষে ঢালিয়া দিয়া, তাঁহার মোহ দূর করিয়া দিল।

হার্ম্মিয়া সর্ব্বপ্রথমে জাগিয়া উঠিলেন। তিনি লাইসাণ্ডারকে পার্শ্বে দেখিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন, এবং তাঁহার সেই অব্যবস্থচিত্তের কথা ভাবিয়া কিছু আশ্চর্য্যও হইলেন।

লাইসাণ্ডারও নিদ্রাভঙ্গে হার্ম্মিয়াকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মোহ ঘুচিয়াছে; পূর্ব্বদৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়াছে; পূর্ব্ব-জ্ঞানও যথারীতি হইয়াছে; —সুতরাং এক্ষণে হার্ম্মিয়ার প্রতি তাঁহার সেই পূর্ব্বপ্রেম, আবার তেমনই ভাবে ফিরিয়া আসিল। তখন যুবক যুবতী নানাপ্রকার প্রণয়-আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই জনের কেহই বুঝিতে পারিলেন না যে, গত রাত্রির ঘটনা সকল বাস্তব কি না। উভয়েরই মনে হইল, বোধ হয় উভয়েই সেই নিদাঘ-নিশীথে একই রকমের স্বপ্ন দেখিয়াছেন!

এদিকে ডিমিট্রিয়াস্ এবং হেলেনাও জাগ্রৎ হইলেন। সুনিদ্রায় হেলেনার বিক্ষুব্ধ-হৃদয় বেশ শান্ত হইয়াছিল। ডিমিট্রিয়াসের প্রণয়ালাপ,—এক্ষণে তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে শুনিতে লাগিলেন। এখন আর তাঁহার সেই প্রণয়ালাপ,—বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হইল না।—অকপট হৃদয়ের অকপট ভালবাসা জানাইয়া, উভয়েই উভয়কে সুখী করিলেন।

অতঃপর দুই সখীতেও মিল হইল। হার্ম্মিয়া ও হেলেনার অসদ্ভাবের আর কোন কারণ রহিল না। তখন সকলে মিলিয়া সুহৃৎভাবে পরামর্শ করিতে লাগিলেন,—কি করিলে সকল দিকে সু-রাহা হয়। পরামর্শে স্থির হইল, ডিমিট্রিয়াস্ এথেন্সে গিয়া, হার্ম্মিয়ার পিতা ইজিয়াস্‌কে বলিবেন যে, তিনি আর হার্ম্মিয়ার প্রার্থী নন। তাহা হইলেই ইজিয়াস্‌ও কন্যাকে ক্ষমা করিবেন এবং লাইসাণ্ডারের সহিত তাঁহার বিবাহও দিবেন।

এই স্থির হইয়া ডিমিট্রিয়াস্ এথেন্স যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সকলে দেখিতে পাইলেন, ক্রোধমূর্ত্তি ইজিয়াস্,—পলায়িতা কন্যার অনুসন্ধানার্থ সেইখানে উপস্থিত হইতেছেন। ডিমিট্রিয়াস্ তখন ইজিয়াস্‌কে একে একে সকল কথা নিবেদন করিলেন, এবং হার্ম্মিয়ার প্রতি প্রসন্ন হইয়া লাইসাণ্ডারের সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে অনুরোধ করিলেন।

ইজিয়াসের মন নরম হইল। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অধিকন্তু কহিলেন, "ভাল, যে চতুর্থ দিনে, রাজবিধি অনুসারে, অবাধ্য হার্ম্মিয়ার

প্রাণদণ্ডের কথা ছিল, সেই দিনে আমি সর্ব্বজন-সমক্ষে লাইসাণ্ডারের করে হার্মিয়াকে অর্পণ করিব!”

অতঃপর ডিমিট্রিয়াসের সহিত হেলেনারও ঐ দিন শুভ-বিবাহ হইবে স্থির হইল। সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। সকলেই হাসি মুখে, মনের সুখে, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরীরাজ অবারণ্ ও পরীরাণী টিটানিয়া অলক্ষ্যে থাকিয়া, এই মিলনদৃশ্য দেখিতেছিলেন, এবং ইঁহাদের সকলের কথা শুনিতেছিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের প্রিয়-অনুচর পকের কৌশলেই নায়ক-নায়িকাগণের পরস্পরের মিলন সংঘটিত হইল, তখন আর তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। রাজা ও রাণীতে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, নায়ক-নায়িকাগণের এই আনন্দ-মিলন-উপলক্ষে তাঁহারাও আপন রাজ্যে আনন্দোৎসব করিবেন।

এদিকে যথাদিনে, শুভক্ষণে, লাইসাণ্ডারের সহিত হার্মিয়ার, এবং ডিমিট্রিয়াসের সহিত হেলেনার শুভ-পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষে সে দিন সমস্ত পরীরাজ্যেও আনন্দোৎসব হইতে লাগিল।

যাঁহারা এই গল্পটি উদ্ভট বলিয়া অনাস্থা করিবেন, তাঁহারা নিদাঘ-নিশীথে এইরূপ একটা স্বপ্ন দেখিয়াছেন মনে করিলেই চলিবে।

তৃতীয় রিচার্ড।

(KING RICHARD THE THIRD.)

(১)

ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ হেনেরিকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, চতুর্থ এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ইহাঁরা তিন ভাই। প্রথম,—রাজা এডওয়ার্ড, দ্বিতীয়, জর্জ্জ,—ক্লারেন্সের ডিউক; তৃতীয়, রিচার্ড,—গ্লষ্টরের ডিউক। তিন ভা'য়ে কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতেন না,—কাহারও প্রতি কাহার একটুকু মমতাও ছিল না। এই মমতা না থাকিবার এবং বিশ্বাস না করিবার কারণ এই,—রাজ্যলাভের জন্য পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট করিতে পারেন। বিশেষ, এক পিশাচসিদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া, এডওয়ার্ড বড়ই উৎকণ্ঠিত ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। সে ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম্ম এই,—যাহার নামের আদ্যক্ষরে "জি", সেই ব্যক্তি রাজাকে হত্যা করিয়া রাজ-সিংহাসন লাভ করিবে। অধিকন্তু রাজার সন্তানগণও তৎকর্ত্তৃক নিহত হইবে। এখন এই গণনায় বিশ্বাস করিয়া, রাজা এডওয়ার্ড যার-পর-নাই উৎকণ্ঠিত হইলেন। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমেই তিনি দ্বিতীয় ভ্রাতা—জর্জ্জকে কারারুদ্ধ ও বন্দী করিলেন। কারণ ইহাঁর নামের আদ্যক্ষর "জি"।

ঘটনা যখন এইরূপ দাঁড়াইল, তখন তৃতীয় রাজভ্রাতা—গ্লষ্টরের ডিউক—রিচার্ড,—একদিন লণ্ডনের রাজপথে একাকী দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন,—

"ইয়র্কের অশান্তি-শীত গিয়াছে, সুখ-শান্তিময় বসন্ত আসিয়াছে। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি সমস্ত বিপদ-মেঘ যাহা আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল, তাহা আর এখন নাই। আমাদের কপোলদেশ জয়-মাল্যে শোভিত হইয়াছে। সেই ভয়াবহ যুদ্ধের ঢক্কাধ্বনি,—এখন প্রমোদ-সভায় পরিণত। সুমধুর বাঁশরীরবে এবং উৎসবময় নৃত্যগীতে,—এখন সমগ্র দেশ শান্তিময়।——কিন্তু হায়! আমার ভাগ্যে এ সব কিছুই নাই। অমল-ধবল-উজ্জ্বল মুকুরে হাসি-মুখ দেখিতে আমি সৃজিত হই নাই। প্রেমের মহিমা আমাতে নাই,—সুতরাং রমণী-সমাজে প্রীতিলাভ করিবার আশাও আমার নাই। হায়! আমি দেহের লাবণ্যে বঞ্চিত, চতুর স্বভাবদ্বারা গঠিত,—এবং প্রকৃতি-কর্তৃক কুৎসিত আকার প্রাপ্ত হইয়া অতি নিষ্ঠুররূপে অনুশাসিত। এই অসম্পূর্ণ কদাকার দেহে,—পিঠে একটি কুঁজ ধারণ করিয়া, যখন আমি দোঁড়াইয়া দাঁড়াই, তখন কুকুর-গুলা অবধি ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। সর্বক্ষণে আমার আনন্দ নাই, শান্তি নাই। কেবল সূর্য্যের ছায়ায় নিজ প্রতিবিম্ব দেখি, এবং তাহা লইয়াই যাহা কিছু আলোচনা করি। হায়! আমার এ দুঃখের সীমা নাই, শেষ নাই।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গ্লষ্টর পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,—

"সংসারের সকল উৎকৃষ্ট বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া, আমি দুরাত্মা দুর্বৃত্ত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছি। যে অব্যর্থ দুরভিসন্ধি আমার মনে জাগিতেছে, তাহা অবশ্যই আমি কার্য্যে পরিণত করিব। ইহার আরম্ভ ভীষণ, সমাপ্তিও ভীষণ। অগ্রে এডওয়ার্ড ও ক্লারেন্সের মধ্যে বিধিমতে বিবাদ বাধাইয়া দিই, তারপর অন্য কথা। এডওয়ার্ড যেমন সত্যবাদী, ন্যায়বান্ ও সরল, আমি তেমনি মিথ্যাবাদী, দুষ্টবুদ্ধি ও বিশ্বাসঘাতক।—"জি" আদ্যক্ষর বিশিষ্ট ব্যক্তিই রাজা ও রাজ-উত্তরাধিকারীর প্রাণনাশ করিবে!—থাক্, এ চিন্তা এখন মনোমধ্যে থাক্,—ক্লারেন্স আসিতেছে।

(সশস্ত্র সৈনিকবেষ্টিত জর্জ্জ বা ক্লারেন্সের প্রবেশ।)

রিচার্ড ওরফে গ্লষ্টর যেন কিছু না জানিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "কি হে ভায়া, এরূপভাবে সৈন্যগণ বেষ্টিত হইয়া আসিবার কারণ কি ?"

ক্লারেন্স বলিলেন, "রাজার হুকুম।"

গ্লষ্টর। কেন,—কারণ?

ক্লারেন্স। কারণ—আমার নাম জর্জ্জ।

গ্লষ্টর। যদি তোমার 'জর্জ্জ'-নামে দোষ হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তোমার এই নাম রাখিয়াছিল, তাহারও এইরূপ দণ্ড পাওয়া উচিত। না হে না,—রাজার অন্য কোন মতলব আছে।—বোধ হয়, দুর্গমধ্যে তোমার অন্য নামকরণ হইবে।

ক্লারেন্স এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। গ্লষ্টর পুনরায় বলিল,—

"কি জানো ভাই, দোষ রাজার নয়,—রাণীর। তিনিই রাজাকে এই ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। তিনি ও তাঁর ভাই, হেষ্টিংস্ নামে আর এক ভদ্রলোককেও এইরূপ বিনাদোষে কারাগারে পাঠাইয়াছিলেন। সুকৃতিবলে নির্দ্দোষ হেষ্টিংস্ আজ মুক্তি পাইয়াছেন।—ভাই ক্লারেন্স! আমাদের আর পরিত্রাণ নাই,—পরিত্রাণ নাই।"

ক্লারেন্স। যদি পরিত্রাণের কথা বলিলে,—তবে সে পথে কেহই নাই। যা আছেন,—রাণীর কুটুম্বগণ এবং মাননীয়া শ্রীমতী সোর মহাশয়ার দূতগণ!

(এই সোর,—রাজার এক উপপত্নী।)

গ্লষ্টর এ কথার বিশেষ পোষকতা করিয়া কহিল, "ভাই! যা ব'লেছ,—এ যাত্রা শ্রীমতী সোর সুন্দরীর প্রিয়-ভৃত্য হইয়া থাকিতে পারিলেই মঙ্গল, নচেৎ নয়। কথাটা ক্রমে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িতেছে।"

যাহারা ক্লারেন্সকে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে লইয়া যাইতেছিল, তাহাদের প্রধান ব্যক্তি বলিল,—"মহাশয়! ক্ষমা করিবেন, রাজার আদেশ আছে, এরূপ কোন কথা বার্ত্তা না হয়।"

চতুর গ্লষ্টর কথাটা উল্টাইয়া লইয়া বলিল, "না হে না,—বুঝিতেছ না, আমরা কি বলিতেছি?—বলিতেছি, রাজা জ্ঞানী, গুণী ও ধার্ম্মিক এবং তাঁহার মাননীয়া দ্বিতীয়মহিষী,—ন্যায়পরায়ণা ও দয়ার্দ্রহৃদয়। হিংসা, দ্বেষ তাঁহার কিছুই নাই। কি সুন্দর তাঁহার চরণ, কি সুন্দর তাঁহার ওষ্ঠাধর, কি সুন্দর তাঁহার কথাবার্ত্তা! রাণীর আত্মীয়াগণও অতি ভদ্রমহিলা,—আপনি কি এসব অস্বীকার করেন?"

সেই ব্যক্তি পুনরায় বিনীতভাবে কহিল, "মহাশয়! আমরা হুকুমের চাকর,—আমাদের সহিত এ সকল কথা আলোচনা করিবেন না,—এ সব বিষয়ে আমরা কিছু খবর রাখি না।"

এবার ক্লারেন্স বলিলেন, "আপনার কার্য্যভার আমি জানি। অবশ্য, আপনার কথানুসারে চলাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা রাণীর ঘৃণার পাত্র,—ক্রীতদাসস্বরূপ।"

অতঃপর গ্লষ্টরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! বিদায়।"

গ্লষ্টর। আমি এখনই রাজার কাছে যাইব। যুক্তি-তর্কেই হউক আর অনুনয়-বিনয় করিয়াই হউক, তোমাকে মুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইব। দেখ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ দুঃখ, আমার কিছুতেই সহিবে না।

ক্লারেন্স্ এই সহানুভূতিসূচক কথায় আর্দ্র হইলেন। অশ্রুসিক্ত হইয়া আবেগভরে কহিলেন, "বুঝিলাম, আমার এই অযথা কারাদণ্ডে সকলেই দুঃখিত।"

গ্লষ্টর। ভাই! তোমাকে অধিকদিন এই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে না। আমি যেরূপে পারি, তোমায় মুক্ত করিব,—তোমার জন্য নিজেকে কারাবাসী হইতে হয়, তাহাও স্বীকার। আপাততঃ তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকো।

ক্লারেন্স। আমি অবশ্যই ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিব। —বিদায়।

ক্লারেন্সকে লইয়া লোকজনেরা প্রস্থান করিল।

এইবার দুর্ম্মতি গ্লষ্টর মনে মনে বলিতে লাগিল,—

"যাও,—যে পথে যাইতেছ, আর যেন ফিরিতে না হয়! হায়, ক্লারেন্স কি নির্ব্বোধ ও বিষয়বুদ্ধিহীন!—ক্লারেন্স, তোমাকে আমি এত ভালবাসি যে, শীঘ্রই তোমার আত্মাকে আমি স্বর্গে প্রেরণ করিতেছি!—এখানে আবার ঐ আসিতেছে কে? নূতন কারামুক্ত হেষ্টিংস্ না?"

হেষ্টিংস্ সেই স্থানে আসিয়া, রাজভ্রাতা গ্লষ্টরকে সম্ভ্রমসূচক অভিবাদন করিলেন। গ্লষ্টরও প্রতি-অভিবাদন করিয়া কহিল, "আসুন আসুন, এখন স্বাধীনতার মুক্তবাতাসে আসুন। বন্দীদশায় কিরূপ ছিলেন বলুন দেখি?"

হেষ্টিংস্। "প্রভো! বন্দিগণ যেমন ধৈর্য্যসহকারে থাকে, আমিও সেই

ভাবে ছিলাম। যাঁহারা আমার কারাবাসের কারণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ।”

গ্লষ্টর স্মিতমুখে বলিল, “সন্দেহ নাই,—সন্দেহ নাই। শুনিয়া থাকিবেন, আজ প্রিয়-ভ্রাতা ক্লারেন্সেরও আপনার ন্যায় দশা হইয়াছে।”

হেষ্টিংস্। অতি দুঃখের বিষয়। সময়গুণে এখন এই রকমই হইতে চলিল।—ঈগল পক্ষী বন্দী হইবে, আর চীল শকুনি প্রভৃতি ইতর পক্ষিগণ যথেচ্ছাচারী হইয়া শিকার করিবে।—সকলই কালের ধর্ম্ম!

গ্লষ্টর। যাক্ ওকথা,—এখন আর-আর সংবাদ কি বলুন?

হেষ্টিংস্। অন্য খবর আর কিছু নাই,—রাজা বড় পীড়িত। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল,—রোগ নানাপ্রকার। চিকিৎসকও এজন্য চিন্তিত।

গ্লষ্টর। অতি দুঃসংবাদ, সন্দেহ নাই।—তিনি কি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়াছেন?

হেষ্টিংস্। হাঁ।

গ্লষ্টর। আপনি অগ্রসর হউন, আমি একটু পরে যাইতেছি।

হেষ্টিংস্ নামে সেই ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলেন।

গ্লষ্টর ভাবিতে লাগিল,—“অতি সুসংবাদ! আমার আশা হয়, রাজা এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ক্লারেন্সকে স্বর্গে পাঠাইতে পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত তাঁর মরা হইতেছে না। আমি রাজার কাছে যাইব,—ক্লারেন্সের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও সন্দেহ আরও উদ্রিক্ত করিব। এ বিষয়ে অকাট্য-রকম প্রমাণও দিতে হইবে। ক্লারেন্স মরিলে, ঈশ্বর রাজাকেও লইবেন। তখন আমার কি সুখের দিন আসিবে!—মনের সাধে তখন আমি ভোগবাসনা চরিতার্থ করিব। পৃথিবী তখন আমার নন্দন-কানন হইবে। রাজা হইয়া আমি মেরী-ওয়ার-উইকের কনিষ্ঠকন্যাকে বিবাহ করিব। সে বিবাহ ভালবাসার জন্য নহে,—আমার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য। দূর হোক,—আমি এ কি বল্‌চি,—এ যে “গাছে না উঠ্‌তে এক কাঁদি!”—ক্লারেন্স এখনও জীবিত,—এডওয়ার্ড এখনও জীবিত,—আর আমি এই সব ভাব্‌চি? অগ্রে কার্য্যোদ্ধার করি, তার পর লাভ-লোকসান খতিয়ান করিব।”

পাপিষ্ঠ এইরূপ আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল।

(২)

এদিকে ষষ্ঠ-হেনেরির শব-দেহ লইয়া তাঁহার পুত্রবধূ অভাগিনী এন্,—শোকবসন পরিয়া, লোকজন সমভিব্যাহারে, বিলাপ করিতে করিতে চলিয়াছেন। এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বেই, এনের স্বামীকে গ্লষ্টর নিহত করিয়াছে। এখন সেই রোরুদ্যমানা অনাথিনীর সহিত গ্লষ্টরের যেরূপ কথাবর্ত্তা হইল, তাহার একটু পরিচয় দিব।

শবদেহ কফিনে লইয়া, শব-বাহকেরা চলিয়াছে, লেডী এন্ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"তোমরা এই পুণ্যময় ভার নামাও। ইহার আত্মার প্রীত্যর্থে,—আমি কিছুক্ষণ শোকাশ্রু বর্ষণ করি।—হে রক্তহীন দেহ! হে লাবণ্যহীন বিবর্ণ মূর্ত্তি! হে রাজবংশের অবশিষ্ট স্মৃতি! তোমার এই শোকাবহ মৃত্যুতে, আমি অরুন্তুদ ক্রন্দনে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করি। যে পিশাচ তোমাকে হত্যা করিয়াছে, তাহার অনন্ত নরক হউক! যে নরঘাতী নিষ্ঠুর এই ভীষণ কাজ করিয়াছে, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে অভিশপ্ত করি, তাহার সর্ব্বনাশ হউক। যদি তাহার সন্তান থাকে, সে সন্তান বিকৃত-দেহ পিশাচ-আকৃতি হউক। তাহার সে বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া, যেন তাহার পিতামাতাও ভয় পায়। তাহার বংশে বাতি দিতে কেহ যেন অবশিষ্ট না থাকে!"

এই সময়ে গ্লষ্টর সেখানে উপস্থিত হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"শব-বাহকগণ! থামো, থামো, অপেক্ষা করো।"

গ্লষ্টরকে দেখিয়াই, ক্রোধে, দুঃখে, অভিমানে ও ঘৃণায়, লেডী এনের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। এন্ মনের আবেগে বলিয়া উঠিলেন,—

"এ পিশাচকে এ সময়, কোন্ যাদুকর এখানে আহ্বান করিল?"

গ্লষ্টর পুনরায় শব-বাহকগণকে দাঁড়াইতে বলিল। ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে কহিল,"অবাধ্য কুকুরগণ! দাঁড়া,—আমার আদেশ পালন কর্। নচেৎ এখনি তোদিগকে পদাঘাত করিব ও যমালয়ে পাঠাইব।"

শববাহকগণ ভয়ে শবদেহ নামাইল। লেডী এন্ বলিলেন,—

"তোমরা ভয়ে কাঁপিতেছ কেন?—অথবা তোমাদের দোষ নাই।—নরচক্ষে তোমরা পিশাচের দৃষ্টি কিরূপে সহ্য করিবে? (গ্লষ্টরের প্রতি) দূর

হ,—নরকের প্রেত! মানুষের দেহের প্রতিই তোর যা ক্ষমতা,—আত্মার প্রতি নহে!—দূর হ পিশাচ।”

পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর,—এই ভৎসনা, একটুও গায়ে না মাখিয়া,স্মিতমুখে বলিল,—

“হে সুর-সুন্দরি! দোহাই তোমার,—রাগ করিও না।”

এন্ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,“ঈশ্বরের শপথ,—তুমি এখানে থাকিয়া আর আমাদের যন্ত্রণা বাড়াইও না!—হায়! তুমি এই সুখশান্তিময় পৃথিবীকে নরক করিয়াছ! তুমিই ইহাকে আর্ত্তস্বরে পূর্ণ করিয়াছ! দেখ,—নয়ন মেলিয়া দেখ,—তোমার কীর্ত্তির ধ্বজা!—দেখ দেখ,মৃত হেনেরির দেহ হইতে রক্তপাত হইতেছে! অহো, কি লজ্জা,—কি ঘৃণা! তোমার আগমনেই এই অস্বাভাবিক ক্রিয়া হইল! যে দেহে আদৌ রক্ত নাই,—যে শিরা এক্ষণে নিষ্ক্রিয়,—তাহা হইতেই এই সম্মোরক্ত নিঃসৃত হইল!—পিশাচ, তোর অস্বাভাবিক কার্য্য হইতেই এই অস্বাভাবিক কার্য্যের উৎপত্তি!—হে ঈশ্বর! যে এই পুণ্যবান্ রাজাকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়াছে, তুমি তাহাকে প্রতিশোধ দাও। হে বসুন্ধরে! তুমি আজ যে রক্তে রঞ্জিত হইয়াছ, তাহার প্রতিবিধান করিও! হে স্বর্গ তুমি এই নর-ঘাতককে বজ্রাঘাতে চূর্ণ কর। ধরিত্রি, এই মহাপাপীকে গ্রাস কর!”

গ্লষ্টর। হে সুন্দরি! ক্রোধ করিও না,—করুণা কর। দেবি! করুণার বলে অভিশাপও আশীর্ব্বাদে পরিণত হয়।

এন্। পিশাচ, ইহা কি তোর অন্তরের কথা? তোর হৃদয়ে কি এতটুকুও করুণা আছে? বুঝিলাম, তুই পশুবিশেষ—না, না, পশুতেও যে দয়া জানে, তুই তাহাও জানিস না।

গ্লষ্টর। না, সুন্দরি! আমি কিছুই জানি না,—সুতরাং পশুও নই।

এন্। কি আশ্চর্য্য! পিশাচেও কেমন সত্য কথা বলে!

গ্লষ্টর। অধিক আশ্চর্য্য,—দেবীতে যখন এইরূপ রাগ করেন! সত্য বলচি,—হে আদর্শ রমণি! আমার প্রতি ইহা তোমার অবৈধ দোষারোপ মাত্র! আমি প্রমাণ দিতেছি,—দয়া করিয়া শুনুন।

এন্। পিশাচ! তোর প্রমাণ-বাক্য শুনিব? কেন,—অভিশাপ দিব বলিয়া? হতভাগ্য, গলায় দড়ি দিয়া মর্!

গ্লষ্টর। আমি তোমার শ্বশুর প্রভৃতিকে হত্যা করি নাই।

এন্। তবে তাঁহারা জীবিত আছেন,—বলিতে চাও?

গ্লষ্টর। না, এডওয়ার্ডের হস্তে তাঁহারা নিহত হইয়াছেন।

এন্। মিথ্যাবাদী এখনও মিথ্যা বলস্? তোর রক্ত-কলুষিত-হস্ত,—স্বয়ং রাণী মার্‌গারেট দেখিয়াছেন! তবে তোর ভ্রাতৃগণও সে পাপ-স্থানে উপস্থিত ছিল বটে।

গ্লষ্টর। আমারই দুরদৃষ্ট,—সকল দোষ এখন আমার স্কন্ধে অর্পিত।

এন্। কি, তুই রাজাকে হত্যা করিস্ নাই?

গ্লষ্টর এ কথা মানিয়া লইয়া বলিল, "যাই হোক, তিনি উপযুক্ত স্থানে গিয়াছেন,—স্বর্গে তাঁহার বাসস্থান হইয়াছে।"

এন্। তা তুই নিশ্চয়ই সে স্থানের উপযুক্ত নোস্।

গ্লষ্টর। তজ্জন্য আমাকে ধন্যবাদ দাও যে আমি অমন স্থানে তাঁহাকে পাঠাইয়াছি!

এন্। কিন্তু একমাত্র নরক ব্যতীত, তোর স্থান এ ত্রিভুবনে নাই।

গ্লষ্টর। হাঁ সুন্দরি, আর একটি স্থানে আছে।

এন্। কোথায়?

গ্লষ্টর। তোমার শয়ন-কক্ষে!

এইরূপে সেই মহাপাপীর রঙ্গ-রসিকতা চলিতে লাগিল। শেষ পাপিষ্ঠ উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "সুন্দরি! তোমার অনুপম রূপরাশিই আমাকে এই ভীষণ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে। যে যাইবার, সে গিয়াছে,—এখন এই প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ কর!—তোমার ঐ কুসুম-কোমল-বক্ষে আমাকে ক্ষণেকের জন্যও স্থান দাও! তোমার প্রেমময় মুখ দেখিয়া, আমি সকল দুঃখ বিস্মৃত হইব।"

এন্। হায়! তোর পাপ বাসনা পূর্ণ করিব? তোর এই ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হইব? তাহাপেক্ষা যেন আমার দেহ অঙ্গারময় হইয়া যায়!

গ্লষ্টর। না সুলোচনে! এমন কথা বলিও না। তোমাকে বক্ষে ধারণ করিতে না পারিলে, আমি প্রাণে বাঁচিব না।

এন্। প্রাণে বাঁচিয়া কাজ কি?—তোমার মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়।

গ্লষ্টর। সুভাষিণী! আর আমায় বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিও না,—আমি একান্তই তোমারি।

এন্। প্রতিহিংসাই আমার ব্রত;—কতদিনে আমার সে ব্রত উদ্যাপিত হইবে?

গ্লষ্টর। ছি, প্রেমময়ি! যে তোমাকে চায়,—যে তোমারে ভালবাসে, তাহার সহিত কি এরূপ বিবাদ সাজে?

এন্। বিলক্ষণ সাজে,—যে আমার স্বামীকে নিহত করিয়াছে, তাহার সহিত আমি আবার ভদ্র-ব্যবহার করিব কি!

গ্লষ্টর। তবু সুবদনি,—আমার মুখ চাহিয়া!—এক স্বামী গিয়াছে, অন্য যোগ্যতর স্বামী হইবে।

পাপিষ্ঠ আপনাকে ভাবী-স্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। শুনিয়া এন্, তাহার গাত্রে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলেন।

বেহায়ার তাহাতেও লজ্জা হইল না,—কহিল, "দেখ তোমার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি! তুমি যত বল, যত তিরস্কার কর,—আমি কিছুতেই তোমার আশা ছাড়িতে পারিব না। তোমার এই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে যদি আমায় মরিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ,—তথাপি আমি এখান হইতে নড়িব না। এই আমি পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলাম; এই আমি বক্ষঃ প্রসারিত করিয়া রহিলাম;—আমার এই অসি গ্রহণ কর; যদি আমার বাসনা পূর্ণ কর—ভালই, নচেৎ এই অস্ত্রে আমার সকল যন্ত্রণা দূর করিয়া দাও।—না, ভূতলে নিক্ষেপ করিও না,—পুনরায় ঐ অসি গ্রহণ কর।—হয়, আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমার জীবন দান কর,—নয়, আমার সকল যন্ত্রণা দূর করিয়া দাও।"

এন্। না, যদিও তোমার নিধন আমার প্রার্থনীয়, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করিব না।

গ্লষ্টর। তবে অনুমতি দাও, আমি আত্মহত্যা করিয়া, সকল যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাই?

এন্। স্বচ্ছন্দে।

গ্লষ্টর। বল,—বল সুভাষিণি! আবার বল—তোমার ঐ চাঁদ-মুখে ঐ

শেষ মধুর বাণী শুনিতে শুনিতে, যেন আমি এ পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারি! কিন্তু ইহাও নিশ্চয় জানিও, উপস্থিত মুহূর্ত্তে, তোমার একজন প্রকৃত প্রণয়-প্রার্থী—প্রেমাস্পদ, ইহলোক পরিত্যাগ করিল!

এন্। আমি তোমার কোন কথা বিশ্বাস করি না।

গ্লষ্টর। এখনও ঐ কথা?—প্রেমময়ি! মানুষের অস্তিত্বই তবে ভ্রম!

গ্লষ্টর যেন সত্য সত্যই সেই শাণিত অসি আপন বক্ষে বসাইয়া দেয়,—এইরূপ ভাব দেখাইল।

কি ভাবিয়া এবার এন্ বলিল, "থাক্ থাক্ আর আত্মহত্যায় প্রয়োজন নাই।"

গ্লষ্টর। তবে বল, আমাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল?

এন্। তাহা পরে বিবেচনা করা যাইবে।

গ্লষ্টর। তবে আমি আশ্বস্ত হৃদয়ে বাঁচিতে পারি?

এন্। সকল মানুষই এইরূপ বাঁচিয়া থাকে।

গ্লষ্টর মনে মনে বলিল, "এতক্ষণে আমার মনস্কাম সিদ্ধ হইয়াছে!—রমণি! পুরুষের হাত হইতে তুমি নিস্তার পাইবে?"

শেষ, পাপিষ্ঠ কৌশলে, এনের অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিল। কি জানি কেন, এনও তখন আর আপত্তি করিল না,—উপরন্তু মনে মনে সন্তুষ্ট হইল, এবং তাহাকে ধন্যবাদ করিয়া বিদায়গ্রহণ করিল।

এদিকে শব-দেহ লইয়া বাহকগণও যথাস্থানে চলিয়া গেল।

তখন মহাপাপী গ্লষ্টর বুক ফুলাইয়া বলিতে লাগিল,—"হায় অসার রমণী! এই তোমার গর্ব্ব,—এই তোমার তেজ! এই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমি তোমাকে হস্তগত করিলাম! তোমার অভিশপ্ত রসনা, অশ্রুসিক্ত চক্ষু, শোকোচ্ছ্বসিত হৃদয়,—দণ্ডেকের মধ্যে আমি জয় করিয়া লইলাম!—হায়! আজ পূরা তিনমাসও গত হয় নাই,—আমি স্বহস্তে তোমার প্রিয়তম স্বামীর প্রাণবধ করিয়াছি,—তোমার বৈধব্য-দশা ঘটাইয়াছি,—আর আজ এই শোকাবহ ঘটনার মধ্যেই তোমার হৃদয় অধিকার করিয়া লইলাম!—হা অসার রমণী-হৃদয়! তেমন স্বামী,—সেই জ্ঞানী, গুণী, সুদর্শন যুবরাজকে ইতিমধ্যেই তুমি বিস্মৃত হইলে! আমার একটুখানি কাতরতা দেখিয়া, দুটা কথার মার-

পেচ শুনিয়া,—তুমি অনায়াসে আমার হইলে! ভালোই হইল,—অতঃপর তোমাকে লইয়া, আমি নির্ব্বিঘ্নে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারিব।—যাই,—এখন যাই, উত্তম উত্তম্ বেশ-ভূষায় আবৃত হইয়া, আমার এ কুৎসিত কদাকার দেহ লুকাইয় ফেলি।——হে দিবাকর! তুমি এইরূপে উজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিতে থাকো,—যতক্ষণ না আমি একখানি দর্পণ ক্রয় করিয়া আনি,—ততক্ষণ এইভাবে থাকো। আমি একবার আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া লইব। তবে আমি কুৎসিত বা কুব্জ-পৃষ্ঠ নহি। হা অকিঞ্চিৎকর রমণী-প্রেম!"

(৩)

রাজা এডওয়ার্ডের পত্নী রাণী এলিজাবেথ্ দুইজন ভদ্র লোকের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

প্রথম ভদ্রলোক। ভদ্রে, মাননীয় রাজা শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিবেন,—তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। হাঁ, আপনি চিন্তিত হইলে, ফল মন্দ হইতে পারে। আপনি যথারীতি আমোদ-আহ্লাদ করুন এবং সরস মধুর কথায় তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখুন। তিনি যেন বুঝিতে পারেন,—তাঁহার রোগ সামান্য,—এবং তিনি শীঘ্রই সুস্থ হইবেন।

এবার রাণী বলিলেন, "আচ্ছা, ঈশ্বর না করুন, যদি তাঁহার অশুভ হয়, তাহা হইলে আমার কি হইবে, বল দেখি?"

প্রথম ভদ্রলোক। এরূপ রাজা গেলে এমন রাজা আর হইবে না।

রাণী। সকল বিষয়েই বিশেষ ক্ষতি হইবে।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। যাই হোক্, ঈশ্বর আপনাকে এক বিষয়ে সুখী করিয়াছেন,—তখন আপনার প্রিয়তম পুত্রই আপনার সান্ত্বনার স্থল হইবে।

রাণী। হায়, পুত্রটি আমার অপরিণতবয়স্ক,—বালকমাত্র। গ্লষ্টরই তাহার রক্ষক এবং অভিভাবক হইবেন। কিন্তু গ্লষ্টর কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট নন।

প্রথম ভদ্রলোক। ইহা কি ঠিক হইয়া গিয়াছে?

রাণী। হাঁ, মনে মনে হইয়াছে বটে, তবে কথাটা এখনও পাকা হয় নাই। রাজা যদি ভুল বুঝেন, তবে ইহাই হইবে বটে।

এই সময়ে আরও দুইটি ভদ্রলোক সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা রাজাকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাহাও বলিলেন। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলেন?"

প্রথম। ভালই দেখিলাম।

রাণী। তাঁহার সহিত কোন কথাবার্ত্তা হইল কি?

প্রথম। হাঁ, মাননীয় গ্লষ্টর ও আপনার ভ্রাতার সম্বন্ধে দুই এক কথা হইল। তাঁহারা সেখানে আহূত হইয়াছেন।

গ্লষ্টরকে সকলেই ভয় করিত,—মনে মনে ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধাও করিত। উপস্থিত সকলের মধ্যে গ্লষ্টর সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও হইল।

এই সময়ে গ্লষ্টরও সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল,—

"কেন যে লোকে আমার কথা লইয়া এত কাণাকাণি করে, বুঝিতে পারি না। আমি যেন কার কি করিয়াছি! রাজার কাছে কেবলই লাগানি-ভাঙ্গানি,—এই তো চলিতেইছে। তা যে যত পারে বলুক, আমার তাঁহাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। আমি ত মুখে হাসি হৃদে বিষ লইয়া লোকের মন-রাখা কথা বলিতে পারি না; তোষামোদপূর্ণ কথায় ত আমি লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারি না;—সাফ্ সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া ফেলি,—কাজেই আমাকে কেহ পছন্দ করে না। ভাণ যে আমি আদৌ জানি না,—কাজেই ভাণময় সংসারে সকলকে লইয়া আমি মানাইয়া চলিতে শিখি নাই।"

রাণীর ভ্রাতা উত্তর করিলেন,—"তা যাই বলুন, লোকে কিন্তু আপনা-কেই দোষী করে।"

গ্লষ্টর। হাঁ, তোমার মত লোক ত, তা করিবেই। ভাল,—জিজ্ঞাসা করি, তোমার আমি কি অনিষ্ট করিয়াছি,—তোমার সহিত কি দুর্ব্যবহার করিয়াছি?—হে রাজার "বড়-কুটুম্ব" মহাশয়! আপনি মনে মনে যাহাই ভাবন,—ঈশ্বর কিন্তু রাজাকে এ যাত্রা রক্ষা করিবেন।

এ কথায় রাণী কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি কিছু শক্ত শক্ত কথা গ্লষ্টরকে শুনাইয়া দিলেন।

গ্লষ্টর বলিল, "হাঁ, তা তো জানাই আছে,— আমার প্রিয় ভ্রাতা ক্লারেন্স, আপনাদের জন্মই, আজ কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন! রাজাকে বলিয়া তাঁহার মন ভাঙ্গাইয়া, আপনারাই আমায় ভাইকে বন্দী করিয়াছেন!"

রাণী এবার দুঃখের সহিত বলিলেন, "না গ্লষ্টর, এমন কথা বলিও না। বরং আমি ক্লারেন্সের স্বপক্ষে রাজাকে অনেক বলিয়াছি। তুমি অযথা আমার নিন্দা রটাইও না।—নিজ মন দিয়া অন্যের দোষ দেখিও না।"

গ্লষ্টর। হেষ্টিংসের কারাদণ্ডের কারণও কি আপনি নন?

দুইজনের খুব কথা-কাটাকাটি চলিল। শেষ রাণী বলিলেন,—"ভাল, আমি রাজাকে তোমার এই সকল ধৃষ্টতার কথা বলিয়া দিব। তুমি যা-না-তাই বলিয়া, নানারূপ রূঢ় কথায় আমাকে ব্যথিত ও অপদস্থ করিতেছ।—আমি বরং পাড়াগাঁয়ে গিয়া দাসীবৃত্তি করিয়া দিন কাটাইব, তথাপি এমন হিংসা-দ্বেষ-পূর্ণ অশান্তিময় রাণীগিরিতে আমার কাজ নাই।"

এই সময় ষষ্ঠ হেনেরির বিধবা পত্নী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের এই ঘরাও-ঝগড়ায় মনে মনে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিলেন। শেষ নিজেই রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, গায়ের ঝাল মিটাইলেন। গ্লষ্টরকে "পিশাচ", "নরকের কীট" প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিলেন, এবং রাণী এলিজাবেথকে "আমার ভাগ্যে ভাগ্যবতী", "গর্ব্বিতা" প্রভৃতি আখ্যা দিলেন। এই সময় গ্লষ্টর, রাণী প্রভৃতি সকলে একজোট হইলেন। গ্লষ্টর সেই মর্ম্মাহত বিধবাকে বেশ দু'-কথা শুনাইয়া দিল। ষষ্ঠ হেনেরির সেই অভাগিনী বিধবা-পত্নী,—তখন গ্লষ্টরের বিরুদ্ধে সকলকে বলিলেন, "হায়! তোমরা বুঝিতেছ না, কাহার স্বপক্ষে কি কথা বলিতেছ! নির্ব্বোধগণ, এমন একদিন আসিবে, যেদিন তোমরা বুঝিতে পারিবে, এই পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর তোমাদের প্রতি কি নির্ম্মম ব্যবহার করিতেছে! তখন তোমরাও আমার মত এই নারকী—পিশাচকে অভিশপ্ত করিবে।"

গ্লষ্টর,—সেই দুর্ভাগ্যবতী বিধবা রাণীর কোন কথাই গায়ে মাখিল না। বরং সকলের সাক্ষাতে এরূপ মন-ভাব দেখাইল, যেন সে, কতই সাধু! সকলকে বলিল, "আচ্ছা, যাহাদের আর কোন উপায় নাই, তাহারা দুইটা রূঢ়-কথা বলিয়া মনোদুঃখ দূর করে—করুক।—আমি উচ্চ রাজবংশে জন্মগ্রহণ

করিয়াছি,—উচ্চ ব্যক্তির সঙ্গেই আমার বিবাদ সম্ভবে! এরূপ অক্ষম ও দুর্ব্বল রমণীর সহিত বিবাদ করায় আমার ইষ্ট কি? তোমাদিগকেও বলি,—মৃত হেনেরির এই হতভাগিনী বিধবা রাণীর এইরূপ পরুষ ব্যবহারে, কেহ মনঃক্ষুণ্ণ হইও না।"

এই সময় রাজা এডওয়ার্ডের আহ্বানে, গ্লষ্টর ব্যতীত, আর সকলে প্রস্থান করিল। গ্লষ্টর তখন ভাবিতে লাগিল,

"কেমন চাল চালিয়াছি! সকলকে একেবারে 'থ' করিয়াছি। কার সাধ্য আমার মনের ভাব বুঝিতে পারে! ক্লারেন্সের প্রতি আমার কতদূর স্নেহ, তাহাও উহারা বুঝিল; বুঝিল যে, তাহার কারাদণ্ডের জন্য আমি যারপর-নাই কাতর। বাড়ার ভাগে, ক্লারেন্সের কারাদণ্ডজনিত অপরাধ, সমস্তই উহাদের ঘাড়ে চাপাইলাম। আমার এ গূঢ় মতলব, এ উদ্ভট ফন্দি,—উহারা কি বুঝিবে? বাইবেলের দুই চারিটা গৎ আওড়াইয়া, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া, বাহিরে আমি একটি ঋষি সাজিলাম,—কিন্তু অন্তরে ভীষণ কালানল সঞ্চিত করিয়া রাখিলাম!—আমার কার্য্যাবলীর রহস্যভেদ উহারা করিবে?—নির্ব্বোধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মূর্খ জীবগণ!——যাক্, ঐ সেই ঘাতকদ্বয় আস্‌চে,—এখন আসল কাজ শেষ করি।"

দুইজন নরঘাতক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। গ্লষ্টর বলিল, "কেমন তোমরা স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছ তো? আমার আদেশ পালন করিতে পারিবে তো?"

প্রথম ঘাতক বলিল, "হাঁ প্রভু, আমরা ঠিক হইয়া আসিয়াছি। এখন সেই কারাগৃহে যাইবার নিদর্শন-পত্র আমাদিগকে দিন।"

পিশাচ-অবতার গ্লষ্টর হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিল, "বড় সুখী হইলাম। এই লও,—নিদর্শন-পত্র। ঝটিতি কার্য্য শেষ করিও। মনে এতটুকু দ্বিভাব রাখিও না,—মায়া-মমতা-স্নেহ সকল দূর কর। ক্লারেন্স বড় মধুরভাষী; তাহার কোন কথা শুনিও না;—তাহার কাতরতায় গলিও না।"

পিশাচের হাসি হাসিয়া, প্রথম ঘাতক বলিল, "প্রভু, কিছু ভাবিবেন না,—কিছু ভাবিবেন না,—ইহাই আমাদের কাজ। কিঞ্চিৎ পরেই সব বুঝিবেন। আমরা কাজ জানি,—কথা জানি না।"

ঘাতকদ্বয় গ্লষ্টরকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

(৪)

রাত্রিকাল। কারা-কক্ষে বসিয়া দুর্ভাগ্য ক্লারেন্স মর্ম্ম-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন। পার্শ্বে কারা-রক্ষক ব্রাকেন্‌বারি বসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। ব্রাকেন্‌বারি বলিলেন, "প্রভু, আজ আপনাকে এত চঞ্চল ও কাতর দেখিতেছি কেন?"

ক্লারেন্স। গত নিশিথে এক ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মন বড় খারাপ হইয়াছে।

আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া স্নেহস্বরে ব্রাকেন্‌বারি কহিলেন, "কি সে দুঃস্বপ্ন,—জানিতে পারি কি?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ক্লারেন্স বলিলেন,—"বড় ভীষণ—ভয়াবহ সে স্বপ্ন। মনে করিলেও, শরীর শিহরিয়া উঠে।——যেন আমি এই কারাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জাহাজে উঠিয়াছি,—দেখিলাম, আমার ভ্রাতা গ্লষ্টরও আমার সমভিব্যাহারী হইয়াছেন। আমরা দুইজনে এক কক্ষে ছিলাম। গ্লষ্টর বলিলেন, 'এস, ডেকে বেড়াই'। ডেকে ভ্রমণ করিতে করিতে, ইংলণ্ডের পানে চাহিয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে অতীতের কত কথাই স্মরণ করিতেছি,—এমন সময় গ্লষ্টর হোঁচট খাইয়া, ডেকে পড়-পড় হইয়া, আমাকে এক ধাক্কা মারিয়া, সেই ভীষণ সমুদ্রবক্ষে ফেলিয়া দিল। আমার সে সময়কার মনের অবস্থা, সবিশেষ বলিতে আমি অক্ষম।—ওঃ! কি ভীষণ ও গম্ভীর জলকল্লোল আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল! তারপর কি ভয়ঙ্কর ও শোচনীয় মৃত্যুর দৃশ্য আমি চক্ষে দেখিলাম! যেন সেই ভীষণ সমুদ্র সহস্র সহস্র জাহাজ গ্রাস করিয়াছে;—তন্মধ্যস্থ অগণিত নরনারী যেন জীবন হারাইয়াছে;—এবং ভীষণ সমুদ্র-মৎস্যকুল যেন সেই সকল হতভাগ্য ব্যক্তির সর্ব্বশরীর গ্রাস করিতেছে! তারপর যেন আমি সেই সমুদ্রে ডুবিলাম। তলদেশে গিয়া দেখিলাম,—কত স্বর্ণ,—কত মণিমুক্তা,—কত মহামূল্য প্রবাল প্রস্তরাদি বিরাজ করিতেছে! সেই সকল মণি-মুক্তাদি,—কতক বা নর-মস্তিষ্ক-খুলিতে সজ্জিত;—কতক বা মৃত নর-চক্ষুতে ভূষিত! কত অস্থি-কঙ্কাল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত।—অহো! সে দৃশ্য কি ভীষণ!—মনে হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়!"

ব্রাকেন্‌বারি কহিলেন, "আচ্ছা, মৃত্যুকালে আপনি কিরূপে সমুদ্রমধ্যে এই সব আশ্চর্য্যদৃশ্য দেখিবার অবসর পাইলেন?"

ক্লারেন্স। যে সময় আমার আত্মা আমার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম করিল,—সে সময় একটা ঘূর্ণী বাতাসে আমি সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেলাম।—আশ্চর্য্য,—জ্ঞান হারাইয়াও আমি যেন এই সকল দেখিতে লাগিলাম!

ব্রাকেন্‌বারি। এত কষ্টেও আপনি জাগরিত হন নাই?

ক্লারেন্স। না,—জীবন বহির্গত হইলেও যেন আমি এই সব অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। আমার আত্মার উপর দিয়া যেন একটা দুঃখময় স্রোত বহিয়া গেল,—আর সেই স্রোতে ভাসিয়া আমি এই সব দেখিতে লাগিলাম। স্বপ্নের এই অচিন্ত্যনীয় ব্যাখ্যা,—কবি ও দার্শনিকগণই করিতে পারেন। তার পর যেন আমার শ্বশুর ওয়ারুইউকের প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া, জলদগম্ভীরস্বরে আমায় বলিল, "অহো! এই গভীর নরকও তোমার পাপের সমুচিত শাস্তি দিতে পারে না!" তারপর যেন একটি রক্তাক্তদেহ ছায়াময়ী দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া বলিল, "ওহো! ক্লারেন্স আসিতেছে,—সেই মিথ্যাবাদী, হিংস্রক, মহাপাপী আসিতেছে,—যে আমাকে টিউক্‌স্‌বারি ক্ষেত্রে অতি নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়াছিল,—সেই মহাপাপিষ্ঠ আসিতেছে! যমদূতগণ! উহাকে ধর, বাঁধ,—তোমাদের যন্ত্রণাগারে লইয়া যাও!" তারপর বিকট আর্ত্তনাদে আমার কর্ণ বধির ও সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সত্য সত্যই যেন আমি নরকে নিপতিত হইয়াছি।—ওঃ! কি ভীষণ ভয়াবহ স্বপ্ন!

ব্রাকেন্‌বারি। প্রভু, এই ভীষণ স্বপ্নবাণী শুনিয়া আমি ভীত হইতেছি। আপনিও ভীত হইয়াছেন,—বুঝিয়াছি।

ক্লারেন্স। হায় ব্রাকেন্‌বারি! স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি, তাহা সকলই সত্য। সত্যই আমি অনেক পৈশাচিক কার্য্য করিয়াছি। হায়, কাহার জন্য?—এডওয়ার্ডেরই জন্য! এখন সেই এডওয়ার্ডই আমার এ দশা করিলেন!—হা ঈশ্বর! যদিও আমি এখন করুণ প্রার্থনায় তোমার জ্বলন্ত রোষ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব না,—তথাপি আমার নিরীহ স্ত্রী-পুত্রগণকে,—তুমিই রক্ষা করিও।—হে বন্ধু ব্রাকেন্‌বারি!—হে কারারক্ষক! আমার কাছে ব'স,—আমার আত্মা বড় ভারবহ বোধ হ'চ্ছে,—আমি একটু ঘুমাইতে চেষ্টা করি।

ব্রাকেন্‌বারি তাহাই করিলেন, ক্লারেন্স নিদ্রাভিভূত হইলেন।

ব্রাকেন্‌বারি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায় দুঃখ! তোমার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি রাত্রিকে দিন এবং দিনকে রাত্রি কর। রাজা বা দীন-দরিদ্র,—তোমার নিকট অভেদ। রাজ-পদবী বা বিজয়-গৌরব,—সে তো বাহিরের শোভা;—ভিতরের যন্ত্রণা তাহাতে দূর হয় না। রাজাদের নিকট জগৎ অসীম যন্ত্রণাগার। মনের এই অবস্থায়, আমার বোধ হয়, তাহারা এক একবার কাঙালের সহিত আত্মপ্রাণ বিনিময় করিতে ইচ্ছা করে। হায়, মনোরাজ্যে সকলেই সমান!"

এই সময় গ্লষ্টর-প্রেরিত সেই দুইজন ঘাতক তথায় উপস্থিত হইল। ব্রাকেন্‌বারিকে দেখিয়া, প্রথম ঘাতক বলিল, "ও, এখানে এ কে?"

ব্রাকেন্‌বারি সহসা সেই মূর্ত্তিদ্বয়কে দেখিয়া চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? এবং কিরূপেই বা এখানে আসিলে?

প্রথম ঘাতক। ক্লারেন্সের সহিত আমার কিছু কথা আছে;—আমরা পা দিয়া হাঁটিয়া আসিয়াছি।

ব্রাকেন্‌বারি। ইস্, এত সংক্ষিপ্তভাবে মন্তব্য প্রকাশ!

প্রথম ঘাতক। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়!—বিরক্তিকর বেশী কথা কওয়া অপেক্ষা, শ্রুতিমধুকর কম কথা কওয়াই ভাল। এখন এই আদেশপত্র পাঠ করুন,—অধিক কথার প্রয়োজন নাই।

ব্রাকেন্‌বারি সেই আদেশপত্র পাঠ করিলেন। বুঝিলেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে এই দুই ব্যক্তির হস্তে এখন ক্লারেন্সের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল। কারণ—কি, তিনি জানিতে চাহিলেন না। রাজার হুকুম; সুতরাং তাঁহার আর সে কথা জানিয়াই বা লাভ কি?

ব্রাকেন্‌বারি সেই দুই জন নবাগত ব্যক্তির হস্তে কারাবাসীর ভার অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এখন ঘাতকদ্বয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

দ্বিতীয় ঘাতক। কি, আমরা এই নিদ্রিত ব্যক্তিকেই হত্যা করিব?

প্রথম ঘাতক। না, তাহা হইলে সে জাগরিত হইয়া বলিবে, আমরা কাপুরুষের ন্যায় তাহাকে হত্যা করিয়াছি।

দ্বিতীয় ঘাতক। কি রকম,—জাগরিত হ'বে কি রকম? কি নির্ব্বোধ

ভাই তুই! ওরে,—সেই শেষদিনের বিচারের পূর্ব্বে সে আর জাগরিত হইতেছে না!

প্রথম। তা হ'লেও সে তখন বলিবে, আমরা নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে হত্যা করিয়াছি।—বিচারের দিন তো সকলে সকল কথা বলে!

দ্বিতীয়। দেখ, বিচারের দিন—এই কথাটা, হঠাৎ আমার মনের ভিতর কেমন-কেমন ঠেকিল!

প্রথম। কি, তুমি ভীত হইলে নাকি?

দ্বিতীয়। না, তাকে মারিতে ভীত হই নাই,—কারণ আমরা আদেশ পাইয়াছি। কিন্তু সেই বিচারের দিনে আমরা কি বলিয়া জবাবদিহি করিব, তাই ভাবিতেছি।

প্রথম। তুমি তবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতেছ?

দ্বিতীয়। হাঁ, সে বেঁচে থাকে, ইহাই আমার ইচ্ছা।

প্রথম। আমি ফিরে গিয়ে গ্লষ্টরের কাছে একথা বল্‌ব।

দ্বিতীয়। না না, কি জানো ভাই, আমার একটু ভাবোদ্রেক হ'য়েচে, তাই এম্‌নি একটা বল্‌ছিলেম। যাহোক্‌, এ ভাব তবে এই ঘুচে গেল ব'লে!—তুমি মনে মনে এক দুই ক'রে কুড়ি পর্য্যন্ত গণিয়া যাও দেখি,—আমার এ উচ্চ-ভাব এখনি চ'লে যাচ্ছে!

প্রথম। আচ্ছা, তোমার মনের ভাব এখন ঠিক কি রকম হ'চ্ছে বল দেখি?

দ্বিতীয়। সত্যি বল্‌চি ভাই,—একটুখানি বিবেক আসিয়া আমার মনের মধ্যে উঁকিঝুকি মারচে।

প্রথম। কিন্তু মনে রেখো,—এই কার্য্য অন্তে আমাদের সেই পুরস্কারের কথা!

দ্বিতীয় ঘাতক অমনি উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঈশ্বরের দোহাই,—সত্যি বল্‌চি ভাই, তাকে মার্‌বো।"—আমি বথসিসের কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম।

প্রথম। (হাসিয়া) এখন তোমার বিবেকটা কোথায়?

দ্বিতীয়। (হাসিয়া) গ্লষ্টরের সেই টাকার থলিতে।

প্রথম। তাই বল্‌চি, ওসব ভ্রূকুটী-ভঙ্গি আর কেন ভাই,— কাজ শেষ কর। এর পর গ্লষ্টর মহাশয় যখন তাঁর সেই থ'লে খুলে বখসিস বার করবেন, তখন তোমার বিবেক একেবারে উধাও হ'য়ে পালাবে!

দ্বিতীয়। (হাসিয়া) হাঁ, সে কথা এক-শ বার!—কিন্তু ভাই, এটাও ঠিক জেনো,—এমন কম লোক আছে,— কিংবা একজনও নাই,—যার এমন কাজে মনের ভিতর একবার না কেমন-কেমন করে!

প্রথম। কি, তোমার আবার সেই 'ভাব' আসিল নাকি?

দ্বিতীয়। না, না এ ভাবকে আমি আর আস্‌তে দিচ্চি না। ঠিক ব'লেছ ভাই,—এই ভাবটা বড় বিষম জিনিস! ইহা মানুষকে একেবারে কাপুরুষ করিয়া ফেলে। তুমি চুরি করিতে যাও,—এ তোমাকে বাধা দিবে।—তুমি দিব্বি গাল্‌তে যাও, এ তোমাকে বারণ কর্‌বে। তুমি তোমার প্রতিবেশীর কোন নবীনা রমণীর সহিত প্রেম-সম্ভাষণ কর্‌তে যাও,—এ নানারকমে তোমার বাদ সাধ্‌বে। সত্য ব'লেচ ভাই, এমন বেয়াড়া জিনিস আর দু'টি নাই। মানুষের বুকের ভিতর একটা তুমুল গোলযোগ বাধানোই,—এর কাজ। দেখ, বিবেক নামে এই মহাপ্রভুর জন্যেই দৈবযোগে একবার আমি এক টুক্‌রো সোনা পেয়েও নিতে পারিনি।—যে এঁকে আশ্রয় দেয়, সে পথের কাঙাল হয়। এইজন্য নগরে এবং সহরে ইহাঁর আদৌ স্থান নাই। আর দেখ, যারা এঁকে নিজের ত্রি-সীমানায় ঘেঁসিতে না দিয়া, খেয়ালমত, যা ইচ্ছা তাই করে,—তারা কেমন সুখে দিন কাটায় এবং তাদের কেমন ধাঁ ক'রে উন্নতি হয়!—ঠিক ব'লেছ ভাই, এই বিবেকই যত নষ্টের 'কু'।

প্রথম। আ মলো,—এই যে আবার তোমার রোগে আমায় ধর্‌লো দেখচি!—আমারও যে মনটা হঠাৎ কেমন কেমন করিয়া উঠিল,—বুঝি বা আমার দ্বারা এই ব্যক্তির হত্যাসাধন কঠিন হয় ভাই!

দ্বিতীয়। বল কি? দেখ, ঐ কর্ম্মনাশা বিবেকটাকে তোমার মনের মধ্যে কিছুতে আস্‌তে দিও না,—ও বড় অঘটন ঘটায়!—হাঁ, দেখ্‌চি বটে, ও তোমার ঘাড়েও চেপেছে,—তোমাকে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলাচ্চে!

প্রথম। (হাসিয়া) তা হোক্‌, আমি বড়ই স্থিরপ্রতিজ্ঞ;—ও, আমায় কিছু কর্‌তে পারবে না।

দ্বিতীয়। ইস্, তুমি যে দেখ্‌ছি বড় বড় লোকের মত বড় বড় কথা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে!—এস, এখন কাজে ভেজি।

প্রথম। তবে, তুমি তোমার ছোরাখানা বেশ বাগিয়ে ধরো।—ঠিক মেরো। তারপর লাসটা ঐ পাশের কুঠ্‌রীতে ফেলে রেখো।

দ্বিতীয়। বেশ ব'লেচ ভাই!

প্রথম। রও,—সে জেগেছে।

দ্বিতীয়। তবে মারি!

প্রথম। না, ভালো ক'রে কারণ জানিয়ে তাকে মারা ভাল।

সহসা ক্লারেন্স চমকিতভাবে জাগরিত হইলেন। পিপাসিত হইয়া কারারক্ষকের উদ্দেশে কহিলেন,—"বন্ধু ব্রুকেন্‌বারি! আমাকে এক পিয়ালা মদ দাও।"

দ্বিতীয় ঘাতক উত্তর করিল,—"মহাশয়, এক্ষণে প্রচুর মদ্য পান করিতে পাইবেন।"

ঘাতকদ্বয়ের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া, ক্লারেন্স ভীত ও চমকিত হইয়া, কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"কে তোমরা?"

দ্বিতীয়। আপনার ন্যায় মানুষ।

ক্লারেন্স। কিন্তু আমার মত রাজবংশীয় নহ!

দ্বিতীয়। এবং আপনিও আমাদের মত রাজভক্ত নহেন!

ক্লারেন্স। দেখ, তোমার কণ্ঠস্বর বজ্রতুল্য কঠোর; কিন্তু তোমার দৃষ্টি করুণাপূর্ণ।

দ্বিতীয়। হাঁ, আমার কণ্ঠস্বর এখন রাজার,—আর দৃষ্টি আমার নিজের।

ক্লারেন্স। কি কঠোরভাবে এবং দৃঢ়তার সহিত তুমি কথা কহিতেছ! কিন্তু তবু তোমার দৃষ্টি মমতাময়।—কেন আমার প্রতি এরূপ কাতরভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছ?—কে তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে? কি জন্য তুমি এখানে আসিয়াছ?

অর্দ্ধস্ফুটস্বরে তখন সেই ঘাতকদ্বয়ের মুখ হইতে বাহির হইল,—'হত্যা।'

ক্লারেন্স সবিস্ময়ে—চমকিতভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা আমাকে হত্যা করিবে?"

এবারও ঘাতক দুইজন জড়িতস্বরে,—'আ আ' করিতে করিতে,—মনের ভাব প্রকাশ করিল।

ক্লারেন্স বলিলেন, "দেখিতেছি, তোমরা মুখে এ কথা উচ্চারণ করিতেও ভয় পাইতেছে;—সুতরাং বুঝিতেছি, তোমরা অন্তরের সহিত এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও নাই। হায়, এ সময় আমার বন্ধুগণ কোথায়?—আমি কি তোমাদের কোন অনিষ্ট করিয়াছি?

প্রথম ঘাতক। না, আপনি আমাদের কিছুই করেন নাই,—তবে রাজার করিয়াছেন।

ক্লারেন্স। রাজার সহিত কি আমি পুনর্ম্মিলিত হইতে পারিব না?

দ্বিতীয় ঘাতক। না মহাশয়!—অতএব মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হোন্।

ক্লারেন্স। হায়! তোমরা কি নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণবধ করিতে, জগতে আহূত হইয়াছ? হায়, কি অপরাধ আমার? আমি যে, অপরাধ করিয়াছি, তাহার কি কোন নিদর্শন আছে? হায়, এমন কি আইনসঙ্গত বিচার হইল,—যাহাতে আমার প্রাণদণ্ড হইবে! ওহো, আমার প্রতি এই ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা,—যার-পর-নাই অবিচারময়! দেখ, দয়াময় খৃষ্ট আমাদের পরিত্রাণ জন্য, আপন জীবন দিয়াছিলেন,—আর তোমরা এই নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছ?——দোহাই তোমাদের,—ভাই! একটু বিবেচনা কর।

প্রথম। আমরা কি করব বলুন,—আমরা হুকুমের দাস।

দ্বিতীয়। আবার সে হুকুম যে সে ব্যক্তির নয়,—স্বয়ং রাজার।

ক্লারেন্স এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কিন্তু ভাই, সেই রাজার রাজা যখন আমাদের বিচার করিবেন, তখন কি বলিবে, বল দেখি! দেখ, তাঁর রাজ্যে এ বিধান নাই,—কারণ তিনি দয়াময়। সেই দয়াময়ের বিধান যে লঙ্ঘন করে, তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা পাইতে হয়।—একটু বিবেচনা কর ভাই!"

দ্বিতীয়। যাহা বলিলেন, ইহা আপনার নিজের সম্বন্ধেও বলিতে পারেন।—একবার সেই লাঙ্কসায়ারের যুদ্ধের বিবরণটা মনে করুন দেখি!

প্রথম। সঙ্গে সঙ্গে সেই হত্যা,—মিথ্যা,—চাতুরী প্রভৃতি মনে করিয়া, ঈশ্বরের বিধানটা মনে করিবেন!

বিষাক্ত শল্যের ন্যায় কথাগুলা ক্লারেন্সের বুকে বাজিল। তিনি সদুঃখে বলিলেন, "ভাই ঘাতক! যাহা বলিলে, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নয়।—কিন্তু কাহার জন্য আমি সে পাপ করিয়াছি?——এডওয়ার্ডের জন্য,—রাজার জন্য,—আমার ভায়ের জন্য! আর এখন কিনা সেই এডওয়ার্ড,—আমার সেই মার পেটের ভাই,—আমারই প্রাণবধের জন্য, তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন! যুদ্ধে আমি যাহা করিয়াছি, এডওয়ার্ডও তাহা করিয়াছেন। সে বিচার আমারও যেমন হইবে, তাঁরও তেমনি হইবে।—এখানে সে কথা কেন?"

প্রথম সেই যে শ্রীমান্, গুণবান্, সাহসী প্লানটাজেনেটের হত্যা,—কে সে পিশাচের কাজ করিয়াছিল,—মহাশয়?

ক্লারেন্স। বলিয়াছি তো, তাহা প্রধানতঃ ভ্রাতৃস্নেহের জন্য এবং নিজের ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতার জন্যও বটে,—আমিই তাহা করিয়াছিলাম।

প্রথম। তবে আপনিও এখন সহজে মনে করিতে পারেন যে, আপনার সেই ভ্রাতৃস্নেহের পরিণামই—আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম,—এবং আপনার সেই ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ দিবার জন্যই আমরা আপনাকে হত্যা করিব!

ক্লারেন্স এবার অতি কাতরস্বরে কহিলেন, "যদি সত্য সত্যই তোমরা আমার ভাইকে ভালবাসিয়া থাকো,—তবে আমাকে ঘৃণা করিও না। কারণ আমি তাঁহারই ভাই,—তাঁহাকে বড়—বড় ভালবাসি! যদি তোমরা কেবলমাত্র অর্থের জন্য এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকো,—তবে ফিরিয়া যাও,—আমার স্নেহময় ভাই, গ্লষ্টরের কাছে যাও,—আমার এই বিপদের কথা তাঁহাকে বলিও,—আমার জীবনের বিনিময়ে, তিনি তোমাদিগকে প্রচুর অর্থ দিবেন।"

ঘাতকদ্বয় ঈষৎ হাসিল। দ্বিতীয় ঘাতক বলিল, "হায় হতভাগ্য ক্লারেন্স! তুমি ভুল বুঝিয়াছ,—গ্লষ্টরই তোমায় ঘৃণা করেন।"

দৃঢ়তার সহিত ক্লারেন্স উত্তর দিলেন, "না না, তোমরা জানো না,—তিনি আমাকে প্রাণের সমান ভালবাসেন!—যাও, তাঁহার নিকটে যাও,—তোমরা যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।"

ঘাতকদ্বয় অবজ্ঞাসূচক বাক্যে কহিল, "হাঁ, আমরা এই গেলুম ব'লে।"

ক্লারেন্স উদ্বেলিত-হৃদয়ে আবার বলিলেন,—"তাঁহাকে বলিও, যেদিন আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের তিন ভাইকে ডাকিয়া, তাঁহার স্নেহময় জয়যুক্ত হস্ত আমাদের অঙ্গে বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—'বৎসগণ! তোমরা চিরদিন পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিও',—সেইদিনের কথা যেন তিনি স্মরণ করেন।—আমি আশা করি, আমাদের বাল্যের সেই মধুর সদ্ভাব স্মরণ করিয়া, স্নেহময় গ্লষ্টর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিবেন না।"

প্রথম। সে বড় কঠিন ঠাঁই,—প্রস্তরতুল্য কঠোর তিনি।—হা মন্দভাগ্য! তিনিই আমাদিগকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন!

ক্লারেন্স। না না, এমন কথা বলিও না,—তিনি দয়ালু।

প্রথম। ঠিক,—শস্যক্ষেত্রে যেমন বরফপাত! এস, আর অধিক কথার সময় নাই।—তুমি প্রতারিত হইয়াছ,—তিনিই আমাদিগকে তোমার বিনাশার্থ পাঠাইয়াছেন।

ক্লারেন্স। না, তা হইতেই পারে না,—তিনি আমার এই কারাদণ্ডেই অশ্রুপাত করিয়াছেন। আমাকে তাঁহার সেই স্নেহময় বক্ষে ধরিয়া, সান্ত্বনা করিয়া, শপথ পূর্ব্বক তিনি বলিয়াছেন, আমার কারামুক্তির জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন!

দ্বিতীয়। হাঁ,—তা তিনি তোমায় চিরদিনের জন্য মুক্তি দিবেন বটে;—তবে শোকতাপপূর্ণ এ পৃথিবীতে রাখিবেন না,—সেই শান্তিময় স্বর্গলোকে পাঠাইবেন!

প্রথম। তবে মহাশয়, ঈশ্বরকে স্মরণ করুন,—আপনাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে।

ক্লারেন্স। তবে, ভাই তোমাদের অন্তরেও তো সেই প্রেমময়ের মধুর নাম লুক্কাইত রহিয়াছে! তোমরাও তো শেষ-শান্তি-প্রার্থনায়, আমাকে অবসর দিতেছ! তথাপি কেন ভাই, তোমাদের আত্মা এত অন্ধ? কেন তবে তোমরা আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ? (ক্রন্দন)

দ্বিতীয়। বলিয়াছি তো, আমাদের আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই।

ক্লারেন্স। ক্ষমতা নাই?—বিলক্ষণ আছে! তোমরা মনে করিলে, আমার প্রাণরক্ষা হয়! দেখ, রাজপুত্র আমি,—পিঞ্জরাবদ্ধ,—স্বাধীনতায় বঞ্চিত,—

অতি মন্দভাগ্য ;—আজ তোমাদের নিকট জীবনভিক্ষা করিতেছি ;—আমার এই অবস্থাটা একবার স্মরণ কর! হায়, তোমরা যদি এই অবস্থায় পড়িতে, —যদি সহসা দুই জন ঘাতক আসিয়া তোমাদের প্রাণ লইতে উদ্যত হইত,— আর তোমরা কাতরস্বরে জীবনভিক্ষা করিতে থাকিতে, তাহা হইলে কি হইত, একবার ভাবো! দোহাই তোমাদের,—আমার প্রতি সদয় হও!

প্রথম। সদয় ?—কোমল অন্তর ?—ও দুর্ব্বলহৃদয় স্ত্রীলোকেরই ভূষণ!

ক্লারেন্স। না না, এ লোকের ভূষণ নয়,—কাপুরুষের ভূষণ নয়,— অসভ্যের ভূষণ নয়,—ইহাই মনুষ্যত্ব, ইহাই ধর্ম্ম! (কাঁদিতে কাঁদিতে)— ভাই, বন্ধু! এই যে তোমার করুণার্দ্র নয়ন দেখিতে পাইতেছি! এস ভাই, আমার পার্শ্বে এস,—আমার নিকট প্রার্থনা কর!—মনে কর, আজ আমিই তোমার প্রাণ লইতে আসিয়াছি,—আর তুমি আমার শরণাগত হইয়া প্রাণ-ভিক্ষা করিতেছ!—হায়! পথের ভিখারীকে দেখিলেও, মনে যে ভাবের উদয় হয়,—প্রাণভিক্ষাপ্রার্থী রাজা কি তাহা হইতেও বঞ্চিত ?

দ্বিতীয়। প্রভু, পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করুন।

কথা কার্য্যে পরিণত হইল। প্রথম ঘাতক আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, হতভাগ্য ক্লারেন্সের প্রাণসংহার করিল, এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে সেই মৃতদেহ সরাইয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় ঘাতক বলিল,—"ওঃ কি ভীষণ দৃশ্য! কি ভয়াবহ পৈশাচিক কার্য্য!"

প্রথম ঘাতক রক্তাক্ত হস্তে পুনরায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। দ্বিতী-য়ের সেই ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া কহিল,—

"কি, ভাবো কি ? ব্যাপারখানা কি ? জানো, তুমি আমার এই কাজে কোন সাহায্য কর নাই ? আমি গ্লষ্টরকে গিয়ে এ কথা বল্‌বো। বল্‌বো যে, তুমি কাজে অবহেলা করিয়াছ।"

দ্বিতীয়। ভালো, তাই ব'লো। আমি জানি যে, আমি তাঁর ভায়ের জীবনরক্ষার জন্যে চেষ্টা ক'রেছিলুম। তুমিই সে পুরস্কার লইও, এবং আমার এই কথা বলিও। বলিও যে, ক্লারেন্সের এই নিষ্ঠুর হত্যাতে আমি অনুতপ্ত হইয়াছি।—তাহা হইলেই ভাই, আমার পুরস্কার পাওয়া হইল!

মাহাপাপ গ্লষ্টর, এইরূপে তাহার জীবনের এই ভীষণ প্রথম-অভিসন্ধি পূর্ণ করিল।—মহাপাপীর জীবন-নাটকের এক অঙ্ক সমাপ্ত হইল।

---

(৫)

রাজা এডওয়ার্ড অন্তিম-শয্যায় শায়িত। পার্শ্বে রাণী এলিজাবেথ্ এবং তাঁহার সহিত ডর্‌সেট, রিভার্স, হেষ্টিংস্, বাকিংহাম, গ্রে প্রভৃতি সভাসদগণ বিমর্ষভাবে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর কেন,—দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এখন সেই লোকের শান্তি-কামনা করি। তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতি স্থাপিত কর। বিদ্বেষ ও বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া যাও। মনের একাতাস্থাপনে সুখী হও। আমার অন্তরের শেষ-ভালবাসা গ্রহণ কর।"

সভাসদগণ একবাক্যে রাজার শেষ-উপদেশ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রীতির আলিঙ্গন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রাজা, রাণীকেও এইরূপ উপদেশ দিলেন। সকলের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে এবং সদ্ভাব সংস্থাপিত করিতে বলিলেন। রাণীও সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামিবাক্য পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

প্রধান সভাসদ বাকিংহাম বলিলেন, "মহারাজ! আপনার এই ন্যায়-সঙ্গত এবং ধর্ম্মসঙ্গত উপদেশ,—আমরা অবশ্যই পালন করিব। যদি এই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে আমি বিরত হই, তাহা হইলে ঈশ্বর যেন আমাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেন।"

অন্যান্য সভাসদগণও এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

রাজা বলিলেন, "হায়, এই শুভমুহূর্ত্তে আমার স্নেহময় ভ্রাতা গ্লষ্টর এখানে উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত।"

বাকিংহাম অদূরে গ্লষ্টরকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনার শুভইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে না;—ঐ দেখুন, নাম করিতে-করিতেই মহামতি গ্লষ্টর এখানে আসিতেছেন।"

গ্লষ্টর সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া,—রাজা, রাণী ও সভাসদগণকে অভিবাদন করিল।

রাজা বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আজ বড় শুভদিন। আমার বড় সৌভাগ্য যে, আমার এই অন্তিমকালে, আমার আত্মীয়, অনুচর ও বন্ধুগণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল। এখন হইতে ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুতা আর রহিল না,—সকলেই সকলকে প্রীতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া সুখী হইলেন। আমার আশা আছে, এই শান্তি ও সখ্য ভাব চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

কপট গ্লষ্টর অতিমাত্র সৌজন্যের ভাণ করিয়া বলিল,—

"মহারাজ! আমারও বড় সৌভাগ্য যে, পৃথিবীতে আমার একজনও শত্রু নাই। আমি সকলের সহিত সরল ব্যবহার করি। এবং সদ্ব্যবহার ও মিষ্টকথায় সকলকে তুষ্ট করি। আমার অন্তরে বাহিরে কোন প্রভেদ নাই। সকলেই আমার মিত্র,—সকলকেই আমি স্নেহের চক্ষে দেখি। হিংসা, দ্বেষ, কপটতাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকি। পাপে আমার বড়ই বিদ্বেষ। নিষ্ঠুরতাকে আমি জীবনের একটা অভিশাপ মনে করি। পরের ভালো দেখিলে, আমার মনে বড় আনন্দ হয়। শান্তি আমার জীবনের প্রিয়-বস্তু। আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি। মহারাণীকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। সভাসদগণ সকলেই আমার সুহৃৎ। বলিতে কি,—সমগ্র ইংরেজজাতিকে আমি আপনার-জন বলিয়া মনে করি। অধিক কি, মহারাজ! যে শিশু আজ রাত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তার প্রতি যেমন আমার শত্রুতা থাকা অসম্ভব, এই পৃথিবীর জন-প্রাণীর সহিতও আমার তেমনি বিন্দুমাত্রও শত্রুতা নাই।——আমার এই শান্ত প্রকৃতির জন্য, আমি ঈশ্বরকে শতমুখে ধন্যবাদ করি।"

এবার রাণী বলিলেন, "আহা, আজ কি আনন্দের দিন! আমাদের সকলের হৃদয় আজ এক হইল! যেন ঈশ্বরের বিমল আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রতি বর্ষিত হইল!"

তার পর বলিলেন, "মহারাজ! আমার বিনীত প্রার্থনা, আজিকার দিন স্মরণ করিয়া, আপনি আপনার সেই দুর্ভাগ্য ভ্রাতা ক্লারেন্সের প্রতি প্রসন্ন হউন।"

পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর এবার দুঃখের ভাণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—

"হায় মহারাণি! কতবার আমি এই শুভকার্য্যের জন্য সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি!—কতবার আমি আপনাকে,—মহারাজকে,—এবং মাননীয় সভাসদগণকে ইহার জন্য প্রার্থনা করিয়াছি!—কিন্তু হায়, আমার সে প্রার্থনায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই——ওহো! কে না জানে, সেই সদাশয় ডিউক সকলকে কাঁদাইয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন!"

সহসা এই নিদারুণ দুঃসংবাদে সকলে চমকিত হইলেন। সবিস্ময়ে কহিলেন, "কি, ডিউক ক্লারেন্স আর ইহলোকে নাই?"

রাণী। হায় ঈশ্বর! এ পৃথিবী কি?

ডরসেট। এ কি! সহসা সকলের মুখ যে মলিন—পাংশুবর্ণ হইয়া গেল!

গ্লষ্টর। মহারাজ! বিস্মিত হইবেন না,—আপনার প্রথম আদেশেই, দুর্ভাগ্য ক্লারেন্সের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। দ্বিতীয় আদেশ পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, ভ্রাতার আমার জীবন শেষ হইয়াছে!—হায় মহারাজ! ক্লারেন্সেরই অদৃষ্ট-দোষে, আপনার প্রথম আজ্ঞাবাহী,—স্বর্গীয় দূতের ন্যায় অতি দ্রুতগমনে, ক্লারেন্সের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করিল;—আর সেই হতভাগ্য দ্বিতীয় আজ্ঞাবাহী, খঞ্জের ন্যায়, অতি মৃদুগমনে তথায় উপস্থিত হইল।—কিন্তু হায়! তৎপূর্ব্বেই রাজাদেশ প্রতিপালিত হইয়া গিয়াছে! মহারাজ! বলিব কি, রাজ্যের ছোট-বড় সকলেই,—এ দুঃসংবাদে মর্ম্মাহত;—এমন কি, এই আকস্মিক দুর্ঘটনা, অনেকে বিশ্বাস করিতেও পারিতেছে না——হায়, নিরীহ ক্লারেন্স!

এই সময়ে ষ্টান্‌লি নামে রাজার এক সভাসদ সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাজাকে লক্ষ্য করিয়া ষ্টান্‌লি নতজানু হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! অধীনের একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আজ্ঞা হয়।"

রাজা। মিনতি করি, এখন ক্ষান্ত হও,—আমার হৃদয় এখন গভীর দুঃখে পূর্ণ।

ষ্টান্‌লি। না মহারাজ, যে পর্য্যন্ত না আপনি অভয় দিতেছেন, সে অবধি আমি উঠিব না।

রাজা। তবে শীঘ্র এক কথায় বলো,—তোমার প্রার্থনা কি?

ষ্টান্‌লি। মহারাজ! আমার এক হতভাগ্য ভৃত্য,—জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্র-

লোককে,—হঠাৎ ক্রোধবশে হত্যা করিয়াছে,—তাহার জীবন-ভিক্ষা দিতে হইবে।

উদ্বেলিত হৃদয়ে এডওয়ার্ড বলিলেন,—

"ওহো, যে মুখে আমি আমার স্নেহময় ভ্রাতার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছি,—আজ সেই মুখে আমি সামান্য একটা ক্রীতদাসের প্রাণভিক্ষা দিব? হায়! ভাই আমার কোন লোককে হত্যা করে নাই, তথাপি তাহার প্রাণদণ্ড হইল,—কৈ, সে সময় তো কেহ তাহার জন্য জীবনভিক্ষা কর নাই? কৈ, সে সময় তো কেহ এরূপ নতজানু হইয়া আমার নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিতে প্রার্থনা কর নাই? কে আমাকে ভ্রাতৃস্নেহ ও ভ্রাতৃপ্রেমের কথা স্মরণ করিয়া দিয়াছিলে, বল দেখি?—সে সময় কে তোমরা আমার সেই সুখে সুখী—দুঃখে দুঃখী,—একান্ত অনুগত,—স্নেহপরায়ণ ভায়ের গুণাবলী বর্ণন করিয়া,—আমার ক্রোধ শান্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলে? হায়! যে ভাই আমারই জন্য সেই ভীষণ টিউকস্‌বারির যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া আমার জীবনরক্ষা করিল,—স্নেহমাখাকণ্ঠে বলিল 'দাদা, ভয় নাই, উঠুন,—রাজসিংহাসনে উপবেশন করুন',—তোমরা কে আমায় ভ্রাতার সেই স্নেহময় ব্যবহার স্মরণ করিয়া দিয়া,—আমার হৃদয়ে দয়া, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা উদ্রিক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলে?—অহো! সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে—ভয়ঙ্কর শীতে, যখন আমার সর্ব্বশরীর শীতল হইয়া পড়িয়াছিল,—স্নেহময় ক্লারেন্স সে সময় আপন গাত্রবস্ত্র সকল উন্মোচন করিয়া আমার দেহরক্ষা করিয়াছিলেন;—কৈ, এ সকল কথা তো তোমরা একজনও বারেকের জন্য আমায় শুনাও নাই?—বারেকের জন্যও তো কেহ আমায়,—এই অতি-নিষ্ঠুর অধর্ম্মকর কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা পাও নাই? কেহই তো একবারও আন্তরিক—অকপটভাবে ক্লারেন্সের জীবনভিক্ষা কর নাই?—বরং যাহাতে আমি সেই কার্য্যে অধিকতর উত্তেজিত ও দৃঢ় হই,—সকলেই বিধিমতে সেই চেষ্টাই করিয়াছ!—আর আজ কিনা, তোমাদের কে একজন গাড়োয়ান বা মুটে-মজুর-কুলি অথবা অশিষ্ট ভৃত্য,—মাতাল হইয়া আর এক-জন নিরীহ ভদ্রলোককে হত্যা করিল,—ভগবানের রাজ্যে অশান্তি আনয়ন করিল,—অমনি তোমরা বলিতে আরম্ভ করিলে,—'ক্ষমা করুন,—ক্ষমা

করুন!’—হা ঈশ্বর! তোমার নিরপেক্ষ বিচারের কথা স্মরণ করিয়া আমি ভীত হই।——হেষ্টিংস্, তুমি আমাকে কোন রকমে আমার শয়নকক্ষে লইয়া চল।—ওহো ক্লরেন্স,—প্রাণের ভাই আমার!”

তখন শোকসন্তপ্ত রাজাকে লইয়া, আত্মীয় ও সভাসদগণ চলিয়া গেলেন, কেবল পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর ও বাকিংহাম্ তথায় রহিল।

বাকিংহাম্‌কে লক্ষ্য করিয়া গ্লষ্টর বলিল, “অপরিণামদর্শীর পরিণাম এই-রূপই হইয়া থাকে! দেখিলেন না, ক্লারেন্সের মৃত্যুসংবাদে রাজার সহিত তাঁহার শ্যালকাদি কুটুম্বগণের মুখ কেমন বিবর্ণ হইয়া গেল? পাপ-কার্য্যের পরিণামই এই।——মহাশয়, জানিবেন, তথাপি রাজার এই দুষ্ট-বুদ্ধি কুটুম্বগণ,—রাজার এই হঠকারিতার প্রশংসা করিবে! ভগবান,—তুমিই ইহার প্রতিফল দিও। এখন চলুন, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করি।—রাজাকে সান্ত্বনা করি।”

বাকিংহাম্‌কে সঙ্গে লইয়া মহাপাপ গ্লষ্টর রাজার শয়নকক্ষে গমন করিল।

পাঠক-পাঠিকা সয়তানের সকল কার্য্যই দেখিতেছেন,—আমাদের আর টিকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক।

(৬)

দুর্ভাগ্য ক্লারেন্সের দুইটি শিশু পুত্রকন্যা ছিল। অবোধ বালক-বালিকা দুটি, তাহাদের বৃদ্ধা পিতামহীর হাত ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, বারংবার তাহাদের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শোকসন্তপ্তা পিতামহী,—কোন্ মুখে পুত্রের নিধনবার্ত্তা,—সেই দুধের বাছা পৌত্র ও পৌত্রীর নিকট প্রকাশ করিবেন?

বালক বলিল, “বলো,—বলো, ঠাকুর মা! বাবা আমাদের কি ম’রে গেছেন?”

পিতামহী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিলেন, “না বাছা, না।”

বালক। কেন তবে তুমি বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌চ, আর মাঝে মাঝে বল্‌চ—“ও ক্লারেন্স,—আমার দুর্ভাগ্য পুত্র!”

এবার বালিকা বলিল, "কেন ঠাকুর মা, তুমি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে আমাদের মুখ-পানে চা'চ্ছ, আর মাথা কাঁপিয়ে বল্‌চ—'হতভাগা,—মা-বাপ-খেকো,—পোড়া-কপালে!'—বাবা যদি বেঁচেই থাক্‌বে,—তবে তুমি এরূপ বল্‌বে কেন?"

পিতামহী। না বাছা, তোরা ভুল বুঝ্‌চিস। আমি আমার বড় ছেলে রাজার জন্যে কাঁদ্‌চি। জানিস্‌ নে, রাজার বড় বাড়াবাড়ি ব্যামো;—সেই জন্যেই আমি কাঁদ্‌চি। তোদের বাপের মৃত্যুতে আমি কাঁদি নে।—কারণ যে গেচে, তার জন্যে আর কেঁদে ফল কি?

বালক। তবে—তবে ঠাকুর মা, তুমি মেনে নিলে,—বাবা আমাদের নাই?—ওঃ! রাজা এজন্যে সকলের কাছে নিন্দিত হ'বেন। ঈশ্বর তাঁর শাস্তি দিবেন।—এজন্য আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করব।

বালিকা। আমিও করবো,—ঠাকুর মা!—হায়, বাবা আমাদের নাই?

পিতামহী। আহা, দুধের বাছারা রে! চুপ কর, চুপ কর। রাজা তোদের ভালবাসেন। তোরা জানিস নে, তোদের পোড়া-কপালে-বাপের হত্যার কারণ কে?

বালক। হাঁ ঠাকুর মা, আমি তা জানি। দয়ার শরীর কাকামশাই গ্লষ্টর আমাকে তা ব'লেচেন। ব'লেচেন যে, রাণীর উত্তেজনায়,—রাজা, আমার নিরপরাধ বাবাকে কয়েদ ক'রেচেন। আহা, কাকা গ্লষ্টর এই কথা বলেন আর কাঁদেন! শেষে আমার মুখে চুমো খেয়ে বলেন, "বাছারে, দুঃখ করিস নে,—আমিই তোদের বাপের মত ভাল বাস্‌বো,—তোরা আমার সন্তান তুল্য হবি!"

পিতামহী। ওঃ, নিষ্ঠুর পিশাচ-প্রকৃতি গ্লষ্টর!—তোর মনেও এত ছিল রে! তুই আমার স্তন্যদুগ্ধ খেয়েচিস বটে,—কিন্তু তুই কখন আমার ছেলে নোস,—শত্রু!

বালক। তবে ঠাকু' মা, তুমি কি কাকাকে আমার কপট ভাবো?

পিতামহী। আ, দুধের বাছা!—

বালক। না ঠাকুমা, আমি এ বিশ্বাস করি না।—শোন শোন, কি রকম গোলমাল হ'চ্চে?——

অনুচরবর্গের সহিত রাণী এলিজাবেথ্ বিলাপ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রাণী বলিতে লাগিলেন,—

"হায়, কে আমার সাধে বাদ সাধিল? কে আমার আশালতা নির্ম্মূল করিল? কোন্ পাপে আমার এমন কপাল পুড়িল?"

রাজ-মাতা জিজ্ঞাসিলেন, "বৎসে, কেন তুমি এমন অধৈর্য্য হইয়া বিলাপ করিতেছ?"

এলিজাবেথ্। হায় মা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—আমার জীবনসর্ব্বস্ব,—তোমার পুত্র,—রাজা এডওয়ার্ড আর এ পৃথিবীতে নাই!—তাঁহার পবিত্র আত্মা সেই অনন্তধামে গমন করিয়াছে!

রাজ-মাতা। "ওঃ, কি সর্ব্বনাশ,—কি শোকাবহ সংবাদ! আমার প্রিয়তম পুত্র,—তোমার গুণবান্ স্বামী,—আর ইহলোকে নাই? হায়, কাঁদিতে কাঁদিতেই আমার জন্ম গেল! স্বামি-বিরহ অনেক কষ্টে সহিয়া আছি,—তার উপর দুই দুই গুণধর বংশধর চলিয়া গেল,—আর আমি বাঁচিয়া রহিলাম! হায়, স্বামীর প্রতিবিম্ব-স্বরূপ যে দুইখানি দর্পণে আমি স্বামীর প্রতিকৃতি দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলাম, কপালদোষে, সে দুইখানি দর্পণই একে একে হারাইলাম,—আর অবশিষ্ট একখানি ঝুটা দর্পণ পড়িয়া রহিল,—আমাকে আরও কষ্ট দিবার জন্যই রহিল! কৈ, তাহাতে তো স্বামীর প্রতিবিম্ব এতটুকুও দেখিতে পাই না? তাহার পানে চাহিলে, ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়।—মা আমার! তুমি স্বামী হারাইয়াছ, তথাপি পুত্রের জননী আছ; আর আমি মা, পতি-পুত্র দুই-ই হারাইয়াছি!—ও এডওয়ার্ড,—ও ক্লারেন্স! কোথায় তোমরা? একবার আসিয়া দুঃখিনী জননীকে দেখা দাও।"

এইবার সকলে মিলিয়া বিলাপধ্বনি করিতে লাগিল। ক্লারেন্সের বালক-বালিকা দুটি,—"কোথায় পিতা—কোথায় পিতা" বলিয়া কাঁদিল; রাজ-জননী "এডওয়ার্ড ও ক্লারেন্স" বলিয়া বিলাপ করিলেন; আর রাণী এলিজাবেথ "হা স্বামী এডওয়ার্ড" বলিয়া ধরাতল নিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

শেষ রাজমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হায়, তোমাদের ক্রন্দন এক-এক জনের জন্য,—আর আমার এ বিলাপ-অশ্রু সকলেরই জন্য।—আমিই তোমাদের দুঃখের ধাত্রীস্বরূপা।"

ডর্‌সেট নামে রাজার এক সভাসদ বলিলেন, "জননি! এরূপ বিলাপ করা আপনার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর শোভা পায় না। যে যাবার সে গিয়াছে, —যাঁর ধন, তিনি লইয়াছেন,—এখন ইহা ভিন্ন আমাদের আর সান্ত্বনা কি?—মা আমার, পৃথিবীর গতিই এই। তবে কেন বৃথা ক্রন্দনে সকলকে শোকাকুলিত করেন?"

রাজ-শ্যালক রিভার্স—ভগিনী এলিজাবেথ্‌কে বলিলেন, "আর্য্যে! পুত্রের মুখ চাহিয়া, এখন আপনাকে পাষাণে বুক বাঁধিতে হইবে। সকল দুঃখ দূর করুন। প্রাণাধিক ভাগিনেয়কে আনিতে লোক পাঠান। মহারাজ এডওয়ার্ডের শূন্য সিংহাসনে, যুবরাজ এডওয়ার্ডকে উপবিষ্ট দেখিয়া সুখী হউন।"

এই সময় গ্লষ্টর, বাকিংহাম্‌ প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল। সকলেই সময়োচিত বাক্যে সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল

রাজমাতা,—গ্লষ্টরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "বৎস! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমার অন্তঃকরণে শান্তি, স্নেহ দয়া, ভালবাসা, বিনয় এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞান বিরাজিত হউক।"

গ্লষ্টর বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিল, "আহা, মা আমার কি আশীর্ব্বাদই করিলেন! অর্থাৎ আমি কি না একটা গো-বেচারী,—দুনিয়ার অকর্ম্মণ্য,—বুড়ো-সুড়ো হ'য়ে কোন রকমে প্রাণে প্রাণে বেঁচে থাকি!"

বাকিংহাম্‌ রাণীকে বলিলেন, "দেবি! তবে আপনার পুত্রকে আনিবার আয়োজন করুন। তাঁহাকে বেশী লোকজন সমভিব্যাহারে জাঁক-জমক করিয়া আসিবার প্রয়োজন নাই।—কারণ শুভকার্য্যে অনেক বিঘ্ন আছে। কোন রকমে তাঁকে সিংহাসনে উপবেশন করানোই এখন আমাদের প্রধান কাজ।

রাণী এলিজাবেথ্‌—পুত্রকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইতে, লোকজনসমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। আর আর সকলেও চলিয়া গেল। তখন গ্লষ্টর ও বাকিংহাম্‌ কি পরামর্শ করিতে লাগিল। পরামর্শে স্থির হইল যে, রাণীর আত্মীয় স্বজনকে,—এখন হইতে শিশু রাজার সহিত মিশিতে দেওয়া হইবে না,—তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বদাই তাহাদিগকে দূরে রাখিতে হইবে।

এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে রাজ্যমধ্যে একটা মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কারণ যুবরাজ এডওয়ার্ড বালকমাত্র;—তিনি নামমাত্র রাজা,—গ্লষ্টরই সর্ব্বেসর্ব্বা।

সুতরাং সেই পাপিষ্ঠ কখন কি করিয়া বসে,—সকলেরই তাহা বিষম ভাবনার বিষয় হইল। পাপিষ্ঠের গুণাগুণ তো কাহারও নিকট অবিদিত নাই!

ফলে, ঘটিলও তাই। রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গ্লষ্টর,—রাণীর কয়েকজন আত্মীয়কে কারারুদ্ধ করিল। ইহার পরিণাম যাহা হইল, তাহা পরে বলিব। দুর্ভাগ্যবতী রাণী এলিজাবেথ,—এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া, মাননীয় পোপের পরামর্শে, আপনার যাবতীয় ধন-সম্পত্তি,—ধর্ম্মাশ্রমে রক্ষা করিলেন। আর এ দিকে, পিশাচের পৈশাচিক ক্রিয়া সমভাবে চলিতে লাগিল।

(৭)

রাজপুত্র এডওয়ার্ড, পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার জন্য আনীত হইলেন। তাঁহাকে সম্মান-সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত গ্লষ্টর, বাকিংহাম্ প্রভৃতি উপস্থিত হইল। চতুর গ্লষ্টর তাহার স্বভাবসুলভ আপাতমধুরবাক্যে রাজপুত্রকে তুষ্ট করিতে লাগিল। বলিল, "দেখিতেছি, পথশ্রমে আপনি বড় ক্লিষ্ট হইয়াছেন।"

রাজপুত্র। না, বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই,—তবে যাহা স্বাভাবিক, তাহাই হইয়াছে।——আমার অভ্যর্থনার্থ আপনার ন্যায় আমার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকেও এখানে দেখিতে পাইব, আশা করিয়াছিলাম।—তাঁহারা কেহ উপস্থিত হন নাই যে?

গ্লষ্টর। যুবরাজ, আপনি সরল-বুদ্ধি বালক; পৃথিবীর ভাব-গতিক সম্যক্ অবগত নন,—তাই বেশী লোকের সংস্রব,—আনন্দজনক বোধ করিতেছেন। কিন্তু দেখুন, এ বড় বিষম ঠাঁই!——আপনি কি মনে করেন, আপনার এই উচ্চ রাজসম্মান সকলের ভাল লাগিবে? মানুষের অন্তর গরলতায় পূর্ণ। তাহারা মুখে মধু—হৃদে বিষ লইয়া সংসারে বিচরণ করিয়া থাকে। এমত অবস্থায়, যত কম লোকের সহিত সংস্রব হয়, ততই মঙ্গল।

রাজপুত্র। ঈশ্বরেচ্ছায়, আমার এরূপ কপট-বন্ধু পৃথিবীতে একজনও নাই।

এই সময় লর্ড মেয়র্ প্রভৃতি,—মৃতরাজার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সদস্য তথায়

উপনীত হইলেন। তাঁহারা রাজপুত্রকে যথোচিত অভিবাদন এবং সম্মান-সংবর্দ্ধনা করিলেন।

যুবরাজ, মেয়র্‌কে জিজ্ঞাসিলেন, "আমার মা ও ছোট ভাই,—এখানে আসিতেছেন দেখিলেন? হেষ্টিংস্ তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য গিয়াছেন, কিন্তু কৈ, এখনও তো কাহারও দেখা পাইতেছি না।"

এই সময়ে হেষ্টিংস্ সেখানে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয় যুবরাজ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, আমার মা আসিলেন না?"

হেষ্টিংস্ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "যুবরাজ! কেন জানি না, তিনি তো আসিলেনই না,—উপরন্তু আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়র্ককেও আসিতে দিলেন না,—তাঁহাকে লইয়া তিনি ধর্ম্মাশ্রমে গেলেন।

এ কথায় বাকিংহাম্ কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"এ বড় অন্যায় কথা! নিজে আসিলেন না, ছেলেটিকেও আসিতে দিলেন না? (একজন রাজ-কর্ম্মচারীর প্রতি) এইবার আপনি একটু কষ্ট করিয়া যান,—মাননীয়া রাণী এবং কনিষ্ঠ রাজকুমারকে এখানে লইয়া আসুন।"

সেই ব্যক্তি ধীরভাবে বলিল, "মহাশয়, একে তো আমার তেমন বাক্য-কৌশল নাই,—তাহার উপর রাণীর যদি সত্য সত্যই এখানে না আসিবার ইচ্ছা থাকে, তো, শেষে কি আমি একটা মিছা গণ্ডগোল বাধাইয়া, সেই পবিত্র আশ্রমের শান্তিভঙ্গ করিব?—বৃথায় কেন এ পাপ-ভার বহন করি?"

বাকিংহাম্। না, আপনি দেখিতেছি, দিন দিন কেমন এক রকমেরই হইয়া যাইতেছেন! আমি কি তাই বলিতেছি? আমার বলার উদ্দেশ্য এই, সংসার-বিরাগী সাধু-সজ্জন কিংবা পতিত ব্যক্তিই,—ধর্ম্মাশ্রমে থাকিবার উপযুক্ত,—রাণীর বা রাজপুত্রের তো সে স্থান নয়!—আপনি এই কথা বুঝাইয়া বলিয়া, তাঁহাদিগকে আনুন না? লর্ড হেষ্টিংস্ মহাশয়ও না হয় আর একবার একটু কষ্ট করিয়া আপনার সহিত যাইতেছেন।

অগত্যা সেই ব্যক্তি ও হেষ্টিংস্,—রাণীর উদ্দেশে গমন করিলেন।

এইবার যুবরাজ এডওয়ার্ড,—গ্লষ্টরকে বলিলেন, "পিতৃব্য মহাশয়, যদি আমার ভাই আসেন, তাহা হইলে, রাজ-সিংহাসনে উপবেশন না করা পর্য্যন্ত আমরা কোথায় অবস্থিতি করিব?"

সয়তান এক-গাল হাসিয়া বলিল, "আপনার রাজ্য,—আপনার সকলই, —যেথায় থাকা সুবিধাজনক বোধ করিবেন, সেইখানেই থাকিবেন।—তবে আমার বোধ হয়, দুই এক দিনের জন্য রাজদুর্গে থাকাই প্রশস্ত। সেখানে যদি আপনার স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, কিংবা মন না টিঁকে,—তবে, যেথানে বলিবেন, আমি সেইখানে আপনাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

রাজপুত্র। না, দুর্গে বাস করা, আমি পছন্দ করি না।

তার পর অন্যান্য অনেক কথা হইল। সকল কথাতেই রাজপুত্রের দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, সদুদ্দেশ্য ও সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর মনে মনে বলিল, "না, এমন উন্নতমনা বুদ্ধিমান্ বালককে অধিক দিন পৃথিবীতে রাখাটা কিছু নয়। সুখ-বসন্তের স্থায়িত্বকাল অতি অল্পই হইয়া থাকে।"

এই সময়ে কনিষ্ঠ রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া, সেই দুই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজভ্রাতৃদ্বয় পরস্পরের কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। এ কথা সে-কথার পর কনিষ্ঠ রাজপুত্র ইয়র্ক, গ্লষ্টরকে বলিলেন, "পিতৃব্য মহাশয়! আপনি না একদিন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "অসার আগাছাগুলা খুব শীঘ্র বাড়িয়া উঠে,—কিন্তু ফুলফলযুক্ত উপকারী গাছ বাড়িতে অনেক বিলম্ব হয়? তা দেখুন,—ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজা, দাদা আমার,—কেমন বাড়িয়া উঠিয়াছেন!"

গ্লষ্টর কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বৎস, এমন কথা বলিও না,—উনি এখন আমাদের প্রভু।"

ইয়র্ক। সুতরাং অলস-প্রকৃতি।

গ্লষ্টর। না, প্রিয় ইয়র্ক, আমি এমন কথা কখন বলি নাই।

ইয়র্ক। তবে এখন আপনি ওঁর দিকে হ'চ্চেন?

গ্লষ্টর। উনি এখন আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা; আর তুমি আমার স্নেহ-ভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র।

ইয়র্ক। কাকা আপনার এই ছুরিখানি আমায় দিবেন?

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র। কি ভাই, ভিক্ষুকের মত প্রার্থী হইলে?

ইয়র্ক। না দাদা,—আমি জানি যে, খুল্লতাত মহাশয় ইহা স্ব-ইচ্ছায়

আমাকে দিবেন; কারণ ইহা একটি সামান্য খেলনা মাত্র।—ইহা দিতে তাঁহার কোন কষ্ট বা ক্ষতিও নাই।

এইরূপ নানা কথার পর গ্লষ্টর বলিলেন, "চলুন যুবরাজ, সেই দুর্গেই চলুন; তথায় আপনার জননীর সাক্ষাৎ পাইবেন। তার পর যেখানে ইচ্ছা, আপনি থাকিবেন।"

এবার অগত্যা যুবরাজ এডওয়ার্ড দুর্গে যাইতে সম্মত হইলেন।

ইয়র্ক। কি, আমাদিগকে সেই দুর্গে যাইতে হইবে?

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র। পিতৃব্য গ্লষ্টরই সেখানে আমাদিগকে দেখিবেন-শুনিবেন।

ইয়র্ক। আমি সেখানে নির্ভয়ে ঘুমাইতে পারিব না।

গ্লষ্টর। কেন, ভয় কি?

ইয়র্ক। না, সেখানে পিতৃব্য ক্লারেন্সের ভীষণ প্রেতাত্মা আছে। ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, সেইখানে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র। মৃত ব্যক্তিকে আবার ভয় কি?

রাজপুত্রদ্বয় অনুচরবৃন্দের সহিত চলিয়া গেলেন।

বাকিংহাম্ গ্লষ্টরকে বলিল, "কনিষ্ঠ রাজপুত্রটি কি চতুর? কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, চাল-চলন,—সকল বিষয়েই তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্লষ্টর। হাঁ, এই বালক সর্ব্বপ্রকারে তাহার মাতৃভাব পাইয়াছে।—চতুর, সাহসী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ক্ষিপ্রগতি ও স্পষ্টভাষী।

তার পর উভয়ের মধ্যে এই ভীষণ অভিসন্ধি চলিতে লাগিল,—কিসে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের পরিবর্ত্তে গ্লষ্টর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হয়!

লর্ড হেষ্টিংস্ রাজার এক প্রিয় অমাত্য। সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে হাত করা আবশ্যক,—ইহাই স্থির হইল। শেষে এমনও ঠিক হইল, হেষ্টিংস্ যদি একান্তই রাজপুত্রের পক্ষ অবলম্বন করেন, তবে তাঁহাকে হত্যা করিয়াও, পথ নিষ্কণ্টক করা হইবে।

মহামতি হেষ্টিংস্ সত্য সত্যই একান্তই প্রভুভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপন প্রাণ দিয়াও, জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করাইবেন। কারণ পাপিষ্ঠ গ্লষ্টরকে তিনি পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন।

হেষ্টিংসের এক বন্ধু,—ভীষণ এক স্বপ্ন দেখিয়া, হেষ্টিংস্‌কে জানাইলেন,

"সাবধান হউন,—চলুন, এ পাপরাজ্য ত্যাগ করিয়া অদ্যই স্থানান্তরে চলিয়া যাই;—নচেৎ প্রাণ যাইবে।—গ্লষ্টরের ভীষণ চক্রান্তে কেহই বাঁচিব না।"

হেষ্টিংস্ বন্ধুর কথা শুনিলেন না,—যুবরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবেন, মনস্থ করিলেন।

---

(৮)

এদিকে রাণীর কয়জন দুর্ভাগ্য আত্মীয়,—রিভার্স, গ্রে ও ভাঘান্—বধ্যভূমিতে আনীত হইলেন। রিভার্স বলিলেন, "হায়, আজ শেষ দিন! বিনাদোষে আমি মরিলাম!"

গ্রে। হা ঈশ্বর! এখন সেই নিরীহ যুবরাজকে রক্ষা করিও। চারিদিকে শত্রুদ্বারা তিনি বেষ্টিত।

রিভার্স। হায় ভীষণ বধ্যভূমি! তুমি কি ভয়ঙ্কর স্থান! কত নির্দ্দোষ সাধুর প্রাণদণ্ড এখানে হইয়াছে। সহস্র আঁখি বিস্তার করিয়া নির্ম্মম পাষাণের ন্যায় দেখ,—আজও এই তিনজন দুর্ভাগ্য—তোমার এখানে প্রাণ দিতে আসিয়াছ!

গ্রে। হায়! মার্গারেটের জ্বলন্ত অভিশাপ আজ ফলিল!

রিভার্স। হাঁ, ঈশ্বর সেই প্রতিফল আজ আমাদিগকে দিলেন। ভগবন! এখন আমার সেই অভাগিনী ভগিনী ও দুর্ভাগ্য ভাগিনেয়দ্বয়কে রক্ষা করিও। পাপ গ্লষ্টরের পাপ অভিসন্ধিতে, তাঁহারা যেন এইরূপ নিষ্ঠুর উপায়ে হত না হন!

পাঠকের স্মরণ আছে, এই রিভার্স—রাণী এলিজাবেথের সহোদর। সুতরাং ইঁহার উপর গ্লষ্টরের বড়ই রাগ।

যথাসময়ে ঘাতক আসিয়া, একে একে ইঁহাদিগকে হত্যা করিল।

গ্লষ্টর এইরূপ একে একে অনেককে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিল। তাহার বিরুদ্ধে যাঁহাদের এতটুকুও দাড়াইবার সম্ভাবনা ছিল বা আছে, একে একে সকলকেই সে প্রাণে মারিয়াছে এবং মারিতেছে। পাপিষ্ঠ, নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিবে,—ইহাই অন্তরের একমাত্র কামনা। সে কামনা সিদ্ধ করিতে,—যত কিছু অনর্থ, চক্রান্ত, পাপ, নিষ্ঠুরতা পৃথিবীতে থাকিতে

পারে, সকলই করিতে,—পাপিষ্ঠ প্রস্তুত। এখন ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকেও কৌশলে হত্যা করিবার চেষ্টায়,—সে ফিরিতেছে। অকৃতজ্ঞ ও নীচাশয় বাকিংহামও,—হীন প্রলোভনে,—গ্লষ্টরের মহাপাপের সহায় হইয়াছে। তাহার ফলে একদিন সেই উন্নতমনা হেষ্টিংসকেও ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল। কথার অছিলায়, পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর—হেষ্টিংসের প্রাণদণ্ড করিল। চারিদিকে ভীতি, আশঙ্কা, উদ্বেগ,—মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল।

শেষ, রাজ্য-লালসায় অন্ধ,—দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য,—মহাপাপ গ্লষ্টর,—এমন এক ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিল, যাহা ভাবিলেও অন্তর শিহরিয়া উঠে।

দেশের নিকট আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ন রাখা,—দুরাকাঙ্ক্ষপরায়ণ মহাপাপীদিগের একটা কৌশল। যে কোন উপায়ে হউক, তাহারা সে কৌশল অব্যাহত রাখে।

রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী,—এডওয়ার্ডের পুত্রকে সিংহাসনে বঞ্চিত করিয়া, সেই সিংহাসনে উপবেশন করিতে, গ্লষ্টর কৃতসঙ্কল্প হইল। সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিল, তাঁহার ভ্রাতৃজায়া,—বিধবা রাণী এলিজাবেথ,—অসতী, সুতরাং রাজপুত্রগণ জারজ-সন্তান। এই বলিলেই নাকি মূর্খ নাগরিকগণ এবং প্রজাসাধারণ যুবরাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবে,—ইহাই পাপিষ্ঠের একটা ঘৃণিত কৌশল। পাপের পরিণাম এইখানেই শেষ হইলেও কথা ছিল না; কিন্তু অতঃপর সেই মূর্ত্তিমান্,—কি বলিব, ভাষায় ঠিক সম্বোধন পাই না,—বিশেষণেও কুলায় না,—সেই মূর্ত্তিমান্ সয়তান, এমন এক বিষম উপায় উদ্ভাবন করিল, যাহা মনে করিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। গ্লষ্টর বাকিংহামকে বলিল যে, তাহার মাতার চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক ছিল না। কারণ মৃতরাজা এডওয়ার্ড ভূমিষ্ঠ হইবার বৎসরাধিক পূর্ব্ব হইতে, তাহার পিতা ফ্রান্সে ছিলেন। আরও এক প্রমাণ, এডওয়ার্ডের আকৃতি তাঁহার পিতার মত ছিল না। কিন্তু গ্লষ্টরের জন্মসম্বন্ধে, কাহারও এতটুকু সন্দেহ উঠিতে পারে না,—কারণ সে, অনেকাংশে তাহার পিতৃ-আকৃতি পাইয়াছে। তবেই বুঝা গেল, এডওয়ার্ডও একরূপ জারজ সন্তান। সেই জারজ-সন্তানেরই আবার জারজ পুত্র হইতেছেন, বর্ত্তমান যুবরাজ,—ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী!—এমন ব্যক্তির রাজ্যভার গ্রহণে কি সাধারণের মনে ঘৃণার উদয় হইবে না? সুতরাং এমন অবস্থায় গ্লষ্টরের সিংহাসন-লাভ,—লোক-সমাজে কলঙ্কের বিষয় হইবে

না। শেষ মহাপাপী কি ভাবিয়া, পাপ সহচরকে বলিল, "তা মায়ের সম্বন্ধে এ কথাটা আপাতত প্রকাশ করিয়া কাজ নাই। আবশ্যক হয় ত, এ কথা পরে প্রকাশ করিও। কিন্তু এডওয়ার্ড-পত্নী এলিজাবেথ যে অসতী এবং তাঁহার পুত্রগণও যে জারজ,—এ কথা মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত কর।"

বাকিংহামের সহিত এই সব পরামর্শ করিয়া পাপিষ্ঠ মনে মনে বলিল,—

"রাজা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এডওয়ার্ডের দুই পুত্রকে নিহত করিতে হইতেছে।—নচেৎ ভবিষ্যতে অনেক বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।"

গ্লষ্টর পুনরায় বাকিংহাম্‌কে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল যে, বাকিংহাম্ যেন মূর্খ নাগরিকগণের এবং পার্শ্বচর অনুচরগণের মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে, রাণী এলিজাবেথ্ অসতী,—এবং তাঁহার দুই পুত্রও জারজ।—তাহা হইলে সিংহাসনলাভে তাহার আর কোন প্রকার চক্ষুলজ্জাও থাকিবে না।—মূর্খগণের মধ্যে এই কথার আলোচনা হইতে হইতে, দেশের গণ্যমান্য লোকগণও ক্রমে ইহা বিশ্বাস করিবে।——সয়তানের ষড়যন্ত্রটা দেখিলে?

শেষ পাপিষ্ঠ,—বাকিংহাম্‌কে ইহাও বলিয়া দিল যে, বাকিংহাম যেন নাগরিকগণের এবং অনুচরদিগকে লইয়া এই বিষয়টা তুমুলরূপে আন্দোলন করে। তারপর সকলে যখন তাহাকে রাজাসনে বসিতে অনুরোধ করিবে,—তখন সে মুখে 'না—না' বলিয়া অনিচ্ছার ভাব দেখাইবে। শেষে যেন সকলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, অনিচ্ছার সহিত রাজদণ্ড গ্রহণ করিবে।—অন্ততঃ সাধারণের মনে এইরূপ ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া চাই। তাহা হইলে পাপিষ্ঠের বাহিরের সম্মানও কতকটা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং কার্য্যোদ্ধারও সহজে হইবে।

(৯)

রাণী এলিজাবেথ্ বড় আশা করিয়া পুত্রকে দেখিতে উৎসুক আছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল, পুত্রের সহিত তিনি দেখা করিতে পারিবেন না। যে লোক আসিয়া এই সংবাদ দিল, গ্লষ্টরের উপদেশমত সে বলিল, যুবরাজ নিজেই এ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন,—আপাততঃ মাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না।

ইহাতে রাণী এলিজাবেথ্ ও বৃদ্ধা রাজমাতা প্রভৃতির আশঙ্কা বাড়িল। রাজ্যমধ্যে কেবলই হত্যা, আকস্মিক মৃত্যু, রক্তপাত, এই সব চলিতেছে; —তাহার আর বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। সেই ক্লারেন্সের মৃত্যু হইতে আজ পর্য্যন্ত কত বড় বড় লর্ড ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শোচনীয় মৃত্যু হইল! সকলই যে মহাপাপ গ্লষ্টরের চক্রান্ত, তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। রাণী এলিজাবেথ্ সদুঃখে বলিলেন, "আর আমার পুত্রের রাজা হইয়া কাজ নাই,—কোন রকমে তারা প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলেই আমি সুখী হইব।"

বর্ষীয়সী রাজমাতা বলিলেন, "বিধাতঃ! আমার কপালে এতও লিখিয়াছিলে! যাহারা সংসারের সুখ, নয়নের আনন্দ, দেশের আশা-ভরসাস্থল,—তাহারা চলিয়া গেল,—আর এই হতভাগ্য, নিষ্ঠুর মূর্ত্তিমান্ পিশাচ গ্লষ্টর বাঁচিয়া রহিল!—হায়, এমন কুলাঙ্গারকেও আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম?"

পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর বাকিংহামের সাহায্যে, মৃতরাজা এডওয়ার্ডের পুত্রদ্বয়কে কৌশলে অবরুদ্ধ করিল। তারপর মূর্খ নাগরিকগণকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া, স্বয়ং রাজ-মুকুট পরিয়া, রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইল, এবং ডিউক অব গ্লষ্টরের পরিবর্ত্তে "তৃতীয় রিচার্ড" নাম গ্রহণ করিল। পাপিষ্ঠ এখন রাজপুত্রদ্বয়কে হত্যা করিয়া, পথ একেবারে নিষ্কণ্টক করে,—ইহাই কামনা।

মন্ত্রণাদাতা, মন্দমতি বাকিংহামকে,—গ্লষ্টর এ বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। বলিল, "এ বিষয়ে আপনার মত কি? শীঘ্র—সংক্ষেপে বলুন।"

বাকিংহাম্ এবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনার যাহা ভাল বোধ হয়,—করুন।"

রিচার্ড। সে কি হে! এমন মন-রাখা কথা বলিলে যে? তবে কি ইহাতে তোমার মত নাই?

বাকিংহাম্। আজ্ঞে মহারাজ, আমাকে একটু শ্বাস ফেলিতে দিন,—একটু অবসর দিন,—আমি একটু ভাবিয়া এ বিষয়ের যথাবিহিত উত্তর দেই।

রিচার্ড। (রাগিয়া) আর উত্তর শুনিতে চাই না,—আমার কাজ আমিই করিব।

মনে মনে বলিল, "বাকিংহাম্, তোমাকে আর অধিক দিন আমার মন্ত্রণাগারে থাকিতে হইতেছে না!"

বাকিংহাম্ স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

পাপিষ্ঠ এক উপায় ঠাওরাইল। অর্থের লোভ দেখাইয়া,—টিরেল্ নামে এক ঘাতককে নিযুক্ত করিল।—সে গিয়া নিশীথে, সেই নিদ্রিত শিশু রাজপুত্রদ্বয়কে হত্যা করিবে!

এই সময়ে ষ্টান্‌লি নামে রিচার্ডের এই অনুচর আসিয়া বলিল, মহারাজ! "মারকুইস ডরসেট পলাইয়া রিচ্‌মণ্ডের কাছে গিয়াছে।"

রিচার্ড। তা যাক্, সে জন্য ভাবি না। তবে রিচ্‌মণ্ডের জন্য কিছু আশঙ্কা হয় বটে। প্রবাদ শুনিয়াছি, এই রিচ্‌মণ্ডই ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবে।—এখন তুমি এক কাজ কর। সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করিয়া দাও, আমার নবপত্নী এন্,—সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত,—বাঁচিবার আশা নাই। আর একটা নীচ-ঘরের একটা পত্র ঠিক কর,—ক্লারেন্সের মেয়েটার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। ক্লারেন্সের ছেলেটার জন্য আমি ভাবি না,—সেটা একটা বোকা-হাবা ছোঁড়া মাত্র।

ষ্টান্‌লি "যথা আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

পাপিষ্ঠ ভাবিল, "আগে এডওয়ার্ডের ছেলে দুটোকে সাবাড় করি; তার পর তার মেয়েটাকে আমি বিবাহ করিব। তাহাকে বিবাহ করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে আমার সিংহাসন সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে।——ওঃ! পাপ-পথ কি পিচ্ছিল! পাপে প্রবৃত্ত হইয়া আমি পাপের সঙ্গে একেবারে মাথামাখি হইয়াছি,—এখন আর এ পাপ পরিত্যাগ করিবার কোন উপায় নাই।"

এই সময়ে টিরেল্ নামে সেই ঘাতক আসিল।

রিচার্ড তাহাকে বলিল, "তুমিই যথার্থ টিরেল?"

টিরেল। আজ্ঞা হাঁ, আমি আপনারি একজন অনুগত প্রজা।

রিচার্ড। সত্যই অনুগত?

টিরেল। মহারাজ, প্রমাণ লউন।

রিচার্ড। আচ্ছা, তুমি আমার একজন বন্ধুকে নিহত করিতে পার?

টিরেল। মহারাজ অনুমতি করিলে, একজন কেন,—আমি দুইজনকে হত্যা করিতে পারি।

রিচার্ড। হাঁ, একজন কেন,—দুই জনই তো বটে! তারা আমার

ঘোর শত্রু। নিদ্রিত অবস্থায় তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে।—টিরেল, সেই দুইজন জারজ-শিশু দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে।

টিরেল। ভাল, আপনি আমার সেখানে যাইবার উপায় করিয়া দিন,—আমি এখনি আপনার আদেশ পালন করিয়া, আপনার সকল উৎকণ্ঠা দূর করিব।

রিচার্ড। বাঃ, বাঃ, তোমার কথাগুলি সঙ্গীতের ন্যায় মিষ্ট!

এই বলিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। শেষে বলিল, "দেখ, এই কার্য্য সমাধা করিলে, আমি তোমাকে বিশেষরূপ পুরস্কৃত করিব।"

টিরেল। আমি অবশ্যই রাজাদেশ পালন করিব।

রিচার্ড। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে আমি এ সংবাদ পাইব কি?

টিরেল। আজ্ঞা হাঁ, তাহাই হইবে।

টিরেল চলিয়া গেল। এই সময়ে বাকিংহাম আসিয়া তাহার পুরস্কারের কথা রিচার্ডকে জানাইল। রিচার্ড যেন সে কথা শুনিয়াও শুনিতে পাইল না। এক কথায় আর উত্তর দিল। এবার বাকিংহাম্ স্পষ্ট বলিল, "মহারাজ, আমার নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা পাইব না কি?"

রিচার্ড যেন সে দিকেও নাই,—পূর্ব্ববৎ এক-কথায় আর-উত্তর দিতে লাগিল। শেষ বাকিংহাম সদুঃখে বলিল, "আপনি তাহা হইলে আমাকে নিরাশ করিলেন?"

এবার রিচার্ড বিরক্তির সহিত বলিল, "বাজে লোকের মত বার,বার ও কি যাচ্ঞা করিতেছ?"

রিচার্ড প্রস্থান করিল। বাকিংহাম্ মনে মনে বলিল, "হা, এত সাধের পুরস্কার শেষে এই হইল? এরি মধ্যে সব ভুলিয়া গেল?—ওহো! আমিই না ইহাকে রাজাসনে বসাইলাম?——থাক্, হেষ্টিংসের পরিণামটা আমার একবার ভাবা দরকার। কাজ নাই আর পুরস্কারে,—এখন এখান হইতে প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলেই বাঁচি।"

এদিকে সেই নরঘাতক টিরেল,—তাহার দুইজন লোকদ্বারা, রিচার্ডের কথামত, সেই নিদ্রিত রাজপুত্রদ্বয়কে হত্যা করিল। হত্যার পর মনে মনে বলিল,—

"ওঃ! কি ভীষণ কার্য্যই করিলাম! জীবনে অনেক মহাপাতক করিয়াছি বটে, কিন্তু এমন লোমহর্ষণ পৈশাচিক কাজ আর কখন করি নাই!" আমার সঙ্গিদ্বয়—যাহারা নিষ্ঠুরতা ও চণ্ডালতায় সম্পূর্ণ অভ্যস্থ হইয়াছে, তাহাদের একজন এই ভীষণ কার্য্য করিয়া, শিশুর ন্যায় করুণার্দ্র হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিয়াছে,—"যেন দুইটি নিদ্রিত দেব-শিশু,—শ্বেত-মর্ম্মর-প্রস্তর বাহু দিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ঘুমাইয়া আছে; যেন চারিটি ফুল্ল লোহিত অধর,—নব বসন্তে প্রস্ফুটিত,—বৃন্তস্থিত চারিটী গোলাপ ফুলের ন্যায় —পরস্পরকে চুম্বন করিতেছে!—তাহাদের উপাধান-নিম্নে ধর্ম্মগ্রন্থ—বাইবেলখানি রহিয়াছে!" অন্যজন উন্মত্তের ন্যায় বলিয়াছে,—"আমার পিশাচ অন্তঃকরণও দ্রবীভূত হইয়াছিল। অহো! আমরা প্রকৃতির দুইটি চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি বিনষ্ট করিয়াছি!—মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়,—তুচ্ছ অর্থের জন্য আমাকে এই পিশাচের কাজ করিতে হইল!"

রিচার্ড তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি টিরেল, সংবাদ কি?—শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইব?"

টিরেল কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মহারাজ আপনার সুখের জন্য,—যে কার্য্যে আপনি আমাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন,—যদি শুনিয়া সুখী হন, তবে বলি, —সে কার্য্য সমাধা হইয়াছে!"

রিচার্ড। তুমি স্বয়ং স্বচক্ষে তাহাদিগকে মৃত দেখিয়া আসিয়াছ?

টিরেল। আজ্ঞা, হাঁ মহারাজ!

রিচার্ড। ভাল ভাল, তোমার এই কার্য্যে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাকে আমি রীতিমত পুরস্কার দিব।—কিসে তোমার ভাল করিতে পারি, এখন তাই ভাবি।—এখন তবে বিদায় হও।

টিরেল চলিয়া গেল।

রিচার্ড ভাবিতে লাগিল, "একে একে সকল অন্তরায় দূর করিলাম। ক্লারেন্সের সেই বোকা-হাবা ছেলেটাকেও অবরুদ্ধ করিয়াছি। আর তার মেয়েটাকে একটা নীচ জাতীয় পাত্রে সমর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।—এডওয়ার্ডের পুত্রদ্বয় তো এইক্ষণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিল! ওদিকে আমার সেই নব-বিবাহিতা পত্নী এনকেও কৌশলে ইহলোক হইতে সরাইয়া দিয়াছি।

এখন এডওয়ার্ডের কন্যা যুবতী এলিজাবেথ্‌কে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমি সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হই। কারণ, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি রিচ্‌মণ্ডের বিশেষ টাঁক্‌ আছে। যদি কোনক্রমে রিচ্‌মণ্ডের সহিত কুমারী এলিজাবেথের বিবাহ সংঘটন হয়, তাহা হইলে আমার সকল আশা-ভরসা লোপ পাইবে।—না, প্রাণ থাকিতে তাহা হইতে দিব না।"

এই সময় এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাকিংহাম্‌ বিদ্রোহী হইয়াছেন। রিচ্‌মণ্ডের সহিত মিশিয়া, তিনি রিচার্ডের ধ্বংসকামনা করিতেছেন।

(১০)

প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়ের ভীষণ হত্যায়, হতভাগ্যবতী রাণী এলিজাবেথ্‌,—শোকে মুহ্যমান হইলেন। বৃদ্ধা রাজমাতাও যার-পর-নাই কাতর হইলেন। পাপিষ্ঠ পুত্র, রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া,—একে একে ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, সম্ভ্রান্ত অমাত্য ও আত্মীয়-স্বজন সকলকে অতি নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিতেছে,—রাজ্যের শান্তি ও শোভা সকলই বিনষ্ট করিতেছে,—সকলের হৃদয়ে দারুণ সন্ত্রাস এবং ভয় ও বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে,—ইহা ভাবিয়া তিনি শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে, মনস্তাপে অধীরা হইলেন।—হায়! কে কাহাকে সান্ত্বনা করিবে? কে কাহার দুঃখের ভার আপন দুর্ব্বহ জীবনে গ্রহণ করিবে?

অবসর বুঝিয়া, এই সময়ে সেই শোকে-দুঃখে-জর্জ্জরিতা রাণী মার্গারেট আসিয়া, মনের সাধে পূর্ব্বকাহিনী তুলিতে লাগিলেন।—অন্যায় যুদ্ধে তাঁহার পতিপুত্রকে নিধন করিয়া, তাঁহার সকল সৌভাগ্য হরণ করিয়া, ইয়র্ক-রাজবংশ যেমন মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—গৃহশত্রু, কাল রিচার্ড, তেমনি পিশাচের ন্যায়, আপন রক্ত আপনি পান করিতেছে! রাজ-পরিবারের মধ্যে হাহাকারের রোল উঠিয়াছে,—শান্তি সুখ সকলই অন্তর্হিত হইয়াছে,—একে একে কতগুলিই অমূল্য জীবন বিনষ্ট হইয়াছে! এলিজাবেথ্‌ ও বৃদ্ধা রাজমাতা যত ক্রন্দন করেন,—যত শোক-তাপে বিকল হন, রাণী মার্গারেট ততই আহ্লাদ-প্রকাশ করিতে থাকেন। স্বগত হইতে-হইতে ক্রমশঃ প্রকাশ্যে পরস্পরের মনের কথা ব্যক্ত হইতে লাগিল। মার্গারেটের কথাগুলা, কাটা-ঘায়ে

মুনের ছিটার মত,—সেই সন্তো-শোক-সন্তপ্তা রাণী ও রাজমাতার অন্তরে বিধিতে লাগিল। শেষ সকলে মিলিয়া, মুক্তকণ্ঠে রিচার্ডকে অভিসম্পাৎ করিতে লাগিলেন। এলিজাবেথ্ ও মার্গারেট তো অভিসম্পাৎ করিবেনই,—বৃদ্ধমাতাও হতভাগ্য পুত্রের অমঙ্গল-কামনা করিতে লাগিলেন। মার্গারেটের জলন্ত অভিশাপের ভঙ্গি দেখিয়া এলিজাবেথ্ বলিলেন; "আমাকে এইরূপ অভিশাপ শিখাইতে পারেন?—কি করিলে এমন অভিশাপ দেওয়া যায়?"

মার্গারেট বলিলেন, "রাত্রে নিদ্রা যাইও না, দিবসে অনাহারে থাকিও। যে গিয়াছে, তাহাকে বড়—বড় সুন্দর মনে করিও।—রূপে গুণে সে অতুলনীয়, ইহাই বুঝিও। যে পাপিষ্ঠ তাহাকে হত্যা করিয়াছে,—সেই নর-ঘাতককে সাপ ও সয়তান অপেক্ষা অধিকতর খল মনে করিও।—ইহাতেই তোমার শোকের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহা হইতেই অভিশাপ আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে।"

হায়, পাপ রিচার্ডের জন্য এই সর্ব্বনাশ! তাহারই জন্য প্রিয়পুত্র ক্লারেন্স, প্রিয়তম শিশু পৌত্রদ্বয়, লর্ড হেষ্টিংস্ প্রভৃতি অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে।—বৃদ্ধা রাজমাতা শতপ্রকারে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, আপনার পাপ-গর্ভের নিন্দা করিয়া, রিচার্ডের মরণকামনা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে বৃদ্ধা, সেই শোকসন্তপ্তা পুত্রবধূ এলিজাবেথ্কে সান্ত্বনা করিতেছেন, এমন সময় যুদ্ধ-গমনোদ্যত রিচার্ড যোদ্ধ্‌বেশে তথায় উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধ, সেই রাজদ্রোহী বাকিংহামের বিরুদ্ধে।

রিচার্ড বলিল, "আমার এই যুদ্ধযাত্রার সময় কে আমার অমঙ্গলকামনা করিতেছে?"

এলিজাবেথ্ ও বৃদ্ধা জননী মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "যে হতভাগ্য রাজ্যলোভে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, রাজ্যের ভূষণ-স্বরূপ কত অমূল্য জীবন নষ্ট করিয়াছে;—যে পাপিষ্ঠ বহুকাল হইতে নরহত্যা, রক্তপাত, হিংসা ও নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীকে মূর্ত্তিমান্ নরকে পরিণত করিয়াছে,—তাহার উদ্দেশেই আমরা এই অভিসম্পাৎ করিতেছি!"

পাপিষ্ঠ, এই সকল শুনিয়াও গায়ে মাখিল না। এলিজাবেথ্ বলিলেন, "পিশাচ, আমার প্রাণোপম পুত্র ও ভ্রাতৃগণ কোথায়?"

জননী বলিলেন, "রাক্ষস,— মন্দমতি! তোর ভাই ক্লারেন্স কোথায়? এবং তাঁহার সেই শিশু-পুত্রই বা কোথায়?"

এলিজাবেথ্। রিভার্স, ভগান, গ্রে,—ইঁহারা সব কোথায়?

মাতা। হায়! লর্ড হেষ্টিংস্ কোথায়?

রিচার্ড, সৈন্যগণ ও বাদ্যকরগণকে বলিল, "বাজাও বাজাও,— উচ্চরবে রণ-দামামা বাজাও,—এই বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোকদিগের এই নিষ্ঠুর অভিশাপ যেন আর শুনিতে না হয়, ঈশ্বরের চরণে ইহাদের হীন প্রার্থনা যেন আর স্থান না পায়!"

বৃদ্ধা জননী এবার বড় দুঃখে বলিলেন, "হতভাগ্য সত্যই কি তুই আমার পুত্র?"

অম্লানবদনে পাপিষ্ঠ বলিল, "হাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তুমিই আমার জননী!"

মাতা। "তবে স্থির হইয়া আমার অন্তিম অন্তরের দুইটা কথা শোন্। দেখ্, তুই এ সুখের সংসারকে নরকে পরিণত করিয়াছিস। আজীবন তুই নিষ্ঠুর, মন্দমতি, লোভী, অতি-হিংস্রক ও খল। তোর মুখ মিষ্ট, কিন্তু অন্তর গরলময়। —হায়! এ গরলে তুই কত জনকে দগ্ধ করিয়াছিস! তোকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমি ধরার ভার বাড়াইয়াছি। —তোকে আর কি আশীর্ব্বাদ করিব,—যেন এই যুদ্ধে তুই পরাজিত হোস, এবং অচিরাৎ যেন তোর মৃত্যু হয়!"

দুর্ভাগ্যবতী বৃদ্ধা জননী চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেলেন।

এলিজাবেথ বলিলেন, "আমার অভিশাপ আরও ভয়ঙ্কর হইলেও, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমাতে নাই,—তোকে আর কি বলিব, যেন মায়ের এই মর্ম্মভেদিনী উক্তি,—অক্ষরে অক্ষরে ফলবতী হয়!"

এলিজাবেথ্ও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন; রিচার্ড তাঁহাকে ডাকিল। বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন, একটা কথা বলিব।"

এলিজাবেথ্। কি বলিবে? হায়, আর তো আমার পুত্র নাই, যে, তাহাকে হত্যা করিবার অভিসন্ধি করিবে! এক কন্যা আছে, তা সে আর এ জন্মে অশ্রুমুখী রাণী হইবে না, সন্ন্যাসিনী হইয়া চিরজীবন অতিবাহিত করিবে।

রিচার্ড। হাঁ, আপনার কন্যা এলিজাবেথ,—পবিত্রচেতা, যুবতী, সুন্দরী, রাজবংশীয়া!

এলিজাবেথ্। "তবে কি তাহাকেও মরিতে হইবে? হায়, তাহাকে বাঁচিতে দাও। আমি তাহার রূপ, যৌবন, শিক্ষা, সভ্যতা,—সকলই ঘুচাইতেছি,—তাহাকেও জারজ-তনয়া বলিয়া প্রচার করিতেছি,—স্বর্গীয় এডওয়ার্ডের সে ঔরসজাত কন্যা নয়,—মুক্তকণ্ঠে সকলকে এ কথা বলিতেছি,—দোহাই তোমার,—রক্ষা কর!"

রিচার্ড। ছি, ছি,—এমন কথা বলিবেন না,—তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয়া রাজকন্যা,—মহামতি এডওয়ার্ডের ঔরসজাত কন্যা।

এলিজাবেথ্। দোহাই, রক্ষা কর,—সে এসব কিছুই নয়।

রিচার্ড। রাজ-তনয়া বলিয়া, এডওয়ার্ডের কন্যা বলিয়া, তাঁহার জীবন নিরাপদ,—আপনি ইহা নিশ্চিত জানিবেন।

এলিজাবেথ্। সেই জন্যই বুঝি তাহার ভায়েরা মরিল?

রিচার্ড। না, গ্রহগণ তাহাদের প্রতি বক্র ছিল।

বাক্য-কুশল, মুখ-মিষ্ট রিচার্ড অনেক কথা বলিল। তাহাতে এলিজাবেথের অন্তর একটু একটু দ্রব হইতে লাগিল। সময় বুঝিয়া রিচার্ড মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। রিচার্ড বলিল, "আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা আপনার কন্যার মঙ্গলার্থে।"

এলিজাবেথ্ উপহাসচ্ছলে কহিলেন, "সেজন্য কন্যার মাতার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

রিচার্ড এবার অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে বলিল, "আপনি তবে কি বিবেচনা করেন?"

এলিজাবেথ্। বিবেচনা করি এই যে, "আপনি আমার কন্যাকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন,—যে অন্তর লইয়া আপনি আমার দুধের বাছাদিগকে কসাইয়ের মত হত্যা করিয়াছেন!"

রিচার্ড। পুনঃ পুনঃ কেন আর পূর্ব্ব-কথা উত্থাপিত করেন?—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি, আপনার কন্যার মঙ্গলকামনা করিয়াই আমি যাহা কিছু করিয়াছি!—কারণ তিনিই ইংলণ্ডের ভাবী রাণী!

এলিজাবেথ্ দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তখন আপনি ইংলণ্ডের ভাবী রাজা ঠিক করিয়াছেন কাহাকে?"

রিচার্ড। রাজা আর কে?—আমি।

এলিজাবেথ্। কি, তুমি?

রিচার্ড। হাঁ, আমি—আপনি কি বিবেচনা করেন?

এলিজাবেথ্। কেমন করিয়া আপনি আমার কন্যাকে পত্নীরূপে পাইবেন, আশা করিয়াছেন?

রিচার্ড। আপনিই সে শিক্ষা আমাকে দিন।

এলিজাবেথ্। আমিই সে শিক্ষা দিব?

রিচার্ড। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই প্রার্থনা করি।

এলিজাবেথ্। যে তাহার ভ্রাতাদিগকে হত্যা করিয়াছে,—যে তাহার পিতৃব্যের হত্যার কারণ হইয়াছে,—যে তাহার মাতুলগণকে বিনষ্ট করিয়াছে,—যে রাজ্যের মধ্যে হাহাকারের রোল উঠাইয়াছে,—যাহার দ্বারা লোকের ভয়, বিভীষিকা, আতঙ্ক দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে—সেই নরঘাতী, চণ্ডাল, রাক্ষসকে আমার কন্যা বিবাহ করিবে?

রিচার্ড। আর্য্যে! ভালবাসাতে সকলই পাওয়া যায়।—আমি প্রাণান্তপণে আপনার কন্যাকে ভালবাসিব।

এলিজাবেথ্। আমার কন্যা কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে ঘৃণা করিয়া থাকে,—ইহাও আপনি মনে রাখিবেন।

রিচার্ড। যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে। সে কথা তুলিয়া আর আমাকে লজ্জা দিবেন না,—কিংবা অনুতপ্ত করিবেন না। আপনার পুত্রদিগকে সিংহাসনে বঞ্চিত করিয়া, আমি আপনার যে মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছি,—আপনার কন্যাকে সেই সিংহাসনের রাণী করিয়া, আপনার সেই মনঃকষ্ট দূর করিব। পুত্রহারা হইয়া আপনি যে শোকগ্রস্ত হইয়াছেন, দৌহিত্র-মুখ দেখিয়া, আপনি সেই শোক দূর করিবেন।—আবার আপনার সকল শান্তি ফিরিয়া আসিবে। আবার আপনি সুখের মুখ দেখিতে পাইবেন।—মা আমার! যাও,—তোমার কন্যাকে তাহার প্রণয়প্রার্থীর মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর।—দুর্ম্মতি রাজদ্রোহী

বাকিংহামকে যুদ্ধে জয় করিয়া আসিয়া, আমি তাঁহাকে সুখময় বাসর-শয্যায় শায়িত করিব।

এলিজাবেথ্। তবে, আমি বলিব কি যে, তাহার পিতৃব্য তাহার স্বামী হইবে?

রিচার্ড। হাঁ, ইংলণ্ডের শান্তিসংস্থাপনের জন্যই, এইরূপ করিতে হইবে। বলিবেন, তিনিই ইংলণ্ডের সর্ব্বময়ী ঈশ্বরী হইবেন। বলিবেন, আমি চিরদিন তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিব।

এলিজাবেথ্। এ 'চিরদিন' ক'-দিনের জন্য?

রিচার্ড। তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত।

এলিজাবেথ্। কিন্তু এই 'শেষদিন' কবে আসিবে?

রিচার্ড। ঈশ্বর ও প্রকৃতি যতদিন তাঁহাকে ইহলোকে রাখিবেন।

এলিজাবেথ্। হাঁ, নরক ও রিচার্ড যতদিন ইহা ইচ্ছা করিবেন!

রিচার্ড। না, না, আমার হইয়া, আপনি সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন।

এলিজাবেথ্। হাঁ, সকল কথা খোলাসা করিয়া বলাই ভাল।

রিচার্ড। তবে আমার প্রকৃত ভালবাসা তাঁহাকে জানাইবেন?

এলিজাবেথ্। তাহা হইলেই প্রতুল!

রিচার্ড। আপনার হেতুবাদ অতি অসার ও চপলতাপূর্ণ।

এলিজাবেথ্। না, না, আমার হেতুবাদ অতি সারবান্ ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। সে সারত্ব ও গাম্ভীর্য্য এত অধিক যে, আমার শিশুপুত্রদিগের কবর যেরূপ!

রিচার্ড। পূর্ব্ব-কথা তুলিয়া আর আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিও না, ভদ্রে!

এলিজাবেথ্। আমার হৃদয় যতদিন বিদ্ধ হইবে, ততদিন আমি এই কথা তুলিব।

রিচার্ড। শপথ করিতেছি,—আর এমন হইবে না।

এলিজাবেথ্। শপথ?—কিছুতেই তোমার শপথ রক্ষা পাইতে পারে না! কৈ, এমন একটি বিষয়ে শপথ কর দেখি, যাহা তোমার স্বপক্ষে খাটিতে পারে?

রিচার্ড। পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া বলি.--

এলিজাবেথ্। পৃথিবী তোমার দুষ্কর্ম্মে পরিপূর্ণ।

রিচার্ড। আমার পিতার মৃত্যু —

এলিজাবেথ্। তোমার জীবন তাহা কলঙ্কিত করিয়াছে।

রিচার্ড। তবে, আমি নিজে—

এলিজাবেথ্। তুমি নিজেই নিজের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছ।

রিচার্ড। আচ্ছা, ঈশ্বরের নামে—

এলিজাবেথ্। তাহা আরও অসম্ভব। যদি ঈশ্বরের নামে শপথ করিবার তোমার অধিকার থাকিত, তাহা হইলে তুমি ভ্রাতৃঘাতী হইতে না। যদি তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া তুমি সান্ত্বনা পাইতে, তাহা হইলে আমার দুধের বাছারা,—ধূলা-খেলার বয়সে তোমার নির্ম্মম কঠিন হস্তে প্রাণ হারাইত না। —না, ঈশ্বরের নামে তুমি কিছুতেই শপথ করিতে পার না।—জগতে এমন কি বস্তু আছে যে, তুমি তাহার উল্লেখ করিয়া শপথ করিতে পার ?

রিচার্ড। (একটু ভাবিয়া) ভবিষ্যৎ—

এলিজাবেথ। না, ইহাও খাটিল না।—অতীতে তুমি যাহা করিয়াছ, ভবিষ্যৎ তাহার জের টানিবে। হায়, কত অনাথ শিশুসন্তানকে তুমি পিতৃহীন করিয়াছ, এবং কত দুর্ভাগ্য পিতামাতাকে তুমি পুত্রহীন করিয়াছ!--ভবিষ্যৎ তোমার সে কার্য্যের প্রতিশোধ দিবে।

রিচার্ড। অতীতে যাহা করিবার করিয়াছি,- ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইলাম। অনুতাপ ও আত্মগ্লানিতে এখন দিন কাটাইব।—এ কথা সত্য বলিতেছি। এখন হইতে পাপে ও অধর্ম্মে আমি মন দিব না।--এ সকলই আপনার সেই অনুপমা কন্যাকে লাভ করিবার জন্য।--দেবি! আমার প্রতি প্রসন্ন হোন,--আপনার কন্যাকে আমার হইয়া অনুযোগ করুন।

এলিজাবেথ্। পিশাচের এই অনুনয়-বিনয়ে কি আমি চঞ্চল হইব ?

রিচার্ড। পিশাচ যদি ভালোর জন্যে চঞ্চল হয় তবে আপনিই বা কেন না হইবেন ?

এলিজাবেথ্। তবে কি আমি, নিজে নিজেকে ভুলিব ?

রিচার্ড। আপনার স্মৃতি যদি আপনাকে ভুল করিয়া থাকে, তবে কেন না সে ভুল ভাঙ্গিবেন ?

এলিজাবেথ্। কি, তুমি আমার পুত্রগণকে হত্যা কর নাই ?

রিচার্ড। যাক্ সে কথা,—আর আমাকে লজ্জা দিবেন না,—আপনার কন্যাকে আমি মহিষী করিব।

কি জানি কেন, এবার এলিজাবেথ্ একটু নরম হইলেন। বলিলেন, "তবে কন্যাকে কি আমি তোমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিব ?"

রিচার্ড। হাঁ, ইহাই সু-মাতার লক্ষণ।

এলিজাবেথ্। (ভাবিয়া) আচ্ছা, তবে আমি যাই। আমাকে শীঘ্র পত্র লিখিও। আর তুমিও আমার কাছে সংবাদ পাইবে,—তোমার প্রতি আমার কন্যার মন-ভাব কিরূপ।

রিচার্ড। তাঁহাকে আমার প্রেম-চুম্বন দিবেন,—এখন বিদায় হই।

এলিজাবেথ্ চলিয়া গেলেন। রিচার্ড মনে মনে বলিল, "হা লঘু-প্রকৃতি, অসার, পরিবর্ত্তনশীল রমণী !"

এই সময় অনুচরবৃন্দ আসিয়া রিচার্ডকে সংবাদ দিল যে, পশ্চিমোপকূলে শত্রুসেনা সমবেত হইয়াছে। রিচ্মণ্ড তাহাদের অধ্যক্ষ;—বাকিংহাম্ তাহাদের উৎসাহদাতা।

তখন সেই অনুচরবৃন্দকে লইয়া রিচার্ড পরামর্শ করিতে লাগিল,—কি উপায়ে শত্রুপক্ষকে ছিন্ন ভিন্ন ও পরাজিত করিতে পারা যায়।

ইতিমধ্যে এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল,—হঠাৎ এক বন্যা ও ঝড় উপস্থিত হওয়ায়, বাকিংহামের সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং বাকিংহাম্ ধৃত ও বন্দী হইয়াছেন।

শুনিয়া, রিচার্ডের আর আনন্দের সীমা রহিল না।—এখন কেবলমাত্র সেই দুর্দ্ধর্ষ রিচ্মণ্ডকে পরাজিত করিতে পারিলেই সকল দিক্ রক্ষা হয়।

ষ্টান্লি নামে একজন শক্তিশালী লর্ডকে রিচার্ড,—যুদ্ধের এক প্রধান কার্য্যে নিয়োজিত করিল। কিন্তু পাপিষ্ঠ নাকি অন্তরে কাহাকে আদৌ বিশ্বাস করিত না,—তাই ষ্টান্লিকে স্পষ্টই বলিল, "মনে রাখিও, এক দিকে তোমার পুত্রের মস্তক, অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতকতা!—যদি তুমি বাকিংহাম্

প্রভৃতির ন্যায় বিশ্বাসঘাতক হইয়া,—আমার সেই পরম শত্রু রিচ্‌মণ্ডের সহিত যোগদান কর, তবে তাহার পরিণাম এইরূপ হইবে জানিও।"

মহাপাপিষ্ঠ রিচার্ড অসাধারণ কূটবুদ্ধিজীবী। বস্তুতঃ তাহার এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস,—অমূলক নহে। রাজ্যের ছোট বড় সকলেই তাহার উপর বিরূপ। ষ্টান্‌লিও তাহাদের অন্যতম। রিচ্‌মণ্ডের ছদ্মবেশী এক দূত তাহার নিকট রিচার্ডের ঘরাও-কথা জানিতে আসিয়াছিল। ষ্টানলি দূতকে বলিলেন,—

"ইচ্ছাসত্ত্বেও, প্রকাশ্যে আপনাদের সহিত যোগ দিতে আমি পারিতেছি না। কারণ পাপিষ্ঠ রিচার্ড, পূর্ব্ব হইতেই আমার প্রতি সন্দেহ করিয়া,আমার প্রিয়তম পুত্রকে তাহার আয়ত্তে রাখিয়াছে। যাই হোক্, পরোক্ষভাবে, যত দূর পারি, আমি আপনাদের সাহায্য করিব।"

(১১)

পরদিনে বিদ্রোহী বাকিংহামের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। মৃত্যুসময়ে বাকিংহাম্ আপন কৃতকর্ম্মের সমুচিত অনুশোচনা করিয়া মরিল। প্রধানতঃ তাহারই সাহায্যে পাপ গ্রষ্টর ইংলণ্ডের রাজাসন কলঙ্কিত করিয়াছে,—তাহারই পরামর্শে কত নিরীহ নিষ্কলঙ্ক জীবন, অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছে।—বাকিংহামের পাপের উপযুক্ত প্রতিফল হইল।

এদিকে রিচ্‌মণ্ড আপন সৈন্যগণকে মাতাইলেন,—"যে কোন উপায়ে হউক, সেই মহাপাপী রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করিতে হইবে। তাহার অত্যাচারে ইংলণ্ড কম্পিত, প্রজাবৃন্দ ধন-মান-প্রাণভয়ে শশব্যস্ত, নাগরিকগণ সদাই আতঙ্কিত,—তাহাকে সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিতে না পারিলে, আমাদের সকল উদ্দেশ্যই বিফল হইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ! উৎসাহিত হও,—প্রতিজ্ঞা করো,—লক্ষ্য স্থির রাখো।—ভগবান আমাদের সহায় হইবেন। দুষ্টের দমনে, সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের শুভকামনা করিবেন।"

এই সময় রাণী এলিজাবেথ্, গোপনে রিচ্‌মণ্ডকে এক পত্র লিখিলেন যে, যদি তিনি এই পাপ রিচার্ডকে পরাজিত ও নিহত করিতে পারেন, তাহা

হইলে এলিজাবেথ্ তাঁহার কুমারী কন্যাকে রিচ্‌মণ্ডের করে অর্পণ করিবেন।

রিচার্ডের আর কোন গুণ না থাক্,—হতভাগ্য প্রকৃত একজন সমরকুশল বীরপুরুষ ও মহাযোদ্ধা ছিল। আজ সে, অদম্য উৎসাহে, আপন সৈন্যগণকে মাতাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

গভীর নিশীথ কাল। চারিদিক নিস্তব্ধ। রিচার্ড ও রিচ্‌মণ্ড স্ব স্ব শিবিরে নিদ্রিত। এমন সময় কয়েকটি প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। মূর্ত্তিগুলি যথাক্রমে একটির পর একটি আবির্ভূত হইয়া, মনোদুঃখ প্রকাশ করিয়া, পরক্ষণেই লীন হইতে লাগিল। প্রথম মূর্ত্তি,—ষষ্ঠ হেনেরির পুত্র এডওয়ার্ডের। এডওয়ার্ডের প্রেতমূর্ত্তি রিচার্ডের শিবিরস্থ তাঁবু ভেদ করিয়া উঠিয়া, গম্ভীরস্বরে বলিল,—

"রিচার্ড! কল্য তোমার আত্মার উপর আমি ভারস্বরূপ হইয়া বসিব। টিউক্‌সবারির যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি আমাকে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়াছিলে,—আজ তাহা স্মরণ কর। সেই পাপে কল্যকার যুদ্ধে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে,—তুমি প্রাণ হারাইবে।"

তারপর সেই মূর্ত্তি রিচ্‌মণ্ডের তাঁবুতে আবির্ভূত হইয়া সান্ত্বনাবাক্যে বলিল, "প্রসন্ন হও,—বিশ্বাস কর,—কল্যকার যুদ্ধে তুমিই জয়যুক্ত হইবে,—হেনেরি-বংশের তুমিই মুখ রাখিবে!"

তারপর ষষ্ঠ হেনেরির প্রেতাত্মা উঠিল,—প্রথমে রিচার্ডকে ভয় দেখাইল, শেষে রিচ্‌মণ্ডকে অভয় দিয়া চলিয়া গেল।

এইবার দুর্ভাগা ক্লারেন্সের মূর্ত্তি আসিল। সেই মূর্ত্তি কম্পিতকণ্ঠে বলিল,

"রিচার্ড, আমিই তোমার সেই দুর্ভাগ্য ভ্রাতা ক্লারেন্স। তোমার ষড়যন্ত্রেই আমি নিহত হইয়াছি। তোমার আত্মার উপর আমি ভারস্বরূপ হইয়া বসিব।—কল্যই তোমার অবসান,—কল্যই শেষ!"

তারপর সেই মূর্ত্তি রিচ্‌মণ্ডকেও পূর্ব্বমত আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইল।

এইবার রিভার্স, গ্রে, ভাগানের মূর্ত্তি উত্থিত হইল। তাহারা একে একে বলিল, "রিচার্ড। বিনাদোষে আমাদিগের প্রাণবধ করিয়াছিলে;—সেই পাপে কল্য তোমার পতন হইবে।"

অতঃপর তাহারা রিচ্‌মণ্ডকে আশ্বাসিত করিয়া অন্তর্হিত হইল।

এইবার হেষ্টিংসের প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। জলদগম্ভীরস্বরে সেই মূর্ত্তি বলিল, "মহাপাপী, নারকী, পিশাচ! এই যুদ্ধেই তোর সব শেষ! একবার সেই সম্ভ্রান্ত লর্ড হেষ্টিংস্‌কে স্মরণ কর্,——কি নিষ্ঠুর চণ্ডালের ন্যায় তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলি, ভাবিয়া দেখ্! —আমিই সেই হেষ্টিংস্! কল্যই তোর শেষ, —নিরাশা ও মৃত্যু তোর অনিবার্য্য!"

মূর্ত্তি রিচ্‌মণ্ডকে আশ্বাসিত করিয়া চলিয়া গেল।

এইবার সেই এডওয়ার্ডের পুত্র, —সুকুমার রাজ-শিশুদ্বয়ের প্রেতমূর্ত্তি আসিল। তাহারা বলিল,

"রিচার্ড, যাহাদিগকে তুমি সেই রাজদুর্গে হত্যা করিয়াছিলে, এইক্ষণ তাহাদিগকে স্বপ্নে দর্শন কর। আমরা তোমার সেই নিরীহ ভ্রাতুষ্পুত্র! উচ্ছিন্ন যাও,—মরো, —সর্ব্বস্বান্ত হও;—কল্যই তোমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

মূর্ত্তিদ্বয় রিচ্‌মণ্ডকে যথারীতি উৎসাহিত করিয়া অন্তর্হিত হইল।

এইবার লেডী এনের প্রেতমূর্ত্তি আসিল। দুঃখময়কণ্ঠে মূর্ত্তি বলিল,

"হায়, আমিই সেই অভাগিনী এন্।—রিচার্ড, আমিই তোমার সেই দুর্ভাগ্যবতী স্ত্রী। আমি একদিনের তরেও তোমাকে লইয়া সুখে ঘুমাইতে পারি নাই। আজ তুমি জন্মশোধ ঘুমাইয়া লও, —কল্যকার যুদ্ধে মহাকাল তোমাকে আলিঙ্গন করিবে। তোমার তরবারিতে কল্য ধারও থাকিবে না।"

এইবার বাকিংহামের প্রেতমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। মূর্ত্তি বলিল,

"রিচার্ড, আমিই তোমার মহাপাপের প্রধান সহায়। তাহার ফলও তোমার হস্তে পাইয়াছি। এখন তোমার কৃত দুষ্কর্ম্ম সকল স্বপ্ন দেখ। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া উঠ, —নিরাশ হও,—দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকো।"

তারপর সেই প্রেতমূর্ত্তি যথারীতি রিচ্‌মণ্ডের নিকট আসিয়া বলিল,

"রিচ্‌মণ্ড, তোমারই জয়,—তোমারই জয়! দেবতাগণ তোমার সহায়,—তুমিই রিচার্ডের দর্প চূর্ণ করিয়া ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন লাভ করিবে।"

প্রেতমূর্ত্তিগণ বিলীন হইতে-না-হইতে,—রিচার্ড স্বপ্নাবস্থায় চমকিতভাবে বলিয়া উঠিল,—

"আমাকে আর একটি অশ্ব দাও,—আমার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দাও!—ভগবান্, সহায় হও!—চুপ! একি———"

পাপিষ্ঠ জাগ্রত হইয়া বলিল,—

"চুপ্! একি!—ইহা স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নয়।—ওঃ, ভীরু বিবেক! কেন তুই আমাকে নির্য্যাতন করিতেছিস্?—প্রেতগণের আগমনে আলোক নীলবর্ণ হইয়া আসিতেছে! ঘোরা গভীরা রজনী। আমার কম্পিত দেহে ঘর্ম্মবিন্দু বহির্গত হইতেছে।—কি, ভয় কিসের? আমার ভয়? কৈ, কেহ তো এখানে নাই? রিচার্ড—রিচার্ডকেই ভালবাসে।—অর্থাৎ আমি আমাকেই ভালবাসি।—এখানে কি কোন হত্যাকারী আছে?—না।—হাঁ, আমিই তো হত্যাকারী!—তবে কি আমি পলাইব?—আপনাকে দেখিয়া আপনি পলাইব?—হে বিবেক! কেন পলাইব? পাছে প্রতিশোধ লই?—কি,আত্মদ্রোহ! আপনি আপনার উপর প্রতিশোধ লইব?—হায়! তাহা কেমন করিয়া হইবে?—আমি যে আমাকে ভালবাসি। কারণ, আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা নিজেরই স্বার্থ-সুখের জন্য। না না, আমি আমাকে ঘৃণা করি।—নিজের সুখের জন্য আমি অনেক ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছি।—আমি দুরাত্মা! না না, আমি মিথ্যা বলিতেছি, আমি দুরাত্মা নই।—হে মূর্খ, আত্মপ্রশংসা করিতেছ? না না, আত্মপ্রশংসা করিও না।—আমার বিবেকের সহস্র জিহ্বা;—তাহার প্রত্যেক জিহ্বায় সহস্র কাহিনী; এবং প্রত্যেক কাহিনী আমাকে দুরাত্মা প্রতিপন্ন করিতেছে! আমার জীবনের প্রতারণা,—চূড়ান্ত প্রতারণা; নরহত্যা,—ভীষণ নরহত্যা; পাপ ও মহাপাপ চরম।—ওঃ! আজ সকলে সমবেত হইয়া,—বিচারাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া,আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।—বলিতেছে যে, আমি মহাপাপী!—তবে আর আমার আশা নাই।—হায়! এ জগতে কাহারও আমি প্রীতিভাজন নই। আমার মৃত্যুতে কাহারও করুণোদ্রেক হইবে না!—কেন হইবে?—আমিই যে আমার নিকট করুণার পাত্র নহি!"

র্যাটক্লিফ্ নামে এক অনুচর এই সময়ে তথায় উপস্থিত হইল। রিচার্ড তাহাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিল। শেষে কহিল, "আমার পক্ষীয় সৈন্যগণ কি সকলেই আমার হিতৈষী হইয়া যুদ্ধ

করিবে?—না, তাহারাই বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আমার শত্রুতাসাধন করিবে?"

র‍্যাট্‌ক্লিফ্‌ বলিল, "প্রভু, আপনি নিশ্চিন্ত হউন,—সকলেই আপনার স্বপক্ষে যুদ্ধ করিবে।"

রিচার্ড-পক্ষের প্রধান যোদ্ধৃগণ এই সময় একে একে তথায় উপস্থিত হইল। রিচার্ড সকলকে উৎসাহিত করিয়া বলিল,—

"কি, এই মহাবল রাজ-সেনার সহিত,—সেই ভীরু, কাপুরুষ, দরিদ্র রিচ্‌মণ্ড যুঝিবে? সেই দুরাকাঙ্ক্ষ-পরায়ণ, দুর্ব্বৃত্ত,—ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসন অধিকার করিবে? তোমাদের স্ত্রী, কন্যা ও ইংলণ্ডের ধন-রত্নরাজি,—সে উপভোগ করিবে? আর তোমরা বাঁচিয়া থাকিয়া তাহা দেখিবে?"

যোদ্ধৃগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "না, প্রাণ থাকিতে আমরা তাহা হইতে দিব না,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

(১২)

এদিকে রিচ্‌মণ্ড, উৎসাহিত সৈন্যগণকে লইয়া, বিপুল বিক্রমে রিচার্ডের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। তিনিও সকলকে আপনার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিয়া, অধিকতর উৎসাহিত করিলেন। বলিলেন, "বিধাতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন। দেবগণ আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।—অত্যাচারী, নৃশংস, পামর রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া,—ইংলণ্ডের শান্তি-সংস্থাপিত করিতে হইবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রী কন্যার মুখ চাহিয়া, স্বাধীনতার মর্যাদা স্মরণ করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।—জয়-লক্ষ্মী নিশ্চয়ই আমাদের অঙ্কশায়িনী হইবেন।"

উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবলশালী রিচার্ড অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া,—রিচ্‌মণ্ডের সৈন্যগণকে ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত করিলেন।

এই সময় এক দূত আসিয়া রিচার্ডকে অভিবাদন করিল। রিচার্ড বলিলেন, "সংবাদ কি? ষ্টান্‌লি তাহার সৈন্যগণ লইয়া আসিতেছে কি না?"

কম্পিতকণ্ঠে দূত উত্তর করিল, "না মহারাজ, তিনি আসিতে সম্মত হইলেন না।"

রিচার্ড। কি, এত দূর?——এখনি তাহার পুত্র জর্জ্জের ছিন্ন-মুণ্ড দেখিতে চাই!

নরফোক্ নামে এক সম্ভ্রান্ত ডিউক বলিলেন, "মহারাজ, শত্রু সম্মুখীন হইয়াছে,—এখন অপরাধীর শাস্তি দিবার সময় নয়।—যুদ্ধজয়ের পর অবশ্যই তাহাকে যথোচিত দণ্ড দিবেন।"

রিচার্ড। তবে তাহাই হোক্। শত্রুসংহারে সহস্র গুণ বল যেন হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছে। সৈন্যগণ চল, অমিতবিক্রমে সমর-ক্রীড়া দেখাও।—বিজয়-মুকুট যেন আমাদের অক্ষয় হয়।

অসাধারণ বীরত্বের সহিত রিচার্ড যুদ্ধ করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল।

এই সময় ক্যাট্সবি নামে রিচার্ডের এক অনুচর নরফোক্‌কে বলিল, "দেখুন দেখুন,—বীর রিচার্ডের কি অদ্ভুত রণকৌশল! মনুষ্যের অসাধ্য বীরত্বে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছেন!—লর্ড নরফোক, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!—হায়, তাঁহার অশ্ব নিহত হইল। তিনি ভূমে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছেন,—সর্ব্বাগ্রে মহারাজকে রক্ষা করুন।—নচেৎ সর্ব্বনাশ হয়, সব যায়, ——আর আর পরিত্রাণ নাই।"

গম্ভীরনাদে রণ-বাদ্য বাজিতে লাগিল। উদ্‌ভ্রান্তভাবে রিচার্ড বলিল,—"একটি অশ্ব,—একটি অশ্ব,—আমার সাম্রাজ্য-বিনিময়ে একটি অশ্ব দাও।"

ক্যাট্সবি। মহারাজ, ক্ষান্ত হউন——

গর্জ্জিয়া উঠিয়া রিচার্ড বলিল, "কি, ক্ষান্ত হইব? পরাভব স্বীকার করিব?——ভীরু, কাপুরুষ, ক্রীতদাস!—হায়, আমি রণক্ষেত্রে ছয়জনকে রিচ্‌মণ্ড মনে করিয়া পাঁচজনকে নিহত করিয়াছি,—কিন্তু প্রকৃত রিচ্‌মণ্ড এখনও জীবিত!——দাও,—দাও,—একটি অশ্ব দাও,—আমার সাম্রাজ্যের বিনিময়ে একটি অশ্ব দাও!"

উদ্‌ভ্রান্ত রিচার্ড বিনা অশ্বে, নক্ষত্রবেগে রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। তারপর ভয়ানক যুদ্ধ করিতে করিতে, রিচ্‌মণ্ডের হস্তে জীব-লীলা শেষ করিলেন

উল্লাস-ধ্বনি করিতে করিতে, রিচ্‌মণ্ডের সৈন্যগণ আপনাদের জয়-ঘোষণা করিল। সেই সঙ্গে রিচার্ডের সৈন্যগণও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল।

বিজয়-পতাকা উড়াইয়া, বিজয়-মুকুট পরিয়া, বিজয়-উল্লাস করিতে করিতে,—রিচ্‌মণ্ড সম্ভ্রান্ত লর্ডগণের সহিত শিবিরে আসিলেন। বলিলেন, "ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ,—আমাদের যত্ন ও শ্রম সার্থক হইয়াছে,—অত্যাচারী নারকীর পতন হইয়াছে।"

সকলে উচ্চৈঃস্বরে রিচ্‌মণ্ডের জয়ঘোষণা করিল।

তারপর বিজয়ী রিচ্‌মণ্ড, যথাসময়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এবং মৃতরাজা এডওয়ার্ডের কন্যা এলিজাবেথের পাণিগ্রহণ করিয়া,—"সপ্তম হেনেরি" নামে অভিহিত হইয়া,—সুখে ও শান্তিতে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। তাহা এ আখ্যায়িকার অন্তর্ভূক্ত নহে।

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত।

লেখক
শ্রী[illegible]